প্রথম সংস্করণ ১৩৫৬

প্রকাশক

দিলীপকুমার গুপ্ত

সিগনেট প্রেস

১০।২ এলগিন রোড

কলিকাতা ২০

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

সহায়তা করেছেন

শিবরাম দাস

মুদ্রক

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ

৩২ আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা ৯

বাঁধিয়েছেন

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

৬১।১ মির্জাপুর স্ট্রীট

কলিকাতা ৯

বার্নার্ড শ : বিরস নাটক

সম্পাদনা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিপত্নীকের বাসা ও প্রেমিক

অনুবাদ করেছেন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মিসেস ওয়ারেনের পেশা

অনুবাদ করেছেন

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

জর্জ বার্নার্ড শ

আয়র্ল্যান্ড অনেকদিন ধরে ইংলন্ডের পদানত ছিল। সেই অবমাননার শোধ সে নিয়েছে বুঝি সুইফ্‌ট থেকে শুরু করে অস্কার ওয়াইল্ড ও বার্নার্ড শ'র ভিতর দিয়ে সাহিত্যের চাবুকে ইংলন্ডকে শায়েস্তা করে।

বার্নার্ড শ অবশ্য শুধু ইংরেজ সমাজকেই তাঁর ব্যঙ্গ বিদ্রুপের বেতের ডগায় তটস্থ করে রাখেননি, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত মানব সমাজ ও সভ্যতার উপরই তাঁর বক্রোক্তির বেত্রদণ্ড মুহুর্মুহুঃ আস্ফালিত হয়েছে—যদিও তাঁর শাসনের অস্ত্রকে বেতের বদলে বিদ্যুতের সঙ্গেই তুলনা করা উচিত। আঘাতের জ্বালা তাতে যদি কিছু থাকে, তার চেয়ে ঢের বেশি আছে হাস্যোজ্জ্বল এমন আশ্চর্য দীপ্তি, আমাদের অজ্ঞানতা ও মূঢ়তার অন্ধকার যা বিদীর্ণ করে দেয়।

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই যন্ত্রযুগের উদ্ধত অভিযান শুরু। প্রকৃতির উপর নব নব আধিপত্য বিস্তারের কীর্তিতে এ অভিযান যেমন আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে মূঢ় আত্মঘাতী লক্ষ্যহীনতায়, মানুষের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যাও তেমনি দুশ্ছেদ্যভাবে জটিল ও সঙ্গিন করে তুলেছে।

ইতিহাস-সংকটের এই সর্বনাশা বিশৃংখল আবর্তের উপরে হাস্যোজ্জ্বল সূর্যের মতো একটি অনন্যসাধারণ প্রতিভার সদাজাগ্রত পাহারা ও পথ-নির্দেশ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বার্নার্ড শ সেই লোকোত্তর মূর্ত প্রতিভা।

সুদীর্ঘ ৯৩ বৎসরের জীবনে বার্নার্ড শ এ পর্যন্ত শুধু বোধ হয় ছন্দোবদ্ধ সমিল কবিতা ছাড়া সাহিত্যের কোনো বিভাগে কলম চালাতে বাকি রাখেননি। নাটক, নভেল, প্রবন্ধ, সমালোচনা তো অসংখ্য লিখেছেনই, তাছাড়া বক্তৃতাও দিয়েছেন অজস্র। সারা জীবনে তাঁর সমস্ত কথা ও লেখার লক্ষ্য কিন্তু এক—মিথ্যা ও ভণ্ডামির ফাঁপানো ফানুস, বিদ্রুপের হুল ফুটিয়ে ফাঁসিয়ে দিয়ে সত্যের আসল চেহারার সঙ্গে আমাদের নির্মমভাবে মুখোমুখি করিয়ে দেওয়া।

দুনিয়ার বেয়াড়া বিকার সিধে করা যাঁর ব্রত, তাঁর চিকিৎসার পদ্ধতি কিন্তু সোজা নয়। চটকদার বাঁকা কথার ব্যাপারী হিসেবেই তাই তিনি প্রথমে বাহবা পেয়েছেন। তাঁর কথার চমক যে লোকের মন টানবার একটা ফিকির মাত্র, সত্যের খুঁটি তাঁর পাকা ও শক্ত বলেই যে তিনি তাঁর চারধারে কথার প্যাঁচ অনায়াসে জড়ান—এ তত্ত্ব সর্বজনবিদিত হতে সময় লেগেছে।

আজ জীবদ্দশাতেই বার্নার্ড শ কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর কিংবদন্তী হয়ে উঠেছেন। তাঁর একটি তুচ্ছ কথার কণিকাও সত্যের স্ফুলিঙ্গে দীপ্ত জেনে লোকে সযত্নে সংগ্রহ করে রাখে, সমস্ত সঙ্কীর্ণ ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে রাষ্ট্র জাতি নির্বিশেষে তাঁকে মানব-সত্যের ঋষি হিসাবে শ্রদ্ধার অর্ঘ দেয়।

আয়র্ল্যান্ডের ডাবলিন শহরে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই তারিখে জর্জ বার্নার্ড শ'র জন্ম হয়। কুড়ি বছর বয়সে ডাবলিনের এক অফিসের খাজাঞ্চির কাজ ছেড়ে দিয়ে শ প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় ভাগ্য পরীক্ষা করতে লন্ডনে এসে হাজির হন। ভাগ্য তাঁকে তারপর কঠিনভাবেই পরীক্ষা করে দেখেছে। তিনি গানের জলসায় পিয়ানো বাজিয়েছেন, ইংলন্ডের প্রথম মার্কিন টেলিফোন কোম্পানীর হয়ে লন্ডনের গরীব পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে টেলিফোনের থাম ইত্যাদি বসাবার অনুমতি চেয়ে বেড়িয়েছেন, নির্বাচন-যুদ্ধে ভোট গোনার কাজ নিয়েছেন এবং পর পর পাঁচখানি উপন্যাস লিখেও কোনো প্রকাশককে তার একখানিও ছাপাতে রাজী করতে পারেননি।

চরম দারিদ্র্য কাকে বলে বার্নার্ড শ জীবনে তা ভালোভাবেই জেনেছেন। কিন্তু সে দারিদ্র্য তাঁকে স্বধর্মভ্রষ্ট করতে পারেনি। ধীরে ধীরে তাঁর অসামান্য প্রতিভা জয়যুক্ত হয়েছে। প্রথমে শিল্প, সঙ্গীত ও নাট্য সমালোচক ও পরে স্বাধীন নাট্যকার হিসাবে তিনি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দৃষ্টি আকর্ষণের পদ্ধতি তাঁর অবশ্য সাধারণের থেকে ভিন্ন। তাঁর নাটকের দর্শক ও পাঠক সাধারণকে তিনি আপ্যায়িত করবার চেষ্টা করেননি, বরং আঘাত দিয়ে ক্ষুব্ধ ও সচকিতই করে তুলেছেন। প্রশংসা-বৃষ্টির চেয়ে তাঁকে ঘিরে কলহের ঝড়ই তাই প্রথম দিকে বেশি বয়েছে। কিন্তু সে ঝড় থেমে যাবার পর দেখা গেছে বর্তমান ফলিত

বিজ্ঞানের যুগের অদ্বিতীয় মানব-সত্য-দিশারী রূপে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের আসনে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত।

মানব জীবনের যে সমস্ত গভীর মৌলিক সমস্যায় সমস্ত বিশ্বসভ্যতা আজ আলোড়িত, বার্নার্ড শ'র নাটকগুলি প্রধানতঃ তারই প্রাঞ্জল সমাধানের ইঙ্গিতমূলক হলেও নিছক তত্ত্বকথার নীরস কচ্‌কচি চেষ্টা করলেও সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বক্তব্য যার অস্পষ্ট ও চিন্তা যার অসংলগ্ন তাকেই গুরুগম্ভীর সাজতে হয় সাবধানে কথা বলবার জন্যে। বার্নার্ড শ'র মতো ভাষার যাদুকরের মুখে সত্যের বাণী হাসির সুর হয়ে উছলে পড়ে। তাঁর কঠিনতম সমস্যামূলক নাটক তাই কৌতুক-কাহিনীর চেয়ে রসাল, তাঁর গভীরতম চরিত্র রাজ-বয়স্যের চেয়ে মনোহর, তাঁর গম্ভীরতম বক্তব্য চটুল পরিহাসের চেয়ে চমৎকার।

বার্নার্ড শ'র নাটক সমগ্র মানব জীবনের বিপুল বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও আকুতি থেকে নিংড়ে নেওয়া সত্যের নির্যাস। অম্ল মধুর তিক্ত কষায় আদি সর্বরসের সমন্বয়ে সে নির্যাস অমৃতের মতো উপাদেয় করে পরিবেশন করবার অসামান্য ক্ষমতা তিনি রাখেন।

ভাবীযুগের মানুষ হয়ে বার্নার্ড শ যদি ভুল করে আমাদের মাঝে এগিয়ে এসে থাকেন, তাঁর লেখা না পড়লে তেমনি ভুল করে এ যুগ থেকে পিছিয়ে থাকা হবে।

বার্নার্ড শ'র নাটকগুলি সিগনেট প্রেস-ই প্রথম বাঙলায় অনুবাদ করে বার করেছেন। প্রথম খণ্ডে 'প্রেমিক', 'বিপত্নীকের বাসা' ও 'মিসেস ওয়ারেনের পেশা' নামে তিনটি নাটক রইল। বার্নার্ড শ নিজে এগুলির নামকরণ করেছেন 'বিরস নাটক' বলে। এই 'বিরস নাটক' দিয়েই বর্তমান যুগের সবচেয়ে সরস নাট্যকারের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় শুরু হোক।

তাঁর পাঠকদের প্রতি বার্নার্ড শ'র নিজেরই একটি সাবধান-বাণী দিয়ে এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করছি। বার্নার্ড শ তাঁর নাটকের একটি সংস্করণের ভূমিকায় পাঠকদের উদ্দেশ করে লিখেছেন—'দোহাই আপনাদের, আমার সুদীর্ঘ জীবন ধরে আমি যা লিখেছি, একবার পড়েই আপনারা তা বুঝে

ফেলবেন একথা মনেও করবেন না। আমার সমস্ত লেখাগুলি বছর দশেক ধরে বছরে অন্তত দুবার করে পড়বেন ঠিক করে ফেলুন। এ বইয়ের বাঁধাই সেই জন্যেই এরকম মজবুত করা হয়েছে।'

মুখবন্ধ

আত্মনেপদী

কথায় বলে চল্লিশ বৎসর বয়সেও যে প্রেমে পড়েনি, তার আর চল্লিশোর্ধ্বে প্রেমে না পড়াই ভালো। শুধু প্রেম নয় অন্যান্য বহু ব্যাপারেও এই কথাটি খাটে—যেমন নাটক লেখার ব্যাপারে। বহুকাল পূর্বে আমি এটা মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছিলাম যে চল্লিশে পা দেবার আগে যদি অন্তত আধডজন নাটক সৃষ্টি করতে না পারি, তবে নাট্যকারের ব্যবসায়ে আমার ইস্তফা দেওয়াই ভালো। এই হিসাব মাফিক কাজ করা যতটা সহজ বোধ হতে পারে ততটা সহজ আসলে হয়নি। প্রতিভার কোনো কমতি আমার ছিল তা নয়। কাল্পনিক পরিবেশে কল্পনার চরিত্রসৃষ্টি করে তাদের মধ্যে নাটকীয় দৃশ্য অবতারণা করার ব্যাপারে আমার বাধা যদি কিছু হয়ে থাকে সে প্রতিভার অভাব নয়, আলস্য। কিন্তু প্রতিভার মূল্যে পেটের অন্ন জোটাতে হলে শুধু নিজেকে ভোলানোর উপযুক্ত কল্পনা হলেই চলে না, লণ্ডনের সমসাময়িক নাট্যরসিক মহলের সত্তর থেকে আশীহাজার লোকের রকমারী চিত্তকে আকর্ষণ করবার মতো ক্ষমতা চাই। এই প্রয়োজন পূর্ণ করা আমার সাধ্যের অতীত ছিল। 'লোকরঞ্জক' আর্টের প্রতি আমার টান ছিল না, ছিল না 'লোকরঞ্জক' নীতির প্রতি শ্রদ্ধা, 'লোকরঞ্জক' ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও 'লোক-রঞ্জক' ধারণার প্রতি প্রীতি। আইরিশ হিসাবে, যে দেশ ত্যাগ করে এসে-ছিলাম সেই দেশের প্রতি, বা সেই দেশকে যারা ধ্বংস করেছে তাদের দেশের প্রতি আমার স্বভাবতই কোনো দেশপ্রেমিক মনোভাব জন্মাবার সুযোগ পায়নি। আমার মন ছিল মনুষ্যোচিত করুণায় সমৃদ্ধ, কাজেই কি যুদ্ধে কি খেলাধুলায় কি কসাইখানায় মারণ যজ্ঞ আমার সহ্য হত না। সোশ্যালিস্ট ছিলাম, চতুষ্পার্শ্বিক সমাজের আত্মঘাতী অর্থগৃধ্নুতার প্রতি মনে ছিল অপরিসীম ঘৃণা, সামাজিক সংগঠন, শৃঙ্খলা, ভদ্রতা, যোগ্যতার পরিমাপ, এ সমস্তের ক্ষেত্রেই যে মূলনীতিকে একমাত্র সম্ভাব্য স্থায়ী বনিয়াদ বলে গ্রহণ করেছিলাম সে হচ্ছে সমানাধিকার নীতি। ফ্যাশনদুরস্ত সমাজে প্রতিভাশালী নির্ঝঞ্ঝাট লোকের প্রবেশের পথ প্রশস্তই ছিল কিন্তু সে পথে

কখনো পা দিইনি শুধু ও-সমাজের বেহিসাবী উচ্ছৃঙ্খলতা, নিষ্করুণ শোষণপ্রবৃত্তির প্রভাব আমার অব্যবস্থিত চরিত্রে চড়াও হতে পারে সে ভয়ে নয়, আভিজাত্যের গোটা চেহারাটাই আমার চোখে অসহ্য ঠেকত বলে। এসব ব্যাপারে সন্দেহবাদী, কি নৈরাশ্যবাদী ছিলাম না, কেবল সাধারণ ভদ্রলোকে জীবনকে যে দৃষ্টিতে দেখে তার থেকে ভিন্নদৃষ্টিতে দেখতাম মাত্র। এই ভিন্নদৃষ্টির ফলে সাধারণের চেয়ে জীবনকে এত বেশিগুণে, এত অপ্রত্যাশিত, এবং আপাতদৃষ্টিতে অসহ্য পন্থায় উপভোগ করেছি যে নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে অপরকে ঘা দেবার জন্য ব্যস্ততাও আসেনি কখনো।

সুতরাং সাধারণের চিত্তকে দ্রব করবে এমন উপন্যাস লেখা আমার পক্ষে কি অসম্ভব ছিল সেটা সহজেই অনুমেয়। সাহিত্যের তরীতে ঠাঁই করে নেবার জন্য একদা অপরিণত বয়সে উপন্যাস লেখায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। সেই প্রবৃত্তির তাড়নায় পাঁচটি দীর্ঘ উপন্যাসের জন্মও হয়েছিল, কিন্তু ইউরোপ আমেরিকার জাঁদরেল প্রকাশকেরা উৎসাহদানের জন্য সেগুলির উপর ইতস্তত প্রশংসাপুষ্প নিক্ষেপ করতে রাজী থাকলেও ছাপাবার উপযুক্ত পুঁজি নিক্ষেপ করতে রাজী ছিলেন না। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে বিলক্ষণ একতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। উপন্যাস যদি উপন্যাসই হয়, নিতান্ত বদখেয়ালের ব্যাপার না হয়, তাহলে কখনো ছাপার অনুপযুক্ত হতে পারে না। প্রকাশকদের মতামত ব্যবসায়িক দিক থেকে যে ঠিক সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ঘুচল শেষ পর্যন্ত এক চক্ষুচিকিৎসক বন্ধুর কথায়। একদিন সন্ধ্যা-বেলা চোখ পরীক্ষার শেষে এই বন্ধুবরের কাছে শোনা গেল যে আমার চোখ সম্বন্ধে তাঁর কোনো উৎসাহ নেই কারণ ও দুটো নিতান্ত 'স্বাভাবিক'। আমি স্বভাবতই ভাবলাম আমার চোখ অন্য সকলের মতোই, তাই এই মন্তব্য; কিন্তু বন্ধুবর এই ব্যাখ্যাকে স্ববিরোধী বলে উড়িয়ে দিলেন। চক্ষু-ব্যাপারে আমি নাকি অতীব সৌভাগ্যবান কারণ 'স্বাভাবিক' দৃষ্টির অর্থে সব জিনিসকে সঠিকভাবে দেখা, এবং এই সঠিকভাবে দেখার ক্ষমতা নাকি সচরাচর থাকে শতকরা মাত্র দশ জন লোকের। বাকী নব্বুই জনের দৃষ্টিই নাকি স্বাভাবিকের পরিধিবহির্ভূত। উপন্যাস লেখায় আমার বিফলতার কারণটা তৎক্ষণাৎ বোঝা গেল। চর্মচক্ষুর মতো আমার মনশ্চক্ষুযুগলও

'স্বাভাবিক', অর্থাৎ তার দৃষ্টি সাধারণের দৃষ্টি থেকে ভিন্ন প্রকৃতির, উচ্চ প্রকৃতির।

এই আবিষ্কারের প্রভাব আমার উপর পড়ল গভীরভাবে। গোড়ায় অবশ্য মনে হয়েছিল যে এই শতকরা দশজনের বাজারে উপন্যাস বিক্রী করে জীবন-ধারণ করা চলতে পারে, কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই খেয়াল হল যে এই দশ-জনও নিশ্চয়ই আমার মতোই কপর্দকশূন্য, সুতরাং পরস্পরের মাথায় হাত বুলোবার চেষ্টা বাতুলতা। লেখনীর সাহায্যে জীবনধারণ কি করে করা যায় এটাই তখন আমার সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। আমি যদি ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন কমনসেন্সপূজারী অর্থলোলুপ ইংরেজ হতাম তাহলে এ সমস্যা সহজেই মিটে যেত; এক জোড়া অস্বাভাবিক চশমা পরে শতকরা নব্বুইজনের বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দৃষ্টিভঙ্গীটাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে নিতাম। কিন্তু নিজের উচ্চতা সম্পর্কে আমি তখন এত প্রবলভাবে নিঃসন্দেহ, আমার অস্বাভাবিক স্বাভাবিকতার গর্ব তখন এত স্ফীতিলাভ করেছে যে কপটতার সিধে রাস্তার কথাটা আদপে মনেই আসেনি। সপ্তাহে এক পাউন্ডের উপর থাকব, দৃষ্টিটাকে নির্মল রাখব, দশলক্ষের খাতিরেও তা আচ্ছন্ন করব না, এই তখন মনোভাব। কিন্তু সপ্তাহে ঐ এক পাউন্ড ঘরে আসে কোন রাস্তায়? উপন্যাস লেখাতে ইস্তফা দিতেই এ প্রশ্নের সহজ মীমাংসা হয়ে গেল। অত্যাচারী দুর্ধর্ষ রাজারও একজন বিদ্রোহী প্রজা চাই, নইলে তার মস্তিষ্কের স্থিরতা থাকে না। পার্থিব রাজ্যের অধীশ্বর হলেও স্বয়ং একাদশ লুইকে পর্যন্ত পারলৌকিক রাজ্যের প্রতিনিধি নিজের কনফেসরকে সহ্য করে মুখ বুজে থাকতে হত। গণতন্ত্রের চাপে পড়ে শাসনদণ্ড এখন চালান হয়েছে জনগণের হাতে; কিন্তু তাদেরও কনফেসর চাই—তার নাম এখন অবশ্য সমালোচক। কনফেসরের যে সব অধিকার সেগুলি তো সমালোচক উপভোগ করেনই, উপরন্তু রাজসভায় ভাঁড়ের যে সব বিশেষ অধিকার আছে সেগুলিও বর্তায় তাঁর উপর।

অখ্যাতির অন্ধকার থেকে আমার উদয় এই তামাশা-ওয়ালা রূপেই। এর জন্য যে আমায় কিছু কসরৎ করতে হয়েছিল তাও নয়; চোখ মেলেছি, দেখেছি, যা দেখেছি তাকে সাধ্যমত নিপুণ ভাষায় প্রকাশ করেছি, লোকে

হাততালি দিয়ে বলেছে উদ্ভট রচনায় আমার জুড়ি নাকি লণ্ডন শহরে মেলে না। আমার একমাত্র দোষ হচ্ছে আমি সবই হাল্কাভাবে দেখি। দেখতে দেখতে আমার অধিকারের পরিমাণ, অর্থের পরিমাণ দুইই স্ফীত হয়ে উঠল। বিখ্যাত কাগজের প্রথম পাতায় আমার জন্য স্থান নির্দিষ্ট থাকত, সেখানে আমি আমার যা খুশি বলব। ভাবসাব দেখে মনে হত গোটা রাজত্বে বুঝি আমার চেয়ে বেশি গুরুত্ব কোনো ব্যক্তির নেই। লণ্ডন শহর তখন যেন সারা পৃথিবীর রাজধানী বিশেষ। আমার কাজ ছিল এহেন শহরের সমগ্র শিল্পকার্যের হিসাবনিকেশ করা, প্রদর্শনীতে প্রদর্শনীতে, অপেরায় অপেরায়, থিয়েটারে থিয়েটারে শশব্যস্ত হয়ে কর্তব্যপালন করে বেড়ানো। আমার প্রবন্ধ পড়ত, বক্তৃতা শুনত সর্বশ্রেণীর লোকেরা! দারিদ্র্যের দায়-হীনতার সঙ্গে সমৃদ্ধির সুখসুবিধা সমানভাবে উপভোগ করতাম। কোনো নালিশ কোনো কিছুর বিরুদ্ধে যার নেই এমন মানুষ যদি কেউ থেকে থাকে তো সে ছিলাম আমি।

কিন্তু হায়, আমার বয়স যেমন বাড়তে লাগল, পৃথিবীরও তেমনি এল নতুন যৌবন। আমার চোখের দৃষ্টি যত আচ্ছন্ন হয়ে আসে, তত স্বচ্ছ হয়ে আসে পৃথিবীর দৃষ্টি। যুগের কথাটা নতুন পৃথিবী নগ্ন চোখেই পড়তে শুরু করল, আমার মনে হতে লাগল চশমার বয়সটা ক্রমশই আমার কাঁধে এসে চাপছে। আমার সুযোগ তখন দশগুণ, কিন্তু সুযোগ সদ্ব্যবহারের ক্ষমতায় ভাঁটা পড়েছে, শক্তি নেই, যৌবন নেই। অতএব একমাত্র উপায় রইল বার্ধক্যের চতুর অভিজ্ঞতা দিয়ে পুরোনো কথাকে উল্টেপাল্টে নতুন করে সাজানো। সুতরাং ঠিক করলাম আমার নাটকগুলিই ছাপাব আগে।

কি নাটক? নাটক কোত্থেকে এল? সবুর করুন, বলছি।

লণ্ডনবাসীদের মধ্যে যাঁদের শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি সামান্যতম অনুরাগ আছে তাঁদের অন্যতম দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে ভালো থিয়েটারের অভাব। মস্তিষ্কবান লোকের পক্ষে বর্তমান লোকরঞ্জক থিয়েটারে যাওয়ার কল্পনাও কষ্টসাধ্য। আমি নিজে থিয়েটারের ভক্ত। এই ভূমিকার বুদ্ধিমান পাঠকেরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে অভিনেতার লক্ষণও আমার মধ্যে কিছু কিছু আছে। কাজেই যখন খবর পেলাম যে রেনেসাঁস যুগের বুদ্ধিজীবীর কাছে শেক্স-

গাঁয়ের থিয়েটার যা ছিল এ যুগের বুদ্ধিজীবীর জন্য সে জাতীয় থিয়েটারের গোড়াপত্তন হচ্ছে, তখন উৎসাহ হল প্রচুর। তখন প্রধান কাজ হয়ে উঠল শ্রেষ্ঠ নাটক খুঁজে বার করা। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাটক তো গাছে ফলে না। ইবসেনের নাটক ছাড়া নব্য থিয়েটারের জন্ম হত না, যেমন জন্ম হত না বেইরুথ ফেস্টিভ্যাল থিয়েটারের, ভাগ্নারের 'নিবেলুঙ্গেন টেট্রালজী' ছাড়া। নাটকের তালিকার পরিধি বাড়াবার চেষ্টা করতে যেতেই দেখা গেল যে নাটকেই থিয়েটার সৃষ্টি করে, থিয়েটার নাটক সৃষ্টি করে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই নতুন যাত্রাপথের প্রথম মহাজন ইবসেন-ই। সনাতনের দুর্গে প্রথম সবল আঘাত পড়ে ১৮৮৯ সালে শ্রীযুত চার্লস চ্যারিংটন ও শ্রীমতী জ্যানেট এচার্চ-এর প্রযোজনায় ইবসেনের 'ডল্স হাউস'-এর অভিনয়ে। এই প্রযোজকদ্বয় যে সময়ে ইবসেনের ঐ যুগান্তকারী নাটক নিয়ে পৃথিবী ভ্রমণে বেরোলেন সেই সময় লণ্ডন শহরে নব্য নাটকের লড়াইয়ে নতুন শক্তিযোজনা করলেন মিঃ গ্রাইন তাঁর 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট থিয়েটার'এর দ্বারা। ইবসেনের 'গোস্টস্' নাটক অভিনয় করে এই থিয়েটার নিজের স্থান করে নিল। ১৮৯২ সালের শেষ পর্যন্ত ইংরেজ-লিখিত একটি উপযুক্ত নাটক উদ্ধার করার আশা তাঁর পূর্ণ হল না। জাতির এই চরম অপমানের দিনে আমি এগিয়ে এসে মিঃ গ্রাইন-এর কাছে প্রস্তাব করলাম যে আমার লেখা একটি নাটক মঞ্চস্থ করবেন বলে তিনি ঘোষণা করুন। মিঃ গ্রাইন আশাবাদী, উৎসাহী লোক, তিনি বিনা দ্বিধায় এ প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। আমি আমার পুরোনো ধূলিধূসর পাণ্ডুলিপি সাগরে ডুব দিয়ে উদ্ধার করলাম উপন্যাস রচনার ঝোঁকের শেষ অর্থাৎ ১৮৮৫ সালে বন্ধুবর উইলিয়াম আর্চার মহাশয়ের সহযোগিতায় লিখিত এক নাটকের প্রথম দুই অংক।

আমাকে সহযোগীরূপে নিয়ে কাজ করা কি কঠিন ছিল মিঃ আর্চার নিজেই তার বর্ণনা করেছেন। রোমান্টিক 'সুগঠিত' একটি নাটক রচনা করার জন্য তিনি যা কিছু নক্সা হিসাব খাড়া করেছিলেন সে সমস্ত বাঁকিয়ে চুরিয়ে আমি এক বীভৎসরকমের বাস্তবধর্মী নাটক খাড়া করলাম। তাতে উদ্ঘাটন করা হল বস্তি মালিকদের মালিকানার স্বরূপ, মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে

ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কুৎসিত চেহারা ও তার সঙ্গে যেসব 'স্বাধীন' আয়-সম্পন্ন খোশমেজাজী লোকেরা মনে করেন তাঁদের জীবনের সঙ্গে এসব নোংরামির কোনো সম্পর্ক নেই, তাঁদের আর্থিক ও বৈবাহিক সম্পর্কের জাল। ফলে যা সৃষ্টি হল সে একটি বিচিত্র সাড়েবত্রিশভাজা বিশেষ, কারণ আমি আমার বিষয়বস্তুকে যথেষ্ট গুরুত্বের চোখে দেখলেও, থিয়েটারকে তখন ততটা গুরুত্বের চোখে দেখতাম না। (অবশ্য থিয়েটারী মহলে নাটক সম্বন্ধে যতটুকু চেতনা ছিল তার চেয়ে আমার ছিল বেশি এটুকু জোর করে বলতে পারি।) এত গুরুত্বপূর্ণ, অর্থসমৃদ্ধ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে তৎকালীন নিরর্থক ভাঁড়ামির যে রস আমি আমদানি করলাম তাতে বিষয়েরই হল অসহ্য মানহানি। আর্চার সাহেব যখন দেখলেন যে আমি আমার বিষয়-বস্তু ও তাঁর নক্সা দুয়েরই দফা নিকেশ করে বসে আছি তখন তিনি বুদ্ধি-মানের মত নিজের নাম প্রত্যাহার করে সরে পড়লেন। অসমাপ্ত, অভিশপ্ত নাটকের দুটি অঙ্কের জন্ম দিয়ে এ প্ল্যানের সমাধি ঘটল। সাত বৎসর পরে যখন এই ভগ্ন নাটকাংশ পুনরুদ্ধার করলাম তখন দেখি যেসকল গুণ থাকার ফলে এই নাটক ১৮৮৫ সালে সাধারণের উপভোগের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলে মনে হয়েছিল সেই গুণগুলির জন্যই ১৮৯২ সালের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থিয়েটারের কাছে এর আবেদন হওয়া সম্ভব। একটি তৃতীয় অঙ্ক সংযোগ করে নাটকটিকে শেষ করলাম, নকল বাইবেলী ব্যঙ্গের ঢঙে লম্বা-চওড়া নাম দিলাম 'উইডোয়ার্স হাউসেস' (বিপত্নীকের বাসা), তারপর তুলে দিলাম মিঃ গ্রাইন-এর হাতে। মিঃ গ্রাইন সমস্ত ভাঁড়ামিগুলিকে অক্ষুণ্ণ রেখেই রয়ালটি থিয়েটার মঞ্চে নাটক নামালেন। প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হল। এত আলোড়ন সৃষ্টির উপযুক্ত গুণও এই নাটকের ছিল না, দোষও নয়।

জয়মাল্য গলায় পড়ল না বটে, কিন্তু হৈচৈ হল প্রচুর; এবং এই হৈচৈ-এর কারণস্বরূপ হতে পেরে উৎসাহের প্রাবল্যে স্থির করলাম নাটকের মঞ্চেই দ্বিতীয়বার ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হব। পরবর্তী বৎসরে, অর্থাৎ ১৮৯৩ সালে, ইবসেনী নব্য নারীত্বের ডঙ্কা যখন প্রবলভাবে বেজে উঠছে তখন সময়োপযোগী করে নাটক লিখলাম 'ফিলাণ্ডারার' (প্রেমিক), কিন্তু নাটক শেষ করার পূর্বেই বোঝা গেল যে মিঃ গ্রাইন-এর হাতে যে অভি-

নেতৃবর্গ আছেন তাঁদের ক্ষমতার সীমানা আমার নাটক বহুদূর ছাড়িয়ে যাচ্ছে। লিখতে বসলাম 'বিপত্নীকের বাসা'-র সগোত্র আরেক নাটক। 'মিসেস ওয়ারেনের পেশা'-র বিষয়বস্তু সামাজিক, তার সমস্যার পরিধি অতি গভীর ও ব্যাপক। বিষয়ের বলশালিতা নাট্যকারের শিক্ষানবিশী দুর্বলতাকে অতিক্রম করে গেল অবলীলাক্রমে। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থিয়েটার যা চেয়েছিল তা তো পেলই, এমনকি বেশিই পেল বলা যেতে পারে। কিন্তু এই সময়ে এক প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হতে হল, কেবল আমার নয়, প্রকাশের স্বাধীনতায় যেসব লেখক অভ্যস্ত তাদের সকলের পরম শত্রু। যার কূট চক্রান্তে ইংলণ্ড দেশে নাটকরচনাই একটা দুর্বিপাক হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই সেন্সরের কথাই বলছি।

মধ্যযুগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তর্বর্তীকালের সমস্ত শেক্সপীয়রেতর নাট্যকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন হেনরী ফিল্ডিং। ১৭৩৭ সালের কাছাকাছি, ইংলণ্ডে পার্লামেন্টারী দুর্নীতি যখন চরমে উঠেছে তখন ফিল্ডিং তাঁর অসামান্য প্রতিভার অস্ত্র কোমরে এঁটে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হন। সে ধাক্কা সহ্য করবার ক্ষমতা তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ ওয়াল-পোলএর ছিল না। অপরপক্ষে দুর্নীতির সাহায্য ভিন্ন শাসনকার্য চালনার ক্ষমতাও ছিল না ওয়ালপোলের। অতএব আত্মরক্ষার্থে তিনি এক সেন্সর প্রথার প্রবর্তন করলেন ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চকে শাসনে রাখবার জন্য। সেই প্রথা আজো অব্যাহত। মোলিয়ের ও এ্যারিষ্টোফেনিস-এর আসর থেকে বিতাড়িত হয়ে ফিল্ডিং আশ্রয় নিলেন সারভান্তের আসরে। সেই থেকে ইংরেজী নাটকের পতনের আরম্ভ, ইংরেজী গদ্যসাহিত্যের জয়যাত্রার শুরু। ফিল্ডিং-এর জ্বালা আগুন নেভাবার জন্য ওয়ালপোল যা ঢেলেছিলেন তার ধারা আমার মাথায় পড়ছে লর্ড চেম্বারলেনের নাটক-পরীক্ষকরূপে। এই ভদ্র-লোক যেভাবে আমাকে দমিয়ে রাখেন, অপমান করেন ও আমার পয়সা লুট করে নেন, তাতে মনে হয় তিনি যেন তখনকার রাশিয়ার 'জার' আর আমি তাঁর দীনতম প্রজা। আমার একাঙ্কের চেয়ে দীর্ঘ যে কোনো নাটক তাঁকে পড়াবার জন্য আমায় দু গিনি করে দিতে হয়। আমার নাটক তিনি পড়েন এ প্রার্থনা আমি মোটেই করি না (সরকারীভাবে; ব্যক্তিহিসাবে

তিনি পড়লে আমি খুশিই হব); শুধু তাই নয় একটি নথিতে তাঁর অমূল্য সই আদায় করার জন্য প্রাণের দায়ে আমায় নতিস্বীকার করতে হয়। ঐ নথিতে তিনি ঘোষণা করবেন যে তাঁর মতে—তাঁর মতে (!!!) আমার নাটকে অশ্লীল বা অন্যভাবে রঙ্গমঞ্চের অনুপযুক্ত কোনো কিছু নেই, সুতরাং লর্ড চেম্বারলেন এই নাটকের অভিনয় 'অনুমোদন' করেছেন। (কি স্পর্ধা!) বহুবার এই নথির সঙ্গে চক্ষুদ্বয়ের যোগাযোগ ঘটাতে হয়েছে, তবু দেখবা-মাত্র এখনো গায়ের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। আশ্চর্যের উপর আরো আশ্চর্য এই যে এই নথিতে সই করার পরেও অজানা ভবিষ্যতে তিনি যদি তাঁর মত পরিবর্তন করেন, মনে করেন এ নাটকে সাধারণের নীতিবোধে আঘাত দেওয়া হয়েছে তবে সেই অভিযোগে নিজে অথবা অন্য কোনো নাগরিকের মধ্যস্থতায় আমাকে কাঠগড়ায় হাজির করার অধিকার তিনি রাখেন। এর মধ্যে যে কথাটা আমি একেবারেই বুঝে উঠতে পারি না সেটা হচ্ছে এই যে যদি সাধারণকে কুনীতির হাত থেকে রক্ষা করাই তাঁর প্রকৃত কাজ হয় তবে তাঁর পরিশ্রমের অর্থমূল্যটা সাধারণের পকেট থেকে আদায় না করে আমার পকেট শূন্য করার এহেন প্রচেষ্টা কেন? মাসান্তে মাইনের জন্য পুলিশ চোরের কাছে হাত পাতে না, হাত পাতে সাধু গৃহস্থদের কাছে যাদের সে চোরের হাত থেকে বাঁচায়।

১৮৯৩ সালে এই পদে যে ব্যক্তি অধিষ্ঠিত ছিলেন নব্য আন্দোলনের তিনি ছিলেন ঘোর পরিপন্থী। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কাজকর্মে গ্রাইন সাহেবের হাত পা ছিল বাঁধা। বিনা লাইসেন্সে 'মিসেস ওয়ারেনের পেশা' অভিনয় সম্ভব হত কেবল প্রেক্ষাগৃহের বাইরেই, যেখানে লর্ড চেম্বারলেনের দণ্ড পৌঁছয় না। দর্শকবৃন্দকে অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ করতে হত। অতএব দরজায় টিকিটক্রেতা দর্শকসাধারণের দেখা মিলত না, অথচ এই ক্রেতা সাধারণের সহযোগিতা ভিন্ন ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট থিয়েটারের অস্তিত্ব রক্ষাই ছিল প্রায় অসম্ভব। লাইসেন্সের জন্য আবেদন দাখিলের নিশ্চিত ফল প্রত্যাখ্যান এবং সেই সঙ্গে নাটকের যে কোনো পরবর্তী অভিনয়ে অংশীদারবর্গের মাথা পিছু পঞ্চাশ পাউণ্ড জরিমানা ধার্য। সংকট চরম। নাটক প্রস্তুত, ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট থিয়েটার প্রস্তুত; 'গোস্টস'-এর 'মিসেস এলভিং' ও 'ডল্‌স-

হাউস'-এর 'নোরা'-র ভূমিকায় অভিনয়ে বিখ্যাত নব্যনাট্যকলার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীদ্বয় মিসেস থিয়োডোর রাইট ও মিস জ্যানেট এচার্চ প্রস্তুত; একমাত্র সেন্সরশিপের জোরে এ সমস্ত শক্তি অচল হয়ে আছে। অথচ সেন্সর এ নাটকের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছুর দাবি রাখেন না। সুতরাং 'মিসেস ওয়ারেনের পেশা'-কে একপাশে সরিয়ে রেখে ফিল্ডিং-এর মতোই ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট থিয়েটারের নাট্যকার হবার আশায় জলাঞ্জলি দিলাম।

সৌভাগ্যের বিষয় যে রঙ্গমঞ্চ এভাবে শৃংখলিত হলেও মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীন। তাছাড়া রঙ্গমঞ্চ স্বাধীন হলেও নাটক ছাপাবার প্রয়োজনটা অক্ষুণ্ণই থাকে। গ্রাইন সাহেব 'বিপত্নীকের বাসা'-কে দুবার মঞ্চস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন; দুবার না হয়ে সেটা যদি একশবার হত, তবু অসংখ্য রঙ্গমঞ্চবিমুখ ব্যক্তির কাছে সে নাটক অপরিচিতই থেকে যেত। প্রেক্ষাগৃহ থেকে বহুদূরে যাদের বাস, বা অভ্যাস, স্বাচ্ছন্দ্যপ্রীতি, বার্ধক্য ও অন্যান্য কারণবশে থিয়েটারে যাওয়া যাঁদের হয়ে ওঠে না, সেই অগণিত জনসাধারণের কাছে এই নাটক পৌঁছতে পারত না। আরো অনেকে আছেন যাঁদের নাটকের সম্বন্ধে বিচারের মান অত্যন্ত উঁচু, যাঁরা ইসকাইলাস থেকে ইবসেন পর্যন্ত সকল শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের রচনা পড়ে থাকেন কিন্তু সুপরিচিত নাট্যকার বা সার্থক অভিনেতার আকর্ষণ ভিন্ন প্রেক্ষাগৃহের পথে পদার্পণ করেন না। সাধারণত যাঁদের আমরা প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত দেখে থাকি অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে তাদেরও অনেকেরই নাটক দেখার প্রকৃত অভ্যাস এখনো জন্মায়নি।

অবশ্য ইংরেজ পরিবারে খবরের কাগজ পড়ার মতো নিয়মিত থিয়েটারে যাওয়ার অভ্যাস থাকলেও নাট্যকারের পক্ষে নাটক ছাপানোর প্রয়োজনটা থাকত অব্যাহতই। নাটকের সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন, সফল অভিনয় এত বিভিন্ন ঘটনাসমাবেশ-সাপেক্ষ যে পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো নাটকের ভাগ্যেই তা কখনো ঘটেছে কি না সন্দেহ। প্রথম শ্রেণীর ইংরেজ নাট্যকারদের মধ্যে শেক্সপীয়রই শ্রেষ্ঠ সাফল্য অর্জন করেছিলেন সুতরাং তাঁর কথাই প্রথমে ধরা যাক। তিনশ' বছর পূর্বে তিনি লিখেছিলেন তবু আজো তাঁর প্রতাপ এমন অপ্রতিহত যে অভ্যস্ত থিয়েটার দর্শকদের মধ্যে এমন লোকের দেখা মেলে যারা তাঁর সাঁইত্রিশটি প্রখ্যাত নাটকের ত্রিশটিরও বেশি রঙ্গমঞ্চে

দেখেছে, তারও মধ্যে ডজনখানেক দেখেছে কয়েকবার, কয়েকটি বহুবার। আমি নিজে তাঁর নাটকের অভিনয় দেখবার প্রতিটি সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করেছি এমন বলতে পারি না, তবু সাঁইত্রিশটির মধ্যে বত্রিশটির অভিনয় দেখেছি। কিন্তু পড়া ও দেখা এই দুটিই যদি আমার অভিজ্ঞতায় না থাকত তবে নাটকগুলির সম্বন্ধে আমার ধারণা শুধু অসম্পূর্ণ নয়, ভুল ও বিকৃত থেকে যেত। মাত্র বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যেই তরুণ অভিনেতা-ম্যানেজার-দের মধ্যে এই নব্য খেয়াল হয়েছে যে শেক্সপীয়রের নাটক তিনি যেমনটি লিখে গেছেন তেমনটি অভিনয় করাই ভালো, কোকিল যেভাবে কাকের বাসাকে ব্যবহার করে সেভাবে শেক্সপীয়রের নাটককে ব্যবহার করাটা উচিত কাজ নয়। এই সকল পরীক্ষার সাফল্য সত্ত্বেও আজকের রঙ্গমঞ্চে গ্যারিক-প্রচারিত এ ধারণাই বলবৎ যে, ম্যানেজার এবং অভিনেতার কর্তব্য শেক্সপীয়রের নাটককে আধুনিক রঙ্গমঞ্চের ছাঁচে ঢালাই করে নেওয়া। কিন্তু সম্পাদকের প্রতিভা যেখানে নাট্যকারের চেয়ে হীনতর সেখানে এই কাজ আসলে মূলের অঙ্গহানি ও অমর্যাদাই সূচিত করে। জীবিত লেখকেরা চরম বিকৃতির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ হয়ত হন, কিন্তু ম্যানেজার ও থিয়েটার পার্টির সদিচ্ছা, সহযোগিতা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই লেখক দেখতে পান যে একই সঙ্গে নাটকের অবিকৃত সম্পূর্ণতা ও মঞ্চসাফল্য লাভ করা দেবদুর্লভ ব্যাপার।

নিপুণভাবে লেখা নাটক বিভিন্ন ঢঙে অভিনয় চলে, কিন্তু সাধারণ অভিনয় বিভিন্ন ঢঙের নাটকে চলে না। (যেমন হলে সুবিধাজনক হত তার ঠিক বিপরীত অবস্থা!) এর ফলে লেখককে অল্পকালের মধ্যেই এই সিদ্ধান্তে পেঁছিতে হয় যে নিজের রচনার বক্তব্যটুকু বহির্জগতের কাছে পেশ করা চলে কেবল নিজেরই মধ্যস্থতায়। অথচ লেখক যদি নিপুণ অভিনেতাও হন তবু নাটকের সব চরিত্রের অভিনয় সম্পূর্ণ একাকী করা চলে না, কাজেই কবি বা ঔপন্যাসিকের মতো সাহিত্যিক প্রকাশের উপরই তাঁকে নির্ভর করতে হয় শেষ পর্যন্ত। অথচ নাট্যকারেরা এ চেষ্টা কখনো করেননি। শেক্সপীয়রের নাটকের মঞ্চাভিনয়ের সম্পূর্ণ কপি পর্যন্ত নেই; ফোলিওতে যা পাওয়া যায় তা নিছক পংক্তিগুলির বেশি কিছু নয়। হ্যামলেটের মহড়ায় শেক্সপীয়র যে

কপি ব্যবহার করেছিলেন, পেন্সিলে হিজিবিজি করে যার মধ্যে লিখেছিলেন অভিনেতাদের 'ক্রিয়াকলাপের' নির্দেশ, সে কপি পাবার জন্য আমরা কি না দিতে পারি? এর উপর স্টেজে বসে তিনি বর্ণনাচ্ছলে অভিনেতাদের যা কিছু বলেছিলেন, কেমন চরিত্র কাকে সৃষ্টি করতে হবে তার যে ধারণা তাদের মনে দিতে চেয়েছিলেন সেগুলির অনুলিপি যদি পাওয়া যেত তাহলে শুধু সেই নাটকই নয়, গোটা যোড়শ শতাব্দীর চেহারাটাই কি পরিষ্কার হয়ে উঠত আমাদের চোখে! শেক্সপীয়র যদি কেবল সুষ্ঠু অভিনয়ের জন্য মুখস্থ করার মতো একটি খসড়া মাত্র তৈরি না করে মেরেডিনের মতো বিস্তৃত করে ছাপার উপযুক্ত করে লিখতেন তবে এ ছাড়াও পাওয়া যেত কত কিছু। শেক্সপীয়র অতুলনীয় কবি, গল্পলেখক, চরিত্রচিত্রকার, আলংকারিক, কিন্তু এই সম্প্রসারণ নীতির অভাবে তিনি সংগতিশীল বক্তব্য-সম্পন্ন নাটক রেখে যেতে পারেননি, চরিত্র ও সমাজ চিত্রণব্যাপারে সুযোগ পাননি সত্যকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের। তবু 'অলস্ ওয়েল', 'মেজার ফর মেজার', 'ট্রইলাস এণ্ড ক্রেসিডা'র মতো সাধারণবর্জিত নাটকে দেখতে পাই যে তিনি বিংশ শতাব্দীতেই শুরু করতে প্রস্তুত, শুধু সপ্তদশ শতাব্দী যদি তাঁকে সুযোগ দেয়।

এই বিস্তৃত সাহিত্যিক রচনার প্রয়োজন শেক্সপীয়রের চেয়ে আধুনিক লেখকের দশগুণ বেশি, কারণ তাঁর কালে কাব্য আবৃত্তি থেকে নাটকাভিনয়ের পার্থক্য ছিল অল্পই। বর্তমান রঙ্গমঞ্চে পট ও 'ক্রিয়াকলাপ'-এর যা কর্তব্য, তার ভার সেকালে ন্যস্ত ছিল বর্ণনামূলক আবৃত্তিরই উপর। যে কোনো এলিজাবেথীয় নাটকে কেবল সংলাপ পাঠের দ্বারাই সামান্য দু একটি পংক্তি ভিন্ন সমস্তটার অর্থগ্রহণ করা যায়, কিন্তু বর্তমানকালে যে নাটক রঙ্গমঞ্চে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে মঞ্চসম্পর্কে নির্দেশ ভিন্ন তা শুধু অপাঠ্য নয়, অবোধ্য। এর চরম নিদর্শন প্যান্টোমাইমে। যেমন লাঁফাঁ প্রদিগ নাটকে সংলাপ আছে, কিন্তু তার উচ্চারণ নেই। কোনো নাট্যকার যদি ছাপার হরফে প্যান্টোমাইম প্রকাশ করেন তাহলে প্যান্টোমাইমের অভিনেতা যে কথাগুলির ভঙ্গীতে অভিনয় করছে সেগুলি যোগ করলে তবেই তার অর্থ পাঠকের নিকট বোধগম্য হবে। এবং প্যান্টোমাইমের মতো মঞ্চনির্দেশ ভিন্ন আধুনিক

অভিনয়োপযুক্ত নাটককেও শুধু সংলাপের ভিত্তিতে অবোধ্য করে তোলা কিছু কঠিন কাজ নয়।

কথাটা সহজবোধ্য সন্দেহ নেই, তবু সাহিত্যের মাধ্যমে নাট্যের পরিবেশন এখনো কলা হয়ে ওঠেনি, কাজেই ইংরেজ পাঠককে নাটক কিনে পড়ানো কঠিন কাজ, আর কিনে পড়বেই বা কেন? ছাপা নাটকে যা থাকে সে হচ্ছে নেড়া সংলাপটুকু, আর বড় জোর দর্জি আর মিস্ত্রীর জন্য কয়েকটা মামুলি নির্দেশ, যথা নায়িকার বাপের দাড়িটা সাদা কি কালো, বা বৈঠকখানার ডানহাতি তিনটে দরজা না চারটে, মাঝখানে একটা ফরাসী জানালা আছে কি না আছে, মাঝের দরজাটা নাচঘরের দিকে কি না। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে স্বয়ং ইবসেন, যিনি একটি তিন অঙ্কের নাটক লেখেন দুই বৎসরব্যাপী সাধনার পর, যাঁর নাটকের আসল গুণ হচ্ছে চরিত্রের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ইতিহাসের সূক্ষ্ম বিচারজাত চরিত্র ও ঘটনাসমাবেশের আশ্চর্য নৈপুণ্য, তিনিও পাঠক সাধারণকে উপহার দিয়েছেন মাত্র কাঠের মিস্ত্রী, প্রম্পটার আর গ্যাসম্যানের জন্য নির্দেশটুকুই। তাতে যে অযথা দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি হয়েছে একথা অস্বীকার করবে কে? তাঁর নাটকের অর্থ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে ইবসেন বলেছিলেন: 'যা বলেছি, বলেছি।' ঠিক কথা: কিন্তু এ সত্ত্বেও যে কথাটা সত্যি থেকে যায় সে হচ্ছে 'যা বলেননি, বলেননি।' অনেক লোকের কাছে হয়ত অর্থবোধের জন্য নাটকটুকুই যথেষ্ট (সে বিষয়েও আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে, কারণ আমি অন্তত শুধু নাটক থেকে বেশি কিছু বুঝি না)। আবার অনেকে নিশ্চয়ই আছে হাজার বিস্তৃত লেখায়ও যাদের অর্থবোধ হয় না। কিন্তু যদি ধরেই নেওয়া যায় যে বিস্তৃত-তর ব্যাখ্যায় এই দুই শ্রেণীর লোকের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, তবু যে বিরাট জনসংখ্যার কাছে একটি শব্দের মধ্যেই সমস্ত বোঝা না-বোঝার তফাৎটার অস্তিত্ব, তাদের প্রতি কি নাট্যকারের কোনো কর্তব্য নেই?

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শুধু সংলাপটুকু ছাপানো নয়, নাটকের পূর্ণ অর্থকে পাঠকের কাছে মেলে ধরার চেষ্টার স্বপক্ষে যুক্তি অকাট্য। সম্পূর্ণ নাটক লেখা একটি নূতন আর্ট। আমি জোর গলায় বলতে পারি যে বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশের দশ বৎসরের মধ্যে আমার এই প্রচেষ্টা পুরাতন ও প্রাথমিকমাত্র

প্রমাণিত হবে, প্রতি অঙ্কের গোড়ায় যে সংক্ষিপ্ত অপাঠ্য দৃশ্যসংকেত জুড়ে দেওয়া বর্তমান রীতি তা স্ফীত হতে হতে এক অধ্যায় হয়ত বহু অধ্যায়ে পরিণত হবে, প্রতিটি অধ্যায় হয়ত হবে অঙ্কটির চেয়েও দীর্ঘ এবং প্রয়োজন ও কৌতূহলোদ্দীপনায় তার সমকক্ষ। অবশ্য এর এক ফল হবে বিভিন্ন সৃষ্টিভঙ্গীর মিশ্ররূপ—বর্ণনা, সংলাপ ও নাট্যের এমন এক পাঁচমিশালী যা পড়া যায় কিন্তু অভিনয় করা যায় না। ঐ জাতীয় মিশ্র সাহিত্যের বিরুদ্ধেও আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে কার্যকরী নাট্যকার হয়ে ওঠা। সন্দেহ হয় যে আমার নজর মঞ্চের দিকেই বেশি নিবদ্ধ, যদিও অভিনেতার অভিনয় ও দর্শকের অর্থবোধের পক্ষে অবান্তর কোনো বিষয়ের আমদানী আমি এ পর্যন্ত করিনি। অবশ্য মঞ্চস্থ নাটকে যা বোঝান যায় এমন বহু জিনিস আমাকে বাদও দিতে হয়েছে, কারণ সাহিত্যে ব্যাকরণবোধ অতি উন্নত হলেও বাক্ভঙ্গী নির্দেশের উপায় অতি পরিমিত। যেমন 'হাঁ' কথাটা হয়ত পঞ্চাশ রকমে বলা যায়, 'না' কথাটা বলা যায় পাঁচশো রকমে, কিন্তু লেখা যায় এক রকমেই। এমনকি ঝোঁক দেবার উদ্দেশ্যে শব্দের নীচে দাগ টানার বদলে ফাঁক দিয়ে ছাপার কায়দাটাও ইংরেজ পাঠকের রপ্ত করা বাকী, যদিও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে এর প্রচলন অতি ব্যাপক। কিন্তু আমার পাঠকবর্গ যদি তাঁদের কর্তব্যটুকু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন তাহলে আমার নাটকের যতটা আমি বুঝি ততটা তাঁরাও বুঝবেন এ আশ্বাস আমি দিতে পারি স্বচ্ছন্দেই।

পরিশেষে এ গ্রন্থের নাটকত্রয়ীকে 'বিরস নাটক' নাম কেন দিয়েছি সেটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কারণটা অতি সহজবোধ্য; নাটকীয় শক্তির সাহায্যে এখানে দর্শককে সত্যের সম্মুখীন করা হয়েছে। যে নাটক মানুষের জীবনকে সত্যদৃষ্টিতে দেখবার প্রয়াসমাত্রও করে তা সনাতন রোমান্সপুষ্ট অহঙ্কারপ্রবৃত্তিতে ঘা দেবে তাতে আর বিচিত্র কি। কিন্তু আমাদের উপজীব্য এখানে ব্যক্তিগত জীবনের হাসিকান্না ও নিয়তি নয়। যেসব কুৎসিত সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে সাধারণ গৃহপালিত ইংরেজ ভবিষ্য স্বর্ণ-যুগের প্রত্যাশায় বিহ্বল হয়ে থেকেও, ব্যক্তিগতভাবে চরিত্রবান ও সদুদ্দেশ্যসম্পন্ন হয়েও ট্যাক্সের হারবৃদ্ধির ভয়ে নাগরিক হিসাবে অন্ধ হয়ে

থাকেন তার প্রতি তাঁদের চোখ খুলে দেওয়াই এই গ্রন্থে আমার উদ্দেশ্য। 'বিপত্নীকের বাস।'তে আমি দেখিয়েছি মধ্যবিত্ত জীবনের ভব্যতা ও মেকী-আভিজাত্য কি ভাবে আবর্জনার মাছির মতন বস্তিবাসীর দুর্দশার উপরই বেঁচে আছে, শ্রীবৃদ্ধি করছে। এটা খুব প্রীতিকর বিষয়বস্তু নয়। 'ফিলাণ্ডারার' ('প্রেমিক'-এ) আমি দেখিয়েছি বিবাহ আইনের ফলে পুরুষ ও নারীর মধ্যে এমন একটা উদ্ভট সম্পর্ক জন্মলাভ করেছে যাকে কেউ দেখে রাজনৈতিক প্রয়োজন হিসাবে (অপরের জন্য, বলাই বাহুল্য), কেউ ঈশ্বর-দত্ত বিধান হিসাবে, কেউ রোমান্টিক আদর্শ হিসাবে, কেউ নারীর উপযুক্ত পেশা হিসাবে। অনেকে আছেন যাঁদের কাছে বিবাহটা একটা অসহ্য অর্থ-হীন প্রতিষ্ঠান। সমাজ তাকে ছাড়িয়ে গেছে অথচ বদলাতে পারেনি; ফলে অগ্রণীতম সমাজ তাকে বাদ দিয়ে চলতেই বাধ্য হচ্ছে। যে দৃশ্যে 'প্রেমিক'-এর অবতারণা, যে পরিবেশের মধ্য দিয়ে তার গতি, এবং যে বিবাহে তার পরি-সমাপ্তি, বুদ্ধি ও সৌন্দর্যবৃত্তিসম্পন্ন লোকের কাছে তার চেহারাটা সুপরিচিত। শুধু সুপরিচিত নয়, অত্যন্ত অপ্রীতিকর। 'মিসেস ওয়ারেনের পেশা'র বক্তব্য আমি মিসেস ওয়ারেনের স্পষ্টোক্তির মধ্য দিয়েই প্রকাশ করেছি : 'মেয়েমানুষ ভালো ভাবে নিজের ব্যবস্থা করতে পারে একটি উপায়ে—তার উপকার করবার সংস্থান যার আছে এমন পুরুষের মন যোগানো।' অনেক সোশ্যালিস্টের মতো কতগুলি প্রশ্নের ব্যাপারে আমি নিতান্ত বৈশিষ্ট্যভক্ত। আমি বিশ্বাস করি যে, ব্যক্তির চরিত্রশক্তির ভিত্তিতে যে-সমাজ স্ব-প্রতিষ্ঠ হতে চায় তাকে এমনভাবে সংগঠিত হতে হবে যাতে হৃদয়বৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির বেসাতি না করেই পুরুষ ও নারী মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। অধুনা নারীসমাজকে 'রোজগেরে' শ্রেণীর আইনী বা বেআইনী লেজুড় হিসাবে নিন্দা করাই আমাদের রেওয়াজ। কিন্তু বর্তমান সমাজে পুরুষ গণিকার সংখ্যাও অপরিমিত সেকথা বিস্মৃত হলে চলবে না। আমি যে শ্রেণীভুক্ত সে শ্রেণী অর্থাৎ নাট্যকার ও সাংবাদিক শ্রেণীও এই পর্যায়েই পড়ে। আর উকিল, ডাক্তার, পাদ্রী আর বক্তৃতাবাজ রাজনীতিকের যে অক্ষৌহিণী বাহিনী প্রত্যহ নিজেদের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা নিজেদের সত্তাকে মিথ্যায় ভরে

তুলছে, তাদের পাপের তুলনায় যে নারী কয়েক ঘণ্টার জন্য দেহবিক্রয় করে তার পাপ নিতান্তই দৈহিক, অকিঞ্চিৎকর। সতীত্বহীন দরিদ্র নারীর চেয়ে চরিত্রহীন ধনীর বিপদ বর্তমান সমাজের পক্ষে লক্ষগুণ ভয়াবহ। নিতান্ত প্রীতিকর বিষয়বস্তু নিশ্চয়ই এসব নয়।

পাঠকবর্গকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া প্রয়োজন যে আমার আক্রমণ তাঁদেরই বিরুদ্ধে, আমার নাটকের চরিত্রগুলির বিরুদ্ধে নয়। তাদের আজ বুঝতেই হবে যে সারটোরিয়াস ও মিসেস ওয়ারেনের মতো কর্মকুশলী এমন কি নীতি-জ্ঞানসম্পন্ন যে সব ব্যক্তিরা দুষ্টব্যবস্থাজাত ব্যবসাদারিটা হাতে কলমে চালায়, দুষ্টব্যবস্থার দায়িত্বটা শুধু তাদেরই নয়, যাঁদের প্রকাশ্য মতামত, কার্যক্রম ও করদানের জোরে সারটোরিয়াসের বস্তির স্থানে শোভন বাসপল্লী, চার্টারিসের কুমতলবের স্থানে বুদ্ধিসম্মত বিবাহ-চুক্তি, মিসেস ওয়ারেনের পেশার স্থানে সহৃদয় শ্রমশিল্প আইন ও নীতিসঙ্গত নিম্নতম মজুরীর হারের দ্বারা সুরক্ষিত সম্মানজনক বৃত্তির প্রতিষ্ঠা হতে পারে দায়িত্ব তাঁদের, অর্থাৎ সমগ্র নাগরিকসমাজের। পরবর্তীকালে আমি কিভাবে সামাজিক পাপ সম্পর্কে নাটক লেখা থেকে আমার ঝোঁকটা টেনে আনলাম সমাজের রোমান্সবিধুর বোকামি ও তার বিরুদ্ধে ব্যক্তিবিশেষের সংগ্রামের দিকে, তার কাহিনী বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তুর চেয়ে অনেকটা প্রীতিপ্রদ। সে কাহিনী তোলা রইল দ্বিতীয় খণ্ডের পাঠকবর্গের ভবিষ্য জ্ঞানবৃদ্ধির কোঠায়।

১৮৯৮

বিপত্নীকের বাসা

(WIDOWERS' HOUSES)

বিপত্নীকের বাসা

প্রথম অংক

১৮৮০ থেকে ৯০ এর মধ্যে যে কোনো বছর। রাইন নদীর উপর রেমাজেন শহরের একটি হোটেলের বাগান। আগষ্ট মাসের চমৎকার বিকেল। রাইন নদী বরাবর 'বন'-এর দিকে তাকালে বাগান থেকে নদীর দিকে যাবার ফটক ডাইনে পড়ে, হোটেলটা পড়ে বাঁ দিকে। হোটেল সংলগ্ন একটা কাঠের বাড়ির দরজায় লেখা "তাব্‌ল্‌ দ্য'ত", একজন খানসামা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

দুজন ইংরেজ হোটেল থেকে বেরিয়ে এল। তারা এখানে বেড়াতে এসেছে। একজনের নাম ডাঃ হ্যারি ট্রেঞ্চ, বয়স প্রায় চব্বিশ। মোটা সোটা, শক্ত সমর্থ চেহারা, ভারি গর্দান, মাথার কালো চুল ছোট করে ছাটা। চালচলনে একটু হাল্কা, ডাক্তারী পড়া ছাত্রের ভাব। সরল, তড়বড়ে—ছেলেমানুষিও আছে। অপর জনের নাম মিঃ উইলিয়াম দ্য বার্গ কোকেন। বয়স সম্ভবত চল্লিশ, পঞ্চাশও হতে পারে। অপুষ্ট চেহারা, মাথায় স্বল্প চুল। নাটুকে চালচলন, অস্থির প্রকৃতি, অল্পেই চটে যান।

কোকেন। (হোটেলের দরজা থেকে খানসামাকে ডেকে) **আমাদের জন্য এখানে দুটো বিয়ার এনে দাও।** (খানসামা বিয়ার আনতে ভিতরে গেল, কোকেন বাগানে বেরিয়ে এল) **জান হ্যারি, যেখান থেকে সবচেয়ে ভালো দৃশ্য দেখা যায় হোটেলের সেই ঘরটাই আমরা পেয়ে গেছি। বুদ্ধির কেরামতিটা আমারই। কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ে মেইন্‌জ্‌ আর ফ্র্যাঙ্ক ফার্ট দেখা সেরে ফেলব। ফ্র্যাঙ্ক ফার্ট-এর এক ওমরাহ্‌-এর বাড়িতে ভারি সুন্দর একটি নারীমূর্তি আছে। একটা চিড়িয়াখানাও। পরের দিন নিউরেমবার্গ। পীড়নযন্ত্রের এমন চমৎকার সংগ্রহ সারা দুনিয়ায় আর নেই।**

ট্রেঞ্চ। **বেশ তুমি তাহলে ট্রেনের সময়গুলি দেখে ফেল।** (পকেট থেকে একটা ব্র্যাডশ' বার করে টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল)।

কোকেন। (বসতে গিয়ে থেমে) **ছোঃ! চেয়ারগুলো ধুলোয় ভর্তি। এই বিদেশীগুলো বড় নোংরা।**

ট্রেঞ্চ। (স্ফূর্তিভরে) **হোকগে যাক, তাতে কিছু আসে যায় না। মেজাজ**

ভালো করে একটু ফুর্তি কর। (কোকেনকে একটা চেয়ারে ঠেলে দিয়ে সে তার সামনের চেয়ারে বসে পাইপ বার করে গলা ছেড়ে গান শুরু করল)

ঢালো রাইন-এর সুরা পাত্রে

বয়ে যাক যেন ঠিক উচ্ছল নদীজল—

কোকেন। (এই অসভ্যতায় স্তম্ভিত) দোহাই হ্যারি, তুমি যে ভদ্রলোক, ব্যাঙ্কের ছুটির দিনের হ্যামস্টেড হীথ-এর ফেরিওয়ালা নও একথাটা দয়া করে মনে রাখবে? লণ্ডনে এরকম অসভ্যতা করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পার?

ট্রেঞ্চ। আরে রেখে দাও ওসব কথা। আমি বাইরে বেড়াতে এসেছি ফুর্তি করতে। চার বছর মেডিকেল স্কুলে পড়বার পর পরীক্ষায় পাশ করে বেরুলে তুমিও এরকম করতে। (আবার গান গেয়ে উঠল)।

কোকেন। (দাঁড়িয়ে উঠে) ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার যদি না কর তাহলে তোমাকে একলাই ঘুরে বেড়াতে হবে। এই জন্যই ইউরোপে ইংরেজরা অপ্রিয় হয়। এদেশীয়দের সামনে ওতে তেমন কিছু হয়ত আসে যায়না কিন্তু মনে রেখো 'বন' থেকে যারা জাহাজে উঠেছে তারা ইংরেজ। তারা আমাদের কি ভাববে এই নিয়ে সারা বিকেলটা আমার দুর্ভাবনায় কেটেছে। আমাদের চেহারাগুলোর দিকে একবার তাকাও দেখি।

ট্রেঞ্চ। চেহারার আবার কি দোষ হল!

কোকেন। নেগ্‌লিজে বন্ধু, যাকে বলে ঢিলেমি। জাহাজে একটু আধটু ঢিলেমি তবু চলে, কিন্তু এখানে নয়। এ হোটেলে ওদের কেউ কেউ নিশ্চয় ডিনারের পোশাক পরবে। কিন্তু তোমার তো ওই নরফোক জ্যাকেট ছাড়া কিছুই নেই। পোশাকে যদি না দেখাও তাহলে তুমি যে বড় ঘরের, তা তারা কি করে বুঝবে?

ট্রেঞ্চ। ছোঃ! জাহাজের লোকগুলো তো ছিল সব ইল্লুতে ইতর। যত মার্কিন আর সেইরকম সব। চুলোয় যাক তারা। বুঝেছ বিলি, তাদের নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছিনা। (দেশলাই জেবলে সে পাইপ ধরাতে লাগল)।

কোকেন। দেখ ট্রেঞ্চ, সকলের সামনে আমায় আর বিলি বলে ডেকো না। আমার নাম কোকেন। আমি জোর করে বলতে পারি তারা হোমরা চোমরা

কেউ হবে। বাপের চেহারার আভিজাত্যে তুমিও তো অবাক হয়েছিলে।

ট্রেঞ্চ। (এক মুহূর্তে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে) **কি! সেই তারা?** (দেশলাই নিভিয়ে দিল)।

কোকেন। (ট্রেঞ্চকে বাগে পাওয়ার সুবিধে নিয়ে) **এইখানে হ্যারি এইখানে, এই হোটেলে। হলএ বাপের ছাতাটা দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলাম।**

ট্রেঞ্চ। (সত্যিকার লজ্জা পেয়ে) **আমার বোধহয় আর কিছু পোশাক আনা উচিত ছিল। কিন্তু একগাদা মোটঘাটে বড় হাঙ্গাম!** (হঠাৎ উঠে পড়ে) **যাই হোক, গিয়ে হাত মুখ তো ধুতে পারি।** (হোটেলের দিকে যেতে গিয়ে সে সন্ত্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েকজন লোক নদীর ধারের ফটক দিয়ে আসছে) **এই সেরেছে! ওরা তো এসে পড়েছে!**

একজন ভদ্রলোক ও একজন মহিলা বাগানে এসে ঢুকলেন। তাঁদের পিছনে একজন মুটে কয়েকটা জিনিস বয়ে নিয়ে আসছে। সেগুলো মোট নয়, বাজার থেকে কেনা সওদা। দেখলেই বোঝা যায় এরা দুজনে বাপ ও মেয়ে। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশ, লম্বা তোষাজে থাকা চেহারা, বেশ সোজাই আছেন। তাঁর খড়্গ-নাসা, ভালোভাবে কামানো দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখ ভারিক্কি চালচলন দেখলে বেশ একজন বড় দরের বলে মনে হয়। নিজের জোরে বড় হয়েছেন। চাকর বাকরদের কাছে বিভীষিকা, এবং যার তার পক্ষে খুব সুগম নয়। তাঁর মেয়ে সুবেশা, সুশ্রী, দেখলে উচ্চবংশীয়া বলে মনে হয়, চেহারার একটা সজীবতা ও আকর্ষণ আছে: কোমল ও অতি-পরিচ্ছন্ন নয়, তবে তার বদলে প্রাণের বেগ ও উৎসাহ থাকায় ভালোই লাগে।

কোকেন। (ট্রেঞ্চ মন্ত্রমুগ্ধের মতো একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। কোকেন তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে) **নিজেকে সামলে নাও হ্যারি। উপস্থিত বুদ্ধি চাই, উপস্থিত বুদ্ধি!** (ট্রেঞ্চের সঙ্গে হোটেলের দিকে পায়চারী করতে লাগল। খানসামা বিয়ার নিয়ে তখন বাইরে আসছে। ফরাসীতে তাকে বলল) **কেলনার, ওই টেবিলে রাখ গিয়ে। তুমি ফরাসী বোঝ তো?**

খানসামা। (জার্মান উচ্চারণের ইংরেজীতে) **আজ্ঞে হুজুর! তাই রাখব হুজুর!**

ভদ্রলোক। (মুটেকে) **জিনিসগুলো এই টেবিলে রাখ।** (মুটে ইংরেজী বুঝলনা)।

খানসামা। (বাধা দিয়ে) **এই ভদ্রলোকেরা এই টেবিল নিয়েছেন। আপনি যদি কিছু মনে না করেন—**

ভদ্রলোক। (কঠিন স্বরে) **আগে সে কথা বলনি কেন?** (কোকেনকে চোখ রাঙ্গান সৌজন্যের সঙ্গে) **এরকম ভুল করার জন্য আমি দুঃখিত মশাই।**

কোকেন। না না অমন কথা বলবেন না। আপনারা এখানেই বসুন, আমি অনুরোধ করছি।

ভদ্রলোক। (অবজ্ঞাভরে তার দিকে পিছন ফিরে) **ধন্যবাদ;** (মুটেকে) **এগুলো ওই টেবিলে রাখ।** (মুটে তবু চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল। ভদ্রলোক এবার মালগুলো দেখিয়ে গেটের কাছে আর একটা টেবিল হাত দিয়ে চাপড়ালেন)।

মুটে। (জার্মান ভাষায়) **যে আজ্ঞে হুজুর।**

ভদ্রলোক। (এক মুঠো রেজগি বার করে) **খানসামা!**

খানসামা। (অভিভূত) **আজ্ঞে!**

ভদ্রলোক। চা নিয়ে এস এখানে দুজনের জন্য।

ভদ্রলোক এক মুঠো রেজগি থেকে ছোট একটি মুদ্রা বেছে নিয়ে মুটেকে দিলেন। মুটে অত্যন্ত বিনীতভাবে টুপি ছুঁয়ে তাঁকে অভিবাদন করে চলে গেল, কথা বলবার সাহস তার হল না। তাঁর মেয়ে চেয়ারে বসে কয়েকটা ফটোগ্রাফ দেখতে লাগল। ভদ্রলোক একটা 'বিডেকার' বার করে চেয়ারে বসবার আগে এমন ভাবে কোকেন-এর দিকে তাকালেন যেন সে সরে গেলেই তিনি বাঁচেন। কোকেন কিন্তু বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে অত্যন্ত বিনীত ভদ্রভাবে অন্য টেবিলে বসে ট্রেঞ্চকে ডাক দিল। ট্রেঞ্চ তখনো দ্বিধাভরে দূরে দূরে ঘুরছে।

কোকেন! কই এস ট্রেঞ্চ, তোমার বিয়ার পড়ে রয়েছে যে! (বিয়ার মুখে তুলল)।

ট্রেঞ্চ। (টেবিলে ফিরে আসার ছুতো পেয়ে খুশি) **ধন্যবাদ কোকেন!** (সেও বিয়ার পান করল)।

কোকেন। আচ্ছা হ্যারি, অনেকদিন তোমায় জিজ্ঞাসা করব ভেবেছি—লেডী রক্সডেল তোমার মাসীমা না পিসীমা? (এ কথার ফল তৎক্ষণাৎ ফলল। ভদ্রলোক স্পষ্টই মনোযোগী হয়ে উঠলেন)।

ট্রেঞ্চ। মাসীমা হন। কিন্তু এ প্রশ্ন তোমার মাথায় এল কেন?

কোকেন। কিছু না, এমনি। আমি শুধু ভাবছিলাম—হু—তিনি নিশ্চয়ই আশা করেন যে তুমি বিয়ে করবে। হ্যাঁ হ্যারি, ডাক্তারের পক্ষে বিয়ে করাটা দরকার।

ট্রেঞ্চ। কিন্তু তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারেব সম্পর্ক কি?

কোকেন। অনেক সম্পর্ক আছে ভায়া, অনেক সম্পর্ক আছে। তোমার স্ত্রীকে লণ্ডনের অভিজাত সমাজে পরিচিত করবার আশা তিনি করেন।

ট্রেঞ্চ। কি বাজে বকছ!

কোকেন। তোমার বয়স অল্প বন্ধু, এসব জিনিসের মূল্য তুমি বোঝনা। এমনি এগুলোকে তুচ্ছ অর্থহীন অনুষ্ঠান মনে হয় কিন্তু আসলে একটা বিরাট আভিজাত্যের রথের এগুলোই হল স্প্রিং আর চাকা। (খানসামা চায়ের সরঞ্জামগুলি এনে ভদ্রলোকের টেবিলে রাখল। কোকেন উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে বলল) দেখুন, আপনাকে ডেকে কথা বলছি বলে কিছু মনে করবেন না। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এই টেবিলটাই আপনাদের পছন্দ, আর আমরা তাতে বাদ সাধছি।

ভদ্রলোক। (প্রসন্নভাবে) ধন্যবাদ। শুনছ ব্ল্যাঞ্চ, এই ভদ্রলোক অনুগ্রহ করে তাঁর টেবিলে আমাদের ডাকছেন, তোমার যদি ইচ্ছা হয়—

ব্ল্যাঞ্চ। ও, ধন্যবাদ। দুই-ই আমার কাছে সমান।

ভদ্রলোক। (কোকেনকে) আমরা একই পথের পথিক বলে মনে হচ্ছে।

কোকেন। একই পথের পথিক এবং একই দেশের লোক। বিদেশে না শুনলে নিজেদের ভাষার মাধুর্য সত্যিই খুব কম বোঝা যায়। আপনিও নিশ্চয় তা লক্ষ্য করেছেন।

ভদ্রলোক। (একটু অনিশ্চয়তার সঙ্গে) হুঁ, কাব্যের দিক দিয়ে দেখলে তাই বটে। সত্যি কথা বলতে কি, ইংরেজী শুনলে যেন একটা ঘরোয়া স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। সেই জন্যই বাইরে যখন যাই তখন এই ঘরোয়া স্বাচ্ছন্দ্য

আমি পছন্দ করি না। এত খরচ করে বাইরে বেড়াতে আসা কি শুধু ওই জন্য? (ট্রেঞ্চের দিকে চেয়ে) এই ভদ্রলোকও তো আমাদের সঙ্গে এসেছেন মনে হচ্ছে।

কোকেন। (মুরুব্বির মতো) আমার পরম বন্ধু ডাঃ ট্রেঞ্চ। (ভদ্রলোক ও ট্রেঞ্চ উঠে দাঁড়ালেন) ট্রেঞ্চ তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি হলেন—? (সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কোকেন ভদ্রলোকের দিকে তাকাল)।

ভদ্রলোক। আপনার সঙ্গে করমর্দন করতে পারি? আমার নাম হল সারটোরিয়াস। লোর্ড রক্সডেল তো আপনার নিকট আত্মীয়া? তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ব্ল্যাঞ্চ, (মেয়েটি মুখ তুলে তাকাল) ডাঃ ট্রেঞ্চ। (তারা পরস্পরকে অভিবাদন করল)।

ট্রেঞ্চ। আমার বন্ধু কোকেনকেও আপনাদের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়া উচিত। মিঃ সারটোরিয়াস, মিঃ উইলিয়াম দ্য বার্গ কোকেন। (কোকেন সাড়ম্বরে অভিবাদন করল। সারটোরিয়াস সসম্মানে তা গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যে খানসামা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল)।

সারটোরিয়াস। (খানসামাকে) আরও দুটো কাপ।

খানসামা। যে আজ্ঞে। (হোটেলের ভিতর চলে গেল)।

ব্ল্যাঞ্চ। আপনি কি চিনি খান মিঃ কোকেন?

কোকেন। ধন্যবাদ। (সারটোরিয়াস-কে) সত্যিই এটা আপনার খুব বেশি অনুগ্রহ। হ্যারি, তোমার চেয়ারটা এদিকে নিয়ে এস।

সারটোরিয়াস। আপনারা যোগ দিলে আমি অত্যন্ত খুশি হব। (ট্রেঞ্চ তার চেয়ারটা টেবিলের কাছে নিয়ে এল, খানসামা আরও দুটো কাপ নিয়ে ফিরে এল)।

খানসামা। সাড়ে ছ'টায় ডিনার দেওয়া হবে, আপনাদের আর কিছু চাই?

সারটোরিয়াস। না, তুমি যেতে পার। (খানসামা চলে গেল)।

কোকেন। (আপ্যায়নের সুরে) মিস সারটোরিয়াস, এখানে কি আপনার অনেকদিন থাকবার ইচ্ছা আছে?

ব্ল্যাঞ্চ। আমরা 'রোল্যান্ডসেক'এ যাবার কথা ভাবছিলাম। জায়গাটা কি এখানকার মতো ভালো?

কোকেন। হ্যারি, 'বিডেকার'টা দাও। (ট্রেঞ্চ পকেট থেকে বার করে দিল) ধন্যবাদ। ('বিডেকার'এর সূচিপত্রে রোল্যান্ডসেক খুঁজতে লাগল)।

ব্ল্যাঞ্চ। চিনি দেব, ডাঃ ট্রেঞ্চ?

ট্রেঞ্চ। ধন্যবাদ। (ব্ল্যাঞ্চ কাপ তুলে দেবার সময় ট্রেঞ্চের দিকে এক মুহূর্ত অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। ট্রেঞ্চ চোখ নামিয়ে নিয়ে সভয়ে একবার সারটোরিয়াস-এর দিকে তাকাল। সারটোরিয়াস তখন রুটি মাখন নিয়ে ব্যস্ত)।

কোকেন। রোল্যান্ডসেক তো খুব চমৎকার জায়গা বলে মনে হচ্ছে। (পড়তে শুরু করল) 'নদীতীরবর্তী এই স্থানটি অত্যন্ত সুন্দর। যাত্রীসমাগমও এখানে খুব বেশি। অসংখ্য বিশ্রামাবাস ও মনোরম উদ্যান এখানে আছে। সেগুলি প্রধানত রাইন নদীর নিম্ন প্রদেশস্থ ধনী বণিকদের পল্লীর পশ্চাদ্‌ভাগের তরুশোভিত টিলাতেও এই বসতি বিস্তৃত।'

ব্ল্যাঞ্চ। এ ত বেশ সভ্য ও আরামের জায়গা মনে হচ্ছে। আমি ওখানে যাবার পক্ষে ভোট দিলাম।

সারটোরিয়াস। ঠিক আমাদের সারবিটনের আস্তানাটির মতো মা।

ব্ল্যাঞ্চ। হ্যাঁ ঠিক।

কোকেন। নদীর উপর আপনার একটা আস্তানা আছে। সত্যিই আপনাকে হিংসে হয়।

সারটোরিয়াস. না, আমি শুধু আসবাবপত্র সমেত সারবিটনে একটা বাড়ি গ্রীষ্মের জন্য ভাড়া নিয়েছি। আমি বেডফোর্ড স্কোয়ারে থাকি। 'ভেস্ট্রিম্যান' বলে আমাকে গির্জের এলাকাতেই থাকতে হয়।

ব্ল্যাঞ্চ। আর এক কাপ দেব, মিঃ কোকেন?

কোকেন। ধন্যবাদ! আর নয়। (সারটোরিয়াস-কে) আপনি এ ছোট জায়গাটা নিশ্চয় সব ঘুরে দেখেছেন। এ্যাপোলিনারিস্ গির্জে ছাড়া এখানে দেখবার বিশেষ কিছু নেই।

সারটোরিয়াস। কি বললেন?

কোকেন। এ্যাপোলিনারিস্ গির্জে।

সারটোরিয়াস। গির্জের পক্ষে খুব অদ্ভুত নাম বলতে হবে। ইউরোপেই এরকম নাম দেওয়া সম্ভব।

কোকেন। তা ঠিক! তা ঠিক! আমাদের পড়শীদের এইখানেই মাঝে মাঝে একটু গলতি দেখা যায়। রুচি! এই রুচির ব্যাপারেই তাদের একটু আধটু ত্রুটি আছে। তবে এক্ষেত্রে তাদের কোনো দোষ নেই। জলটাই গির্জের নামে পরিচিত, জলের নামে গির্জে নয়।

সারটোরিয়াস। (নিখুঁত না হলেও এ কৈফিয়তে কিছু দোষ যেন কেটে গেল) শুনে সুখী হলাম। তেমন নামজাদা গির্জে কি?

কোকেন। 'বিডেকার'-এ তারামার্কা দেওয়া আছে।

সারটোরিয়াস। (সশ্রদ্ধভাবে) তাহলে তো দেখতেই হবে।

কোকেন। (পড়তে লাগল) '১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কলোনের ক্যাথিড্রালের বিখ্যাত স্থপতি জুইরনার কর্তৃক কাউন্ট ফুরস্টেনবার্গ-স্ট্যামহাইমের অর্থে নির্মিত।'

সারটোরিয়াস। (অত্যন্ত অভিভূত হয়ে) এটা তাহলে আমাদের দেখতেই হবে মিঃ কোকেন। কলোন ক্যাথিড্রাল-এর স্থপতি যে সেদিনকার লোক এ ধারণা আমার ছিল না।

ব্ল্যাণ্ড। আর গির্জেয় কাজ নেই বাবা। সব গির্জেই সমান, আমার একেবারে দিক ধরে গেছে।

সারটোরিয়াস। দেখবার শোনবার জন্য এত পয়সা খরচ করে বিদেশে এসে কিছু না দেখে চলে যাওয়াটা যদি তুমি উচিত মনে কর মা, তাহলে—

ব্ল্যাণ্ড। আজ বিকেলে অন্তত নয় বাবা, দোহাই!

সারটোরিয়াস। সব কিছু তুমি দেখ এই যে আমি চাই মা, এটা তোমার শিক্ষার একটা অঙ্গ।

ব্ল্যাণ্ড। (উঠে দাঁড়িয়ে একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে) ওঃ আমার শিক্ষা আর শিক্ষা। বেশ তাই হবে। এসব না করে বোধহয় আমার গতি নেই। আপনি আসছেন তো ডাঃ ট্রেঞ্চ? (সামান্য মুখভঙ্গী করে) জোহানিস গির্জে আপনার কাছে নিশ্চয়ই খুব উপাদেয় মনে হবে।

কোকেন। (মৃদু হাস্যের সঙ্গে) ভালো ভালো, চমৎকার! কিন্তু সত্যিই এখানে জোহানিস গির্জে আছে তা জানেন মিস সারটোরিয়াস? যেমন এ্যাপোলিনারিস তেমনি জোহানিস গির্জে আছে অনেকগুলো।

সার্টোরিয়াস। (দূরবীন বার করে ফটকের দিকে যেতে যেতে নাটকীয় ভাবে) **অনেক গভীর সত্য ঠাট্টার ছলেই বলা হয় মিঃ কোকেন।**

কোকেন। (তাঁর সঙ্গে যেতে যেতে) **ঠিক বলেছেন।**

তাঁরা দুজনে গভীর আলোচনা করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। তাঁদের অনুসরণ করবার কোনো লক্ষণ ব্ল্যাঞ্চের মধ্যে দেখা গেল না। তাঁরা দৃষ্টির বাইরে চলে যাবার পর সে ট্রেঞ্চের সামনে এসে দাঁড়াল। তার মুখে একটু রহস্যময় হাসি। উত্তরে ট্রেঞ্চও হাসল। ট্রেঞ্চের হাসিতে কিছুটা সংকোচ, কিছুটা অহঙ্কার মেশানো।

ব্ল্যাঞ্চ। তাহলে শেষ পর্যন্ত এটা করতে পারলে?

ট্রেঞ্চ। হ্যাঁ। আমি না পারি অন্তত কোকেন এটা পেরেছে। আমি তো তোমায় বলেছিলাম যে ও ঠিক পারবে। কোনো কোনো বিষয়ে ও একটু গাধা, কিন্তু কায়দা কানুন ওর খুব জানা আছে।

ব্ল্যাঞ্চ। কায়দা কানুন? ওকে কায়দা কানুন বলে না। ওকে বলে কৌতূহল। যাদের ওবস্তুটি আছে, অচেনা লোকের সঙ্গে আলাপ জমাবার ব্যাপারে তারা ঝানু হয়ে ওঠে। জাহাজে তুমি বাবার সঙ্গে নিজেই কেন কথা বলনি? আমার সঙ্গে বিনা পরিচয়েই তো বেশ কথা বলতে প্রস্তুত ছিলে।

ট্রেঞ্চ। ওঁর সঙ্গে বিশেষভাবে কথা বলবার ইচ্ছা আমার ছিল না।

ব্ল্যাঞ্চ। আমায় যে তাতে কি বেকায়দায় ফেলেছিলে সেটা বোধহয় তোমার মাথায় আসেনি।

ট্রেঞ্চ। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। তাছাড়া তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলা সোজা নয়। এখন অবশ্য তাঁকে জানবার পর বেশ ভালোই মনে হচ্ছে। কিন্তু আগে তো তাঁকে জানা দরকার।

ব্ল্যাঞ্চ। (অধৈর্যের সঙ্গে) **কেন যে সবাই বাবাকে ভয় করে আমি বুঝি না।** (একটু ঠোঁট উল্টে সে আবার বসে পড়ল)।

ট্রেঞ্চ। (আদরের সঙ্গে) **যাই হোক, এখন তো সব ঠিক হয়ে গেছে, তাই না?** (তার কাছে গিয়ে বসল)।

ব্ল্যাঞ্চ। (তীক্ষ্নস্বরে) **আমি জানি না, আমি কি করে জানব। সেদিন**

জাহাজে আমার সঙ্গে কথা বলার কোনো অধিকার তোমার ছিল না।' তুমি ভেবেছিলে আমি একা আছি, কারণ (মিথ্যা দুঃখের ভান করে) সঙ্গে আমার মা বলে কেউ ছিল না।

ট্রেঞ্চ। (প্রতিবাদ করে) এই দেখ একি কথা! তুমিই তো আমার সঙ্গে প্রথম কথা বললে। অবশ্য এই সুযোগ পেয়ে আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম। তবে হলফ করে বলছি তুমি সাহস না দিলে আমি চোখের পাতাটিও নাড়তাম না।

ব্ল্যাঞ্চ। আমি তো তোমায় শুধু একটা দুর্গ প্রাসাদের নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ভদ্র মেয়ের পক্ষে তাতে নিশ্চয় কোনো দোষ হয়নি?

ট্রেঞ্চ। নিশ্চয়ই নয়। কেনই বা জিজ্ঞাসা করবে না? (আবার আদরের স্বরে) কিন্তু এখন তো সব ঠিক হয়ে গেছে, কেমন?

ব্ল্যাঞ্চ। (চোখে তার অস্ফুট একটা ইঙ্গিত, স্বর কোমল) ঠিক হয়েছে কি?

ট্রেঞ্চ। (হঠাৎ যেন বেশি লাজুক হয়ে পড়ল) আমি—মানে—তাই তো মনে হয়। ভালো কথা, এ্যাপোলিনারিস গির্জের কি হবে? তোমার বাবা নিশ্চয় আশা করছেন যে আমরা তাঁর পিছু পিছু যাব। তাই না?

ব্ল্যাঞ্চ। (চাপা ক্ষোভের সঙ্গে) তোমার যদি দেখবার ইচ্ছা থাকে আমি তোমায় ধরে রাখতে চাই না।

ট্রেঞ্চ। তুমি যাবে না?

ব্ল্যাঞ্চ। না। (মেজাজের সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিল)।

ট্রেঞ্চ। (ভয় পেয়ে) সেকি, তুমি রাগ করলে নাকি? (ব্ল্যাঞ্চ অভিমান সজল দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল) ব্ল্যাঞ্চ! (সে তৎক্ষণাৎ কঠিন হয়ে উঠল, ভাবটা একটু বেশি দেখিয়ে দিয়ে ট্রেঞ্চকে ভয় পাইয়ে দিলে)। তোমার নাম ধরে ডাকার জন্য মাপ চাইছি, কিন্তু আমি—মানে—(মুখের ভাব যথেষ্ট কোমল করে ব্ল্যাঞ্চ তার ভুল শুধরে নিল। ট্রেঞ্চ এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল) তুমি তাহলে সত্যি কিছু মনে করোনি। আমার কেমন বিশ্বাস ছিল তুমি কিছু মনে করবে না। আচ্ছা শোনো, তুমি কিভাবে কথাটা নেবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা বড় বেশি হট্ করে হচ্ছে মনে হবে; কিন্তু অবস্থা এখন যা তাতে—আসল ব্যাপার হল এই যে আমার কায়দা করে কিছু বলার অক্ষমতা—(ট্রেঞ্চ সমস্ত কথা আরও জড়িয়ে ফেলে। ব্ল্যাঞ্চ যে আর

আগ্রহ চেপে রাখতে পারছে না তা সে বুঝতে পারে না) কিন্তু এ যদি কোকেন হত—

ব্র্যাণ্ড (অধৈর্যের সঙ্গে) কোকেন!

ট্রেঞ্চ। (ভয় পেয়ে) না না কোকেন নয়। তবে তোমায় সত্যি বলছি তার সম্বন্ধে শুধু এই বলতে যাচ্ছিলাম যে—

ব্র্যাণ্ড। যে তিনি এক্ষুনি বাবার সঙ্গে ফিরে আসবেন।

ট্রেঞ্চ। (বোকার মতো) হ্যাঁ, আর তাদের ফিরতে বেশি দেরি হতে পারে না। আমি তোমায় আটকে রাখছি না তো?

ব্র্যাণ্ড। আমি ভেবেছিলাম তোমার কিছু বলবার আছে বলে তুমি আমায় আটকে রেখেছ।

ট্রেঞ্চ। (মনের সব জোর হারিয়ে) না না মোটেই না। অন্তত তেমন বিশেষ কিছু আমার বলবার নেই। তার মানে তোমার কাছে তা বিশেষ কিছু বলে বোধহয় মনে হবে না। অন্য কোনো সময় বরং—

ব্র্যাণ্ড। অন্য সময় কখন? আমাদের যে আর দেখা হবে তাই বা তুমি কি করে জানলে? (মরিয়া হয়ে) এখনই আমায় বল, আমি এক্ষুনি শুনতে চাই।

ট্রেঞ্চ। মানে, ভাবছিলাম আমরা যদি মনস্থির করে ফেলতে পারতাম, কিম্বা করতাম না. অন্তত—মানে—(তার কথা বলবার ক্ষমতাই লোপ পায়)।

ব্র্যাণ্ড। (তার আশা একেবারে ছেড়ে দিয়ে) মনস্থির করে ফেলার কোনো বিপদ আপনার আছে বলে মনে হয় না ডাঃ ট্রেঞ্চ।

ট্রেঞ্চ। (তোতলার মতো) আমি শুধু ভেবেছিলাম—(থেমে গিয়ে সে ব্র্যাণ্ডের দিকে করুণভাবে তাকায়। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে হিসাব করা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ব্র্যাণ্ড ট্রেঞ্চের হাতে তার হাত রাখে। ট্রেঞ্চ পরম দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি পেয়ে অস্ফুট একটা আনন্দধ্বনি করে তাকে কাছে টেনে নেয়) ব্র্যাণ্ড আমার! আমি ভেবেছিলাম কখ্খনো একথা আমি বলতে পারব না। তুমি যদি উৎসাহ দিয়ে কথাটা বার করে না আনতে তাহলে সারাদিন বোধহয় এখানে আমি তোতলার মতো দাঁড়িয়ে থাকতাম।

ব্র্যাণ্ড। (অপমানিতের মতো ট্রেঞ্চের বাহুবন্ধন ছাড়াবার চেষ্টা করে)—কথা বার করে আনবার জন্য কোনো উৎসাহ আমি দিইনি।

ট্রেঞ্চ। (তাকে ধরে রেখে)—তুমি জেনেশুনে উৎসাহ দিয়েছ তা আমি বলছি না। তুমি দিয়েছ নিজের অজান্তে, আপনা থেকে।

ব্র্যাণ্ড। (এখনো একটু উদ্বিগ্ন) কিন্তু তুমি তো কিছু বলনি।

ট্রেঞ্চ। এর বেশি কি আর বলতে পারি। (তাকে চুম্বন করল)।

ব্র্যাণ্ড। (চুম্বনে অভিভূত হয়েও নিজের লক্ষ্য স্থির রেখে) কিন্তু হ্যারি—

ট্রেঞ্চ। (ডাক নাম ধরায় খুশি হয়ে) বল।

ব্র্যাণ্ড। আমাদের বিয়ে হবে কখন?

ট্রেঞ্চ। প্রথম যে গির্জে চোখে পড়বে তাইতে, তখুনি। চাওতো এ্যাপোলিনারিস গির্জেতেই হতে পারে।

ব্র্যাণ্ড। না, ঠাট্টা নয়, হ্যারি। ব্যাপারটার দস্তুর মতো গুরুত্ব আছে। এ নিয়ে ঠাট্টা কোরো না।

ট্রেঞ্চ। (হঠাৎ নদীর ধারের ফটকের দিকে চেয়ে ব্র্যাণ্ডকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে) চুপ! ওরা ফিরে এসেছে।

ব্র্যাণ্ড। দূর চুলোয়—(হোটেলের ভিতরকার ঘণ্টাধ্বনিতে তার কথা আর শোনা গেল না। খানসামা বাইরে বেরিয়ে এসে ঘণ্টা বাজাতে লাগল, কোকেন ও সারটোরিয়াসকে নদীর দিকের ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকতে দেখা গেল)।

খানসামা। কুড়ি মিনিটের মধ্যে খাবার দেওয়া হবে। (সে হোটেলে ফিরে গেল)।

সারটোরিয়াস। (গম্ভীরভাবে ব্র্যাণ্ডকে) আমি চেয়েছিলাম যে তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে ব্র্যাণ্ড।

ব্র্যাণ্ড। হ্যাঁ বাবা, আমরা এই বেরুতে যাচ্ছিলাম।

সারটোরিয়াস। গায়ে বড় ধুলো লেগেছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ভদ্রভাবে আমাদের খেতে যাওয়া উচিত। তোমারও আমার সঙ্গে গেলে ভালো হয় না, এস।

সারটোরিয়াস ব্র্যাণ্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর গাম্ভীর্যে সবাই অভিভূত। ব্র্যাণ্ড তাঁর হাত ধরে হোটেলের ভিতর চলে গেল। কোকেন সারটোরিয়াসের মতোই গম্ভীরভাবে বিচারকের মতো কঠিন দৃষ্টিতে ট্রেঞ্চকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

কোকেন। (ভর্ৎসনার সুরে) না না, উঁহু। সত্যি তোমার জন্য আমার লজ্জা হচ্ছে। এরকম লজ্জা আমি জীবনে কখনো পাইনি। মেয়েটিকে একান্ত অসহায় অবস্থায় একলা পেয়ে তুমি কিনা তার সুযোগ নিচ্ছিলে!

ট্রেঞ্চ। (উষ্ণ হয়ে উঠে) কোকেন!

কোকেন। (না দমে) ওর বাবাকে খাঁটি ভদ্রলোক বলে মনে হয়। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমি সংগ্রহ করেছি; তোমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছি; নিশ্চিন্তভাবে তোমার কাছে তাঁর মেয়েকে তিনি ছেড়ে দিয়ে যেতে পারেন এ বিশ্বাস আমিই তাঁকে করিয়েছি। কিন্তু ফিরে এসে আমি কি দেখলাম? কি দেখলেন তার বাবা? ছি ছি ট্রেঞ্চ! না—না—না এ অত্যন্ত খারাপ রুচির পরিচয় হ্যারি, দারুণ অভদ্রতা!

ট্রেঞ্চ। কি বাজে বকছ? দেখবার কিছুই ছিল না।

কোকেন। কিছুই ছিল না! শিক্ষায়, দীক্ষায়, বংশমর্যাদায় আদর্শ একটি মেয়েকে তোমার আলিঙ্গনে আবদ্ধ দেখলাম, তবু তুমি বলছ দেখবার কিছুই ছিল না? ওদিকে তার উপস্থিতি জানাবার জন্য খানসামা তখন সজোরে অত বড় একটা ঘণ্টা বাজাচ্ছে। (আরও কঠিন স্বরে বক্তৃতার ভঙ্গীতে) তোমার কি কোনো নীতি নেই ট্রেঞ্চ, ধর্মের কোনো বালাই? সমাজের রীতিনীতি কি তুমি কিছুই জান না? তুমি সত্যি সত্যি চুমু খেলে—

ট্রেঞ্চ। তুমি আমায় চুমু খেতে দেখনি।

কোকেন। শুধু দেখিনি, শুনেছি পর্যন্ত। তার প্রতিধ্বনি দস্তুর মতো সমস্ত রাইন নদী বরাবর শোনা গেছে। মিথ্যার আশ্রয় নিও না ট্রেঞ্চ।

ট্রেঞ্চ। যত বাজে কথা। শোনো বিলি তুমি—

কোকেন। আবার শুরু করলে তো? ওই বিশ্রী ডাক নামটা মোটেই ব্যবহার করবে না। কথায় কথায় যদি আমাকে বিলি বিলি করে আমাদের ধনী মানী সঙ্গীদের কাছে কি করে আমাদের মান বজায় রাখব বলতে পার? আমার নাম উইলিয়াম, উইলিয়াম দ্য বার্গ কোকেন।

ট্রেঞ্চ। আচ্ছা ফ্যাসাদ! দোহাই তোমার, চটে যেও না। ছোট খাটো ব্যাপারে এত মেজাজ গরম করলে চলে? তোমায় বিলি ডাকাটাই আমার কাছে সহজ, এটা তোমায় মানায়ও।

কোকেন। (অত্যন্ত দুঃখিত) তোমার মনের তারগুলো বড় মোটা ট্রেঞ্চ। রেখে ঢেকে কথা বলবার কৌশল তুমি জান না। আমি কাউকে একথা বলি না বটে কিন্তু আমার বিশ্বাস সত্যিকার ভদ্রলোক তোমাকে কিছুতেই করা যাবে না। (সারটোরিয়াস হোটেলের দরজায় এসে দাঁড়াল) এই তো সারটোরিয়াস এসেছেন—নিশ্চয় তোমার কাছে তোমার ব্যবহারের কৈফিয়ৎ চাইতে। সত্যি কথা বলতে কি উনি সঙ্গে চাবুক নিয়ে এলেও আমি অবাক হতাম না। এদৃশ্যের মধ্যে আমি আর থাকতে চাই না।

ট্রেঞ্চ। আরে দূর, যেও না। এখন আমি ও'র সঙ্গে একলা দেখা করতে চাই না।

কোকেন। (মাথা নেড়ে) সুরুচি, হ্যারি সুরুচি! (কোকেন চলে গেল। পালাবার চেষ্টায় ট্রেঞ্চ উঠে বাগানের দিকে এগিযে গেল)।

সারটোরিয়াস। (যাদুময় স্বরে) ডাঃ ট্রেঞ্চ!

ট্রেঞ্চ। (ফিরে দাঁড়াল) ও, আপনি? গির্জেটা কেমন দেখলেন?

সারটোরিয়াস নীরবে একটি আসনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। সারটোরিয়াসের গাম্ভীর্য ও নিজের অপ্রস্তুত ভাবের দরুন মোহাবিষ্টের মতো ট্রেঞ্চ অসহায়ভাবে বসে পড়ল।

সারটোরিয়াস। (ট্রেঞ্চের পাশে বসে) আপনি আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন ডাঃ ট্রেঞ্চ?

ট্রেঞ্চ। (সহজ হবার চেষ্টা করে) হ্যাঁ, আমাদের কথা হচ্ছিল— একরকম গল্পগুজবই বলতে পারেন—তখন আপনি কোকেন-এর সঙ্গে গির্জে দেখতে গিয়েছিলেন। কোকেন-কে আপনার কিরকম লাগল? ওর বুদ্ধি বিচার তো চমৎকার বলেই আমার মনে হয়।

সারটোরিয়াস। (কথা ঘোরাবার চেষ্টাকে আমল না দিয়ে) এইমাত্র আমার মেয়ের সঙ্গে আমি কথা বলে আসছি ডাঃ ট্রেঞ্চ। আমার মনে হল যে, আপনাদের মধ্যে কিছু একটা হয়েছে বলে তার ধারণা। বাপ হিসাবে—মা হারা মেয়ের বাপ হিসাবে এ বিষয়ে অবিলম্বে একটা খোঁজ নেওয়া কর্তব্য বলে আমি মনে করি। আমার মেয়ে হয়ত নির্বোধের মতো আপনার কথা একেবারেই হাল্কাভাবে নিতে পারেনি এবং···

ট্রেঞ্চ। কিন্তু—

সারটোরিয়াস। অনুগ্রহ করে শুনুন। আমি নিজেও একদিন তরুণ ছিলাম। কতখানি যে ছিলাম তা আমার এখনকার চেহারা দেখে বুঝতে পারবেন না। অবশ্য আমি চরিত্রের দিক থেকে বলছি। এ ব্যাপারটা যদি আপনি হাল্কা ভাবে নিয়ে থাকেন—

ট্রেঞ্চ। (সরলভাবে) মোটেই তা নয় মিঃ সারটোরিয়াস। আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই। আশা করি আপনার তাতে আপত্তি নেই।

সারটোরিয়াস। (ট্রেঞ্চের বিনয় দেখে তাকে কায়দায় পাওয়ার দরুন যেমন একটু গর্বিত তেমনি লেডি রক্সডেলের আত্মীয় বলে তার প্রতি একটু সশ্রদ্ধ) এখনো পর্যন্ত নেই। আপনার এই প্রস্তাব করার ভিতর সদুদ্দেশ্য ও সরলতার পরিচয়ই পাচ্ছি এবং আমি নিজে এতে অত্যন্ত খুশি।

ট্রেঞ্চ। (বিস্মিত আনন্দের সঙ্গে) তাহলে বোধহয় ব্যাপারটা স্থির বলেই আমরা ধরে নিতে পারি। সত্যিই এটা আপনার খুব অনুগ্রহ।

সারটোরিয়াস। আস্তে, ডাঃ ট্রেঞ্চ আস্তে। এ ধরনের ব্যাপার এক কথায় ঠিক করা যায় না।

ট্রেঞ্চ। না, এক কথায় বলছি না। অনেক কিছু ব্যবস্থা করবার অবশ্য আছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে ব্যাপারটা স্থির বলে ধরে নিতে পারি তো?

সারটোরিয়াস। হুঁ, আপনার আর কোনো কিছু কি বলবার নেই?

ট্রেঞ্চ। শুধু এই—এই—না। আর কিছু আছে বলে মনে হয় না, শুধু এই যে, আমার ভালোবাসা—

সারটোরিয়াস। (বাধা দিয়ে) আপনার আত্মীয় স্বজন সম্বন্ধে কিছু? তাদের দিক থেকে কোনো আপত্তি হবার আশঙ্কা আপনার নেই বোধহয়?

ট্রেঞ্চ। ও, এ ব্যাপারের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

সারটোরিয়াস। মাপ করবেন। যথেষ্ট আছে। (ট্রেঞ্চ লজ্জিত) আমার মেয়ের শিক্ষা, দীক্ষা, আভিজাত্যের জন্য যা প্রাপ্য সে মূল্য যেখানে সে পাবে না সে জায়গায় আমি তাকে কিছুতেই যেতে দেব না। (সারটোরিয়াস নিজেকে যেন সংযত রাখতে আর পারে না। ট্রেঞ্চ যেন তার প্রতিবাদ করেছে এই ভাবে সে আবার বলে) হ্যাঁ, আমি বলছি, তার আভিজাত্যের যা প্রাপ্য—

ট্রেঞ্চ। (বিমূঢ়ভাবে) নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। কিন্তু ব্ল্যাঞ্চকে আমার আত্মীয়-স্বজন পছন্দ করবে না একথা আপনি ভাবছেন কেন? আমার বাবা অবশ্য বাড়ির বড় ছেলে ছিলেন না এবং আমাকেও সেইজন্য একটা পেশাটেশা খুঁজে নিতে হয়েছে। আমার আত্মীয় স্বজনেরা তাই কোনোরকম নিমন্ত্রণের আশাই করবে না। তারা জানে ওসব আমাদের সাধ্যের বাইরে। তারা অবশ্য আমাদের নিমন্ত্রণ করবে, আমায় তো সব সময় করে।

সারটোরিয়াস। আমার শুধু ওইটুকুতে চলবে না। নিজেদের যোগ্য বলে যাকে মনে হয় না, পরিবারের মধ্যে সে রকম নতুন কেউ এলে আত্মীয় স্বজনেরা অনেক ক্ষেত্রেই তার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে।

ট্রেঞ্চ। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার আত্মীয় স্বজনেরা সেরকম উন্নাসিক নয়। ব্ল্যাঞ্চ যে একজন ভদ্রমেয়ে এই তাদের কাছে যথেষ্ট।

সারটোরিয়াস। (বিগলিত) আপনার কথা শুনে খুব খুশি হলাম। (হাত বাড়িয়ে দিল। ট্রেঞ্চ অবাক হয়ে করমর্দন করল) আমি নিজেও তাই ভাবি। (কৃতজ্ঞভাবে ট্রেঞ্চের হাতে চাপ দিয়ে সে হাত ছেড়ে দিল) এখন শুনুন ডাঃ ট্রেঞ্চ, আপনার কাছে যেমন ভালো ব্যবহার পেয়েছি আমাব ব্যবহারেও তেমনি কোনো ত্রুটি পাবেন না। টাকাকড়ির দিকে দিয়ে কোনো অসুবিধাই হবে না। নিমন্ত্রণ, খাওয়ান দাওয়ান যত খুশি আপনারা করতে পারবেন সেবিষয়ে আমি কথা দিচ্ছি। কিন্তু আমার মেয়ে আপনার পরিবারে সমানে সমানে যেমন পাওয়া উচিত সেইরকম খাতির পাবে, এরকম পাকা কথা আমার চাই।

ট্রেঞ্চ। পাকা কথা!

সারটোরিয়াস। হ্যাঁ, পাকা কথা। আমার ইচ্ছা যে আপনি নিজের উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে আপনার আত্মীয় স্বজনের কাছে চিঠি লিখুন। আমার মেয়ে বড় ঘরে পড়বাব কতখানি যোগ্য তাও আপনি যেমন উচিত মনে করেন তাঁদের জানাবেন। আপনার পরিবারের যাঁরা প্রবীণ তাঁরা বেশ প্রাণ খুলে আপনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এরকম কয়েকটা চিঠি যদি আমাকে দেখাতে পারেন, তাহলেই আমি খুশি হব। আর কিছু কি আমার বলা দরকার?

ট্রেঞ্চ। (অত্যন্ত বিমূঢ় কিন্তু কৃতজ্ঞ) না না আর কিছু নয়। সত্যি আপনার অনেক অনুগ্রহ। তার জন্য ধন্যবাদ। আপনি যখন চাইছেন তখন আত্মীয় স্বজনের কাছে আমি চিঠি লিখব। তবে আগে থাকতেই আপনাকে জানিয়ে রাখছি যে তারা এ ব্যাপারে খুশি হবে। তাদের পত্রপাঠ জবাব দিতে লিখব।

সারটোরিয়াস। ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে ব্যাপারটা একরকম স্থির হয়ে গেছে এরকম যেন না ভাবেন এই আমার অনুরোধ।

ট্রেঞ্চ। ও! এরকম যেন না ভাবি—ও, বুঝেছি। আপনি বলছেন ব্ল্যাঞ্চ, আমার সম্পর্কের—

সারটোরিয়াস। আমি বলছি আপনার আর মিস সারটোরিয়াস-এর সম্পর্কের কথা। কিছুক্ষণ আগে আপনাদের আলাপে যখন আমি বাধা দিই তখন সে ও আপনি ব্যাপারটা স্থির বলে ধরে নিয়েছিলেন বলেই মনে হয়। যদি কোনো বাধা ওঠে আর এই বিয়ের প্রস্তাব—বিয়ের প্রস্তাবই আমি একে বলছি দেখতে পাচ্ছেন—ভেঙ্গে যায় তাহঁলে ব্ল্যাঞ্চকে কখনও একথা যেন ভাবতে না হয় যে কোনো ভদ্রলোককে সে সুযোগ, মানে—(ট্রেঞ্চ মাথা নেড়ে সায় দেয়) হ্যাঁ ঠিক তাই। এটুকু কি আমি আশা করতে পারি যে আপনি এখন একটু দূরে দূরেই থাকবেন। যে মেলামেশা একদিন আমাদের সকলের পক্ষেই আনন্দের ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে তাতে গোড়াতেই বাধা দেবার কোনো প্রয়োজন তাহলে আমার হবে না।

ট্রেঞ্চ। আপনি যখন বলছেন তখন তাই হবে। (তারা করমর্দন করল)।

সারটোরিয়াস। (উঠে পড়ে) আপনি আজ চিঠি লিখবেন, বললেন না?

ট্রেঞ্চ। (সাগ্রহে) আমি এখনই লিখব—না লিখে এখান থেকে উঠছি না।

সারটোরিয়াস। তাহলে আপনাকে এখন একা থাকতেই দিয়ে যাচ্ছি, (এতক্ষণের কথাবার্তায় একটু আত্মসচেতন ও অপ্রতিভ হয়ে ওঠার দরুন প্রথমটা সারটোরিয়াস একবার ইতস্তত করল তারপর চেষ্টা করে নিজেকে সামলে নিয়ে যাবার আগে গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল) আপনার সঙ্গে বোঝা-পড়াটা হয়ে যাওয়ায় আমি সত্যি আনন্দিত। (সারটোরিয়াস হোটেলে চলে গেল। কোকেন কৌতূহলী হয়ে কাছেই ঘুরঘুর করছিল। সে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল)।

ট্রেঞ্চ। (উত্তেজিতভাবে) ভাই বিলি। ঠিক সময়টিতে তুমি এসে হাজির হয়েছ। আমার একটা উপকার তোমায় করতে হবে। আমার একটা চিঠির মুসাবিদা তুমি করে দেবে।

কোকেন। আমি বন্ধু হিসাবে তোমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছি, তোমার সেক্রেটারী হিসাবে নয়।

ট্রেঞ্চ। বেশ বন্ধু হিসাবেই তুমি চিঠি লিখবে। ব্ল্যাঞ্চ আর আমার ব্যাপারটা মারিয়া মাসীমার কাছে লিখতে হবে। ব্যাপারটা তাঁকে জানাতে হবে, বুঝেছ তো?

কোকেন। ব্ল্যাঞ্চ আর তোমার ব্যাপারটা তাঁকে বলব!—বলব তোমার ব্যবহারের কথা! তুমি আমার বন্ধু—আর তোমাকে এইভাবে ফাঁসিয়ে দেব, সেই সঙ্গে একজন মহিলাকে চিঠি লিখছি তাও মনে রাখব না!!—কখ্খনো না।

ট্রেঞ্চ। দূর ছাই! কেন মিছে না বোঝার ভান করছ বিলি? আমাদের বিয়ের কথা—বিয়ের কথা ঠিক হয়ে গেছে। কি, ভাবছ কি? আজকে রাত্রের ডাকেই আমাকে চিঠি দিতে হবে। এখন কি আমি লিখব সে শুধু তুমিই বলে দিতে পার। (তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে একটা টেবিলে এনে বসিয়ে) এই নাও পেনসিল। তোমার কাছে কি এক টুকরো—ও এই তো এতেই হবে। এই ম্যাপের পেছনটায় লেখ। ('বিড়েকার' থেকে ম্যাপটা ছিঁড়ে টেবিলের উপর পেতে রাখল। কোকেন পেনসিল দিয়ে লিখতে প্রস্তুত হল) এই তো, অনেক অনেক ধন্যবাদ। এখন কলম চালিয়ে যাও। (উদ্বিগ্নভাবে) কিন্তু কথাগুলো একটু বুঝেশুঝে লিখতে হবে কোকেন।

কোকেন। (পেনসিল রেখে দিয়ে) লেডি রক্সডেল-এর কাছে যেভাবে চিঠি লিখতে হয় আমাকে যদি তার অযোগ্য মনে কর—

ট্রেঞ্চ। (তাকে শান্ত করে) ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে। একাজে তোমার জুড়ি কোথাও কেউ নেই। আমি শুধু ব্যাপারটা তোমায় বোঝাতে চেয়েছিলাম। সারটোরিয়াস-এর কি করে মাথায় ঢুকেছে যে আমার আত্মীয় স্বজনেরা ব্ল্যাঞ্চকে পাত্তা দেবে না, ভাই তারা চিঠিপত্র, নিমন্ত্রণ, অভিনন্দন ইত্যাদি সাতসতের না পাঠালে সে এই বিয়েতে মত দেবে না। সুতরাং

চিঠিটা এইভাবে গুছিয়ে লেখ যাতে মারিয়া মাসীমা ফেরত ডাকে খুশি হয়ে আমাদের মানে ব্ল্যাণ্ডকে আর আমাকে তার ওখানে গিয়ে থাকতে অনুরোধ করে পাঠায়। আমি কি বলতে চাচ্ছি বুঝেছ তো? বেশ একটু গল্পগুজবের ভাবে মাসীমাকে সব জানিয়ে দাও আরকি; আর—

কোকেন। তুমি যদি সমস্ত ব্যাপারটা গল্পগুজবের মতো করে আমায় খুলে বল তাহলে যথাযোগ্য সুরুচির সঙ্গে লেডি রক্সডেলকে তা আমি জানাতে পারি। সারটোরিয়াস কি?

ট্রেঞ্চ। (আকাশ থেকে পড়ে) আমি তো জানি না, জিজ্ঞেস করিনি। এ ধরনের প্রশ্ন লোককে সহজে করা যায় না—তার মতো লোককে অন্তত নয়। এটাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় এমনভাবে চিঠিটা সাজাতে পার না? সত্যি একথা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই না।

কোকেন। তুমি যদি বল তো আমি অনায়াসে এড়িয়ে যেতে পারি, যাওয়া খুবই সহজ। কিন্তু লেডি রক্সডেল এটা এড়িয়ে যাবেন যদি ভেবে থাক তবে তোমার সঙ্গে আমার মতে মিলবে না। আমার ভুল হতে পারে, ভুলই হয়েছে সন্দেহ নেই, সাধারণতঃ আমি ভুলই করে থাকি বোধহয়, তবু এই আমার মত।

ট্রেঞ্চ। (ফাঁপরে পড়ে) ভালো মুস্কিল! এখন আমি করি কি ছাই? তিনি একজন ভদ্রলোক, শুধু এই বললেই হয় না? তাহলে তো আর ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পড়তে হয় না। তাঁর অবস্থা খুব ভালো, ব্ল্যাণ্ড তাঁর একমাত্র মেয়ে, এইসব কথাই শুধু যদি বল মারিয়া মাসীমা তাহলেই সন্তুষ্ট হবেন।

কোকেন। আচ্ছা হেনরি ট্রেঞ্চ, কবে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি হবে? ব্যাপারটা ছেলেখেলা নয়, দায়িত্ব বুঝে কাজ কর, হ্যারি, দায়িত্ব বুঝে কাজ কর।

ট্রেঞ্চ। যাও যাও নীতিকথা শুনিও না।

কোকেন। নীতিকথা শোনাচ্ছিনা ট্রেঞ্চ। অন্তত নীতিবাগীশ আমি নই এই কথাই আমার বলা উচিত ছিল। নৈতিক কিন্তু নীতিবাগীশ নই। রাজকন্যা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি যখন রাজত্বও পেতে যাচ্ছ তখন সে রাজত্ব কোথা থেকে এসেছে তা তোমার আত্মীয় স্বজনের কি জানা দরকার নয়? তোমার নিজেরও কি তা জানা দরকার নয় হ্যারি? (আঙুলে আঙুল

জড়াতে জড়াতে ট্রেঞ্চ অসহায়ভাবে তার দিকে তাকাল। পেনসিলটা ফেলে দিয়ে কোকেন নাটকীয় ঔদাসীন্যের ভঙ্গীতে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল) **অবশ্য আমার এতে কোনো মাথা ব্যথা নেই, আমি শুধু তোমায় ইঙ্গিত-টুকু করছি। কে জানে সারটোরিয়াস এককালে হয়ত সিঁধেল চোরই ছিল।**

সারটোরিয়াস ও ব্ল্যাঞ্চ খাবার জন্য তৈরি হয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছে দেখা গেল।

ট্রেঞ্চ। চুপ ওরা আসছে। দোহাই তোমার, চিঠিটা খাবার আগেই শেষ করে ফেলো, আমি তোমার কেনা হয়ে থাকব।

কোকেন। (অধৈর্যের সঙ্গে) **আচ্ছা এখন যাও দেখি। তোমার জন্য আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।** (হাত নেড়ে তাকে যেতে বলে লিখতে আরম্ভ করল)।

ট্রেঞ্চ। (বিনীত ও কৃতজ্ঞভাবে) **আচ্ছা ভাই আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ।** (ব্ল্যাঞ্চ ইতিমধ্যে তার বাবাকে ছেড়ে নদীর দিকে এগিয়ে গেছে। সারটোরিয়াস 'বিডেকার' হাতে কোকেনের কাছে এসে পড়তে লাগল। ট্রেঞ্চ তাকে উদ্দেশ করে বলল) **ব্ল্যাঞ্চকে যদি আমি খাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়ে যাই তাতে আশা করি আপনার আপত্তি নেই?**

সারটোরিয়াস। কিছুমাত্র না ডাঃ ট্রেঞ্চ। নিশ্চয় নিয়ে আসবেন। (ট্রেঞ্চ তাড়াতাড়ি ফটক দিয়ে ব্ল্যাঞ্চের খোঁজে বেরিয়ে গেল। রাইন অঞ্চলের সূর্যাস্ত শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের আলো লাল হয়ে উঠছে। রচনা করার কঠিন পরিশ্রমে মুখভঙ্গী করতে করতে কোকেন হঠাৎ সারটোরিয়াসকে তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল)।

সারটোরিয়াস। আপনাকে আমি বিরক্ত করছি না তো মিঃ কোকেন?

কোকেন। না মোটেই না। আমাদের বন্ধু ট্রেঞ্চ আমার উপর বড় কঠিন এক ভার চাপিয়ে গেছে। পরিবারের বন্ধু হিসাবে তার আত্মীয় স্বজনের কাছে আমায় চিঠি লিখতে অনুরোধ করে গেছে। চিঠির বিষয়টা আপনাদেরই নিয়ে।

সারটোরিয়াস। তাই নাকি মিঃ কোকেন? যাক, চিঠি লেখার ভারটা এর চেয়ে ভালো হাতে পড়তে পারত না।

কোকেন। (বিনয়ের সঙ্গে) **না না অতটা বলবেন না। তবু ট্রেঞ্চ কি রকম**

ছেলে দেখতে পাচ্ছেন তো? একদিক দিয়ে চমৎকার ছেলে সন্দেহ নেই। খাসা ছেলে কিন্তু আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে এই ধরনের পত্রালাপে আদব কায়দা দরকার, দরকার রেখেঢেকে বুঝেশুঝে কথা বলার ক্ষমতা। আর সেইটিই ট্রেঞ্চের নেই—একেবারেই নেই। লেডি রক্সডেলের কাছে কি ভাবে কথাটা পাড়া হবে তার উপর সব কিছুই নির্ভর করছে। তবে সে বিষয়ে আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন। স্ত্রী জাতিকে আমি বুঝি।

সারটোরিয়াস। দেখুন ব্যাপারটাকে তিনি যে ভাবেই গ্রহণ করুন না কেন—আমায় লোকে কি ভাবে গ্রহণ করে তা নিয়ে সত্যিই আমি মাথা ঘামাইনা—ইংলণ্ডে ফিরে যাবার পর আমাদের বাড়িতে আপনাকে মাঝে মাঝে পাবার সৌভাগ্য আমাদের হবে নিশ্চয়।

কোকেন। (অভিভূত) সত্যি কি বলব! আপনি ইংরেজ ভদ্রলোকের উপযুক্ত কথাই বলেছেন।

সারটোরিয়াস। মোটেই নয়। আপনি যখনই আসুন আমরা খুশি হব। কিন্তু আপনার চিঠি লেখার বোধ হয় বিঘ্ন করলাম। আপনি আবার শুরু করুন, আমি চলে যাচ্ছি। (ওঠবার ভান করে আবার থেমে গিয়ে বলল) অবশ্য আপনাকে যদি কোনো রকম সাহায্য করতে পারি—যেমন, আপনার অজানা কোনো বিষয় আপনাকে খোলসা করে বোঝান, কিম্বা আমার বয়সের মর্যাদা যদি আমায় দেন, তাহলে আমার সেই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে সব চেয়ে গুছিয়ে চিঠিটা লেখার কৌশল আপনাকে বলে দেওয়া—(কোকেন এ কথায় একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। সারটোরিয়াস কিন্তু সোজাসুজি সে দৃষ্টির জবাব দিয়ে অর্থপূর্ণভাবে বলে চলল) ডাঃ ট্রেঞ্চের বন্ধু বলে তাঁকে আমি সর্বদিক দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করতে সর্বদা প্রস্তুত।

কোকেন। সত্যিই আপনি মহৎ। ট্রেঞ্চ আর আমি এইমাত্র চিঠিটা লেখার বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। (দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে) কিন্তু আপনাকে সে কথা জিজ্ঞেস করবার অনুমতি হ্যারিকে আমি দিতে পারিনি। আমি তাকে বলেছি যে, আপনি নিজে থেকে এ সমস্ত কথা না বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকাই সুরুচিসম্মত।

সারটোরিয়াস। হুঁ—এ পর্যন্ত আপনি কি লিখেছেন জানতে পারি?

কোকেন। 'পূজনীয়া মারিয়া মাসীমা'—তার মানে ট্রেঞ্চের মাসীমা, আমার বন্ধু লেডি রক্সডেল। আমি ট্রেঞ্চের হয়ে চিঠিটার খসড়া করছি তা বুঝেছেন নিশ্চয়।

সারটোরিয়াস। তা বুঝেছি। এখন আপনি নিজে লিখে যাবেন, না আমি এক আধটা কথা যোগ করলে আপনার সুবিধে হবে?

কোকেন। (উচ্ছ্বসিত ভাবে) আপনি যদি সাহায্য করেন তাহলে তো আর কথাই নেই। অত্যন্ত বাধিত হব।

সারটোরিয়াস। আমার মনে হয় আরম্ভটা এরকম ভাবে করা যেতে পারে, 'আমার বন্ধু মিঃ কোকেনের সঙ্গে রাইন নদী দিয়ে বেড়াবার সময়—'

কোকেন। (লিখতে লিখতে) অপূর্ব অপূর্ব, একেবারে ঠিক কথাটি, 'আমার বন্ধু মিঃ কোকেনের সঙ্গে ... বেড়াবার সময়—'

সারটোরিয়াস। 'একজন তরুণী মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে'—কিম্বা 'দেখা হয়েছে' বা 'চেনাশোনা হয়েছেও' লিখতে পারেন। আপনার বন্ধুর লেখার ধরনের সঙ্গে যা মেলে সেই কথাটাই ব্যবহার করুন। আমাদের খুব বেশি কায়দাদুরস্ত হবার দরকার নেই।

কোকেন। 'চেনাশোনা হয়েছে'!—না, না বড় বেশি হাল্কা হয়ে যাবে মিঃ সারটোরিয়াস। তার চেয়ে বরং বলা যাক—'পরিচিত হবার আমার সৌভাগ্য হয়েছে।'

সারটোরিয়াস। না, না কিছুতেই না। লেডি রক্সডেল নিজেই তা বিচার করবেন। আমি যা বলেছি তাই থাক,—'আমার পরিচয় হয়েছে। এঁর পিতা হলেন···' (একটু ইতস্তত করল)।

কোকেন। (লিখতে লিখতে) 'এঁর পিতা হলেন'—হ্যাঁ বলুন?

সারটোরিয়াস। 'হলেন'—লিখুন যে 'একজন ভদ্রলোক।'

কোকেন। (অবাক হয়ে) তা তো বটেই।

সারটোরিয়াস। (হঠাৎ উষ্ণ হয়ে উঠে) না মশাই, 'তা তো বটেই' মোটেই নয়। (কোকেন অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। তার মনে এবার একটু সন্দেহ জাগছে। সারটোরিয়াস একটু অপ্রস্তুতভাবে নিজেকে সামলে নেয়) হুঁ—'যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও পদস্থ একজন ভদ্রলোক—'

কোকেন। (সারটোরিয়াস-এর কথাগুলিই সশব্দে উচ্চারণ করে লিখতে লাগল।' তার গলার স্বর এখন একটু কঠিন)—'পদস্থ একজন ভদ্রলোক'—

সারটোরিয়াস। 'যা কিছু অর্থ ও সম্মান তাঁর আছে তিনি নিজেই তা অর্জন করেছেন'। (সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে লেখা বন্ধ করে কোকেন সারটোরিয়াস-এর দিকে তাকিয়ে রইল) কি? লিখলেন যা বললাম?

কোকেন। (পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দেবার ভঙ্গীতে) ও, তা তো বটেই! তাই বটে, তাই বটে। (লিখতে লাগল) 'নিজেই তা অর্জন করেছেন।' হ্যাঁ, বলে যান সারটোরিয়াস, বলে যান। ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কারভাবে বোঝান হয়েছে।

সারটোরিয়াস। 'এই ভদ্রলোকের বেশির ভাগ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী তাঁর মেয়ে। বিবাহের যৌতুকও সে বেশ প্রচুর পাবে। তার শিক্ষাদীক্ষা যতদূর সম্ভব ভালো ভাবে হয়েছে এবং সুরুচির দিক দিয়ে তার পরিবেশে কোথাও কোনো ত্রুটি রাখা হয়নি। সব দিক দিয়ে সে—'

কোকেন। (বাধা দিয়ে) কিছু মনে করবেন না, কিন্তু এটা যেন বড় বেশি মেয়েটির পরিচয়পত্রের মতো হয়ে যাচ্ছেনা? আমি শুধু রুচির দিক থেকে কথাটা বললাম।

সারটোরিয়াস। (চিন্তিত ভাবে) আপনার কথাই বোধহয় ঠিক। আমি অবশ্য যা বলছি ঠিক তাই লিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই—

কোকেন। তা তো নয়ই, তা তো নয়ই।

সারটোরিয়াস। কিন্তু আমার মেয়ের—কি বলে—আভিজাত্য সম্বন্ধে কোনো ভুল ধারণা যাতে না হয় তাই আমি চাই। আর আমার কথা যদি বলেন—

কোকেন। না, আপনার পেশা বা কাজ কারবার কি তাই জানালেই যথেষ্ট হবে—(দুজনে দুজনের দিকে বেশ কঠিন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল)।

সারটোরিয়াস। লণ্ডনে বেশ প্রচুর পরিমাণ স্থাবর সম্পত্তি আমার আছে। আমি তারই উপস্বত্ব ভোগ করি। লেডি রক্সডেল উপরওয়ালা জমিদারদের একজন। আর ডাঃ ট্রেঞ্চের যা কিছু আয় তা ওইখানকার একটি বন্ধকী

তমসুক থেকেই আসে। সত্যি কথা বলতে কি মিঃ কোকেন, ডাঃ ট্রেঞ্চের অবস্থা ইত্যাদির কথা আমি ভালো করেই জানি। তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা আমার অনেক আগে থেকেই ছিল।

কোকেন। (আবার সম্ভ্রমের সঙ্গে—কৌতূহল কিন্তু এখনো আছে) কি আশ্চর্য ঘটনার মিল! আপনার সম্পত্তি কোথায় আছে বললেন?

সারটোরিয়াস। লণ্ডনে। সে সম্পত্তির তদবির করতেই আমার বেশির ভাগ সময় যায়। ভদ্রলোকেরা তাদের সাধারণ কাজকর্মে এতটা সময় খুব কমই দিয়ে থাকেন। (পকেট থেকে কার্ড বার করে) বাকি যা লেখবার আপনার বিচার বুদ্ধির উপরই তা ছেড়ে দিয়ে গেলাম। (টেবিলের উপর কার্ডটা রেখে) এই আমার সারবিটন-এর ঠিকানা। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে এ ব্যাপারটা ভেস্তে গিয়ে ব্ল্যাঞ্চকে দুঃখ পেতে হয়, তাহলে তার পক্ষে পরে আপনাদের সঙ্গে দেখাশোনা বোধহয় না হওয়াই ভালো। তবে আমাদের আশা যদি পূর্ণ হয় তাহলে ডাঃ ট্রেঞ্চ-এর যাঁরা সবচেয়ে বড় বন্ধু, তাঁরা আমাদেরও বন্ধু বলে গণ্য হবেন।

কোকেন। (পেনসিল কাগজ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ জোরের সঙ্গে) আমার উপর নির্ভর করুন মিঃ সারটোরিয়াস, চিঠিটা লেখা হয়েই গেছে এখানে, (আঙ্গুল দিয়ে নিজের মাথাটা দেখাল) পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাগজের উপরেও হয়ে যাবে। (গভীব চিন্তামগ্ন ভাবে কোকেন বাগানে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল)।

সারটোরিয়াস। (ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে মুখ তুলে ডাক দিল) ব্ল্যাঞ্চ!

ব্ল্যাঞ্চ। (দূর থেকে) যাই বাবা—

সারটোরিয়াস। সময় হয়ে গেছে মা—(হোটেলের দিকে এগিয়ে গেল)।

ব্ল্যাঞ্চ। এই যে আসছি—(ফটকের ভেতর দিয়ে সে বাগানে এসে ঢুকল, পিছনে ট্রেঞ্চ)।

ট্রেঞ্চ। (চাপা গলায়) একটু দাঁড়াও ব্ল্যাঞ্চ: (ব্ল্যাঞ্চ দাঁড়াল) তোমার বাবার কাছে একটু সাবধানে থাকতে হবে। তাঁর কাছে আমায় কথা দিতে হয়েছে যে, আমার আত্মীয় স্বজনের চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটাকে স্থির বলে ধরে নেব না।

ব্ল্যাণ্ড। (কঠিন হয়ে উঠে) **ও বুঝলাম, তোমার আত্মীয় স্বজনরা আমার সম্বন্ধে আপত্তি করতে পারে আর তাহলেই আমাদের সব সম্পর্ক শেষ। তাঁরা তো নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন।**

ট্রেঞ্চ। (ব্যাকুল ভাবে) **ওকথা বলোনা ব্ল্যাণ্ড! শুনলে মনে হয় তোমার যেন এতে কিছু আসে যায়না। আশা করি তুমি ব্যাপারটাকে স্থির বলেই মনে কর। তুমি তো আর কোনো কথা দাওনি।**

ব্ল্যাণ্ড। হ্যাঁ দিয়েছি। আমিও বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কিন্তু তোমার জন্য সে প্রতিজ্ঞা আমি ভেঙ্গেছি। তোমার মতো অত সত্যনিষ্ঠা বোধহয় আমার নেই। আর আত্মীয় স্বজনেরা সায় দিক বা না দিক, প্রতিজ্ঞা আমরা করে থাকি বা না থাকি, ব্যাপারটা যদি পাকাপাকি ঠিক হয়ে গেছে বলে না ধরা হয় তাহলে আমাদের সব সম্পর্ক এক্ষুনি ঘুচিয়ে দিই এস।

ট্রেঞ্চ। (ভালোবাসায় আকুল হয়ে) **ব্ল্যাণ্ড সত্যি বলছি, আত্মীয় স্বজন বা প্রতিজ্ঞা, কোনো কিছুর তোয়াক্কা না রেখে—**(খানসামা বাইরে এসে ঘণ্টা বাজাতে লাগল) **জ্বালাতন আর কি!**

কোকেন। (চিঠিটা হাতে করে নাড়তে নাড়তে তাদের দিকে এগিয়ে এসে) **শেষ হয়ে গেছে বন্ধু। একেবারে ঠিক ঘড়ির কাঁটা ধরে শেষ।**

সারটোরিয়াস। (ফিরে এসে) **ডাঃ ট্রেঞ্চ, ব্ল্যাণ্ডকে আপনি খাবার টেবিলে নিয়ে যাবেন?** (ট্রেঞ্চ ব্ল্যাণ্ডকে নিয়ে চলে যাবার পর) **চিঠিটা শেষ হয়েছে মিঃ কোকেন?**

কোকেন। (গর্বভরে চিঠিটা সারটোরিয়াসকে দিয়ে) **এই নিন—**

সারটোরিয়াস। (চিঠিটা পড়ে খুশি হয়ে কোকেনকে ফিরিয়ে দিয়ে) **ধন্যবাদ মিঃ কোকেন। আপনার কলমে কথা একেবারে যুগিয়েই থাকে।**

কোকেন। (একসঙ্গে যেতে যেতে) **তা নয় মিঃ সারটোরিয়াস, তা নয়। একটু গুছিয়ে কথা বলা, সংসার সম্বন্ধে একটু জ্ঞান, মেয়েদের সম্বন্ধে একটু অভিজ্ঞতা—**(তারা ভিতরে চলে গেল)।

দ্বিতীয় অংক

সেপ্টেম্বর মাসের একটি উজ্জ্বল দিন, দুপুরের একটু আগে। সারবিটন-এর একটি সুসজ্জিত 'ভিলার' লাইব্রেরীতে বসে সারটোরিয়াস চিঠি লিখছে। টেবিলেব উপর ব্যবসার অন্যান্য চিঠিপত্র ছড়ান। তার পিছনে 'ফায়ার প্লেস' দেখা যাচ্ছে। অন্য দিকের দেয়ালে একটি জানালা। টেবিল ও জানালার মাঝে ব্ল্যাণ্ড সুন্দর একটি পোশাক পরে বই পড়ছে।

সারটোরিয়াস। ব্ল্যাণ্ড!

ব্ল্যাণ্ড। কি বাবা!

সারটোরিয়াস। একটা খবর আছে।

ব্ল্যাণ্ড। কি?

সারটোরিয়াস। খবরটা তোমারই—ট্রেঞ্চ-এর কাছ থেকে আসছে।

ব্ল্যাণ্ড। (ঔদাসীন্যের ভান করে) **তাই নাকি!**

সারটোরিয়াস। 'তাই নাকি?'! এইটুকু ছাড়া আর কিছু তোমার বলবার নেই? বেশ—(সারটোরিয়াস আবার কাজ শুরু করল, ঘর নিস্তব্ধ)।

ব্ল্যাণ্ড। তাঁর আত্মীয় স্বজনরা কি বলে বাবা?

সারটোরিয়াস। তার আত্মীয় স্বজনরা? আমি জানি না। (আবার কাজে ব্যস্ত হল। আরও খানিকক্ষণ সব চুপচাপ)।

ব্ল্যাণ্ড। তিনি কি বলেন?

সারটোরিয়াস। সে? সে কিছুই বলে না। (ধীরে সুস্থে চিঠিটা ভাঁজ করে লেফাফা খুঁজতে খুঁজতে) **সে নিজেই—কোথায় রাখলাম আবার?—ও এই তো। হ্যাঁ, সে নিজমুখেই যা যা হয়েছে** জানাতে **চায়।**

ব্ল্যাণ্ড। (লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে) **সত্যি বাবা! কখন আসছেন?**

সারটোরিয়াস। স্টেশন থেকে যদি হেঁটে আসে তাহলে আর আধঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বে আর গাড়িতে এলে যে কোনো মুহূর্তে এসে পৌঁছুতে পারে। (ব্ল্যাণ্ড তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে অস্ফুট আনন্দধ্বনি করল। সারটোরিয়াস তাকে ডাকল) **ব্ল্যাণ্ড!**

ব্ল্যাণ্ড। কি বাবা—

সারটোরিয়াস। সে আমার সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত তুমি নিশ্চয় তার সঙ্গে দেখা করবেনা।

ব্ল্যাণ্ড। (কপটতার সঙ্গে) কখ্খনো না বাবা, এরকম কথা আমি ভাবতেই পারিনা।

সারটোরিয়াস। আর কিছু আমার বলবার নেই। (ব্ল্যাণ্ড চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ সারটোরিয়াস হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে স্নেহার্দ্র স্বরে বলল) লক্ষী মা আমার। (ব্ল্যাণ্ড এসে বাবাকে আদব করল। দরজায় একটা টোকা শোনা গেল) ভিতরে আসুন।

একটা কালো ব্যাগ হাতে করে লিকচীজ ঢুকল। জামা কাপড় ছেঁড়া খোঁড়া নোংরা, দেখলেই অভাবগ্রস্ত বলে বোঝা যায়। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, মাথার চুলে টাক ধরেছে। চোখ ও মুখ দেখলে মনে হয় মানুষের চেহারায় টেরিয়ার কুকুরের মতো একটা চিনে জোঁক। সারটোরিয়াসের সামনে কিন্তু ভয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে থাকে। ব্ল্যাণ্ডকে 'গুড মর্ণিং মিস' বলে সম্বোধন করে সে এগিয়ে এল। ব্ল্যাণ্ড অবজ্ঞাভরে একবার তার দিকে চেয়ে বেরিয়ে গেল।

লিকচীজ। গুড মর্ণিং স্যর!

সারটোরিয়াস। (কর্কশ স্বরে) গুড মর্ণিং—

লিকচীজ। (ব্যাগ থেকে একটি টাকার থলে বার করে) আজ খুব বেশি কিছু হয়নি স্যর। এই মাত্র ডাঃ ট্রেঞ্চের সঙ্গে আমার আলাপ হল স্যর।

সারটোরিয়াস। (লেখা থেকে বিরক্তভাবে চোখ তুলে তাকিয়ে) বটে?

লিকচীজ। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর। ডাঃ ট্রেঞ্চ আমার কাছে রাস্তা জেনে নিলেন। দয়া করে আমাকে স্টেশন থেকে গাড়িতে নিয়েও এলেন।

সারটোরিয়াস। তিনি কোথায়?

লিকচীজ। তিনি আর তাঁর বন্ধু হল ঘরে আছেন স্যর। বোধহয় মিস সারটোরিয়াসের সঙ্গে কথা বলছেন।

সারটোরিয়াস। হুম্। তার বন্ধুটি আবার কে?

লিকচীজ। কে একজন মিঃ কোকেন।

সারটোরিয়াস। তুমি দেখছি তার সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়েছিলে।

লিকচীজ। আজ্ঞে হ্যাঁ গাড়িতে আসতে আসতে।

সারটোরিয়াস। (ধমক দিয়ে) ন'টার ট্রেনে কেন আসনি?

লিকচীজ। আমি ভাবলাম—

সারটোরিয়াস। যাক যা হয়ে গেছে তার আর চারা নেই। সুতরাং তুমি কি ভাবলে বলে দরকার নেই। কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি আমার কাজ-কর্ম এরকম দেরি করে আর যেন কখনো করা না হয়। সেন্টগাইল্‌স্‌-এর ভাড়াবাড়িগুলো নিয়ে আর কোনো গোলমাল হয়েছে?

লিকচীজ। সরকারী স্বাস্থ্য-পরিদর্শক ১৩নং রবিনস্‌ রো নিয়ে আবার গোলমাল করছিলেন। বলছিলেন গির্জে সমিতিতে এ কথাটা তুলবেন।

সারটোরিয়াস। আমি যে সমিতিতে আছি একথা তাঁকে বলেছ?

লিকচীজ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সারটোরিয়াস। কি বললেন তাতে?

লিকচীজ। বললেন তা তিনি বুঝেছেন। নইলে আপনি নাকি এমন বেপরোয়াভাবে আইন ভাঙতে সাহস করতেন না। তিনি যা বলেছেন তাই শুধু আপনাকে বলছি।

সারটোরিয়াস। হুম্‌, তাঁর নাম জান?

লিকচীজ। আজ্ঞে হ্যাঁ, স্পীকম্যান।

সারটোরিয়াস। স্বাস্থ্য কমিটির পরের অধিবেশন যেদিন হবে ডায়রিতে সেই তারিখের পাতায় নামটা টুকে রাখ। সমিতির সদস্যদের প্রতি তাঁর কর্তব্য যে কি মিঃ স্পীকম্যানকে আমি তা বুঝিয়ে দেব।

লিকচীজ। সমিতি তাঁর কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। তিনি 'লোক্যাল গভর্ণমেন্ট বোর্ড'-এর অধীনে কাজ করেন।

সারটোরিয়াস। সেকথা তোমায় আমি জিজ্ঞাসা করিনি। দেখি খাতাগুলো। (লিকচীজ ভাড়া আদায়ের খাতা বার করে সারটোরিয়াসকে দিল, তারপর টেবিলের উপরের ডায়রিতে যথাস্থানে মিঃ স্পীকম্যানের নাম লিখল। তার শঙ্কিত দৃষ্টি কিন্তু সারাক্ষণ সারটোরিয়াস-এর দিকে। সারটোরিয়াস ভ্রূকুটি করে উঠে দাঁড়াল) ১৩নং মেরামতের জন্য ১ পাউণ্ড ৪ শিলিং-এর মানে?

লিকচীজ। আজ্ঞে ওটা চারতলার সেই সিঁড়িটার জন্য। সিঁড়িটায় যখন

তখন একটা বিপদ হতে পারত। তিনটার বেশি আস্ত ধাপ তাতে ছিল না, ধরবার একটা রেলিংও না। ক'টা তক্তা তাই তাতে লাগিয়ে দেওয়া উচিত মনে হল।

সারটোরিয়াস। তক্তা! জ্বালানী কাঠ হে, জ্বালানী কাঠ। প্রত্যেকটি কাঠ তারা জ্বালাবে। আমার ২৪ শিলিং খরচ করে তুমি তাদের পোড়াবার কাঠ কিনে দিয়েছ।

লিকচীজ। পাথরের সিঁড়ি হলেই সব হাঙ্গাম চুকে যায় স্যর, শেষ পর্যন্ত তাতে লাভই হয়। পাদ্রী বলছিলেন—

সারটোরিয়াস। কি! কে বলছিলেন?

লিকচীজ। আজ্ঞে, ওই পাদ্রী, আর কেউ নয়। তাঁর কথা অবশ্য আমি বিশেষ গায়ে মাখি না। তবে এই সিঁড়ি নিয়ে তিনি আমায় কি জ্বালাতন যে করেছেন যদি জানতেন—

সারটোরিয়াস। আমি ইংরেজ, কোনো পাদ্রীকে আমার ব্যবসায় বাগড়া দিতে আমি দেবো না। শোনো লিকচীজ, এ বছরে এই নিয়ে তিনবার তুমি মেরামতের জন্য এক পাউণ্ডের বেশি খরচ দেখিয়েছ। আমি তোমায় বারবার বলে দিয়েছি যে এই বস্তি বাড়িগুলোকে 'ওয়েস্ট এণ্ড স্কোয়ারের' রাজ-প্রাসাদ বলে ভাববে না। বাইরের লোকের সঙ্গে আমার কাজ কারবার সম্বন্ধে আলোচনা করতেও নিষেধ করেছি। তুমি আমার কোনো নিষেধই মাননি। তোমায় বরখাস্ত করলাম।

লিকচীজ। দোহাই, অমন কথা বলবেন না।

সারটোরিয়াস। (হিংস্রভাবে) তোমার চাকরি খতম।

লিকচীজ। কি আর বলব মিঃ সারটোরিয়াস, আমার কপাল নেহাৎ খারাপ। ওই সমস্ত অভাগা গরীবদের যেভাবে নিংড়ে আমি পয়সা বার করেছি দুনিয়ার আর কেউ তা পারত না। একাজে নিজের হাত আমি এত নোংরা করেছি যে আর কোনো ভালো কাজে তা লাগান যাবে কি না সন্দেহ। আর আপনিই কিনা এখন—

সারটোরিয়াস। (মারমুখো হয়ে বাধা দিয়ে) হাত নোংরা করেছ মানে? আইনের একচুল তুমি এদিক ওদিক করেছ যদি জানতে পারি তাহলে আমি

নিজে তোমাকে কাঠগড়ায় তুলব। হাত পরিষ্কার রাখতে হলে মানবের বিশ্বাস আগে অর্জন করতে হয়। পরে যেখানে কাজ করবে সেখানে একথাটা মনে রেখো।

পরিচারিকা। (দরজা খুলে) মিঃ ট্রেঞ্চ আর মিঃ কোকেন।

কোকেন আর ট্রেঞ্চ ভিতরে ঢুকল। ট্রেঞ্চের সাজ পোশাক উৎসবের দিনের মতো। মেজাজও খুব খোস। কোকেন-এর মুখে আত্মতৃপ্তির প্রসন্নতা।

সারটোরিয়াস। এই যে ডাঃ ট্রেঞ্চ। গুড মর্ণিং মিঃ কোকেন। আপনারা এখানে আসাতে খুব খুশি হয়েছি। মিঃ লিকচীজ, হিসাবপত্র, টাকাকড়ি টেবিলের উপর রেখে যাও। আমি ওগুলো দেখেশুনে তারপর তোমার যা ব্যবস্থা হয় করবো।

লিকচীজ টেবিলের কাছে গিয়ে অত্যন্ত মনমরাভাবে কাগজপত্র সাজিয়ে রাখতে লাগল। পরিচারিকা চলে গেল।

ট্রেঞ্চ। (লিকচীজের দিকে তাকিয়ে) আমরা কাজে বাধা দিলাম না তো?

সারটোরিয়াস। না না মোটেই না। অনুগ্রহ করে বসুন। আপনাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি বোধহয়।

ট্রেঞ্চ। (ব্ল্যাঞ্চের চেয়ারে বসে) না মোটেই না, আমরা তো এইমাত্র এলাম। (পকেট থেকে একতাড়া চিঠি বার করে সে খুলতে লাগল)।

কোকেন। (সপ্রশংস দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসে) এসব বই নিয়ে আপনি খুব সুখেই থাকেন বোধহয় মিঃ সারটোরিয়াস। যাকে বলে একটা সাহিত্যিক আবহাওয়া।

সারটোরিয়াস। (নিজের চেয়ারে বসে) আমি ওসব পড়ি না। ইচ্ছা হলে ব্ল্যাঞ্চ মাঝে মাঝে পড়ে। কাঁকুরে মাটির উপর বলে বাড়িটা আমি পছন্দ করেছিলাম। মৃত্যুহার এখানে খুব কম।

ট্রেঞ্চ। (সোৎসাহে) যত চিঠি চান আপনাকে দেখাতে পারি। আমি ঘর-সংসার করতে যাচ্ছি জেনে আমার আত্মীয় স্বজন সবাই খুব খুশি। মারিয়া মাসীমা চান যে তাঁর বাড়িতেই ব্ল্যাঞ্চের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। (সারটোরিয়াসকে একটা চিঠি দিল)।

সারটোরিয়াস। মারিয়া মাসীমা?

কোকেন। লেডি রক্সডেল মশাই, লেডি রক্সডেল-এর কথা বলছে। (ট্রেঞ্চকে) একটু গুছিয়ে কথা বল বন্ধু, একটু গুছিয়ে কথা বল।

ট্রেঞ্চ। হ্যাঁ হ্যাঁ লেডি রক্সডেল, হ্যারি জ্যাঠা—

কোকেন। স্যর হ্যারি ট্রেঞ্চ, ওর ধর্মপিতা—

ট্রেঞ্চ। হ্যাঁ ঠিক। ও বয়সের অমন মজাদার লোক আর দু'টি দেখবেন না। তিনি দু'মাসের জন্য তাঁর 'সেন্ট এণ্ডরুজ'-এর বাড়িটা আমাদের দিতে চাইছেন—আমাদের মধুচন্দ্রিকা যদি ওখানে কাটাতে চাই। (সারটোরিয়াসকে আর একটা চিঠি দিল) যে রকমের বাড়ি তাতে কারুর সেখানে থাকা অবশ্য অসম্ভব, তবু তাঁর পক্ষে সেটা দিতে চাওয়া উদারতার পরিচয় সন্দেহ নেই। তাই না?

সারটোরিয়াস। (এসব খেতাব শুনে অত্যন্ত উত্তেজিত ও উৎফুল্ল, কিন্তু সেভাব গোপন করে) নিশ্চয়। এগুলি পড়ে খুশি হবারই কথা ডাঃ ট্রেঞ্চ।

ট্রেঞ্চ। ঠিক খুশি হবার কথা তো? মারিয়া মাসীর ব্যবহার তো চমৎকার! তাঁর চিঠির পুনশ্চটা পড়ে দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমার লেখায় কোকেনের যে হাত আছে তা তিনি ধরে ফেলেছেন। (একটু হেসে) কোকেনই লিখে দিয়েছে কিনা।

সারটোরিয়াস। (কোকেনের দিকে চেয়ে) বটে! মিঃ কোকেন নিশ্চয়ই খুব গুছিয়ে চিঠি লিখেছেন।

কোকেন। না না, ও এমন কিছুই নয়—

ট্রেঞ্চ। (উৎফুল্লভাবে) তাহলে এখন আপনি কি বলেন মিঃ সারটোরিয়াস? ব্যাপারটা স্থির বলে ধরে নিতে পারি তো?

সারটোরিয়াস। সম্পূর্ণ স্থির। (সে উঠে হাত বাড়িয়ে দিল। কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে ট্রেঞ্চও উঠে দাঁড়িয়ে সোৎসাহে করমর্দন করল, ভাবাবেগের আতিশয্যে কথা বলবার তার তখন ক্ষমতা নেই)।

কোকেন। (দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে) দুজনকেই আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। (দুজনের সঙ্গেই করমর্দন করল)।

সারটোরিয়াস। এইবার আমার মেয়েকে একটা কথা বলবার আছে। তাকে এই খবরটা দেওয়ার আনন্দ থেকে আমায় নিশ্চয় বঞ্চিত করতে চান না

ডাঃ ট্রেঞ্চ? আপনার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর অনেকবার তাকে আমায় হতাশ করতে হয়েছে। দশ মিনিটের জন্য আমায় মাপ করবেন। '

কোকেন। কি বলছেন, একথা কি আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়?

ট্রেঞ্চ। না না ঠিক আছে।

সারটোরিয়াস। ধন্যবাদ। (বেরিয়ে গেল)।

ট্রেঞ্চ। (একটু হেসে) ব্ল্যাঞ্চকে যে খবর দেবার আর কিছু নেই তা জানেনই না। সে সব চিঠি আগেই দেখেছে।

কোকেন। তোমার ব্যবহারটা ঠিক সোজা সরল হয়নি এটা কিন্তু আমি বলতে বাধ্য।

লিকচীজ। (চোরের মতো) শুনছেন—

ট্রেঞ্চ ফিরে তাকাল। লিকচীজের কথা তারা ভুলেই গিয়েছিল।

কোকেন। আরে!

লিকচীজ। (অত্যন্ত বিনীতভাবে দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। তার মুখে গভীর উদ্বেগের ছায়া) একটা কথা শুনবেন? (ট্রেঞ্চকে) আপনাকেই বিশেষভাবে বলছি। আমার হয়ে কর্তাকে একটা কথা বলবেন? এইমাত্র আমায় উনি কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন, অথচ চারটি ছেলেমেয়ের অন্ন আমায় জোগাতে হয়। আজ এই সুখের দিনে আপনি কিছু বললে আমায় হয়ত আবার উনি নিতে পারেন।

ট্রেঞ্চ। (বিরক্ত হয়ে) দেখুন মিঃ লিকচীজ—এ ব্যাপারে আমি কিভাবে মাথা গলাতে পারি আমি বুঝতে পারছি না। আমি অবশ্য অত্যন্ত দুঃখিত।

কোকেন। নিশ্চয়ই, তুমি কিছু করতে পার না। সেটা অত্যন্ত কুরুচির পরিচয় হবে।

লিকচীজ। দেখুন, আপনাদের বয়স অল্প। আমাদের মতো লোকের চাকরি যাওয়া যে কি বস্তু তা আপনারা জানেন না। একজন গরীবকে সাহায্য করলে কি ক্ষতি আপনাদের হবে? ব্যাপারটা শুধু একটু শুনুন। আমি শুধু—

ট্রেঞ্চ। (একটু অভিভূত হওয়া সত্ত্বেও অস্বস্তিকর ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কড়া মেজাজের ভান করে) না, না শোনাই বরং ভালো।

সোজাসুজি বলছি বলে কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আমার মনে হয় মিঃ সারটোরিয়াস নির্দয়ভাবে বা হট করে কিছু করবার লোক নন। তাঁর উদারতা আর ন্যায় বিচারের পরিচয়ই আমি বরাবর পেয়েছি এবং আমার বিশ্বাস আমার চেয়ে ব্যাপারটা তিনিই ভালো বিচার করতে পারেন।

কোকেন। (কৌতূহলী হয়ে) ব্যাপারটা তোমার কিন্তু শোনা উচিত হ্যারি, তাতে কিছু ক্ষতি নেই। ব্যাপারটা অবশ্যই শোনা উচিত।

লিকচীজ। যাকগে যাক মশাই, তাতে আর কোনো লাভ নেই। ওই রকম লোকের উদারতা আর ন্যায় বিচারের কথা যখন শুনলাম, তখন যাকগে যেতে দিন।

ট্রেঞ্চ। (কঠিনস্বরে) আমাকে দিয়ে যদি আপনার কোনো উপকার চান, তাহলে মিঃ সারটোরিয়াস-এর নিন্দে করে আপনার কিছু সুবিধে হবে না এটুকু বলে দিচ্ছি।

লিকচীজ। আমি কি তাঁর বিরুদ্ধে একটা কথাও বলেছি? আপনার বন্ধুই বিচার করুন।

কোকেন। ঠিক ঠিক, সত্যি কথা। অবিচার কোরো না হ্যারি।

লিকচীজ। এই আমি বলে রাখছি যে নতুন যে লোককে উনি কাজে নেবেন এক হপ্তার ভাড়া সে আদায় করে আনলেই উনি বুঝতে পারবেন কি লোক তিনি হারিয়েছেন. আপনিও তা বুঝতে পারবেন ডাঃ ট্রেঞ্চ যদি আপনি বা আপনার ছেলেপুলেরা এই সম্পত্তি কখনো পায়। আমি যেখানে টাকা আদায় করে এনেছি আর কোনো সরকার সেখানে অত নির্মম হতে পারত না। তার বদলে এই আমার পুরস্কার! টেবিলের উপর ওই টাকার থলেটা একবার দেখুন। ওর প্রায় প্রত্যেকটি পেনির সঙ্গে কোনো না কোনো উপোসী ছেলের কান্না মেশান। তবু আমি ওটাকা আদায় করেছি—তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে তাদের নাস্তানাবুদ করে ধমকে আদায় করেছি। একাজে আমার হাড় পেকে গেছে, তবু বলছি ওঁকে খুশি করতে না পারলে আমার ছেলে-মেয়েরা পথে বসবে এই কথা মনে না রাখলে ওই থলের অনেক টাকাই আমিও আদায় করতে পারতাম না। তবু একটা ভাঙ্গা সিঁড়ি মেরামতের জন্য ২৪ শিলিং আমি খরচ করেছি বলে উনি আমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে

দিয়েছেন। তিনজন মেয়েছেলে অথচ ওই সিঁড়িতে পড়ে চোট খেয়েছে, বেশিদিন সিঁড়িটা ওই অবস্থায় থাকলে ওঁকে খুনের দায়ে পড়তে হত। কোনো কথা উনি শুনতে চান না, নইলে নিজের পকেট থেকেই ও খরচ আমি দিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলাম। আপনি যদি আমার হয়ে একটা কথা বলেন তাহলে এখনো আমি তা করতে প্রস্তুত।

ট্রেঞ্চ। (স্তম্ভিত) উপোসী ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করে আপনি টাকা আদায় করেছেন? তাহলে আপনার উচিত শাস্তিই হয়েছে। আমি যদি ওই সব ছেলেমেয়েদের কারুর বাপ হতাম তাহলে চাকরি ছাড়াবার চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষা আপনাকে দিতাম। আত্মা বলে যদি কিছু আপনার থাকে তার উদ্ধারের জন্যও আমি কিছু বলতে রাজী নই। মিঃ সারটোরিয়াস ঠিকই করেছেন।

লিকচীজ। (অবাক হয়ে ট্রেঞ্চের দিকে তাকাল। এত দুঃখেও তার মুখে অবজ্ঞার ঈষৎ হাসি দেখা গেল) শুনুন এঁর কথা! অবশ্য বয়স আপনার কম, আপনি নেহাত সরল ভদ্রলোক। আপনি কি মনে করেন আমি বড় বেশি কড়া বলে উনি আমাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়েছেন? মোটেই তা নয়, যথেষ্ট কড়া আমি হতে পারিনি বলেই তিনি আমাকে ছাড়িয়েছেন। তাঁকে 'সন্তুষ্ট হয়েছি' বলতে আমি কখনো শুনিনি। ওদের জ্যান্ত চামড়া ছাড়িয়ে আনলেও তিনি তা হবেন না। লণ্ডনের উনিই সবচেয়ে খারাপ বাড়িওয়ালা এমন কথা আমি বলি না। তবে সবচেয়ে খারাপ আমি যাদের দেখেছি তাদের চেয়ে অন্তত তিনি সরেস নন। আর এই কথাও সেই সঙ্গে আমি বলি যে আমার চেয়ে ভালো আদায়-সরকার উনি কখনো পাননি। এসব সম্পত্তি কি, যারা জানে তারা বিশ্বাসই করতে পারবে না কত কম খরচ করে কত বেশি আদায় আমি করেছি। আমার গুণ যে কি তা আমি জানি ডাঃ ট্রেঞ্চ। তাই কেউ যদি না বলতে চায় আমিই নিজের হয়ে বলব।

কোকেন। সম্পত্তিটা কি রকম? বাড়ি?

লিকচীজ। বস্তিবাড়ি, হপ্তায় হপ্তায় একটা ঘর, আধখানা ঘর এমনকি সিকি ঘর হিসাবে ভাড়া দেওয়া। চালাতে জানলে এর চেয়ে লাভ কিছুতে নেই। বর্গ ফুট ধরে হিসাব করে দেখা গেছে যে পার্ক লেনে বড় বড় প্রাসাদ

গোছের বাড়ির চেয়ে ঘর হিসাবে ভাড়া দেওয়ায় লাভ অনেক বেশি।

ট্রেঞ্চ। লাভ যতই হোক, মিঃ সারটোরিয়াস-এর এ ধরনের সম্পত্তি আশা করি বেশি নেই।

লিকচীজ। আজ্ঞে ও ধরনের ছাড়া আর কিছু নেই। এতে তাঁর ব্যবসা-বুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া যায়। যখন যেখানে কয়েক শ' পাউণ্ড কুড়িয়ে বাড়িয়ে যোগাড় করেছেন তাই দিয়ে উনি পুরানো সব বাড়ি কিনেছেন—সেসব বাড়ি দেখলে আপনার ঘেন্না হবে। সেন্টগাইল্স-এ, মেরিলবোন-এ, বেথন্যালগ্রীন-এ এমনি সব জায়গায় তাঁর বাড়ি আছে। এসব বাড়ি থেকে লাভ যে কত হয় তা তাঁর অবস্থা আর চালচলন দেখেই বুঝতে পারবেন। যেখানে লোক মরে কম সেই রকম কাঁকুরে মাটিতে বাস করা তিনি পছন্দ করেন। অথচ আমার সঙ্গে রবিনস্ রো-তে একবার চলুন, মরার হার কি রকম আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। সত্যি সত্যি দেখিয়ে দেব। আর এ কথাও মনে রাখবেন যে আমা হতেই এত লাভ তাঁর হয়। নিজের বাড়িভাড়া নিজে একবার আদায় করতে যান দেখি, সেটি পারবেন না।

ট্রেঞ্চ। আপনি কি বলতে চান তাঁর সমস্ত সম্পত্তি—সমস্ত উপার্জন এই রকম ব্যাপার থেকে হয়?

লিকচীজ। প্রত্যেকটি পাই মশাই, প্রত্যেকটি পাই।

স্তম্ভিত হয়ে ট্রেঞ্চকে বসে পড়তে হয়।

কোকেন। (তার দিকে করুণার সঙ্গে তাকিয়ে) বন্ধু হে, অর্থের লোভই হল সব অনিষ্টের মূল।

লিকচীজ। আজ্ঞে যা বলেছেন। আমাদের বাগানে টাকার গাছ হোক আমরা সবাই চাই।

কোকেন। (ঘৃণা ও বিরক্তির সঙ্গে) আপনার সঙ্গে আমি কথা বলিনি মিঃ লিকচীজ। আপনার প্রতি আমি কঠোর হতে চাই না কিন্তু ভাড়া আদায়ের সরকারের কাজটাই আমার কাছে অত্যন্ত জঘন্য মনে হয়।

লিকচীজ। এরকম খারাপ কাজ আরও অনেকই তো আছে। আমার ছেলে-মেয়েরা আমারই মুখ চেয়ে আছে এটা ভুলবেন না।

কোকেন। ঠিক কথা, মানলাম। আমাদের বন্ধু সারটোরিয়াস-এর বেলায়ও

ওই কথা খাটে। মেয়ের প্রতি তাঁর যা স্নেহ তাইতেই তাঁর সব দোষ কেটে গেছে বলতেই হবে।

লিকচীজ। তাঁর মেয়ের ভাগ্য খুব ভালো। নিজের মেয়ের প্রতি তাঁর স্নেহের আতিশয্যের দরুন অনেক বাপের মেয়েকে পথে বসতে হয়েছে। এরই নাম ব্যবসা মশাই, এরই নাম ব্যবসা। আমার কোনো দোষ নেই বুঝে এবার বোধহয় আপনার বন্ধু আমার হয়ে দুটো কথা বলবেন।

ট্রেঞ্চ। (রেগে উঠে পড়ে) না বলব না। সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়াই জঘন্য এবং এতে সাহায্য করার উচিত শাস্তিই আপনার হয়েছে। হাসপাতালে যেসব বাইরের রুগী আসে তাদের ভিতর আমি এসব ব্যাপারের পরিচয় আগেই পেয়েছি। এসব অন্যায়ের কোনো প্রতিকার নেই দেখে আমার রক্ত তখনই গরম হয়ে উঠত।

লিকচীজ। (তার বিদ্বেষ আর চাপতে না পেরে) তাই উঠত নাকি মশাই? কিন্তু মিস ব্ল্যাঞ্চকে বিয়ে করে তার সম্পত্তির ভাগ আপনি অবশ্যই নেবেন। (জ্বলে উঠে) আমাদের মধ্যে কে বেশি খারাপ বলতে পারেন? আমি না আপনি? ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার জন্য আমি তাদের কাছ থেকে নিংড়ে টাকা আদায় করি, আর আপনারা সেই টাকা খরচ করে আমারই উপর দোষ চাপাবার চেষ্টা করেন।

কোকেন। কোনো ভদ্রলোককে এরকম কথা বলা আপনার খুব অন্যায় মিঃ লিকচীজ। এর মধ্যে দস্তুরমতো বিপ্লবের গন্ধ আছে।

লিকচীজ। হয়ত আছে। কিন্তু রবিনস্ রো ভদ্রতা শেখবার পাঠশালা নয়। দু'এক হপ্তা সেখানে ভাড়া আদায় করে দেখুন, সাফ কথা বেশ কয়েকটা শুনতে পাবেন। আমার চাকরি যখন যাচ্ছেই তখন আপনি অনায়াসে তা নিতে পারেন।

কোকেন। (গাম্ভীর্যের সঙ্গে) কার সঙ্গে আপনি কথা বলছেন জানেন?

লিকচীজ। (বেপরোয়া ভাবে) খুব জানি। আপনাকে বা আপনার মতো হাজার জনকেও আমি কি পরোয়া করি? আমি গরীব সুতরাং বদমাস তো আমি হবোই। আমার জন্য এতটুকু দরদ নেই! আমার হয়ে দু'কথা বললে কোনো লাভ নেই! (হঠাৎ আবার ট্রেঞ্চকে মিনতি করে) আমার হয়ে শুধু

একটা কথা, আপনার তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। (সারটোরিয়াস সকলের অলক্ষ্যে দরজায় এসে দাঁড়াল) গরীবকে একটু দয়া করুন।

ট্রেঞ্চ। কিন্তু আপনি নিজেই যা স্বীকার করেছেন তাতে গরীবদের খুব বেশি দয়া করেছেন বলে তো মনে হয় না।

লিকচীজ। (আবার জ্বলে উঠে) আপনার মাননীয় শ্বশুর মশাইয়ের চাইতে অন্তত বেশি দয়া করেছি। আমি—(হঠাৎ সারটোরিয়াস-এর কঠিন গলার স্বরে সে যেন অসাড় হয়ে যায়)।

সারটোরিয়াস। কাল দশটার আগে এসে দেখা করবেন। আপনার সঙ্গে যা কিছু আছে সব চুকিয়ে ফেলবো। আজ আর আপনাকে কোনো দরকার নেই। (লিকচীজ ভয়ে কেঁচো হয়ে নিঃশব্দে চলে যায়। কিছুক্ষণ ঘরে একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা) ও আমার একজন সরকার, মানে আগে ছিল। বারবার আমার অবাধ্য হওয়ার দরুন দুঃখের বিষয় ওকে আমাকে ছাড়িয়ে দিতে হয়েছে। (ট্রেঞ্চ নীরব। অপ্রস্তুত ভাবটা ঝেড়ে ফেলে সারটোরিয়াস স্ফূর্তিবাজ ও আমুদে হয়ে ওঠার ভান করে। এরকম ভাব তার পক্ষে সব সময়েই বেমানান, এখন যেন আরও অসহ্য মনে হয়) ব্ল্যাঞ্চ এখনই আসবে হ্যারি (ট্রেঞ্চ শিউরে উঠল)—এখন থেকে তোমায় হ্যারি বলেই আমার ডাকা উচিত নিশ্চয়? বাগানে একটু বেড়াতে গেলে কেমন হয় মিঃ কোকেন? এখানকার ফুলের খুব নামডাক আছে।

কোকেন। আমি একেবারে মুগ্ধ মশাই, মুগ্ধ। জীবন যেন এখানে একটা কাব্য—নিখুঁত একটি কাব্য। সেই কথাই এইমাত্র বলছিলাম।

সারটোরিয়াস। (ইঙ্গিতপূর্ণভাবে) হ্যারি পরে ব্ল্যাঞ্চের সঙ্গে যেতে পারে। সে এখুনি নামবে।

ট্রেঞ্চ। না, এখন আমি তার সামনে যেতে পারবো না।

সারটোরিয়াস। (উৎসাহ দিয়ে) বটে। হাঃ হাঃ—

সারটোরিয়াস-এর মুখে এই প্রথম হাসি শুনে ট্রেঞ্চের গা যেন রিরি করে ওঠে। কোকেনও প্রথমটা কেমন হতভম্ব হবে তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নেয়।

কোকেন। হাঃ হাঃ হাঃ—হোঃ হোঃ—

ট্রেঞ্চ। কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না।

সারটোরিয়াস। বোধহয় পারছি, কি বলেন মিঃ কোকেন, পারছি না? হাঃ হাঃ—

কোকেন। পারছি বলেই তো মনে হয়—হাঃ হাঃ হাঃ—

হাসতে হাসতে তারা বাইরে চলে গেল। ট্রেঞ্চ একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল, তার সমস্ত স্নায়ু যেন কাঁপছে। ব্ল্যাঞ্চ দরজায় এসে দাঁড়াল। ট্রেঞ্চকে একলা দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নিঃশব্দে ট্রেঞ্চের চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে সে তার চোখ চেপে ধরল। শিউরে চমকে উঠে অস্ফুট শব্দ করে ট্রেঞ্চ দূরে সরে গেল।

ব্ল্যাঞ্চ। (অবাক হয়ে) হ্যারি!

ট্রেঞ্চ। (যুগপৎ বিহ্বল ও বিনীতভাবে) আমায় মাপ করো। আমি একটা কথা ভাবছিলাম—তুমি বসবে না?

ব্ল্যাঞ্চ। (সন্দিগ্ধভাবে তার দিকে চেয়ে) কিছু হয়েছে নাকি? (লেখার টেবিলটার কাছে সে ধীরে ধীরে বসল। ট্রেঞ্চ বসল কোকেনের চেয়ারে)।

ট্রেঞ্চ। না, কিছু না।

ব্ল্যাঞ্চ। আশা করি বাবা কিছু খারাপ ব্যবহার করেননি।

ট্রেঞ্চ। না। তোমার কাছ থেকে আসবার পর তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ কোনো কথাই হয়নি। (উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারটা সে ব্ল্যাঞ্চের কাছে নিয়ে এসে বসল। খুশি হয়ে ব্ল্যাঞ্চ মোহময় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। ট্রেঞ্চ একবার যেন ফুঁপিয়ে উঠে ব্ল্যাঞ্চের হাতদুটি ধরে আকুলভাবে চুমু খেতে থাকে। তারপর গভীর দৃষ্টিতে ব্ল্যাঞ্চের চোখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করে) ব্ল্যাঞ্চ, টাকাকড়ি তুমি কি খুব ভালোবাস?

ব্ল্যাঞ্চ। (স্ফূর্তিভরে) খুব। তুমি আমায় কিছু দিচ্ছ নাকি?

ট্রেঞ্চ। (আহত হয়ে) ঠাট্টা করো না ব্ল্যাঞ্চ। আমি হাল্কাভাবে কথা বলছি না। আমাদের যে খুব গরীব হয়ে থাকতে হবে তা কি জানো?

ব্ল্যাঞ্চ। ও, এইজন্যই অমন চেহারা করেছিলে—যেন নিউর‍্যালজিয়া হয়েছে।

ট্রেঞ্চ। (মিনতি করে) দোহাই তোমার, এটা হাসির ব্যাপার নয়। আমার মোট আয় বছরে বড় জোর সাতশ' তা জান কি?

ব্র্যাণ্ড। কি ভয়ানক কথা!

ট্রেণ্ড। সত্যি ব্যাপারটা খুব গুরুতর ব্র্যাণ্ড, আমায় বিশ্বাস কর।

ব্র্যাণ্ড। আমার নিজের কিছু না থাকলে ওই দিয়ে সংসার চালাতে অবশ্য একটু বেগ পেতে হত। কিন্তু বাবা আমায় কথা দিয়েছেন যে আমাদের বিয়ের পর আমার অবস্থা আরও অনেক ভালো হবে।

ট্রেণ্ড। ওই সাতশ' দিয়েই যতদূর সম্ভব ভালোভাবে আমাদের চালাতে হবে। নিজের পায়ে আমাদের দাঁড়ান উচিত বলে আমি মনে করি।

ব্র্যাণ্ড। আমিও তো তাই চাই হ্যারি। তোমার সাতশ'র অর্ধেক যদি আমি খেয়ে ফেলি তাহলে তো তুমি দু'গুণ গরীব হয়ে যাবে। তার বদলে আমি তোমার অবস্থা দু'গুণ ভালো করে দেবো। (ট্রেণ্ড মাথা নাড়ল) বাবা কিছু গোলমাল করছেন নাকি?

ট্রেণ্ড। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়ে চেয়ারটা আগের জায়গায় নিয়ে গেল) না কিছু করেননি। (বিমর্ষভাবে সে বসে পড়ল। ব্র্যাণ্ডের কথায় ও মুখের ভাবে এবার বোঝা গেল যে সে নিজের রাগ দমন করবার চেষ্টা করছে)।

ব্র্যাণ্ড। হ্যারি, আমার বাবার কাছে টাকা নিলে কি তোমার মান যায়?

ট্রেণ্ড। হ্যাঁ ব্র্যাণ্ড, আমার আত্মসম্মান-বোধ খুব বেশি।

ব্র্যাণ্ড। (একটু থেমে) আমার প্রতি এটা তোমার ভালো ব্যবহার হচ্ছে না হ্যারি।

ট্রেণ্ড। আমাকে তোমায় সহ্য করতে হবে ব্র্যাণ্ড। আমি—আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না। যাই বলো এইটাই তো স্বাভাবিক?

ব্র্যাণ্ড। একথা কি তোমার একবারও মনে হয়েছে যে আমারও অহংকার থাকতে পারে?

ট্রেণ্ড। ও কথার কোনো মানেই হয় না। টাকার জন্য তুমি বিয়ে করছ এই অপবাদ তোমায় কেউ দেবে না।

ব্র্যাণ্ড। টাকার জন্যই যদি বিয়ে করি তবুও কেউ আমাকে বা তোমাকে বেশি খারাপ ভাববে না। (উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল) সত্যিই আমরা বছরে সাতশ' দিয়ে সংসার চালাতে তো পারি না। আর শুধু লোকে কি বলবে এই ভয়ে আমাকে তোমার সে অনুরোধ করাও ঠিক উচিত নয়।

ট্রেঞ্চ। ব্যাপারটা শুধু তাই নয় ব্ল্যাঞ্চ—

ব্ল্যাঞ্চ। ব্যাপারটা কি তাহলে?

ট্রেঞ্চ। কিছু না, আমি—

ব্ল্যাঞ্চ। (ট্রেঞ্চের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রেখে কৃত্রিম স্ফূর্তির সঙ্গে) কিছু নয়ই তো বটে। শোনো হ্যারি, বেয়াড়াপনা করো না। ভালোভাবে আমার কথা শোনো। সব মীমাংসা আমিই করে দিচ্ছি। তুমিও আমার কাছে ঋণী থাকতে চাও না, আমিও চাই না তোমার কাছে ঋণী থাকতে। তোমার আয় বছরে সাতশ'। বেশ আমিও প্রথমে বাবার কাছ থেকে ঠিক ওই সাতশ' করেই নেব। তাহলেই আমাদের কাটাকাটি হয়ে গেল। এইবার কিন্তু তোমার এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই।

ট্রেঞ্চ। তা অসম্ভব।

ব্ল্যাঞ্চ। অসম্ভব!

ট্রেঞ্চ। হ্যাঁ অসম্ভব। আমি ঠিক করেছি তোমার বাবার কাছে থেকে কিছু নেব না।

ব্ল্যাঞ্চ। কিন্তু টাকা তো তিনি আমাকে দিচ্ছেন, তোমাকে নয়।

ট্রেঞ্চ। ও একই কথা। (ভাবাবেগ দেখাবার চেষ্টা করে) তোমার সঙ্গে আমাকে আলাদা করে দেখব এত কম তোমাকে আমি ভালোবাসি না। (দ্বিধাভরে সে হাত তুলল। ব্ল্যাঞ্চও তেমনি দ্বিধাভরে তার কাঁধের উপর দিয়ে সেই হাত ধরল। দুজনেই তারা পরস্পরের মন যোগাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে)।

ব্ল্যাঞ্চ। কথাটা খুব সুন্দরভাবেই বলেছ হ্যারি। তবু আমার মনে হচ্ছে এমন একটা কিছু আছে যা আমার জানা দরকার। বাবা কি অন্যায় কিছু বলেছেন?

ট্রেঞ্চ। না। তিনি বরং অত্যন্ত ভালো ব্যবহারই করেছেন— অন্তত আমার প্রতি। ব্যাপারটা তা নয়। তুমি তা অনুমানই করতে পারবে না। জানলে হয়ত তুমি দুঃখ পাবে, হয়ত রাগ করবে। চিরকালই সাতশ'তে আমরা সংসার চালাব তা অবশ্য আমি বলছি না। আমি প্রাণ দিয়ে কাজ করব ঠিক করেছি। হাড় কালি করে আমি খাটব।

ব্র্যাণ্ড। কিন্তু তোমার হাড় কালি হোক তা যে আমি চাই না হ্যারি। ব্যাপারটা কি আমায় বলতেই হবে। (ট্রেঞ্চ তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিল। ব্র্যাণ্ডের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল, তার গলার স্বরে মহিলাসুলভ মাধুর্য আর পাওয়া গেল না) কোনো কিছু লুকোন আমি ঘৃণা করি আর আমি যেন শিশু আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহারও আমি পছন্দ করি না।

ট্রেঞ্চ। (তার কণ্ঠস্বরে বিরক্ত হয়ে) বলবার কিছু নেই। তোমার বাবার উদারতার সুযোগ আমি নিতে চাই না—ব্যাপারটা শুধু এই।

ব্র্যাণ্ড। আধ ঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে যখন দেখা করে চিঠিগুলো দেখিয়েছিলে তখন তো কোনো আপত্তি ছিল না। তোমার বাড়ির লোকজনের আপত্তি নেই। আপত্তিটা কি তাহলে তোমার নিজের?

ট্রেঞ্চ। (আন্তরিক ভাবে) না, সত্যিই তা নয়। প্রশ্নটা এখানে শুধু টাকার।

ব্র্যাণ্ড। (মিনতি ভরে; শেষবারের মতো তার কণ্ঠস্বরে সংযম ও কোমলতার আভাস পাওয়া গেল) এভাবে কথা কাটাকাটি করে কোনো লাভ নেই হ্যারি। সম্পূর্ণভাবে তোমার উপর আমায় নির্ভর করে থাকতে হবে এ ব্যবস্থায় বাবা কিছুতেই রাজী হবেন না। আমি নিজেও ও ব্যবস্থাটা পছন্দ করি না। এরকম কথা যদি তাঁর কাছে একবার ঘুণাক্ষরে বল তাহলে আমাদের সম্বন্ধ তোমার জন্যই ভেঙ্গে যাবে, সত্যি তোমার জন্য।

ট্রেঞ্চ। (জেদের সঙ্গে) তাহলে আমি নিরুপায়।

ব্র্যাণ্ড। (রাগে জ্বলে উঠে) নিরুপায়—! ও এইবার আমি বুঝতে পাচ্ছি। যাক্ তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না। বাবাকে তুমি বলতে পার যে আমিই সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়েছি। তাহলে আর কোনো অসুবিধে থাকবে না।

ট্রেঞ্চ। (বিমূঢ়ভাবে) কি বলছ কি ব্র্যাণ্ড? তুমি কি রাগ করেছ?

ব্র্যাণ্ড। রাগ! কোন সাহসে তুমি এই কথা জিজ্ঞাসা কর?

ট্রেঞ্চ। কোন সাহসে!

ব্র্যাণ্ড। তার চেয়ে আমার সঙ্গে তখন একটু খেলা করছিলে এইটা স্বীকার করাতেই বেশি পৌরুষ ছিল না কি? কেন তুমি আজ এখানে এসেছ? কেন তোমার আত্মীয় স্বজনদের চিঠি লিখেছিলে?

ট্রেঞ্চ। দেখ ব্ল্যাঞ্চ তুমি যদি মেজাজ গরম কর—

ব্ল্যাঞ্চ। ওটা কোনো জবাবই হলনা। তুমি ভেবেছিলে তোমার আত্মীয় স্বজনের আপত্তির সুযোগ নিয়ে আমাদের বিয়ের কথা ভেঙ্গে দেবে। কিন্তু তাঁরা আপত্তি করেননি। তোমার হাত থেকে যে কোনো উপায়ে রেহাই পেয়ে তাঁরা বরং খুশি। পালিয়ে থাকবার মতো অত নীচ যেমন তুমি নও সত্যকথা বলবার মতো পৌরুষও তোমার নেই। তুমি ভেবেছিলে আমাকে রাগিয়ে আমাকে দিয়েই বিয়ের কথা ভাঙ্গাবে। পুরুষের রীতিই এই—মেয়েদের উপর সব দোষ চাপাবার চেষ্টা। যাক, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। আমি তোমায় মুক্তি দিলাম। সোজাসুজি অমানুষের মতো আমায় আঘাত করে যদি আমার চোখ খুলে দিতে তাহলে আমি খুশি হতাম। তোমার এরকম গাঁইগুঁই করার চাইতে অন্য যা কিছু করতে তাই ভালো ছিল।

ট্রেঞ্চ। গাঁইগুঁই করছি! আমার বিরুদ্ধে তুমি এতদূর যেতে পার জানলে তোমার সঙ্গে কথাই বলতাম না। তোমার সঙ্গে আর কথা না বলাই ভালো মনে হচ্ছে।

ব্ল্যাঞ্চ। কথা বলতে আর হবেনা—কোনো দিন না। সেই ব্যবস্থাই করছি। (দরজার দিকে অগ্রসর হল)।

ট্রেঞ্চ। (সভয়ে) কি, তুমি করতে যাচ্ছ কি?

ব্ল্যাঞ্চ। তোমার চিঠিগুলো আনতে যাচ্ছি—তোমার সেই মিথ্যে চিঠিগুলো, আর তোমার যত উপহার। সে সব উপহার আমি ঘৃণা করি। সব তোমায় আমি ফেরত দেব। আমাদের সম্বন্ধ যে ভেঙ্গে গেছে তাতে আমি খুব খুশি। আজ যদি—(দরজা খোলবার জন্য হাত বাড়াতেই বাইরে থেকে সারটোরিয়াস দরজা খুলে ঢুকে বন্ধ করে দিল)।

সারটোরিয়াস। (কঠিন স্বরে ব্ল্যাঞ্চকে বাধা দিয়ে) দোহাই তোমার ব্ল্যাঞ্চ চুপ কর। জ্ঞানবুদ্ধি সব তোমার লোপ পেয়েছে। যে রকম চেঁচাচ্ছ তাতে সারা বাড়িতে কারুর আর শুনতে বাকি নেই। কি, হয়েছে কি?

ব্ল্যাঞ্চ। (রাগের চোটে, কেউ শুনল বা না শুনল গ্রাহ্য না করে) ওঁকেই বরং জিজ্ঞাসা করো। টাকাকড়ি নিয়ে কি একটা ছুতো উনি বার করেছেন।

সারটোরিয়াস। ছুতো! কিসের ছুতো?

ব্ল্যাণ্ড। আমায় ছেড়ে দেবার।

ট্রেঞ্চ। (প্রবল আপত্তির সঙ্গে) আমি বলছি কখ্খনো আমি—

ব্ল্যাণ্ড (আরও প্রবলভাবে বাধা দিয়ে) হ্যাঁ, তুমি সেই ছুতোই করেছ। তাছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য তোমার নেই।

একসঙ্গে পরস্পরকে চেঁচিয়ে হারাবার চেষ্টায় :

ট্রেঞ্চ। সে রকম উদ্দেশ্য মোটেই আমার নয়। তুমি ভালো করেই জান যে তুমি যা বলছ তা এতটুকু সত্য নয়—একেবারে ডাহা মিথ্যা। আমি তা সহ্য করতে—

ব্ল্যাণ্ড। আমায় ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কি তোমার উদ্দেশ্য আছে তাতে আমার কিছু আসে যায় না, আমি তোমায় ঘৃণা করি, চিরকাল ঘৃণা করেছি, নোংরা—অভদ্র—নীচ—

সারটোরিয়াস। (এই চিৎকারে মরিয়া হয়ে উঠে) চুপ! (আরও গলা চড়িয়ে) চুপ!! (তারা চুপ করবার পর কঠিনস্বরে শুরু করল) ব্ল্যাণ্ড : এই রাগ তোমায় দমন করতে হবে। চাকর বাকরের কানে যা যায় এরকম কেলেঙ্কারী আমি আর হতে দিতে চাই না। ডাঃ ট্রেঞ্চ তাঁর কৈফিয়ৎ আমার কাছেই দেবেন। তুমি এখান থেকে যেতে পার। (দরজা খুলে ধরে ডাক দিল) মিঃ কোকেন, আপনি অনুগ্রহ করে এখানে আসবেন?

কোকেন। (দূর থেকে) আসছি, আসছি। (দরজায় এসে দাঁড়াল)।

ব্ল্যাণ্ড। এখানে থাকবার কোনো ইচ্ছাই নেই। ফিরে এসে যেন তোমায় একাই দেখতে পাই। (ট্রেঞ্চের মুখ থেকে একটা অস্ফুট শব্দ শোনা গেল। ব্ল্যাণ্ড ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কোকেন-এর দিকে চেয়ে চলে গেল। অবাক হয়ে তার চলে যাওয়া দেখে কোকেন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সারটোরিয়াস ও ট্রেঞ্চ-এর দিকে তাকাল। রাগের সঙ্গে ঝটকা দিয়ে দরজা বন্ধ করে সারটোরিয়াস ট্রেঞ্চের দিকে ফিরল)।

সারটোরিয়াস। (জবরদস্ত ভাবে) তারপর—

ট্রেঞ্চ। (আরও জবরদস্ত ভাবে তাকে বাধা দিয়ে) হ্যাঁ, তারপর?

কোকেন। (দুজনের মাঝখানে গিয়ে) আস্তে, বন্ধু, আস্তে—

সারটোরিয়াস। (আত্মসংবরণ করে) আপনার যদি আমাকে কিছু বলবার থাকে ডাঃ ট্রেঞ্চ, আমি তা ধৈর্য ধরে শুনতে প্রস্তুত। তারপর আমার যা বলবার আছে তা বলতে আমায় নিশ্চয়ই অনুমতি দেবেন।

ট্রেঞ্চ। (লজ্জিত হয়ে) আমায় মাপ করবেন। যা বলবার আছে আপনি বলুন।

সারটোরিয়াস। আমার মেয়ের সঙ্গে আপনার যে বিয়ের কথা হয়েছে তা আপনি রাখতে চান না এই কি আমায় বুঝতে হবে?

ট্রেঞ্চ। মোটেই না। আপনার মেয়েই আমার সঙ্গে বিয়ের কথা রাখতে রাজী নন। তবে বিয়ের সম্বন্ধের কথা যদি বলেন, তা ভেঙে গেছে।

সারটোরিয়াস। শুনুন ডাঃ ট্রেঞ্চ, আমি আপনাকে স্পষ্ট করে সব বলছি। ব্ল্যাঞ্চ যে একটু বদ্‌রাগী তা আমি জানি। এটা তার চরিত্র-বল আর সাহসেরই একটা লক্ষণ। অনেক পুরুষের চেয়ে তার সাহস যে বেশি তা আপনাকে জোর করে বলতে পারি। এ সবের জন্য আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। ব্ল্যাঞ্চের মেজাজই যদি এ ঝগড়ার কারণ হয়, তাহলে কালকের আগেই তা মিটে যাবে, আমার এ কথাটা বিশ্বাস করতে পারেন। তবে এইমাত্র তার মুখে যা শুনলাম, তাতে মনে হচ্ছে, টাকাকড়ির ব্যাপার নিয়ে আপনি কি আপত্তি তুলেছেন।

ট্রেঞ্চ। (আবার উত্তেজিত হয়ে) আপত্তি মিস সারটোরিয়াসই তুলেছেন। তাতেও আমি কিছু মনে করতাম না, যদি না ওই সব কড়া কড়া কথা আমায় শোনাতেন। তাঁর কথা শুনে মনে হয় যে আমার জন্য (আঙুলে মটকে) এটুকু তোয়াক্কাও তিনি করেন না।

কোকেন। (শান্ত করবার চেষ্টায়) শোন ভাই—

ট্রেঞ্চ। চুপ কর বিলি। যা ঘটেছে তাতে মনে হয়, পুরুষ হয়ে কোনো মেয়ের মুখ না দেখাই আমার ভালো ছিল। শুনুন, মিঃ সারটোরিয়াস, আমি যতদূর সম্ভব সন্তর্পণে, সব দিক সামলে কথাটা তার কাছে পেড়েছিলাম। আমার আসল কারণ কিছু না জানিয়ে শুধু তাকে বলেছিলাম, আমার যৎসামান্য আয়ের উপর নির্ভর করেই সন্তুষ্ট থাকতে। তাতে কিনা আমার উপর এমন খাপ্পা হয়ে উঠল, যেন কি দারুণ বর্বরতা আমি করেছি?

সারটোরিয়াস। আপনার আয়ের উপর নির্ভর! অসম্ভব। আমার মেয়ে দস্তুরমতো সুখে স্বচ্ছন্দে মানুষ হয়েছে। সেই ভাবেই যাতে সে থাকতে পারে, সে ব্যবস্থা করবার কথা আমি স্পষ্ট করে জানাইনি? আমি তাকে যে সে কথা দিয়েছি ব্ল্যাঞ্চ তা আপনাকে জানায়নি?

ট্রেঞ্চ। হ্যাঁ সে সব কথাই আমি জানি মিঃ সারটোরিয়াস। তার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞও বটে। তবে ব্ল্যাঞ্চকে ছাড়া আর আপনার কাছে কিছু আমি নিতে চাই না।

সারটোরিয়াস। সে কথা আগে বলেননি কেন?

ট্রেঞ্চ। যে জন্যই হোক বলিনি। ও কথা এখন থাক।

সারটোরিয়াস। যে জন্যই হোক! কিন্তু কি জন্য বলেননি তা যে আমার জানা দরকার। উত্তর আমি চাই। বলুন কেন আগে একথা বলেননি।

ট্রেঞ্চ। বলিনি আগে জানতাম না বলে।

সারটোরিয়াস। যার উপর সব কিছু নির্ভর করছে সে বিষয়ে আপনার মত কি, তা আগেই জানা আপনার উচিত ছিল।

ট্রেঞ্চ। (অত্যন্ত আহত হয়ে) আগেই জানা উচিত ছিল! এটা কি ন্যায্য কথা হল, কোকেন? (কোকেন বিচারকের মতো গম্ভীর মুখভঙ্গী করল কিন্তু কিছু বলল না। ট্রেঞ্চ আবার সারটোরিয়াস-এর দিকে ফিরে কথা বলল। তার কণ্ঠস্বরে এবার আর ততটা শ্রদ্ধা নেই) আমি কি করে জানব শুনি? আপনি তো আমায় বলেননি?

সারটোরিয়াস। আমার সঙ্গে পরিহাস করছেন বলে মনে হচ্ছে। আপনি তো বললেন যে নিজের মন আপনি আগে জানতেন না।

ট্রেঞ্চ। মোটেই সেরকম কিছু বলিনি। আমি বলতে চাই যে কি থেকে আপনার আয় হয় আমি তা আগে জানতাম না।

সারটোরিয়াস। একথা মোটেই সত্য নয়। আমি—

কোকেন। আস্তে মিঃ সারটোরিয়াস, আস্তে। আর শোন হ্যারি—

ট্রেঞ্চ। তাহলে উনিই শুরু করুন। এভাবে আমায় আক্রমণ করার মানে কি?

সারটোরিয়াস। আপনাকে আমি সাক্ষী মানছি মিঃ কোকেন। ব্যাপারটা

আমি স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। আমি জানিয়েছিলাম যে নিজের ক্ষমতাতেই আমি বড় হয়েছি এবং তার জন্য আমি লজ্জিত নই। .

ট্রেঞ্চ। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। লিকচীজ না কি তার নাম, আপনার সেই সরকারের কাছে সকালে সমস্ত কথা আমি জেনেছি। কোনো রকমে প্রাণটুকু বজায় রাখবার সম্বল যাদের নেই, সেই রকম সব হতভাগ্যদের ধমকে, শাসিয়ে, যত রকম সম্ভব অত্যাচার উৎপীড়ন করে আপনি পয়সা করেছেন।

সারটোরিয়াস। (রাগে অপমানে প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে) দেখুন! (ক্রুদ্ধভাবে তারা সামনাসামনি এসে দাঁড়াল)।

কোকেন। (মৃদুকণ্ঠে) ভাড়া তো দিতেই হবে ভাই। না দিয়ে উপায় নেই হ্যারি, উপায় নেই। (ট্রেঞ্চ ক্ষুব্ধভাবে সরে গেল। সারটোরিয়াস কিছু-ক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে কি ভেবে আবার সংযত ও গম্ভীর হয়ে উঠল)।

সারটোরিয়াস। ব্যবসার ব্যাপারে আপনি বড় কাঁচা বলে মনে হচ্ছে ডাঃ ট্রেঞ্চ। সে কথা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়েছিলাম বলে আমি দুঃখিত। কিছু যদি মনে না করেন তাহলে ব্যবসা সম্বন্ধে আপনার যা ধারণা তাকে আমি ভাবালুতাই বলব। মত স্থির করবার আগে এ বিষয়ে শান্তভাবে একটু আলোচনা করলে ভালো হয় না কি? (একটা চেয়ার টেনে বসে সারটোরিয়াস ট্রেঞ্চকে আর একটা চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করল)।

কোকেন। বেশ বলেছেন মশাই। বোসো হ্যারি, বসে শান্তভাবে কথাগুলো শুনে ঠাণ্ডা মাথায় তা বিচার করে দেখ। একগুঁয়েমি কোরো না।

ট্রেঞ্চ। বসতে বা শুনতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তাতে রাত কি করে দিন হয়ে উঠবে তা আমি বুঝতে পারছিনা। (সে বসল। কোকেনও ট্রেঞ্চের পাশে বসল)।

সারটোরিয়াস। গোড়াতেই আমি ধরে নিচ্ছি ডাঃ ট্রেঞ্চ যে আপনি সমাজতন্ত্রবাদী বা সেরকম কিছু নন।

ট্রেঞ্চ। নিশ্চয়ই না। আমি রক্ষণশীল। মানে যদি কোনো দিন কষ্ট করে ভোট দিই তাহলে অন্যের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল দলের পক্ষেই আমি ভোট দেব।

কোকেন। এই তো সত্যিকার আভিজাত্য হ্যারি, সত্যিকার আভিজাত্য।

সারটোরিয়াস। এ পর্যন্ত আমাদের মনের যে মিল আছে তা জেনে আমি খুশি। আমিও অবশ্য রক্ষণশীল, তা বলে গোঁড়া বা সংকীর্ণ নই। সত্যিকার প্রগতির একেবারেই বিরোধী নয়। আর লিকচীজকে বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য আজ আমি বরখাস্ত করেছি এর বেশি তার সম্বন্ধে বোধহয় বলবার দরকার নেই। বিনা স্বার্থে বন্ধুভাবে সে কিছু বলেছে তা নিশ্চয়ই আপনারা মনে করেন না। আমার ব্যবসা সম্বন্ধে এইটুকু বলতে পারি যে নেহাৎ যারা গরীব তাদের জন্য অবস্থা অনুযায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করাই আমার কাজ। আর সকলের মতো তাদেরও মাথা গোঁজবার জায়গার দরকার আছে। বিনা খরচায় এই জায়গার ব্যবস্থা করা কি সম্ভব?

ট্রেঞ্চ। ভালো, এ সব কথা শুনতে বেশ। কিন্তু আসল কথা হল তারা যা দেয় তার বদলে কি রকম আশ্রয় আপনি তাদের দেন। বাস করবার কোনো জায়গা না থাকলে, মানুষকে জেলে যেতে হয়। এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে এমন বাসার জন্য তাদের ভাড়া দিতে বাধ্য করা হয়, যা কুকুর বেড়ালেরও অযোগ্য। কেন বাস করবার মতো ভদ্রগোছের বাড়ি তৈরি করে দেন না? তাদের টাকা নিয়ে তার বদলে ন্যায্য যা পাওনা তা কেন তাদের দেন না?

সারটোরিয়াস। (ট্রেঞ্চের অজ্ঞতার প্রতি অনুকম্পাভরে) কি আর বলব আপনাকে! ভদ্রগোছের বাড়িতে কি করে বাস করতে হয় এই সব গরীবেরা জানে না। এক হপ্তার ভিতরে তারা সব ভেঙ্গে তছনছ করে দেবে। আমায় বিশ্বাস করছেন না? নিজেই চেষ্টা করে দেখুন। বাড়ির কাঠ কাঠরা যেখানে যা ভাঙ্গাচুরো আছে নিজের খরচায় মেরামত করে দিয়ে দেখুন। তিনদিন যেতে না যেতে কিছু আর দেখতে পাবেন না। সব পুড়িয়ে শেষ করে দেবে মশাই, পুড়িয়ে শেষ করে দেবে। হতভাগাদের আমিও দোষ দিই না। তাদের আগুন দরকার আর অনেকসময় ওইভাবে ছাড়া জ্বালানীকাঠ জোগাড় করবার উপায়ও তাদের থাকে না। কিন্তু তাই বলে তাদের পোড়াতে দেবার জন্য এন্তার মেরামতের খরচ তো আমি করে যেতে পারি না। লণ্ডনে ঘর পিছু হপ্তায় সাড়ে চার শিলিং হল ন্যায্য চলতি ভাড়া। তা-ই

আমি তাদের কাছে আদায় করতে পারি না। না, মশাই, যত দরদই থাক, যারা নেহাৎ গরীব তাদের কোনো রকম সাহায্য করা যায় না। সাহায্য করতে গেলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিই করা হয়। নিরাশ্রয়দের আরো কিছু আশ্রয়ের ব্যবস্থা যাতে করতে পারি তার জন্য বরং টাকা জমানোই আমি পছন্দ করি। ব্ল্যাঞ্চের ভবিষ্যতের কিছু সংস্থান করাও আমার উদ্দেশ্য। (সারটোরিয়াস দুজনের দিকে তাকাল। ট্রেঞ্চের মত টলেনি, কিন্তু কথার তোড়ে সে কাবু হয়েছে। কোকেন একটু বিমূঢ়। সারটোরিয়াস চেয়ার-শুদ্ধ ট্রেঞ্চের কাছে একটু এগিয়ে গিয়ে আবার বলল) আচ্ছা ডাঃ ট্রেঞ্চ, আপনার আয় কি থেকে, এবার জিজ্ঞাসা করতে পারি?

ট্রেঞ্চ। (উদ্ধতভাবে) সুদ থেকে, বাড়িভাড়া থেকে নয়। সে বিষয়ে গ্লানিবোধ করবার আমার কিছু নেই। আমার আয় বন্ধকী সুদ থেকে।

সারটোরিয়াস। হ্যাঁ, আমারই যে সম্পত্তি আপনার কাছে বন্ধক আছে তারই সুদ থেকে। স্বেচ্ছায় আমায় ভাড়া দেবার চুক্তি যারা করেছে, আপনার ভাষায়, তাদের শাসিয়ে, ধমকে, নিংড়ে আমি যা আদায় করি তা থেকে বছরে আপনার প্রাপ্য সাতশ' না দেওয়া পর্যন্ত একটি পয়সা আমার ছোঁবার অধিকার নেই। লিকচীজ আমার জন্য যা করত আমি আপনার জন্য ঠিক তাই করি। আমরা হলাম মাঝখানের দালাল. আপনিই আসল মহাজন। আমার ভাড়াটেরা গরীব বলে যে সব ঝক্কি আমায় নিতে হয়, তারই দরুন আপনি আমার কাছে অত্যন্ত চড়া হারে শতকরা সাত করে সুদ আদায় করেন। তারই জন্য আমায় আবার বাধ্য হয়ে ভাড়াটেদের কাছে শেষ পাই-পয়সাটির জন্য চাপ দিতে হয়। তবু যে জায়গার কুটোটিও আপনি নাড়েননি, বুদ্ধি ও পরিশ্রম দিয়ে তা চালিয়ে ন্যায়সঙ্গত ভাবে আমাদের আয়ের ব্যবস্থা তা থেকে আমি করছি বলে, আমার সম্বন্ধে অবজ্ঞাভরে কথা বলতে আপনার একটু বাধল না।

কোকেন। (যথেষ্ট আশ্বস্ত হয়ে) চমৎকার! তখনই আমি আপনা থেকে বুঝেছিলাম যে ট্রেঞ্চ আনাড়ির মতো বাজে বকছে। ও প্রসঙ্গ ছেড়ে দাও ভাই, ছেড়ে দাও। ও সব ব্যবসা-ট্যাবসায় মাথা গলালে শুধু বোকাই বনতে হয়। আমি তো আগেই বলেছিলাম যে এ ব্যাপারের কোনো চারা নেই।

ট্রেণ্ড। (আচ্ছন্ন ভাবে) **তাহলে কি বলতে চান যে আমিও আপনার মতোই খারাপ?**

কোকেন। ছি হ্যারি ছি! অত্যন্ত কুরুচির পরিচয় দিচ্ছ। ভদ্রলোকের মতো মাপ চাও।

সারটোরিয়াস। আমাকেই বলতে দিন মিঃ কোকেন। (ট্রেণ্ডকে) **আপনি আমার মতোই খারাপ একথা বলার অর্থ যদি এই হয় যে, সমাজের অবস্থা বদলাতে আপনি আমার মতোই অক্ষম, তাহলে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি যে আপনি ঠিকই বলেছেন।**

ট্রেণ্ড তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর দেয় না। খানিক সারটোরিয়াস-এর দিকে তাকিয়ে থেকে সে মাথা নিচু করে বোকার মতো মাটির দিকে চেয়ে থাকে। তার চেহারা দেখে মনে হয় স্বপ্ন-ভঙ্গের হতাশা যেন তার মধ্যে মূর্ত। কোকেন তার কাছে এসে সহানুভূতি ভরে কাঁধে হাত রাখে।

কোকেন। শোনো হ্যারি নিজেকে সামলে নাও। মিঃ সারটোরিয়াসকে কিছু তোমার বলা উচিত।

ট্রেণ্ড। (বিমূঢ় ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে ওয়েস্ট কোটটা একটা টান দিয়ে সোজা করে নেয়। তারপর দার্শনিকের মতো নিজের স্বপ্ন-ভঙ্গের হতাশা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে সারটোরিয়াসকে বলে) **হ্যাঁ, কাঁচের ঘরে যে বাস করে অপরকে ঢিল ছোড়া তার সাজে না। কিন্তু সত্যি করে বলছি আপনি দেখিয়ে দেবার আগে আমার ঘর যে কাঁচের আমি জানতাম না। আমি মাপ চাইছি।** (হাত বাড়িয়ে দিল)।

সারটোরিয়াস। আর কিছু বলতে হবে না হ্যারি। তোমার মন যে উঁচু তারই প্রমাণ তুমি দিয়েছ। এ সব ব্যাপারে আমিও সত্যি তোমার মতোই ব্যথা পাই। হৃদয় যার আছে দুনিয়ার অবস্থা আরো ভালো হোক সে নিশ্চয়ই চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হবার নয়।

ট্রেণ্ড। (কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেয়ে) **বোধহয় নয়।**

কোকেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি সব সমস্যার মূল।

সারটোরিয়াস। (ট্রেণ্ডকে) **এখন বোধহয় তোমাকে বোঝাতে পেরেছি যে,**

ব্র্যাঞ্চ তোমার সম্পত্তির ভাগ নিলে আমার যেমন আপত্তি নেই তোমারও তেমনি ব্র্যাঞ্চকে আমার সম্পত্তির ভাগ নিতে দিতে আপত্তি করা উচিত নয়।

ট্রেঞ্চ। তাই মনে হয়। আমরা সবাই এক গোত্রের। অকারণে এত গোলমাল করেছি বলে আমায় মাপ করবেন।

সারটোরিয়াস। আর কিছু বলতে হবে না। ব্র্যাঞ্চকে তোমার আপত্তির আসল কারণ যে জানাওনি তাতে আমি সত্যিই খুশি। তার পক্ষে না জানাই বোধহয় ভালো।

ট্রেঞ্চ। (উদ্বিগ্ন ভাবে) কিন্তু এখন আমাকে সব কথা তো বলতেই হবে। কি রকম রাগ করেছিল আপনি তো দেখেছেন।

সারটোরিয়াস। ও ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও। (ঘড়ি দেখে ঘণ্টা বাজাল) লাঞ্চের সময় হয়ে এসেছে। আপনারা যতক্ষণে তৈরি হচ্ছেন ততক্ষণ আমি ব্র্যাঞ্চের সঙ্গে কথা কয়ে নিতে পারি। আশা করি তার ফল সকলের পক্ষেই ভালো হবে। (পরিচারিকা ঘণ্টা শুনে এসে দাঁড়াতে সারটোরিয়াস নিত্যকার স্বভাব অনুযায়ী হুকুমের স্বরে) মিস ব্র্যাঞ্চকে বল আমি তাকে ডাকছি।

পরিচারিকা। (তার মুখ স্পষ্টই ম্লান হয়ে গেল) যে আজ্ঞে। (দ্বিধাভরে যেতে উদ্যত)।

সারটোরিয়াস। (কি ভেবে নিয়ে) দাঁড়াও। (পরিচারিকা দাঁড়াল) মিস ব্র্যাঞ্চকে বল গিয়ে যে আমি এখানে একলা আছি। তার যদি বিশেষ কাজ না থাকে তাহলে আমার সঙ্গে একটু দেখা করে গেলে খুশি হব।

পরিচারিকা। যে আজ্ঞে। (বেরিয়ে গেল)।

সারটোরিয়াস। তোমাকে তোমার ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি চল হ্যারি। আশা করি তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। আপনাকেও এখানে নিজের বাড়ির মতো মনে করতে হবে মিঃ কোকেন। চলুন ব্র্যাঞ্চ আসবার আগেই আমরা যাই। (তাদের নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল)।

কোকেন। (যেতে যেতে স্ফূর্তির সঙ্গে) এই তর্কাতর্কিতে আমার দস্তুর-মতো খিদে পেয়ে গেছে।

ট্রেঞ্চ। (মুখ ভার করে) আর আমার খিদে মরে গেছে।

সারটোরিয়াস দরজা খুলে ধরার পর দুই বন্ধু বেরিয়ে গেল। সারটোরিয়াসও চলে যাচ্ছিল এমন সময় পরিচারিকা ফিরে এল। পরিচারিকার মুখ প্রায় কাঁদকাঁদ।

সারটোরিয়াস। মিস ব্ল্যাঞ্চ কি আসছে?

পরিচারিকা। আজ্ঞে হ্যাঁ, বোধহয় আসছেন।

সারটোরিয়াস। না আসা পর্যন্ত এখানে থাক। সে এলে বলো যে আমি এক্ষুনি আসছি। আমি ডাঃ ট্রেঞ্চকে তাঁর ঘর দেখাতে যাচ্ছি।

পরিচারিকা। যে আজ্ঞে।

সে ঘরের ভিতরে এসে একটু যেন ফুঁপিয়ে উঠল। সারটোরিয়াস তার দিকে সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে দরজাটা একটু ভেজিয়ে দিল।

সারটোরিয়াস। (গলা নামিয়ে) **কি, হয়েছে কি তোমার?**

পরিচারিকা। (ফোঁপানির সঙ্গে) **আজ্ঞে কিছু না।**

সারটোরিয়াস। (তেমনি চাপা গলায় আরও শাসিয়ে) **খবরদার, বাইরের লোকজন থাকলে কোনো বেয়াদবি যেন না দেখি। বুঝতে পারছ?**

পরিচারিকা। যে আজ্ঞে।

সারটোরিয়াস বেরিয়ে গেল। বাইরে থেকে তার গলা শোনা গেল : **'মাপ করবেন, চাকরাণীকে আমার একটা কথা বলবার ছিল।'** ট্রেঞ্চ এবং কোকেন-এর গলাও সেই সঙ্গে শোনা গেল : **'তাতে কি হয়েছে', 'কেন মিছে ব্যস্ত হচ্ছেন'**, ইত্যাদি। ক্রমশ তাদের কথা অস্পষ্ট হয়ে গেল। পরিচারিকা বার কয়েক ফুঁপিয়ে চোখ মুছে বইয়ের আলমারীর তলাকার দেরাজ থেকে কিছু বালির কাগজ ও এক বাণ্ডিল সুতো বার করল। টেবিলের উপর সেগুলো রেখে সে আর একবার ফোঁপানি চাপবার চেষ্টা করল। ব্ল্যাঞ্চ একটা গহনার বাক্স হাতে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। তীব্র একটা আবেগের সঙ্গে তার মুখে দৃঢ় সংকল্পের ছাপ দেখা যাচ্ছে। পরিচারিকা সভয়ে তার দিকে তাকাল। তার দৃষ্টি দেখলে বোঝা যায়, সে ব্ল্যাঞ্চের কাছে মার খাবার ভয় যেমন করে তেমনি দীনের মতো তাকে ভালোও বাসে।

ব্ল্যাঞ্চ। (ফিরে তাকিয়ে) **বাবা কোথায়?**

পরিচারিকা। (সভয়ে শান্ত করবার চেষ্টায়) **তিনি বলে গেলেন এখুনি**

আসবেন। এই আপনার কাগজ আর সুতো। (কাগজটা টেবিলের উপর পেতে) পার্শেলটা আমি বেঁধে দেব?

ব্র্যাণ্ড। না, নিজের চরকায় তেল দাও গে যাও। (গহনার বাক্সটা সে কাগজের উপর উপুড় করে ধরল। কয়েকটা গহনা ও একতাড়া চিঠি তাতে ছিল দেখা গেল। আঙ্গুল থেকে একটা আংটি খুলে সে টেবিলের উপর এমনভাবে রেগে ছুড়ে দিল যে সেটা গড়িয়ে মেঝের কার্পেটের উপর পড়ে গেল। পরিচারিকা আবার একবার ফুঁপিয়ে উঠে চোখ মুছে সেটা মেঝে থেকে তুলে রাখল)। ফোঁপাচ্ছ কি জন্য?

পরিচারিকা। (করুণস্বরে) আমি আপনাকে এত ভালোবাসি আর আপনি আমাকে কি গালমন্দই না করেন। আমি জোর করে বলতে পারি আর কেউ হলে এত সহ্য করে এখানে থাকত না।

ব্র্যাণ্ড। তাহলে দূর হওনা কেন? চাই না আমি তোমাকে, শুনতে পাচ্ছ, দূর হয়ে যাও।

পরিচারিকা। (পায়ে পড়ে, করুণস্বরে) দোহাই মিস ব্র্যাণ্ড আমায় তাড়িয়ে দেবেন না।

ব্র্যাণ্ড। (প্রচণ্ড ঘৃণাভরে) ওঃ দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। (পরিচারিকা অত্যন্ত আহত হয়ে আকুল ভাবে কাঁদতে লাগল)। চুপ করবে কি না? ভদ্রলোক দুজন চলে গেছেন?

পরিচারিকা। (কাঁদতে কাঁদতে) এমন কথা আমায় কি করে বললেন? আমি—

ব্র্যাণ্ড। (তার চুল আর গলা ধরে) চুপ করবে কি না? চুপ না করলে একেবারে মেরেই ফেলব।

পরিচারিকা। আমায় ছেড়ে দিন মিস ব্র্যাণ্ড। শেষে আপনিই আপশোষ করবেন। তাই আপনি করেন। সেবারে আমার মাথা কিভাবে কেটে গিয়েছিল মনে করে দেখুন।

ব্র্যাণ্ড। আগে জবাব দাও, তারা চলে গেছে?

পরিচারিকা। লিকচীজ চলে গেছে—(ব্র্যাণ্ড হিংস্রভাবে তার গলা সজোরে টিপে ধরার সঙ্গে সঙ্গে সে অস্ফুট চীৎকার করে থেমে গেল)।

ব্ল্যাণ্ড। লিকচীজ-এর কথা আমি জিজ্ঞাসা করেছি? জানোয়ার কোথাকার। ইচ্ছা করে ন্যাকা সাজা হচ্ছে আমি জানি না?

পরিচারিকা। (হাঁপিয়ে উঠে) ও'রা এখানে আছেন, দুপুরে খাবেন।

ব্ল্যাণ্ড। (একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে) সে?

পরিচারিকা। আজ্ঞে হ্যাঁ। (ব্ল্যাণ্ড তাকে এবার ছেড়ে দিয়ে যেন হতাশভাবে দাঁড়িয়ে রইল। বিপদ কেটে গেছে বুঝে পরিচারিকা বসে বসে তার চুল ঠিক করবার চেষ্টা করতে করতে সামান্য একটু ফোঁপাতে লাগল)। আপনি যা করেছেন তাতে এই দেখুন আমার হাত কাঁপছে। খাবার পরিবেশনের সময় সবাই টের পাবে। সত্যি আপনার খুব অন্যায় মিস— (বাইরে সারটোরিয়াস-এর কাশি শোনা গেল)।

ব্ল্যাণ্ড। (তাড়াতাড়ি) চুপ! ওঠ শিগগির। (পরিচারিকা তাড়াতাড়ি উঠে যথাসম্ভব সহজভাবে বাইরে বেরিয়ে গেল)।

সারটোরিয়াস। (ব্ল্যাণ্ডের কাছে এসে দুঃখের সঙ্গে) তোমার রাগ কি আর একটু সামলাতে পার না মা?

ব্ল্যাণ্ড। না পারি না—পারব না। আমি যতদূর করবার করি। আমার উপর সত্যি যার টান আছে মেজাজের জন্য সে আমায় ছাড়ে না। চাকর বাকরদের মধ্যে ওই মেয়েটাকে ছাড়া আর কাউকে আমি মেজাজ দেখাই না। আর ওই শুধু আমাদের সঙ্গে থাকতে চায়।

সারটোরিয়াস। কিন্তু খানিক বাদেই অতিথিদের সঙ্গে আমাদের খেতে বসতে হবে, তা মনে আছে? ট্রেঞ্চের সঙ্গে সেই গোলমালটা মিটে গেছে, তাই বলতেই আমি এলাম। লিকচীজই শয়তানি করে গণ্ডগোলটা পাকিয়েছিল। ট্রেঞ্চ নেহাৎ ছেলেমানুষ আর আহাম্মক। তবে এখন সব ঠিক হয়ে গেছে।

ব্ল্যাণ্ড। আমি আহাম্মককে বিয়ে করতে চাই না।

সারটোরিয়াস। তাহলে তিরিশের ওপরে কাউকে তোমায় বিয়ে করতে হবে। খুব বেশি কিছু আশা করো না মা। তোমার স্বামীর চেয়ে পয়সা তোমার ঢের বেশি থাকবে। আর আমার মনে হয় বুদ্ধিও তোমার অনেক বেশি। এরকম হওয়াতে আমি বেশি খুশি।

ব্ল্যাণ্ড। (বাবার হাত ধরে) বাবা!

সারটোরিয়াস। কি মা!

ব্ল্যাণ্ড। এ বিয়ে সম্বন্ধে আমার যা ইচ্ছা তাই আমি করতে পারি, না তুমি যা চাও তাই করতে হবে?

সারটোরিয়াস। (অস্বস্তির সঙ্গে) ব্ল্যাণ্ড—

ব্ল্যাণ্ড। না বাবা তোমায় উত্তর দিতেই হবে।

সারটোরিয়াস। (পরম স্নেহভরে) তুমি যা চাও তাই করবে মা, চিরকালই করবে। আমার মা যাতে খুশি হয় তাই শুধু আমি করতে চাই।

ব্ল্যাণ্ড। তাহলে আমি ওকে বিয়ে করব না। ও আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। ওর ধারণা আমরা ওর চেয়ে অনেক নীচে। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে ও লজ্জা পায়। ওর এত বড় স্পর্ধা যে তোমার কাছে সাহায্য নিতে ও আপত্তি করে। তোমার কাছে সব কিছুর জন্য ঋণী থাকাই যেন ওর কাছে স্বাভাবিক নয়। তবু শেষ পর্যন্ত টাকার লোভ ওর হয়েছিল। (বাপের গলা জড়িয়ে ধরে) আমি বিয়ে করতে চাই না বাবা। বরাবর যেমন ছিলাম তেমনি তোমার কাছে খুশি মনে থাকতে চাই। বিয়ের কথা ভাবলে আমার ঘৃণা হয়। ওর উপর একটুকু টান আমার নেই। আমি তোমায় ছেড়ে যেতে চাই না। (ট্রেঞ্চ আর কোকেন ভিতরে এসে ঢোকে। কিন্তু কথা বলার উৎসাহে ব্ল্যাণ্ড তাদের লক্ষ্য করে না)। শুধু ওকে চলে যেতে বল। আমায় কথা দাও যে তুমি ওকে চলে যেতে বলবে আর বরাবর যেমন ছিলাম, আমাকে তেমনি তোমার কাছে রাখবে—(হঠাৎ ট্রেঞ্চকে দেখে) ও—! (বাপের বুকে মুখ লুকোল)।

ট্রেঞ্চ। (দ্বিধাভরে) আমরা এসে বাধা দিলাম না তো?

সারটোরিয়াস। (পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে) ডাঃ ট্রেঞ্চ, আমার মেয়ে তার মত বদলেছে।

ট্রেঞ্চ। (বিচলিত ভাবে) তাহলে কি বুঝব—

কোকেন। (কটুস্বরে) আমার মতে হ্যারি, এ অবস্থায় অন্য জায়গায় খেতে যাওয়াই আমাদের পক্ষে উচিত।

ট্রেঞ্চ। কিন্তু মিঃ সারটোরিয়াস, আপনি কি বুঝিয়ে বলেছেন?

সারটোরিয়াস। (ট্রেঞ্চের মুখের উপর) **হ্যাঁ, বুঝিয়ে বলেছি, নমস্কার।** (রাগে অপমানে ট্রেঞ্চ এক পা এগিয়ে যায়, ব্ল্যাঞ্চ অবসন্নভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়ে। সারটোরিয়াস ঋজুভাবে দাঁড়িয়ে থাকে)।

ট্রেঞ্চ। (রাগ ও অবজ্ঞার সঙ্গে) **এস কোকেন।**

কোকেন। নিশ্চয়, হ্যারি নিশ্চয়। (ট্রেঞ্চ অত্যন্ত রেগে বেরিয়ে গেল। বাইরে কম্পিত হাতে ট্রে নিয়ে পরিচারিকাকে যেতে দেখা গেল)। **আপনি আমাকে বড় হতাশ করেছেন মশাই—অত্যন্ত হতাশ করেছেন। নমস্কার।** (বেরিয়ে গেল)।

তৃতীয় অঙ্ক

লণ্ডনে বেডফোর্ড স্কোয়ারে সারটোরিয়াস-এর বাড়ির বসবার ঘর। শীতের সন্ধ্যা : আগুন জ্বলছে, পর্দা ফেলা ও আলো জ্বালা হয়েছে। সারটোরিয়াস ও ব্ল্যাণ্ড মুখ ভার করে আগুনের কাছে বসে আছে। পরিচারিকা এইমাত্র কফি এনে টেবিলের উপর সাজাচ্ছে। ব্ল্যাণ্ড বসে বসে বুনছে, সারটোরিয়াস খবরের কাগজ পড়ছে। পরিচারিকা বেরিয়ে গেল।

সারটোরিয়াস। **ব্ল্যাণ্ড!**

ব্ল্যাণ্ড। **কি?**

সারটোরিয়াস। **আমাদের বাইরে কোথাও যাওয়া সম্বন্ধে ডাক্তারের সঙ্গে আজ অনেকক্ষণ ধরে কথা হল।**

ব্ল্যাণ্ড। (অধৈর্যের সঙ্গে) **আমি বেশ ভালো আছি। বাইরে কোথাও আমি যাব না। ইউরোপের নাম শুনলে আমার গা জ্বালা করে। আমার স্বাস্থ্য নিয়ে কেন এত আমায় জ্বালাতন কর?**

সারটোরিয়াস। **তোমার স্বাস্থ্য নিয়ে নয় মা, আমার স্বাস্থ্য নিয়েই ভাবনা।**

ব্ল্যাণ্ড। (উঠে পড়ে) **তোমার!** (উদ্বিগ্নভাবে বাপের কাছে গিয়ে) **না বাবা, তোমার শরীর নিশ্চয়ই কিছু খারাপ হয়নি।**

সারটোরিয়াস। **কিন্তু হবে মা, হবেই। তুমি বুড়ো হবার অনেক আগেই হবে।**

ব্ল্যাণ্ড। **কিন্তু এখন তো কিছু হয়নি।**

সারটোরিয়াস। **না, তবে ডাক্তার বলেছেন আমার একটু হাওয়া বদল, বেড়ান, উত্তেজনা দরকার।**

ব্ল্যাণ্ড। **উত্তেজনা! তোমার উত্তেজনা দরকার!** (নিরানন্দ ভাবে হেসে সে বাপের পায়ের কাছে কার্পেটের উপর বসল)। **আচ্ছা বাবা অন্য সকলের কাছে তুমি এত চালাক অথচ আমার কাছে তোমার চালাকি একটুও খাটে না। কেন বলো তো? তুমি কি মনে কর আমাকে হাওয়া বদল করতে নিয়ে যাবার জন্য তুমি যে ছল করেছ আমি তা ধরতে পারিনি? আমি রোগী হয়ে তোমায় সেবা করবার সুযোগ দিচ্ছি না বলে তুমি নিজেই রোগী সাজতে চাও।**

সারটোরিয়াস। শোনো ব্ল্যাঞ্চ, তুমি খুব ভালো আছ, তোমার মনে কোনো কষ্ট নেই এই যদি তুমি জোর করে বলতে চাও, তাহলে আমাকে বাধ্য হয়েই বলতে হবে যে আমি অসুস্থ, আর আমার মনেও সুখ নেই। গত চারমাস যেভাবে আমরা কাটিয়েছি সেভাবে দিন কাটিয়ে সত্যিই কোনো লাভ নেই। তুমিও সুখী হতে পারনি আর আমিও কোনোরকম স্বাচ্ছন্দ্য পাইনি। (ব্ল্যাঞ্চের মুখ গম্ভীর হয়ে এল। বাপের কাছ থেকে সরে গিয়ে বসে সে নীরবে কি ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ তার উত্তরের জন্য বৃথা অপেক্ষা করে সারটোরিয়াস একটু মৃদুস্বরে আবার বলল) এত অটল কি না হলেই নয় ব্ল্যাঞ্চ?

ব্ল্যাঞ্চ। আমি তো জানতাম যে অটলতাই তুমি পছন্দ কর। এই নিয়ে তুমি বরাবর গর্ব করতে।

সারটোরিয়াস। বাজে কথা, একদম বাজে কথা। আমাকেও অনেকবার হার স্বীকার করতে হয়েছে। আমি তোমায় এমন অনেক লোকের দৃষ্টান্ত দেখাতে পারি অটল না হয়েও যারা আমার মত উন্নতি করেছে এবং সুখ ভোগ করেছে বোধহয় আমার চেয়েও বেশি। যদি অটলতাই তোমার সরে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ হয়—

ব্ল্যাঞ্চ। আমি সরে দাঁড়িয়ে নেই। তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না। (সে উঠে চলে যাবার চেষ্টা করে)।

সারটোরিয়াস। (তাকে ধরে ফেলে) শোনো মা, আমার সঙ্গে পরের মতো ব্যবহার কোরো না। তুমি মন খারাপ করে আছ কারণ—

ব্ল্যাঞ্চ। (জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে) ওকথা যদি তুমি বল বাবা আমি আত্মহত্যা করব। ওকথা সত্য নয়। সে যদি আজ এসে পায়েও পড়ে তাহলেও তাকে সহ্য করব না, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান। (উত্তেজিতভাবে বেরিয়ে গেল। সারটোরিয়াস দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদ্বিগ্নভাবে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল)।

সারটোরিয়াস। এখন যদি এই নিয়ে ওর সঙ্গে ঝগড়া করি তাহলে মাসের পর মাস কোনো শান্তি আর থাকবে না। আর এখন যদি ওর খেয়ালকে প্রশ্রয় দিই তাহলে চিরকালই দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কোনো উপায় নেই।

সারা জীবন নিজের জেদই রেখে এসেছি কিন্তু একদিন তার শেষ কোথাও হবেই। ও ছেলেমানুষ, ওরই জেদের পালা এখন চলুক।

পরিচারিকা ঘরে ঢুকল। স্পষ্টই সে উত্তেজিত।

পরিচারিকা। মিঃ লিকচীজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। অত্যন্ত জরুরী কি কাজ আছে। আমায় বলতে বললেন যে আপনারই কাজ।

সারটোরিয়াস। মিঃ লিকচীজ! আমার কাছে যে কাজ করত সেই লিকচীজ?

পরিচারিকা। আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু তাকে সত্যিই চেনা যায় না।

সারটোরিয়াস। (ভ্রূকুঞ্চিত করে) হুম্, উপোস করে মরছে বোধহয়? ভিক্ষে করতে এসেছে?

পরিচারিকা। (তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে) আজ্ঞে না! একেবারে ভদ্রলোক! গায়ে সীলের চামড়ার ওভারকোট, দাড়ি কামানো পরিষ্কার চেহারা। ফিটনগাড়ি করে এসেছে। নিশ্চয়ই খুব সম্পত্তিটম্পত্তি পেয়েছে।

সারটোরিয়াস। হুম্, নিয়ে এস।

লিকচীজ তৎক্ষণাৎ ভিতরে এসে ঢুকল। দরজাতেই সে অপেক্ষা করছিল। তার চেহারার পরিবর্তন দেখলে সত্যিই চমকে যেতে হয়। পোশাক-আশাক দস্তুরমতো সম্ভ্রান্ত বড়লোকের মতো। সারটোরিয়াস-এর মুখে আর কথা নেই। স্তম্ভিত হয়ে সে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। লিকচীজ এই বিস্ময়টুকু উপভোগ করে। পরিচারিকা উত্তেজিতভাবে চাকরদের মহলে এই খবরটা দেবার জন্য চলে যাবার পর লিকচীজ সগর্বে সারটোরিয়াসকে মাথা নেড়ে সম্ভাষণ জানাল।

সারটোরিয়াস। (নিজেকে সামলে নিয়ে অপ্রসন্নভাবে) তারপর?

লিকচীজ। বেশ ভালো আছি সারটোরিয়াস, ধন্যবাদ।

সারটোরিয়াস। তুমি কেমন আছ তা আমি জিজ্ঞাসা করিনি। কি কাজে তুমি এসেছ?

লিকচীজ। যে কাজে এসেছি তা অন্য কোথাও গিয়েও করাতে পারি সারটোরিয়াস, যদি তোমার ভদ্রতার অভাব আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। তোমাতে আমাতে এখন সমান সমান সম্পর্ক। তুমি আমার মনিব ছিলে,

মনে কোরো না, আমার মনিব ছিল টাকা। এখন টাকার দিক দিয়ে আমি স্বাধীন—।

সারটোরিয়াস। তাহলে তোমার ও স্বাধীনতা বাইরে নিয়ে যেতে পার, এখানে আমি তা সহ্য করব না।

লিকচীজ। শোনো সারটোরিয়াস, অমন ঘাড় বেঁকিয়ে থেকো না—আমি বন্ধু হিসাবে তোমার কিছু লাভের সুবিধে করে দেবার জন্য এসেছি। পয়সায় তোমার অরুচি একথা আমায় বুঝিয়ে কোনো লাভ নেই কি বল?

সারটোরিয়াস। (একটু ইতস্তত করে অবশেষে দরজা বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করল) কত টাকা?

লিকচীজ। (বিজয়ীর মতো ব্ল্যাঞ্চের চেয়ারের কাছে গিয়ে ওভারকোটটা খুলে) এই তো তোমার উপযুক্ত কথা সারটোরিয়াস। এখন আরাম করে বসতে বল দেখি?

সারটোরিয়াস। (দরজা থেকে এগিয়ে এসে), ঘাড় ধরে তোমায় নিচের তলায় পাঠিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে, পাজি বদমাস কোথাকার।

লিকচীজ। (বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ব্ল্যাঞ্চের চেয়ারের উপর ওভার-কোটটা টাঙ্গিয়ে রাখল, তারপর পকেট থেকে একটা 'কেস' বার করে তা থেকে একটা চুরুট নিয়ে) আমরা দুজনে এমন মানিকজোড় সারটোরিয়াস যে তোমার কথায় আমি রাগ করতে পারি না। নাও, একটা চুরুট নাও।

সারটোরিয়াস। এখানে ধূমপান নিষেধ, এটা আমার মেয়ের ঘর। যা হোক, বস, বস। (দুজনে বসল)।

লিকচীজ। তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর থেকে আমার অবস্থা একটু ফিরেছে।

সারটোরিয়াস। তা দেখতে পাচ্ছি।

লিকচীজ। এর জন্য অবশ্য আমি তোমার কাছে কতকটা ঋণী। শুনে অবাক হচ্ছ?

সারটোরিয়াস। আমার তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই।

লিকচীজ। তাই তুমি ভাব বটে সারটোরিয়াস। যতদিন তোমার ভাড়া আদায় করে এনে দিয়ে তোমার উন্নতির ব্যবস্থা আমি করেছি, ততদিন

আমার কি করে চলেছে তা নিয়ে তোমার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তবে 'রবিনস্ রো'তে নিজের কাজে লাগাবার মতো আমি কিছু কুড়িয়ে পেয়েছি।

সারটোরিয়াস। আমি তাই ভেবেছিলাম। তুমি কি এখন তা ফেরত দিতে এসেছ?

লিকচীজ। ফেরত দিলেও তুমি তা নেবে না সারটোরিয়াস। কুড়িয়ে যা পেয়েছি তা টাকা নয়, তা হল জ্ঞান। দিনমজুরদের কিভাবে বাসার ব্যবস্থা করা যায়, দেশের সেই বিরাট সমস্যা সম্বন্ধে 'রয়্যাল কমিশন' বসেছে তা জান বোধহয়?

সারটোরিয়াস। ও, বুঝেছি। তুমি তাতে সাক্ষী দিচ্ছ।

লিকচীজ। সাক্ষী দিচ্ছি! আমি সে পাত্র নই। তাতে আমার লাভ কি? শুধু খরচটাই পাব তাও পেশাদারী হারে নয়। না, সাক্ষী আমি দিইনি। কি করেছি আমি তোমায় বলছি। সাক্ষী হয়ে যা বলতে পারতাম তাই বরং আমি চেপে রেখেছি। শুধু দু'চার জনকে একটু বাধিত করবার জন্য। রোগের ডিপোর মালিক হিসাবে সরকারী খাতায় তাদের নাম উঠতে দেখলে তারা একটু ক্ষুণ্ণ হত কিনা। এই সূত্র নিয়ে তাদের দালাল আমার সঙ্গে এমন ভাব করে ফেলল যে, আমার একটা চালানে তার নামটা পর্যন্ত সই করে বসল। টাকার অংকটা সেখানে—যাকগে সে কথা। তাই থেকেই আমার উন্নতি শুরু। নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য ওইটুকুই আমার দরকার ছিল। আমার ওভারকোটের পকেটে কমিশনের প্রথম 'রিপোর্ট'-এর একটা নকল আছে। (উঠে গিয়ে 'কপি'টা নিয়ে এল) তোমায় দেখাবার জন্য পাতাটা আমি মুড়ে রেখেছি। তুমি দেখতে চাইবে মনে করেছিলাম। (বইটা ভাঁজ করে সারটোরিয়াস-এর হাতে দিল)।

সারটোরিয়াস। ও, এই তাহলে তোমার ব্যবসা—কুৎসা রটনার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা? (না দেখেই বইটা টেবিলের উপরে রেখে দিল। তারপর সজোরে টেবিল চাপড়ে) সরকারী খাতায় আমার নাম উঠুক না উঠুক আমি গ্রাহ্য করি না। আমার বন্ধুরা এসব পড়ে না। আর আমি ক্যাবিনেট মিনিস্টারও নই, পার্লামেন্টেও দাঁড়াচ্ছি না, সুতরাং ওই প্যাঁচ কসে আমার কাছে কিছু পাবে না।

লিকচীজ। ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়! ছি, মিঃ সারটোরিয়াস, তোমার ওই বাড়ি সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও কাউকে কিছু বলতে পারি তুমি মনে কর? এত-কালের বন্ধুর সঙ্গে আমি শত্রুতা করব? উঁহু, লিকচীজ সেই পাত্র নয়। তা ছাড়া তোমার সম্বন্ধে এখন ওরা সবই জানে। যে সিঁড়ি নিয়ে তোমাতে আমাতে ঝগড়া, একদিন সারা বিকেল তারা সেই পাদ্রীর কাছে ওই সিঁড়ি নিয়ে জবানবন্দী নিয়েছে। মনে আছে তো, ক'জন মেয়েছেলে ওই সিঁড়িতে জখম হয়েছিল বলে সেই পাদ্রী কিরকম গণ্ডগোল বাধিয়েছিল। অভদ্র অখৃস্টানের মতো সে অবশ্য ব্যাপারটাকে যতদূর সম্ভব কালো করে দেখিয়েছে। অমন মতিগতি আমার যেন কখনো না হয়। না না, ও ধরনের কথা আমি একবারও ভাবিনি।

সারটোরিয়াস। আর ভণিতায় দরকার নেই, কি ভেবেছ বলে ফেল দেখি।

লিকচীজ। (ধীরে সুস্থে রহস্যজনকভাবে চেয়ে ও হেসে) আমার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর ওবাড়ি মেরামতে খুব বেশি কিছু খরচ করোনি তো? (সারটোরিয়াস ধৈর্য হারিয়ে প্রায় মারে আর কি)। দেখ আমার উপর খেপে যেও না। 'টাওয়ার'-এর কাছে আমি এক বাড়িওয়ালাকে জানি যার বস্তিবাড়ির চেয়ে খারাপ বস্তিবাড়ি সারা লণ্ডনে নেই। আমার পরামর্শে সে ভদ্রলোক বাড়ির অর্ধেকটা ভালোভাবে মেরামত করে বাকি অর্ধেকটা নর্থ টেমস্ আইসড মটন ডিপো কোম্পানীকে ভাড়া দেয়। এ কোম্পানীতে আমার কিছু শেয়ার আছে। ফলে কি হয়েছে ভাবতে পার?

সারটোরিয়াস। সর্বনাশ হয়েছে আর কি।

লিকচীজ। সর্বনাশ! মোটেই নয়। খেসারত মিঃ সারটোরিয়াস, খেসারত। বুঝতে পারলে?

সারটোরিয়াস। কিসের জন্য খেসারত?

লিকচীজ। কিসের জন্য আর—ট্যাঁকশাল বাড়াবার জন্য জমিটার দরকার হল। তাই কোম্পানীটাকে কিনে নিয়ে বাড়িটার জন্য খেসারত দিতে হল। এসব ব্যাপার যত চেপেই রাখা যাক না কেন, কেউ না কেউ আগে থাকতে জানতে পারেই।

সারটোরিয়াস। (কৌতূহলী হয়ে অথচ সাবধানে) তারপর?

লিকচীজ। শুধু তারপর! আমাকে আর কিছু তোমার বলবার নেই! ধর এমন কোনো নতুন রাস্তার খবর আমি পেয়েছি যা রবিনস্ রো ভেঙ্গে ফেলে, 'থার্কসওয়াক'-কে এমন বদলে দেবে যে তার সামনের জায়গার দাম ফুট পিছু তিরিশ পাউণ্ড হয়ে দাঁড়াবে। তবুও কি তুমি শুধু বলবে, (ভেংচে) 'তারপর'? (সারটোরিয়াস দ্বিধাভরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। লিকচীজ উঠে দাঁড়াল)। আমার দিকে ভালো করে একবার চেয়ে দেখ। আমার পোশাক-আশাক, চেহারা, মায় ঘড়ির চেন, সব ভালো করে দেখ দেখি। শুধু কি মুখ বন্ধ রাখার দরুনই এতসব হয়েছে মনে কর? না, হয়েছে শুধু চোখ কান খোলা রেখেছি বলে।

পরিচারিকাকে নিয়ে ব্ল্যাঞ্চ ঘরে এসে ঢুকল। পরিচারিকার হাতে একটি রুপোর ট্রে। কফির কাপগুলি সে তাতে তুলতে লাগল। আলোচনায় বাধার দরুন বিরক্ত হয়ে সারটোরিয়াস উঠে পড়ে লিকচীজকে ইসারা করল।

সারটোরিয়াস। চুপ। চল ওঘরে বসে ব্যাপারটার আলোচনা করি। ওঘরে আগুন আছে, তুমি ধূমপানও করতে পারবে। (ব্ল্যাঞ্চকে) ব্ল্যাঞ্চ, আমাদের পুরোনো একজন বন্ধু।

লিকচীজ। আশা করি ভালো আছেন মিস ব্ল্যাঞ্চ।

ব্ল্যাঞ্চ। আরে, মিঃ লিকচীজ যে। চিনতেই পারিনি।

লিকচীজ। আপনাকে কিন্তু একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে।

ব্ল্যাঞ্চ। (তাড়াতাড়ি) ও, আমি যেমন ঠিক তেমনিই আছি। আপনার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে—

সারটোরিয়াস। (অধৈর্যের সঙ্গে) আমাদের কিছু বৈষয়িক কথাবার্তা আছে ব্ল্যাঞ্চ। তুমি পরে মিঃ লিকচীজের সঙ্গে কথা বলতে পার। এসো হে—

সারটোরিয়াস ও লিকচীজ চলে গেল। চেয়ারের উপর লিকচীজের ওভারকোটটা দেখে ব্ল্যাঞ্চ সকৌতুকে দেখতে লাগল।

পরিচারিকা। চমৎকার, না মিস ব্ল্যাঞ্চ? মিঃ লিকচীজ নিশ্চয়ই কোনো সম্পত্তি পেয়েছেন। (চাপা গলায়) কর্তার সঙ্গে ওঁর কি দরকার কে জানে? এই বড় বইটা উনি এনেছেন। (ব্ল্যাঞ্চকে সরকারী বিবরণীর বইটা দেখাল)।

ব্ল্যাঞ্চ। (অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে) দেখি, (বইটা নিয়ে দেখতে লাগল)

বাবাকে নিয়ে কি লিখেছে যেন। (বসে পড়তে শুরু করল)।

পরিচারিকা। (চায়ের টেবিল মুড়ে ধারে সরিয়ে রেখে) **ওঁর বয়সও খুব কম দেখাচ্ছে, না মিস ব্ল্যাণ্ড? গালপাট্টা কামানো দেখে আমি তো হেসেই ফেলেছিলাম।** (ব্ল্যাণ্ডের কোনো জবাব নেই) **আপনি এখনো কফি খাননি, পেয়ালাটা নিয়ে যাব কি?** (ব্ল্যাণ্ড নিরুত্তর) **ও, মিঃ লিকচীজের বইটা বুঝি খুব ভালো লেগেছে?**

ব্ল্যাণ্ড সবেগে উঠে দাঁড়াল। একবার তার মুখের দিকে চেয়ে পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ পা টিপে টিপে ট্রে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ব্ল্যাণ্ড। ও, এইজন্য সে আমাদের টাকা ছুঁতে চায়নি। (বইটা ছেঁড়বার চেষ্টা করে, না পেরে ফেলে দিল)। **ওঃ আমার মা যেমন নেই তেমনি যদি বাপ, আত্মীয় স্বজন কিছু না থাকত! পাদ্রী না জানোয়ার! 'লণ্ডনের সবচেয়ে খারাপ বস্তি বাড়িওয়ালা।' 'বস্তি বাড়িওয়ালা।'** ওঃ! (লিকচীজের ওভারকোট যে চেয়ারে রয়েছে মুখ ঢেকে সেটাতে বসে পড়ল। ওদিকের দরজা খুলে লিকচীজকে আসতে দেখা গেল)।

লিকচীজ। (বাইরে থেকে) **একটু অপেক্ষা কর আমি তাকে আনছি।** (ব্ল্যাণ্ড তাড়াতাড়ি সেলাইয়ের বাক্স খুলে সেলাই করতে বসল। লিকচীজ কথা বলতে বলতে এগিয়ে এল, তার পিছনে পিছনে সারটোরিয়াস)। **গাওয়ার স্ট্রিট-এর মোড় ঘুরলেই তার বাসা। আমার গাড়িও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। কিছু যদি মনে না করেন মিস ব্ল্যাণ্ড।** (ওভারকোটটায় আস্তে টান দিয়ে)।

ব্ল্যাণ্ড। (উঠে দাঁড়িয়ে) **মাপ করবেন। ওভারকোটটা কুঁচকে ফেলেছি বোধহয়।**

লিকচীজ। (কোট পরতে পরতে) **আপনি যতবার খুশি কোট কুঁচকে দিতে পারেন। আমি এখুনি ফিরে আসছি কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে। আসছি সারটোরিয়াস, আমার দেরি হবেনা।** (সে বেরিয়ে গেল)।

সারটোরিয়াস সরকারী বিবরণীটা খুঁজতে লাগল।

ব্ল্যাণ্ড। লিকচীজের সঙ্গে আমাদের সমস্ত সম্পর্ক চুকে গেছে বলেই তো জানতাম।

সারটোরিয়াস। না এখনো একেবারে যায়নি। আমাকে দেখাবার জন্য ও একটা বই এখানে রেখে গিয়েছিল—নীল কাগজের মলাটের একটা বড় বই। ঝি কি সেটা সরিয়ে রেখেছে? (মেঝেতে বইটা পড়ে থাকতে দেখে ব্ল্যাণ্ডের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল) তুমি দেখেছ বইটা?

ব্ল্যাণ্ড। না। হ্যাঁ (রাগের সঙ্গে) না—দেখিনি। ও বই নিয়ে আমি কি করব?

সারটোরিয়াস বইটা তুলে নিয়ে ধূলো ঝেড়ে পড়তে বসল। খানিক চোখ বুলোবার পর যা খুঁজছিল তাই যেন পেয়েছে এইভাবে মাথা নাড়ল।

সারটোরিয়াস। এটা ভারি মজার ব্যাপার ব্ল্যাণ্ড, যে পার্লামেন্টের যে সব সদস্য এই সব বই লেখে তারা সত্যিকারের ব্যবসার কিছু জানে না। এ বই পড়লে মনে হবে যেন তোমার আর আমার মতো এমন লোভী, নির্মম অত্যাচারী আর কোথাও কেউ নেই।

ব্ল্যাণ্ড। কিন্তু সত্যি নয় কি? বাড়িগুলোর অবস্থার কথাই অবশ্য আমি বলছি।

সারটোরিয়াস। (শান্তভাবে) হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সত্যি।

ব্ল্যাণ্ড। তাহলে সেটা আমাদের দোষ নয়?

সারটোরিয়াস। শোন মা, বাড়িগুলো যদি আরও ভালো করে তৈরি করতাম তাহলে তার ভাড়াও এত বাড়াতে হত যে তা দিতে না পেরে গরীবদের নিরাশ্রয় হয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হত।

ব্ল্যাণ্ড। বেশ তো, তাদের বার করে দিয়ে ভদ্রলোকদের বাড়ি ভাড়া দাও। এসব হতভাগাদের জায়গা দেবার বদনাম আমরা কিনতে যাই কেন?

সারটোরিয়াস। কথাটা কি একটু রূঢ় শোনায় না মা?

ব্ল্যাণ্ড। গরীবদের আমি ঘৃণা করি। অন্তত শূয়োরের মতো যারা জীবন কাটায় সেই সব নোংরা নেশাখোর ছোটলোকদের। তাদের ব্যবস্থা যদি করতে হয়, আর কেউ করুক না কেন? ওই বিশ্রী বইটায় এসব কথা যদি আমাদের সম্বন্ধে লেখে তাহলে লোক আমাদের ভালো ভাবতে পারে?

সারটোরিয়াস। (কঠিনস্বরে, চিন্তিতভাবে) তোমায় আমি সত্যিকারের সম্ভ্রান্ত মহিলা করে তুলেছি দেখছি।

ব্ল্যাণ্ড। (উদ্ধতভাবে) তুমি কি তার জন্য দুঃখিত?

সারক্টোরিয়াস। না মা, তা নয়। কিন্তু আমার মা অত্যন্ত গরীব ছিলেন তা তুমি জান কি? সেটা তাঁর নিজের দোষও নয়।

ব্ল্যাঞ্চ। না তা নয়। কিন্তু যাদের সঙ্গে আমরা এখন মেলা মেশা করতে চাই তারা সে কথা জানে না। আর তোমার মা যে গরীব ছিলেন সেটা আমারও দোষ নয়। সুতরাং তার জন্য আমায় কেন দুঃখ পেতে হবে আমি বুঝতে পারি না।

সারটোরিয়াস। (রেগে উঠে) তার জন্য কে তোমায় কি দুঃখ দিয়েছে? তোমার ঠাকুরমা আমায় মানুষ করে না তুললে কোথায় থাকতে তুমি? দিনে তের ঘণ্টা ধরে তিনি কাপড় কেচেছেন, হপ্তায় পনর শিলিং রোজগার করলে নিজেকে বড়লোক মনে করেছেন।

ব্ল্যাঞ্চ। (রেগে) উপরে না উঠে তাঁর অবস্থায় নেমে যাওয়াই বোধহয় আমার উচিত ছিল? বইয়ে যে জায়গার কথা লিখেছে, ঠাকুরমার খাতিরে সেখানে আমরা গিয়ে বাস করব তাই কি তুমি চাও? এসব জিনিস আমি ঘৃণা করি। আমি ওসব বিষয় জানতেও চাইনা। ওই দুরবস্থার মধ্যে না ফেলে রেখে তুমি আমায় ভালোভাবে মানুষ করেছ বলে তোমায় আমি ভালোবাসি। (মুখ ফিরিয়ে চলে আসতে আসতে প্রায় নিজের মনে) না করলে আমি তোমায় ঘৃণা করতাম।

সারটোরিয়াস। (হার মেনে) যেভাবে তুমি মানুষ হয়েছ মা, তাতে এরকম ভাবাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। সম্ভ্রান্ত মহিলারা এরকমই ভেবে থাকে। সুতরাং আর ঝগড়া করব না, তোমাকেও আর কষ্ট পেতে দেব না। ওসব বাড়ি মেরামত করে নতুন ভদ্র ভাড়াটে বসাব বলে আমি ঠিক করেছি। কেমন সন্তুষ্ট তো? জমির মালিক লেডি রক্সডেল-এর সম্মতির জন্য শুধু আমি অপেক্ষা করছি।

ব্ল্যাঞ্চ। লেডি রক্সডেল!

সারটোরিয়াস। হ্যাঁ। তবে যার কাছে বাড়ি বাঁধা আছে সেও এ ব্যাপারে কিছু ঝক্কি নেবে আমি আশা করি।

ব্ল্যাঞ্চ। যার কাছে জমি বাঁধা আছে? তার মানে—(সে কথাটা শেষ করতে পারল না)।

সারটোরিয়াস। হ্যাঁ, হ্যারি ট্রেঞ্চ। আর মনে রেখ ব্ল্যাঞ্চ, যদি সে এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে যোগ দিতে রাজী হয় তাহলে তার সঙ্গে আমায় ভাব রাখতে হবে।

ব্ল্যাঞ্চ। আর তাকে বাড়িতেও নিমন্ত্রণ করতে হবে?

সারটোরিয়াস। শুধু কাজের জন্য। ইচ্ছা যদি না থাকে তাহলে তুমি তার সঙ্গে দেখা না করলেও পার।

ব্ল্যাঞ্চ। (অভিভূত হয়ে) কখন সে আসবে?

সারটোরিয়াস। আর বেশি দেরি নেই। লিকচীজ তাকে ডেকে আনতে গেছে।

ব্ল্যাঞ্চ। (বিপন্ন ভাবে) তাহলে তো এখুনি এসে পড়বে। কি করব আমি?

সারটোরিয়াস। আমি বলি কি যে, কিছুই যেন হয়নি এইভাবে তাকে অভ্যর্থনা কোরো, তারপর আমাদের কাজ করবার সুযোগ দিয়ে চলে যেয়ো। তার সঙ্গে দেখা করতে তুমি ভয় পাও না তো?

ব্ল্যাঞ্চ। ভয় পাই! না মোটেই না। কিন্তু—

লিকচীজ। (বাইরে থেকে) সোজা সামনে চলে যান ডাঃ ট্রেঞ্চ। আপনি এখানে কখনো আসেননি, কিন্তু নিজের বাড়ির চেয়ে এটা আমার বেশি চেনা।

ব্ল্যাঞ্চ। ওই ওরা এসে পড়েছে। আমি এখানে আছি বোলো না বাবা। (পাশের ঘরে ছুটে চলে গেল)।

ট্রেঞ্চ ও কোকেনকে নিয়ে লিকচীজ ঘরে ঢুকল। কোকেন সোৎসাহে সারটোরিয়াস-এর করমর্দন করল। ট্রেঞ্চ অপ্রসন্নভাবে সামান্য একটু মাথা নোয়ালে মাত্র। তাকে দেখে মনে হয় আশাভঙ্গের বেদনাটা সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অস্বস্তিটা কাটাবার জন্য লিকচীজ সকলের না বসা পর্যন্ত স্ফূর্তিভরে অনর্গল কথা বলে যেতে লাগল।

লিকচীজ। এই তো আমরা সমস্ত বন্ধু মিলে জড় হয়েছি। মিঃ কোকেনকে মনে আছে তো? উনি এখন বন্ধু হিসাবে আমায় সাহায্য করেন, আমার চিঠিপত্র লিখে দেন। আমরা বলি 'সেক্রেটারি'। সাহিত্যের ভাষাটাষা আমার আসেনা। তাই আমার চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপন, প্রস্‌পেক্‌টাস-এর

খসড়া প্রভৃতি মিঃ কোকেন সাহিত্যের ভাষায় লিখে দেন। যে ব্যাপার নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, পুরোনো বন্ধু ডাঃ ট্রেঞ্চ-এর তাতে মত করাবার জন্য মিঃ কোকেন চেষ্টা করছিলেন।

কোকেন। না, মিঃ লিকচীজ, মত করাবার চেষ্টা নয়। আমার কাছে এটা নীতির প্রশ্ন। আমি এটা তোমার কর্তব্য বলে মনে করি হেনরী—ওই জঘন্য বাড়িগুলোকে মানুষের বাসের যোগ্য করে সংস্কার করা তোমার কর্তব্য। বৈজ্ঞানিক হিসাবে সমাজের কাছে তোমার একটা দায়িত্ব আছে—সেটা হল ওই সব বাড়ির স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি না রাখা। যেখানে কর্তব্য সেখানে মত করাবার চেষ্টার কোনো কথা আসে না, অত্যন্ত পুরোনো বন্ধুর বেলাতেও না।

সারটোরিয়াস। (ট্রেঞ্চকে) মিঃ কোকেন যা বলেছেন আমারও তাই মত। আমি মনে করি যে এটা আমাদের কর্তব্য। সবচেয়ে গরীব ভাড়াটেদের খাতিরে এ কর্তব্য বোধহয় আমি বড় বেশিদিন অবহেলা করেছি।

লিকচীজ। তাতে কোনো সন্দেহই নেই। ব্যবসার ব্যাপারে আমি কারুর চেয়ে কম যাই না। কিন্তু কর্তব্য হল অন্য কথা।

ট্রেঞ্চ। চার মাস আগে যা ছিল না এখনই তা বেশি কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে আমি মনে করি না। প্রশ্নটা আমার কাছে শুধু টাকার।

কোকেন। ছি হ্যারি, লজ্জার কথা!

ট্রেঞ্চ। চুপ করো মুখ্যু কোথাকার। (কোকেন লাফিয়ে উঠল)।

লিকচীজ। (কোকেনের কোট ধরে টেনে রেখে) আরে আরে কি করেন মিঃ সেক্রেটারি! ডাঃ ট্রেঞ্চ ঠাট্টা করছেন।

কোকেন। ও কথা ওকে ফিরিয়ে নিতে হবে, আমাকে মুখ্যু বলেছে।

ট্রেঞ্চ। (বিমর্ষ ভাবে) তুমি সত্যিই একটি মুখ্যু।

কোকেন। তাহলে তুমি একটি আকাট মুখ্যু। এইবার!

ট্রেঞ্চ। বেশ, এখন তো মীমাংসা হয়ে গেল। (কোকেন একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করে বসে পড়ল) আমি বলতে চাই: এ ব্যাপার নিয়ে বাজে কথা বলে কোনো লাভ নেই। আমি যা বুঝেছি তা হল এই যে স্ট্র্যান্ড পর্যন্ত যে নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে তার জন্য রবিন্‌স রো ভেঙ্গে ফেলা

হবে। এখন তাই খেসারত পাওয়ার জন্য যা করবার তা করতেঃ হবে।

লিকচীজ। (হেসে) তাই বটে ডাঃ ট্রেঞ্চ, তাই।

ট্রেঞ্চ। মজা হল এই যে, বাড়ি যত বিশ্রী তা থেকে ভাড়া তত বেশি পাওয়া যায়। আর বাড়ি যত ভদ্র হয় খেসারত পাওয়া যায় তত বেশি। সুতরাং আমাদের এখন বাড়িটা ভদ্র করবার চেষ্টা করতে হবে।

সারটোরিয়াস। ব্যাপারটা ঠিক ওই ভাবে আমি বলতাম না, কিন্তু—

কোকেন। ঠিক বলেছেন মিঃ সারটোরিয়াস, ঠিক বলেছেন। এর চেয়ে বিশ্রীভাবে ব্যাপারটা বলা আর সম্ভব নয়।

লিকচীজ। চুপ চুপ।

সারটোরিয়াস। এখানে কিন্তু আপনার সঙ্গে আমি ঠিক একমত নই মিঃ কোকেন। ডাঃ ট্রেঞ্চ ব্যবসাদারের মতো খুব সরলভাবে কথাটা বলেছেন। জনসেবকের দিক থেকে আমি আর একটু উদার ভাবে ব্যাপারটা দেখছি। প্রগতির যুগে আমরা বাস করছি। সর্বসাধারণের কল্যাণের যে সমস্ত আদর্শ ক্রমশ পরিস্ফুট হচ্ছে সেগুলিকে অবজ্ঞা করা যায় না। কিন্তু আসলে ওঁর যা সিদ্ধান্ত আমারও তাই। বর্তমান অবস্থায় খুব বেশি কিছু খেসারতের দাবি করতে আমার বাধবে।

লিকচীজ। দাবি করলেও তা পাবেন না। ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়িয়েছে ডাঃ ট্রেঞ্চ। আইনত বস্তি বাড়িগুলো নিয়ে যা খুশি করবার অধিকার 'ভেস্ট্রি'গুলির আছে, ইচ্ছা করলে এই ধরনের বাড়িভাড়ার ব্যবসা তারা ফাঁসিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আগেকার দিনে তাতে কিছু আসত যেত না, কারণ 'ভেস্ট্রি' বলতে আমাদেরই বোঝাত। ইলেকসন-এ কি হয় কেউ জানত না। দশজনে মিলে একঘরে জড় হয়ে আমরা পরস্পরকে নির্বাচিত করতাম, তারপর যা খুশি আমরা করি না কেন বলবার কেউ ছিল না। কিন্তু এখন সে গুড়ে বালি। আপনার বা মিঃ সারটোরিয়াস-এর মতো লোকের লীলা খেলা ফুরিয়েছে। আমি বলি কি সুযোগ যা পেয়েছেন হেলায় হারাবেন না। 'ক্রিবস্ মার্কেট'-এর দিকটায় কিছু খরচ করে বাড়িটা মেরামত করে ফেলুন—যাতে খুব ভদ্রগোছের দেখায়। আর বাকি বাড়িটা নর্থ টেমস আইসড মটন কোম্পানীর ডিপোর জন্য আমাকে ন্যায্য দরে

ভাড়া দিন। দু'বছরের মধ্যে উত্তর দক্ষিণের নতুন বড় রাস্তার জন্য এসব ভেঙ্গে ফেলা হবে। তখন এখনকার দরের চেয়ে দ্বিগুণ খেসারত পাবেন, তার উপর আবার মেরামতের খরচা। আর যেমন আছে তেমন যদি রাখেন তাহলে জরিমানা দেবার যথেষ্ট সম্ভাবনা তো আছেই, কিছুদিনের মধ্যে বাড়ি ভেঙ্গে দিতেও পারে। এখন কি করতে চান বলুন।

কোকেন। সাধু সাধু! ব্যবসার দিক দিয়ে চমৎকার ভাবে গুছিয়ে বলা হয়েছে। নীতির দিক দিয়ে তোমাকে বোঝাতে যাওয়া পণ্ডশ্রম তা আমি বুঝেছি ট্রেঞ্চ। কিন্তু তোমাকেও মিঃ লিকচীজের ব্যবসাগত যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করতে হবে।

ট্রেঞ্চ। কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে আপনাদের কাজ করতে বাধা কিসের? আমার সঙ্গে এ ব্যাপারের সম্পর্ক কি? আমি তো শুধু বন্ধকদার মহাজন।

সারটোরিয়াস। খেসারতের আশায় এই খরচপত্র করার কতকটা ঝুঁকি আছে ডাঃ ট্রেঞ্চ। 'কাউন্টি কাউন্সিল' পরে নতুন রাস্তার অদলবদল করতে পারে। তা যদি করে তাহলে বাড়ি মেরামতের খরচটা একেবারে জলে যাবে। তার চেয়ে বরং বেশি ক্ষতি হবে বলতে পারেন। বছরের পর বছর গোটা বাড়িটা হয়ত একদম খালিই থাকতে পারে, বড় জোর অর্ধেকটা হয়ত ভাড়া হতে পারে। কিন্তু আপনি আপনার শতকরা সাত ভাগ সুদ তো চাইবেনই।

ট্রেঞ্চ। মানুষকে তো বাঁচতে হবে।

কোকেন। (ফরাসী ভাষায়) আমি তো কোনোও প্রয়োজন দেখি না।

ট্রেঞ্চ। চুপ করো বিলি, আর না হয় এমন ভাষায় কথা বল যা বোঝে। না মিঃ সারটোরিয়াস, আমার অবস্থায় কুলোলে খুশি হয়েই আমি আপনার সঙ্গে যোগ দিতাম। কিন্তু আমি অক্ষম। সুতরাং আমায় এ ব্যাপারে বাদ দিতে পারেন।

লিকচীজ। আপনি নেহাত নির্বোধ, এ ছাড়া আর কিছু আমি বলতে পারি না।

কোকেন। কেমন তোমায় একথা বলেছিলাম কি না হ্যারি?

ট্রেঞ্চ। আপনার একথা বলবার কোনো অধিকার আছে বলে আমি মনে করি না মিঃ লিকচীজ।

লিকচীজ। এটা স্বাধীন দেশ, প্রত্যেকের নিজের মত জানাবার অধিকার আছে।

কোকেন। সাধু, সাধু!

লিকচীজ। কই, গরীবদের জন্য আপনার দরদ গেল কোথায় ডাঃ ট্রেঞ্চ? প্রথম যখন ওদের দুঃখের কথা আপনাকে বলেছিলাম তখন কিরকম কাতর হয়েছিলেন মনে আছে? এখন কিনা তাদের উপর নিষ্ঠুর হবেন?

ট্রেঞ্চ। না, ওতে চলবে না। ওসব কথা বলে আমায় কাবু করতে পারবেন না। আপনারা আগেই আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আপনাদের ওই বস্তির ব্যবসা সম্বন্ধে ভাবে গদগদ হয়ে কোনো লাভ নেই। এখন আপনাদের ব্যবসায় আমি যাতে টাকা ফেলি তার জন্য মানবতার দোহাই পেড়ে কোনো ফল হবে না। আমার শিক্ষা যা হবার হয়ে গেছে। আমার বর্তমান আয় যা তাই আমি বজায় রাখতে চাই। এমনিতেই তা খুব বেশি নয়।

সারটোরিয়াস। আপনি রাজী হন বা না হন তাতে সত্যিই আমার কিছু আসে যায় না ডাঃ ট্রেঞ্চ। আমি অনায়াসে অন্য জায়গায় টাকা তুলে আপনার ধার শোধ করে দিতে পারি। তারপর কোনো ঝক্কি যদি আপনি না নিতে চান তাহলে আপনার দশ হাজার পাউন্ড আপনি 'কন্‌সলস্‌'-এ লাগাতে পারেন। তাহলে কিন্তু বছরে সাতশ' পাউণ্ড করে যে সুদ পাচ্ছেন তা আর পাবেন না, পাবেন মাত্র আড়াইশ'।

একেবারে বোকা বনে ট্রেঞ্চ স্তম্ভিতভাবে তাদের দিকে তাকাল।

কোকেন। বেশি লোভ করার শাস্তি হল এই, হ্যারি। এক ঘায়ে তোমার তিন ভাগের দু'ভাগ উড়ে গেল। উচিত শাস্তিই তোমার হয়েছে, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি।

ট্রেঞ্চ। চমৎকার! কিন্তু আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। এই যদি আপনারা করতে পারেন তবে অনেক আগে করেননি কেন?

সারটোরিয়াস। করিনি, কারণ ধার যখন আমাকে সম্ভবত সমান সুদেই করতে হত তাতে সাশ্রয় কিছু আমার হত না। অথচ আপনার বছরে প্রায় চারশ করে লোকসান হত। সেটা আপনার পক্ষে বেশ সাংঘাতিক। আমার শত্রুতা করবার কোনো ইচ্ছা ছিল না। মিঃ লিকচীজ যে অবস্থার কথা

জানিয়েছেন তার দরুন বাধ্য না হলে বন্ধক যেমন আছে তাই আমি খুশি হয়ে থাকতে দিতাম। তাছাড়া বন্ধুত্বের চেয়ে আরও ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আমাদের পরস্পরের স্বার্থ জড়িত হবে এই আশাই আমি কিছুকাল করেছিলাম।

লিকচীজ। (লাফিয়ে উঠে) এই তো! আসল কথা এইবার ফাঁস হয়ে গেছে। মাপ করবেন ডাঃ ট্রেঞ্চ, মাপ করো মিঃ সারটোরিয়াস, আমি গায়ে পড়ে কথাটা বলছি। ডাঃ ট্রেঞ্চ, মিস ব্ল্যাঞ্চকে বিয়ে করুন না; সমস্ত সমস্যাটার এইভাবে মীমাংসা হয়ে যাক।

ঘরে চাঞ্চল্য। লিকচীজ বিজয়ীর মতো বসে পড়ল।

কোকেন। আপনি ভুলে যাচ্ছেন মিঃ লিকচীজ যে, যে-ভদ্রমহিলার মতামত আগে নেওয়া দরকার তিনি স্পষ্টভাবে ওর সম্বন্ধে আপত্তি জানিয়েছেন।

ট্রেঞ্চ। ও! তিনি তোমার প্রেমে পড়েছিলেন বোধহয় মনে করো?

কোকেন। সে কথা আমি বলিনি, ট্রেঞ্চ। কোনোরকম রুচিজ্ঞান যার আছে সে এ রকম কোনো ইঙ্গিত করতে পারে না। তোমার মন বড় ছোট ট্রেঞ্চ, বড় ছোট।

ট্রেঞ্চ। দেখ কোকেন, তোমায় আমি কি মনে করি তা তো তোমায় আগেই জানিয়েছি।

কোকেন। (রেগে উঠে দাঁড়িয়ে) আমিও তোমায় কি মনে করি তা জানিয়েছি। যদি চাও তো আবারও শুনিয়ে দিতে পারি।

লিকচীজ। আরে যেতে দিন মিঃ সেক্রেটারি। আপনি আর আমি দু'জনেই বিবাহিত, সুতরাং তরুণীদের ব্যাপারে আমাদের কোনো জায়গা নেই। মিস ব্ল্যাঞ্চকে আমি জানি। ব্যবসার ব্যাপারে উনি বাপের বুদ্ধি পেয়েছেন। এই ব্যাপারটা তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হোক, তিনি এখুনি ডাঃ ট্রেঞ্চ-এর সঙ্গে ভাব করে ফেলবেন। নিখরচায় যখন হয় তখন ব্যবসার সঙ্গে একটু প্রেম থাকলই বা। আমরা তো শুধু হিসাবের যন্ত্র নই, ভাবটাব আমাদের সকলের মনেই আছে।

সারটোরিয়াস। (স্তম্ভিত হয়ে ঘৃণা ও বিরক্তির সঙ্গে) তুমি কি মনে কর লিকচীজ যে তোমার আর এই ভদ্রলোকদের ব্যবসা সংক্রান্ত রফার মধ্যে আমার মেয়েকেও ধরতে হবে?

লিকচীজ। আরে শোনো সারটোরিয়াস, পৃথিবীতে তুমিই যেন একমাত্র মেয়ের বাপ এমনভাবে কথা বোলো না। আমারও মেয়ে আছে। স্নেহের দিক দিয়ে আমিও তোমার চেয়ে কম যাই না। আমি যা বলছি তাতে মিস ব্ল্যাণ্ড ও ডাঃ ট্রেঞ্চের ভালো বই মন্দ হবে না।

কোকেন। লিকচীজের বলার ধরনটা একটু মোটা মিঃ সারটোরিয়াস। কিন্তু তার মনটা বড় ভালো। সে খাঁটি কথাই বলেছে। মিস সারটোরিয়াস যদি সত্যিই চেষ্টা করে হ্যারির প্রতি অনুরক্ত হতে পারেন তাহলে এই ব্যবস্থায় বাধা দেবার আমার কোনো ইচ্ছা নেই।

ট্রেঞ্চ। তোমার এ ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কটা কি শুনি?

লিকচীজ। আস্তে ডাঃ ট্রেঞ্চ, আস্তে। আমরা আপনার মতটা জানতে চাই। মিস ব্ল্যাণ্ড যদি রাজী থাকেন তাহলে আপনি কি এখনো তাঁকে বিয়ে করতে প্রস্তুত?

ট্রেঞ্চ। প্রস্তুত বলে তো আমি জানি না। (সারটোরিয়াস রেগে উঠে পড়ল)

লিকচীজ। একটু ধৈর্য ধর সারটোরিয়াস। (ট্রেঞ্চকে) শুনুন ডাঃ ট্রেঞ্চ, আপনি বলেছেন যে 'প্রস্তুত' বলে নিজেকে আপনি জানেন না। কিন্তু 'প্রস্তুত' যে নন তাকি আপনি জানেন? সেইটাই আমরা জানতে চাই।

ট্রেঞ্চ। ব্যবসার দরাদরির মধ্যে আমার আর মিস সারটোরিয়াস-এর সম্পর্ক আমি টেনে আনতে দেব না। (টেবিল ছেড়ে চলে যাবার জন্য উঠে পড়ল)।

লিকচীজ। (উঠে পড়ে) যথেষ্ট বলেছেন। ভদ্রলোকের পক্ষে এর চেয়ে কম কিছু বলা যায় না। (গলায় মধু ঢেলে) নর্থ টেমস্ আইসড্ মটন কোম্পানীকে ইজারা দেওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য আমরা যদি এখন ও ঘরে একটু যাই কিছু মনে করবেন না তো?

ট্রেঞ্চ। না কিছু মনে করব না। আমি বাড়ি যাচ্ছি, আর কিছু বলবার নেই।

লিকচীজ। না না, যাবেন না। এক মিনিটের বেশি দেরি হবে না। আমি আর কোকেন এখুনি ফিরে এসে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব। আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা করবেন তো?

ট্রেঞ্চ। বেশ, বলছেন যখন তখন না হয় অপেক্ষাই করছি।

লিকচীজ। (স্ফূর্তিভরে) **করবেন যে তা জানতাম।**

সারটোরিয়াস। (পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কোকেনকে) **আপনি আগে।**

কোকেন সাড়ম্বরে অভিবাদন করে ভিতরে গেল।

লিকচীজ। (দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সারটোরিয়াস-এর কানেকানে) **সবদিক সামলাতে আমার মতো ওস্তাদ লোক তুমি কখনো পাওনি সারটোরিয়াস।** (হেসে সারটোরিয়াস-এর সঙ্গে ভিতরে ঢুকল)।

একলা হয়ে ট্রেঞ্চ সাবধানে চারদিকে তাকিয়ে পা টিপে টিপে পিয়ানোর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ব্ল্যাঞ্চের ছবিটা দেখতে লাগল। একটু পরেই ব্ল্যাঞ্চ নিজেই পাশের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। ট্রেঞ্চ কি দেখছে বুঝে সে নিঃশব্দে তার পিছনে এসে দাঁড়াল। ট্রেঞ্চ এতক্ষণ পিয়ানোর উপর ভর দিয়ে ছিল। এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছবিটা তুলে নিয়ে চুমু খাবার আগে ঘরে কেউ আছে কি না দেখবার জন্য মুখ ফেরাতেই সামনে ব্ল্যাঞ্চকে দেখতে পেয়ে সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। ছবিটা তার হাত থেকে পড়ে গেল।

ব্ল্যাঞ্চ। ও, তুমি তাহলে আবার ফিরে এসেছ? তুমি এত নীচ, যে এ বাড়িতে ফিরে আসতে তোমার লজ্জা করল না? (লাল হয়ে উঠে ট্রেঞ্চ এক পা পিছিয়ে গেল। ব্ল্যাঞ্চ নির্মমভাবে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল) **মনুষ্যত্ব বলতে তোমার কিছুই নেই। কেন, যাচ্ছ না কেন?** (আহত হয়ে ট্রেঞ্চ টেবিলের উপর থেকে তার টুপিটা তুলে নিল। দরজার দিকে ফিরতেই দেখে ব্ল্যাঞ্চ পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে)। **আমি চাই না যে তুমি এখানে থাক।** (এক মুহূর্ত তারা কাছাকাছি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। ব্ল্যাঞ্চের মুখে বিদ্রূপ ও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন নিমন্ত্রণ। হঠাৎ ট্রেঞ্চ বুঝতে পারে যে এই হিংস্র চেহারার পিছনে রয়েছে ভালোবাসা। তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ঠোঁটের কোণে ধূর্ত একটু হাসি ফুটে ওঠে। পরম ঔদাসীন্যের ভান করে সে ফিরে গিয়ে চেয়ারের উপর বসে পড়ে। ব্ল্যাঞ্চ তার পিছু পিছু আসে)। **ওঃ আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে এখানে কিছু লাভের আশা আছে তুমি টের পেয়েছ। লিকচীজ তোমায় বলেছে। তুমি না এত নির্লিপ্ত, এত আত্মনির্ভর ছিলে যে আমার বাবার কাছে পর্যন্ত সাহায্য নিতে পারনি!**

(প্রতি কথার শেষে ফল কি হয়েছে দেখবার জন্য ব্ল্যাণ্ড একটু করে থামে)। তুমি বোধহয় আমায় বুঝিয়ে দেবে যে জনকল্যাণের খাতিরে এখানে এসেছ—এসেছ ওইসব বাড়িগুলো মেরামত করে গরীবদের উপকার করতে—তাই না? (ট্রেঞ্চ তেমনি উদাসীনভাবে চুপ করে থাকে)। হ্যাঁ, উপকার করতে এসেছ ঠিক, কিন্তু এসেছ তখনই বাবা যখন তোমায় দিয়ে তা করাচ্ছেন; লিকচীজ যখন তা থেকে কিছু লাভের ব্যবস্থা করেছে। ওঃ—আমি বাবাকেও জানি, আর তোমাকেও। তুমি কিনা এইজন্য এ বাড়িতে আবার ফিরে এলে? ফিরে এলে সেই বাড়িতে যেখানে তোমার আসতে মানা—যেখান থেকে তোমায় বার করে দেওয়া হয়েছে! (ট্রেঞ্চের মুখ কালো হয়ে ওঠে। তা দেখে ব্ল্যাঞ্চের চোখ উজ্জ্বল হয়)। এই তো! তোমার সে কথা মনে আছে দেখছি। কথাটা যে সত্যি তা তুমি জান; এ কথা অস্বীকার করতে তুমি পারবে না! (ব্ল্যাণ্ড এবার বসে পড়ে ট্রেঞ্চের প্রতি অনুকম্পায় যেন গলাটা একটু মধুর করল)। তোমায় দেখে আমার দুঃখ হয় হ্যারি, সত্যি দুঃখ হয়। (ট্রেঞ্চ এতক্ষণ হাত দুটো মুড়ে বসে ছিল, এবার সে হাত দুটো নামিয়ে নেয়। জয়ের সম্ভাবনায় ঈষৎ হাসি তার মুখে দেখা দেয়)। অথচ তুমি এমন একজন ভদ্রলোক, বড় ঘরের ছেলে! তোমার এমন নামজাদা সব আত্মীয় স্বজন! কোথা থেকে তুমি টাকা পাও সে বিষয়ে তাঁদের এত মাথাব্যথা! সত্যি তোমায় দেখে আমি অবাক হচ্ছি! বনেদী বংশের আর কিছু না থাক, আত্মসম্মানবোধ কিছুটা অন্তত তোমার থাকবে আমি আশা করেছিলাম। তোমায় এখন খুব ভারিক্কি দেখাচ্ছে ভাবছ বোধহয়? (উত্তর নেই)। মোটেই না; তোমায় দেখাচ্ছে আহাম্মকের মতো, এর চেয়ে বেশি বোকা কাউকে দেখাতে পারে না। কি বলবে, কি করবে কিছুই তুমি ভেবে পাচ্ছ না। অবশ্য এরকম ব্যবহারের কৈফিয়ৎ কিছু হতে পারে বলেও আমি জানি না। (ট্রেঞ্চ সোজা সামনে চেয়ে থেকে শিষ্ দেবার ভঙ্গী করে। আহত হয়ে ব্ল্যাণ্ড অত্যন্ত বিনীত হবার ভান করে)। আমি বোধহয় আপনাকে বিরক্ত করছি, ডাঃ ট্রেঞ্চ। (উঠে দাঁড়িয়ে) আর আপনাকে কষ্ট দেব না। আপনি যেরকম স্বচ্ছন্দে বসে আছেন তাতে আপনাকে একলা ফেলে চলে যাওয়ার জন্য মাপ চাওয়ারও দরকার নেই। (ব্ল্যাণ্ড দরজার দিকে যাবার ভান করে।

কিন্তু ট্রেঞ্চ নড়ে না। ব্র্যাণ্ড ফিরে এসে তার চেয়ারের পিছনে দাঁড়ায়)। **হ্যারি!** (ট্রেঞ্চ মুখ ফেরায় না। ব্র্যাণ্ড আর এক পা এগিয়ে আসে) **হ্যারি! আমার একটা কথার জবাব তোমায় দিতে হবে।** (সাগ্রহে ট্রেঞ্চের উপর নুয়ে পড়ে) **আমার মুখের দিকে চাও।** (উত্তর নেই)। **শুনতে পাচ্ছ?** (ট্রেঞ্চের গাল ধরে মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে) **আমার—মুখের--দিকে—চাও।** (ট্রেঞ্চ চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে হাসতে থাকে। ব্র্যাণ্ড হঠাৎ তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার বুকে মুখ রাখে)। **হ্যারি তুমি আমার ফটোগ্রাফ নিয়ে কি করছিলে—এই খানিক আগে ঘরে যখন আর কেউ নেই ভেবেছিলে?** (ট্রেঞ্চ চোখ খোলে, সে চোখ আনন্দে উজ্জ্বল। তাকে সজোরে বুকে জড়িয়ে ধরে ব্র্যাণ্ড উগ্র আদরের স্বরে বলে) **কোন সাহসে তুমি আমার জিনিস ছুঁয়েছ?**

পাশের ঘরের দরজা খুলে যায়, অনেকের গলার স্বর শোনা যায়।

ট্রেঞ্চ। কে যেন আসছে।

এক লাফে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে ব্র্যাণ্ড সেটা যতদূর সম্ভব পিছিয়ে নেয়। কোকেন, লিকচীজ ও সারটোরিয়াস ঘরে এসে ঢোকে।

কোকেন। (ব্র্যাণ্ডের কাছে মধুরভাবে এগিয়ে গিয়ে) **কেমন আছেন মিস সারটোরিয়াস?**

ব্র্যাণ্ড। খুব ভালো মিঃ কোকেন। আপনাকে দেখে খুব খুশি হলাম। (সে হাত বাড়িয়ে দিল। কোকেন সসম্ভ্রমে তাতে চুমু খেল)।

লিকচীজ। (ট্রেঞ্চের পাশে এসে মৃদুস্বরে) **কোনো খবর আছে ডাঃ ট্রেঞ্চ?**

ট্রেঞ্চ। (পাশে সারটোরিয়াসকে) **খেসারত পাওয়া যাক বা না যাক আমি আপনাদের সঙ্গে আছি।** (সারটোরিয়াসের সঙ্গে করমর্দন করল)।

পরিচারিকা দরজায় এসে দাঁড়াল।

পরিচারিকা। খাবার দেওয়া হয়েছে।

কোকেন। যদি আপত্তি না থাকে—

সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—ব্র্যাণ্ড কোকেনের হাত ধরে ও লিকচীজ মজা করে ট্রেঞ্চ ও সারটোরিয়াসকে দুদিকে নিয়ে।

প্রেমিক

(THE PHILANDERER)

মুখবন্ধ

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মতো নাটকেরও একটি বিশেষ রোগে ধরার ভয় থাকে। মানুষের বেলা সে রোগকে বলে ভীমরতি, আর নাটকের বেলা বলে সেকেলে-হয়ে-যাওয়া। 'প্রেমিক' নাটকটি এই রোগেই ভুগছে। ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে ইবসেনের নাটকগুলি ইংলণ্ডে পৌঁছয়। এই নাটক যখন লেখা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই নবম দশকে, শুধু নাট্য-সাহিত্য নয় জীবন পর্যন্ত ইবসেনের নাটকের সংঘাতে টলটলায়মান। এই নাটকের ইবসেন-ক্লাবে যে মানসিক অবস্থা রূপায়িত হয়েছে, তখনকার সুধী-সমাজের তা পরিচিত। অসুধী-সমাজ যাদের বলা যায়, সংখ্যায় বহুগুণ সেই জনসাধারণ তখন অন্য যে-কোনো রাজনৈতিক মতবাদের মতো ইবসেন সম্বন্ধেও অজ্ঞ ছিল। পঁচিশ বছর কেটে যাবার পর তাদের উদাসীন জড়তা চুরমার করে দিয়ে জাগিয়ে তোলবার জন্য ভাগ্যবিধাতা আর যেন ধৈর্যে ধরতে না পেরে তাদের উপর জার্মান বোমা বর্ষণ করলেন। 'প্রেমিক' নাটকে বয়স্ক সেনাপতি বা ভাবালু নাট্য-সমালোচকেরা যা দেখেশুনে থ হন, এই বোমা বর্ষণের ফলে জনসাধারণ ভিক্টোরিয়ান যুগের বাঁধাধরা চালচলন থেকে তার চেয়ে অনেক বড় ব্যতিক্রম বরদাস্ত করতে অভ্যস্ত হয়ে গেল। কিন্তু তাদের বর্ধমান এই নৈতিক উদারতার সঙ্গে নরওয়ের সেই অসামান্য সাহিত্যিকের কোনো সম্পর্ক আছে বলে তারা জানে না। যে শিক্ষা গ্রহণ করলে এক কোটি লোকের প্রাণ বাঁচানো যেত, সে শিক্ষা যে ইবসেনই দিয়েছিলেন, সুধী-সমাজও সে কথা ভুলে গেছে।

এ নাটককে আধুনিক করে তোলবার কোনো চেষ্টা আমি করিনি। বেন জনসনের বার্থালোমিউ মেলাকে কালোপযোগী করে উলওয়ার্থ স্টোরে পরিণত করার কথা ভাবার মতোই তা বাতুলতা। এ নাটকের মানবপ্রকৃতি এখনো হাল ফ্যাশানেরই আছে। সত্যি কথা বলতে কি, ৩৬ বছর পিছিয়ে থাকার বদলে অনেকের পক্ষে এ নাটকের চিন্তাধারা ৩৬ বছর এগিয়ে আছে কি না সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দিগ্ধ নই। অতীত বলে আমি যা এঁকেছি অনেকের পক্ষে তা ভবিষ্যতের ছবি হতে পারে। যাই হোক নাটকটি যেমন

ছিল তেমনই আমি রেখে দিয়েছি, কারণ আমি যতদূর জানি প্রাচীন নাটককে আধুনিক করবার যে সব চেষ্টা হয়েছে তাতে উল্টো ফলই সর্বত্র ফলেছে।

১৯৩০

প্রেমিক

প্রথম অঙ্ক

লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ডিস্ট্রিক্‌ট্‌-এ অ্যাস্‌লি গার্ডেনস্‌-এ একটি ফ্ল্যাটের বসবার ঘরে জনৈক ভদ্রলোক ও মহিলা প্রেমালাপ করছেন। রাত দশটা বেজে গেছে। চারিদিকের দেওয়ালে নাট্য-জগতের নানারকমের ছবি : হ্যামলেট রূপে কেম্বল, রিচার্ড থার্ড রূপে স্যর হেনরী আরভিং, এলেন টেরি, সারা বার্নার্ড, স্যর আর্থার পিনেরো প্রভৃতি। ইবসেন-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলিনোরা ডুস প্রভৃতি কারুর ছবি কিন্তু সেখানে নেই। ঘরটি ঠিক চারকোনা নয়, এক কোণ আড়াআড়িভাবে কাটা, সেখানে একটি দরজা। আর এক কোণে বাঁকানো একটি জানালা। সেখানে শেক্সপীয়রের একটি ছোট মূর্তির চারধারে ফুলদানিতে ফুল সাজানো। দরজার কাছে অগ্নিকুণ্ড। দরজা থেকে একটু দূরে একটি গোল টেবিলের ধারে একটি চেয়ার। তার উপর হলুদ মলাটের একটি ফ্রেঞ্চ নভেল পড়ে আছে। শেক্সপীয়রের মূর্তিটি যেদিকে আছে সেদিকে একটি পিয়ানো। পিয়ানোর পাশে একটি সোফায় উক্ত ভদ্রলোক ও মহিলাটি পাশাপাশি পরস্পরকে জড়িয়ে বসে আছেন।

মহিলার নাম গ্রেস ট্র্যানফিল্ড, বয়স প্রায় বত্রিশ। দেখতে ছোটখাট, মুখ-চোখের গড়ন সূক্ষ্ম ও কোমল। আপাতত এই মুহূর্তের হৃদয়াবেগে আত্মহারা হলেও চাপা ঠোঁট, গর্বিত ভুরু, কঠিন চিবুক ও ভাবভঙ্গি দেখলে বোঝা যায় তাঁর যথেষ্ট সংকল্পের দৃঢ়তা ও আত্মসম্মান-বোধ আছে।

ভদ্রলোকের নাম লিওনার্ড চার্টারিস, বয়সে কয়েক বছরের বড়। পোশাক-আশাক ঠিক প্রচলিত রীতির না হলেও বেশ ফিটফাট। চুল, গোঁফ ও দাড়ির কোনো চেষ্টাকৃত পারিপাট্য আছে বলে মনে না হলেও স্বাভাবিকভাবে যাতে সবচেয়ে ভালো দেখায় সে দিকে তার দৃষ্টি আছে। নিজের প্রেমের উচ্ছ্বাসে সে আপাতত নিজেই মনে মনে হাসছে। ভদ্রমহিলার আন্তরিক অনুরাগ ও শান্ত সম্ভ্রান্ত চালচলনের সঙ্গে চার্টারিসের সুরসিক, চতুর, কল্পনাপ্রবণ চরিত্রের তফাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট।

চার্টারিস। (উচ্ছ্বাসভরে গ্রেসকে জড়িয়ে ধরে) আমার প্রাণের গ্রেস।

গ্রেস। (মধুরভাবে সাড়া দিয়ে) সোনা আমার! তুমি সুখী তো?

চার্টারিস। একেবারে স্বর্গে।

গ্রেস। মণি আমার।

চার্টারিস। আমার প্রাণের প্রাণ। (আনন্দের দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে গ্রেস-এর হাত ধরে অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকায়) এই কিন্তু আমার শেষ চুমু গ্রেস —নইলে এর পর আর আমার মাথার ঠিক থাকবে না। এস এইবার কথা বলি। (গ্রেস-এর হাত ছেড়ে দিয়ে একটু সরে বসে) গ্রেস, এই কি তোমার প্রথম প্রেম?

গ্রেস। আমি যে বিধবা সে কথা বুঝি ভুলে গেছ? তুমি কি মনে কর ট্র্যানফিল্ডকে আমি টাকার জন্য বিয়ে করেছিলাম?

চার্টারিস। কেন করেছিলে আমি কি করে জানব? তাছাড়া, হয়ত তাকে ভালোবেসেছিলে বলে নয়, অন্য কাউকে তখন ভালোবাসতে না বলেই তাকে বিয়ে করেছিলে। বয়স যখন কম থাকে তখন ব্যাপারটা কিরকম জানবার কৌতূহলেই মানুষ বিয়ে করে।

গ্রেস। জিজ্ঞেস যখন করলে তখন বলি, ট্র্যানফিল্ডকে কখনো আমি ভালোবাসিনি, তবে তোমার প্রেমে পড়বার পর অবশ্য তা জানতে পেরেছি। কিন্তু আমার সঙ্গে প্রেমে পড়েছে বলে তাকে আমার ভালো লাগত। তাতে তার ভালো দিকটা এত ফুটে উঠেছিল যে সেই থেকে আমি কোনো এক জনের সঙ্গে প্রেমে পড়তে চেয়েছি। ট্র্যানফিল্ডকে আমার যেমন লাগত, তোমায় এখন ভালোবাসি বলে আমাকে তোমার তেমনি ভালো লাগবে আশা করি।

চার্টারিস। সোনা আমার। তোমায় ভালো লাগে বলেই বিয়ে করতে চাই। ভালো তো আমি যে কেউকে বাসতে পারি—যে কোনো সুন্দরী মেয়েকে।

গ্রেস। সত্যি বলছ, লিওনার্ড?

চার্টারিস। নিশ্চয়ই! নয় বা কেন?

গ্রেস। (একটু চিন্তা করে) যাক্‌গে। এখন বলো দেখি, এটা কি তোমার প্রথম প্রেম?

চার্টারিস। (এ প্রশ্নের সরলতায় বিস্মিত হয়ে) **না, মোটেই নয়! অবাক করলে যে! দ্বিতীয়, তৃতীয় কিছুই নয়।**

গ্রেস। আমি বলতে চাইছি, এই কি তোমার প্রথম সত্যকার প্রেম?

চার্টারিস। (একটু ইতস্তত করে) **হ্যাঁ।** (দুজনেই খানিক চুপ। গ্রেস ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারেনি। চার্টারিস বিবেককে অনেকটা চাপা দিয়েই আবার বলে) **এইবার প্রথম আমি ব্যাপারটাকে হাল্কাভাবে দেখিনি।**

গ্রেস। ও, অপর পক্ষই বরাবর বুঝি সত্যিকার আগ্রহ দেখিয়েছে?

চার্টারিস। বরাবর মোটেই নয়। তাহলেই হয়েছিল আর কি!

গ্রেস। তবু ক'বার?

চার্টারিস। একবার।

গ্রেস। জুলিয়া ক্র্যাভেন?

চার্টারিস। (চমকে উঠে) **তোমায় কে বললে?** (গ্রেস রহস্যময়ভাবে মাথা নাড়ল। চার্টারিস মুখভার করে সরে এসে বলল) **তুমি জিজ্ঞাসা না করলেই পারতে।**

গ্রেস। (কোমল স্বরে) **আমি তার জন্য দুঃখিত সোনা।** (হাত বাড়িয়ে চার্টারিসকে মৃদু টান দিয়ে কাছে আনবার চেষ্টা করল)।

চার্টারিস। (যান্ত্রিক ভাবে সে টানে কাছে এসে বসল। গ্রেসের হাতটাও গায়ের উপর থাকতে দিল। কিন্তু নিজে থেকে আদর করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না)। **পাঁচ মিনিট আগে যা দেখেছিলে তার চেয়ে আমায় এখন কি বেশি শক্ত মনে হচ্ছে?**

গ্রেস। কি বাজে বকছ!

চার্টারিস। মনে হচ্ছে আমার সমস্ত শরীর যেন শক্ত কাঠ হয়ে গেছে। জুলিয়া ক্র্যাভেন-এর কথা মনে করিয়ে দিলে আমার তাই হয়। (হাঁটুর উপর ডান হাতের কনুই রেখে তার উপর চিবুকের ভর দিয়ে চিন্তাকুল ভাবে) **তোমার সঙ্গে যেমন বসে আছি তার সঙ্গে ঠিক এমনিভাবে একলা বসে থেকেছি—**

গ্রেস। (সঙ্কুচিতভাবে সরে গিয়ে) **ঠিক এমনি ভাবে!**

চার্টারিস। (সোজাভাবে বসে গ্রেস-এর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে) **ঠিক এমনি**

ভাবে। আমার হাতে সে হাত রেখেছে, তার গাল আমার গালকে স্পর্শ করেছে, আমার সমস্ত আজেবাজে কথা সে শুনেছে। (গ্রেসের বুকের ভিতরটা পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সে সোফা থেকে উঠে পিয়ানোর টুলের উপর গিয়ে বসে)। ও, তুমি এ গল্প আর শুনতে চাও না? খুব ভালো কথা।

গ্রেস। (অত্যন্ত আহত হলেও নিজেকে সম্বরণ করে) কখন তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছ?

চার্টারিস। (অপরাধীর মতো) চুকিয়ে দিয়েছি?

গ্রেস। (কঠিনস্বরে) হ্যাঁ, চুকিয়ে দিয়েছ।

চার্টারিস। দাঁড়াও ভাবতে দাও। তোমার সঙ্গে প্রেমে পড়ি কখন?

গ্রেস। তখনই কি সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিলে?

চার্টারিস। (সম্পর্ক যে চুকে যায়নি ক্রমশই তা আরও স্পষ্ট করে তুলে) তখনই অবশ্য বোঝা গিয়েছিল যে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে হবে।

গ্রেস। তুমি চুকিয়ে দিয়েছিলে কি?

চার্টারিস। ও, হ্যাঁ, আমি তো চুকিয়ে দিয়েছিলাম।

গ্রেস। কিন্তু সে চুকিয়ে দিয়েছিল কি না?

চার্টারিস। (উঠে দাঁড়িয়ে) দয়া করে এ প্রসঙ্গটা ত্যাগ কর। পিয়ানোটা ছেড়ে আমার কাছে এসে বস। (গ্রেস এর দিকে এক পা বাড়াল)।

গ্রেস। না, আমিও শক্ত হয়ে উঠেছি—কাঠের চেয়ে অনেক বেশি শক্ত। সে এ সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে কি না?

চার্টারিস। লক্ষ্মীটি, কথাটা একটু বোঝ। তাকে ভালো করেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে এ সম্পর্ক চুকিয়ে দিতেই হবে।

গ্রেস। সে তাতে বুঝেছিল?

চার্টারিস। জুলিয়ার মতো মেয়েরা যা করে সে ঠিক তাই করেছিল। আমি যখন তাকে নিজে বোঝালাম তখন সে বললে যে, আমার মধ্যে যে ভালো লোক আছে, এটা তার কথা নয়। সে নাকি জানে যে আমি এখনো তাকে সত্যি ভালোবাসি। আমি যখন চিঠিতে তাকে নিষ্ঠুর ভাবে সব কথা খুলে লিখলাম তখন সে আমার চিঠিটা সযত্নে পড়ে এই বলে আমার কাছে

ফেরত পাঠাল যে সাহস করে সে আমার চিঠি খুলতে পারেনি, আর এরকম চিঠি লেখার জন্য আমার লজ্জিত হওয়া উচিত। (গ্রেস-এর কাছে এসে বাঁ হাতে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল) বুঝতে পারছ সোনা যে, ব্যাপারটা যা ঘটেছে তা কিছুতেই সে মেনে নেবে না।

গ্রেস। (হাতটা সরিয়ে দিয়ে টুলে আর একটু সরে গিয়ে) যেরকম হাল্কা-ভাবে তুমি কথাগুলো বলছ, তাতে মনে হয় ঠিক জায়গায় তুমি ঘা দাওনি।

চার্টারিস। দেখ, মেয়েরা যাকে তাদের বুক ভেঙ্গে দেওয়া বলে, তাই যখন কেউ করে তখন যত মিষ্টি পর্দাতেই ঘা দিক না কেন, তা তাদের কানে ঠিক এইরকম শোনায় (পিয়ানোর খাদের দিকের পর্দাগুলোর উপর বসে পড়ল। গ্রেস কানে আঙ্গুল দিল। চার্টারিস পিয়ানো থেকে উঠে সরে যেতে যেতে বললে) না সোনা, আমি সরল হয়েছি, সদয় হয়েছি, একজন ভালো মানুষের পক্ষে যা কিছু হওয়া সম্ভব সব কিছু হয়ে দেখেছি, কিন্তু সে ভালোবাসার ঝগড়ার মিটমাট বলেই সব ধরে নিয়েছে। দয়া আর সরলতা দুই-ই সমান খারাপ—বিশেষ করে সরলতা। দুটোই আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। (অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে সে সেদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে রইল)।

গ্রেস। এখন তাহলে তুমি কি করতে চাও?

চার্টারিস। (ফিরে দাঁড়িয়ে) করতে চাই বিয়ে। এটা তাকে বিশ্বাস করতেই হবে। এর কম কিছু হলে তার বিশ্বাস হবে না। ব্যাপারটা কি জান? এর আগেও কয়েকবার আমি চুটিয়ে প্রেম করে বেড়িয়েছি, কিন্তু তারপর আবার তার কাছেই ফিরে গেছি।

গ্রেস। সেইজন্যই কি তুমি আমায় বিয়ে করতে চাও?

চার্টারিস। অস্বীকার করতে পারব না সোনা—সেইজন্যই। জুলিয়ার কাছ থেকে আমায় উদ্ধার করাই তোমার কাজ।

গ্রেস। (উঠে দাঁড়িয়ে) তাহলে আমায় মাপ করতে হবে। এরকম উদ্দেশ্যে নিজেকে ব্যবহার করতে দিতে আমার আপত্তি আছে। অন্য মেয়ের কাছ থেকে তোমায় আমি চুরি করব না। (অস্থিরভাবে সমস্ত ঘর সে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল)।

চার্টারিস। আমায় চুরি! (গ্রেস-এর কাছে এগিয়ে গিয়ে) প্রগতিপন্থী

মেয়ে হিসাবে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই গ্রেস। মনে রেখ প্রগতিপন্থী মেয়ে হিসাবে। জুলিয়া কি আমার সম্পত্তি? আমি কি তার মালিক—মনিব?

গ্রেস। নিশ্চয়ই না। কোনো স্ত্রীলোকই কোনো পুরুষের সম্পত্তি নয়। স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ তার আপনার, আর কারুর নয়।

চার্টারিস। ঠিক বলেছ। ইবসেন-এর জয় হোক। আমার মতও ঠিক তাই। এখন বল দেখি আমি কি জুলিয়ার সম্পত্তি? না নিজের উপর আমার অধিকার আছে?

গ্রেস। (বিব্রতভাবে) অবশ্যই আছে। কিন্তু—

চার্টারিস। (সগর্বে তাকে বাধা দিয়ে) আমি যদি জুলিয়ার সম্পত্তি না হই তবে কি করে তুমি তার কাছ থেকে আমায় চুরি করতে পার? (গ্রেস-এর কাঁধ ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে) কি খুদে দার্শনিক, এখন কি বল? না সোনা, ইবসেন-এর কথা যদি মেয়েদের বেলায় খাটে তবে পুরুষদের বেলায়ও খাটবে। তাছাড়া জুলিয়ার সঙ্গে একটু প্রেমের খেলা করেছি মাত্র, সত্যি বলছি আর কিছু নয়।

গ্রেস। (সরে গিয়ে) সেটা আরও খারাপ। তোমার ওই সব প্রেম নিয়ে খেলা আমি ঘৃণা করি। তোমার এবং আমার নিজের জন্য আমার লজ্জা হয়। (সোফায় গিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে বসল)।

চার্টারিস। গ্রেস, আমার এইসব প্রেম করা কি থেকে শুরু তা তুমি সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছ। (গ্রেস-এর কাছে গিয়ে বসে) শোনো, আমি কি খুব সুপুরুষ?

গ্রেস। (তার অহমিকায় অবাক হয়ে) না।

চার্টারিস। (সগর্বে) তাহলে স্বীকার করছ। আমার পোশাক পরিচ্ছদ কি খুব ভালো?

গ্রেস। তেমন কিছু নয়।

চার্টারিস। অবশ্যই নয়। আমার কি খুব একটা রহস্যময় প্রেমিকের মতো আকর্ষণ আছে? আমায় দেখলে মনে হয় যে গভীর একটা গোপন দুঃখে আমি জর্জর? মেয়েদের সঙ্গে কি আমি খুব ভদ্র ব্যবহার করি?

গ্রেস। মোটেই না।

চার্টারিস। সত্যিই করি না। কেউ আমায় ও অপবাদ দিতে পারবে না। তাহলে যত মেয়ের সঙ্গে আমি কথা বলি তাদের অর্ধেক যে আমার প্রেমে পড়ে সে কার দোষ? আমার নয়। এই প্রেমে পড়াটা আমি ঘৃণা করি, এতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠি। প্রথম প্রথম এ ব্যাপারে একটা আত্মতৃপ্তি—একটা আনন্দ পেতাম। ওই ভেবেই জুলিয়ার কবলে পড়ি। কারণ আমার কাছে নিজের কথা জানাবার সাহস মেয়েদের মধ্যে প্রথম তারই হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এতে অরুচি ধরে গেল। তাছাড়া মেয়েরা আমাকে যেভাবে জ্বালাতন করেছে, নিজে উপযাচক হয়ে মেয়েদের আমি কখনো সেরকম করিনি। তোমার বেলায় অবশ্য আলাদা।

গ্রেস। আমাকে আর আলাদা করবার দরকার নেই। এ বাড়িতে তোমায় আনতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। যা লাজুক তুমি ছিলে!

চার্টারিস। (আদর করে গ্রেস-এর হাত ধরে) তোমার বেলায় ওটা লজ্জা নয়, নিছক লজ্জার ভান। গোড়া থেকেই তোমায় ভালোবেসেছিলাম, আর যাতে তুমি আমার পিছনে ছোটো, তাই পালাবার ভান করেছি। যাক্‌গে! অন্য কিছু নিয়ে কথা বলি এস। (আদর করে জড়িয়ে ধরে) তুমি কি পৃথিবীর সকলের চেয়ে আমাকে ভালোবাস?

গ্রেস। আমার মনে হয়, খুব বেশি ভালোবাসা তুমি পছন্দ কর না।

চার্টারিস। ভালোবাসছে কে, তার উপর সেটা নির্ভর করে। তুমি (গ্রেসকে বুকে চেপে ধরে) যতই বাসনা কেন তাতেও আমার আশা মিটবে না। কেন তোমার আগ্রহ কম তাই নিয়ে প্রত্যেকদিন তোমার বিরুদ্ধে আমার নালিশ থাকবে। তোমার—(বাইরে প্রবলভাবে কে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে শোনা গেল। এখনো তারা পরস্পরকে জড়িয়ে আছে। তারা চমকে উঠল)। এমন সময় আবার কে ডাকতে এল?

গ্রেস। বুঝতে পারছি না। (বাইরের দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি তারা পরস্পরের কাছ থেকে সরে গেল)।

বাইরে থেকে স্ত্রী-কণ্ঠ। মিঃ চার্টারিস এখানে আছেন?

চার্টারিস। (লাফিয়ে উঠে) সর্বনাশ! জুলিয়া!

গ্রেস। (সেই সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে) **তার এখানে কি দরকার?**

বাইরে স্ত্রী-কণ্ঠ। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি নিজেই যাচ্ছি। (নাতি-গৌর সুন্দরী একটি মহিলাকে ক্রুদ্ধাবস্থায় দরজায় এসে দাঁড়াতে দেখা গেল) **বাঃ চমৎকার! মধুর প্রেমালাপে আমি এসে বাধা দিলাম দেখতে পাচ্ছি। ওঃ শয়তান!** (সোজা গ্রেস-এর দিকে সে এগিয়ে যায়। চার্টারিস ছুটে গিয়ে তাকে ধরে। ক্ষিপ্তের মতো সে চার্টারিসের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে। নিজের সংযম না হারালেও গ্রেস শান্ত ভাবে পিয়ানোর কাছে সরে যায়। চার্টারিস-এর সঙ্গে গায়ের জোরে না পেরে জুলিয়া গ্রেসকে আক্রমণের চেষ্টা ছেড়ে চার্টারিসের গালে চড় মারে)।

চার্টারিস। (স্তম্ভিত) **সত্যি জুলিয়া, এটা বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি।**

জুলিয়া। **বড্ড বাড়াবাড়ি, বটে! তুমি এখানে কি করছ ওই মেয়েটার সঙ্গে? বদমাস কোথাকার! কিন্তু শোনো লিওনার্ড, আমায় তুমি মরিয়া করে তুলেছ। যা খুশি এখন আমি করতে পারি। কে দেখল বা শুনল আমি গ্রাহ্য করি না। এসব আমি সহ্য করব না, আমার জায়গা ওকে নিতে কিছুতেই দেব না—**

চার্টারিস। চুপ চুপ!

জুলিয়া। **কিসের চুপ! আমি গ্রাহ্য করি না। ওর আসল চরিত্র যে কি তা আমি সকলকে জানিয়ে দেব। তুমি আমার। তোমার এখানে থাকবার কোনো অধিকার নেই, আর ও-ও সে কথা জানে।**

চার্টারিস। চল তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাই জুলিয়া।

জুলিয়া। না, বাড়ি আমি যাব না। আমি এখানেই থাকব—এইখানেই—যতক্ষণ না তুমি ওকে ছেড়ে দাও।

চার্টারিস। লক্ষ্মীটি, অবুঝ হয়ো না। মিসেস ট্র্যানফিল্ড-এর যদি আপত্তি থাকে তাহলে তুমি তাঁর বাড়িতে থাকতে পার না। উনি চাকর ডাকিয়ে আমাদের দুজনকেই বার করে দিতে পারেন।

জুলিয়া। **তাহলে তাই করুক, দেখি। সাহস থাকে তো চাকরই ডাকুক। আমি হাটে হাঁড়ি যা ভাঙব, দেখি নিষ্পাপ নিষ্ঠাবতী ঠাকরুণ কি করে সে কেলেঙ্কারী সামলান। তুমিই বা কি কর তা দেখব। আমার তাতে ক্ষতি কিছু নেই। তুমি আমার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছ সবাই তা জানে। তুমি**

এত বড়•নীচ দাম্ভিক যে, কত মেয়ে তোমার প্রেমে পড়েছে তাই নিয়ে তুমি গর্ব করেছ। তোমার আর ওর আলাপী লোকেরা আমার কথা নিয়ে কানাকানি করে। আমার সুযোগ আজ আমি বুঝে নিয়েছি। আমার মতো দুঃখী, আমার মতো লাঞ্ছিতা মেয়ে আর নেই। কিন্তু আমায় যদি বোকা ভেবে থাক, ভুল করেছ। আমি এখানেই থাকব, বুঝেছ? (টুপি ও গায়ের শাল খুলে ফেলে বসে পড়ল) **শুনুন মিসেস ট্র্যানফিল্ড, ওইখানে ঘণ্টা রয়েছে বাজিয়ে দিয়ে চাকর বাকর ডাকুন!** (গ্রেস চার্টারিস-এর দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে থাকে কিন্তু নড়ে না। জুলিয়া হেসে ওঠে) **আমি ঠিক বুঝেছিলাম।**

চার্টারিস। (জুলিয়ার উপর সমানে লক্ষ্য রেখে শান্তভাবে) **আপনার অন্য ঘরে যাওয়াই উচিত মনে হয়, মিসেস ট্র্যানফিল্ড।** (গ্রেস পা বাড়াতেই জুলিয়া বাধা দিতে লাফিয়ে ওঠে। গ্রেস থেমে চার্টারিস-এর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। চার্টারিস জুলিয়াকে আগলাবার জন্য এগিয়ে যায়)।

জুলিয়া। না, ও যেতে পাবে না, ওকে এখানেই থাকতে হবে। তুমি যে কি, ওকে আমি শোনাব। এখনো দুদিন হয়নি তুমি আমাকে চুমু খেয়ে বলেছিলে কি না যে, আগে যেমন কাটিয়েছি ভবিষ্যতেও আমাদের তেমনি সুখে কাটবে? (চীৎকার করে) **বলেছিলে কি না? সাহস থাকে তো অস্বীকার কর।**

চার্টারিস। (মৃদুকণ্ঠে গ্রেসকে) **যাও।**

গ্রেস। (যেতে যেতে অবজ্ঞা ও ঘৃণাভরে) **যত তাড়াতাড়ি পার ওকে বিদায় কর লিওনার্ড।**

অস্ফুট ক্রুদ্ধ চীৎকার করে জুলিয়া গ্রেস-এর দিকে ছুটে যায়। চার্টারিস জুলিয়াকে গিয়ে ধরে ফেলে। গ্রেস ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

জুলিয়া। (হাত ছাড়াবার চেষ্টায় ক্ষান্ত হয়ে করুণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে) **না, জোর করবার কিছু দরকার নেই।** (চার্টারিস তাকে সোফায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়ে, সেই সোফারই গায়ে হেলান দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কপালের ঘাম মোছে) **তোমার যোগ্য কাজই করেছ, আমার উপর গায়ের জোর খাটিয়েছ। ওর সামনে আমায় অপমান করেছ!** (কেঁদে ফেলে)।

চার্টারিস। (নিজের মনে দুঃখের সঙ্গে) আজকের সন্ধ্যেটা চমৎকার কাটবে দেখা যাচ্ছে। এখন ধৈর্য চাই! ধৈর্য! ধৈর্য! (একটা চেয়ারে বসে পড়ে)।

জুলিয়া। (ব্যথিতকণ্ঠে) লিওনার্ড, আমার জন্য তোমার কি একটু দুঃখ হয় না?

চার্টারিস। হয়। প্রচণ্ড ইচ্ছা হয় তোমাকে এখান থেকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যেতে।

জুলিয়া। (হিংস্রভাবে) আমি এখান থেকে নড়ব না।

চার্টারিস। (ক্লান্তভাবে) বেশ, বেশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে)।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। আত্মসম্বরণ করতে নয়, জুলিয়া প্রচণ্ড রাগটা বজায় রাখবার চেষ্টাই করে।

জুলিয়া। (হঠাৎ উঠে পড়ে) আমি ঐ স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি।

চার্টারিস। (লাফিয়ে উঠে) দেখ জুলিয়া, আর তোমার সঙ্গে কুস্তি করতে চাই না। মনে রেখ, আমার বয়স চল্লিশ হতে চলেছে। আমার তুলনায় তোমার বয়স অনেক কম। বোস, নয় চল তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিই। ধর ওর বাবা যদি এসে পড়েন।

জুলিয়া। আমি গ্রাহ্য করি না। সে তুমি বুঝবে। ও যদি তোমায় ছেড়ে দেয় তাহলে আমি যেতে রাজী। নইলে আমি এখানেই থাকব। এই হল আমার সর্ত। তোমার কাছে এটা দাবি করবার অধিকার আমার আছে। (আবার দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে বসে পড়ে)।

চার্টারিস। (মনস্থির করে সোফার অন্যপ্রান্তে গিয়ে বসে) আমার উপর কোনো দাবি তোমার নেই।

জুলিয়া। কোনো দাবি নেই? সোজা আমার মুখের উপর ওকথা তুমি বলতে পার? ওঃ লিওনার্ড!

চার্টারিস। মনে করে দেখ জুলিয়া, আমাদের প্রথম যখন আলাপ হয় তখন তুমি প্রগতিবাদী মেয়েদের মতো ধরণধারণ দেখিয়েছিলে।

জুলিয়া। তাতে তোমার আমাকে আরও সম্মান করা উচিত ছিল।

চার্টারিস। তাই করেছিলাম। কিন্তু সে কথা এখন হচ্ছে না। প্রগতিবাদী

মেয়ে হিসাবে তোমার তখন সংকল্প ছিল স্বাধীন থাকবার। তখন তোমার মত ছিল এই যে বিয়ে জিনিসটা একটা গ্লানিকর ব্যবসার চুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়—স্ত্রীর সাময়িক মর্যাদা পাবার জন্য ও পুরুষের দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে বুড়ো বয়সে তার আয় থেকে সাহায্য পাবার জন্য যে চুক্তির দ্বারা মেয়েরা পুরুষদের কাছে নিজেদের বিক্রি করে। এইটাই হল প্রগতিবাদীদের মত, আমাদের মত। তাছাড়া আমায় যদি তুমি বিয়ে করতে তাহলে আমি হয়ত শেষ পর্যন্ত একটা মাতাল হতে পারতাম, কিংবা একটা বদমাস বা অপদার্থ জড়ভরত। তোমার কাছে একটা বিভীষিকা হয়ে উঠতে পারতাম। তবু তুমি আমার কাছ থেকে ছাড়া পেতে না। বিপদ তাতে কত বেশি ছিল বুঝতে পারছ বোধ হয়। যুক্তির দিক দিয়ে এই মতটা ঠিক, এইটাই আমাদের ধারণা। আমাদের মিলিত জীবন যদি কখনো—কি যেন কথাটা তুমি ব্যবহার করেছিলে—তোমার মানবতার পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরায় হয়, তাহলে আমাকে যে-কোনো সময় ছেড়ে দেবার অধিকার তুমি নিজের হাতে রেখেছিলে। ইবসেন-পন্থীদের মত তুমি এইভাবেই বুঝেছিলে। তাই আমাকে মধুরভাবে প্রেম করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। আমি তাতে অনেক কিছুই শিখেছি। অপূর্ব আনন্দও পেয়েছি কিছুকাল।

জুলিয়া। তাহলে তুমি স্বীকার করছ লিওনার্ড, যে আমার কাছে কিছুটা অন্তত তুমি ঋণী?

চার্টারিস। (উদ্ধতভাবে) না। যা আমি নিয়েছি তার দামও দিয়েছি। তুমি কি আমার কাছে কিছুই শেখনি? আমাদের বন্ধুত্বে কোনো আনন্দই পাওনি?

জুলিয়া। (আন্তরিকতা ও আবেগের সঙ্গে) না। প্রত্যেকটি আনন্দের মুহূর্তের জন্য বড় বেশি দাম আমাকে দিতে হয়েছে। আমার প্রতি তোমার যে প্রচণ্ড আকর্ষণ তারই দাস হতে হয়েছে বলে নিজেকে তোমার অত্যন্ত ছোট মনে হয়েছে। নিজের সেই গ্লানির শোধ তুমি আমার উপর নিয়েছ। এক মুহূর্তের জন্য তোমার জন্য আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। তোমার কাছ থেকে একটা চিঠি এলে ভয়ে আমার বুক কেঁপেছে, পাছে তাতে নিষ্ঠুর কোনো আঘাত থাকে। তুমি কখন আসবে সেজন্য ব্যাকুল মত

হয়েছি, তোমার আসাকে ভয়ও করেছি তেমনি। আমি ছিলাম তোমার খেলনা, তোমার সঙ্গী নয়। (উঠে দাঁড়াল) সত্যি আমার সুখের মধ্যে এত যন্ত্রণা ছিল যে আনন্দ আর বেদনার তফাতই আমি বুঝতে পারতাম না। (পিয়ানোর টুলটার উপর বসে পড়ে হাতের মধ্যে মুখ গ‍ুঁজে সে আবার বললে) তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হলেই ভালো হত।

চার্টারিস। (উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধভাবে প্রতিবাদ করে) এত ছোট তোমার মন! আমি তোমায় এতক্ষণ যে খোসামোদ করছিলাম তারই এই প্রতিদান? তোমার কাছ থেকে কি না আমায় সহ্য করতে হয়েছে? দেবতার মতো ধৈর্য নিয়ে সব আমি সয়েছি। আমাদের বন্ধুত্ব পনর দিন পুরনো না হতে হতেই আমি কি বুঝতে পারিনি যে তোমার সমস্ত প্রগতিবাদ যে কোনো ফ্যাশানের মতো একটা ফ্যাশান মাত্র। বিন্দুবিসর্গ তার না বুঝে তুমি শুধু ফ্যাশানমাফিক তা গ্রহণ করেছ। নিজের স্বাধীনতার জন্য তোমার যেখানে অত দুর্ভাবনা সেখানে আমার উপর এমন সব শাসন তুমি চাপাতে চেয়েছ যার তুলনায় অতি বড় কড়া স্ত্রীর দাবিও নেহাত তুচ্ছ। আমার এমন কোনো মহিলা বন্ধু নেই যাকে তুমি বুড়ী, কুৎসিত, পাজি বলে গালাগালি করনি—

জুলিয়া। তারা তো তাই বটে।

চার্টারিস। বেশ, এবার তাহলে আমি এমন সব অভিযোগ করছি যা তুমিও বুঝতে পারবে! স্বভাবগত অসহ্য ঈর্ষা, বদমেজাজ, মনগড়া কারণে আমাকে অপমান করা, আমাকে রীতিমতো মারা, আমার চিঠি চুরি করা ইত্যাদি তোমার দোষের তালিকায় আমি ধরতে চাই।

জুলিয়া। হ্যাঁ, চমৎকার সব চিঠি।

চার্টারিস। বার বার এরকম আর করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে সে প্রতিজ্ঞা তুমি ভেঙেছ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, আমার ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি ঘেঁটে আরও চিঠির খোঁজে কাগজের টুকরো জুড়েছ, আর তারপর এমন ভাব দেখিয়েছ যেন স্বার্থপর একজন নরপিশাচ নিষ্ঠুরভাবে তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তোমায় পরিত্যাগ করেছে বলে লাঞ্ছিতা দেবীর মতো তোমায় আত্মবলি দিতে হয়েছে।

জুলিয়া। (উঠে দাঁড়িয়ে) তোমার চিঠি পড়ে আমি কোনো অন্যায়

করিনি। পরস্পরের উপর আমাদের যে পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে তাই থেকেই এই অধিকার আমি পেয়েছি।

চার্টারিস। ধন্যবাদ। যে বিশ্বাস থেকে এরকম অধিকার জন্মায় তা তাহলে আমি এখুনি ভেঙ্গে দিচ্ছি। (মুখ ভার করে সোফায় বসে পড়ল)।

জুলিয়া। (উগ্র মূর্তিতে তার উপর ঝুঁকে পড়ে) ভাঙবার তোমার কোনো অধিকার নেই।

চার্টারিস। হ্যাঁ আছে। তুমি আমায় বিয়ে করতে আপত্তি করেছিলে কারণ—

জুলিয়া। না, আপত্তি আমি করিনি। তুমি বিয়ের কথা কখনো আমায় বলনি। বিবাহিত হলে আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতে তুমি সাহস করতে না।

চার্টারিস। (আবার পূর্বের যুক্তিতে ফিরে গিয়ে) আমাদের মতো প্রগতি-বাদীদের মধ্যে তখন এটা ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে বিয়ে আমরা করব না। কারণ আইন এখন যেরকম তাতে আমি একজন মাতাল, একজন—

জুলিয়া। একজন বদমাস, একটা জড়ভরত কিংবা একটা বিভীষিকা—যা কিছু হতে পারতে। এসব কথা তুমি আগেই বলেছ। (পাশে বসে পড়ল)।

চার্টারিস। (বিনীতভাবে) আমি মাপ চাইছি। বার বার এক কথা বলা আমার অভ্যাস আমি জানি। আসল কথা হল এই যে আমায় যখন খুশি ছেড়ে দেবার অধিকার তুমি হাতে রেখেছিলে।

জুলিয়া। বেশ তাতে হয়েছে কি? তোমায় ছেড়ে দেবার আমার ইচ্ছা নেই, দেবও না। তুমি মাতালও হওনি, বদমাসও নও।

চার্টারিস। এখনো কথাটা তুমি বুঝতে পারছ না জুলিয়া। তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছ যে আমি বদ হলে আমায় ছেড়ে দেবার অধিকার যেমনি তুমি হাতে রাখছ, সেই সঙ্গে তুমি বদ হলে তোমায় ছেড়ে দেবার অধিকারও তেমনি আমায় দিয়ে দিচ্ছ।

জুলিয়া। চমৎকার কথার প্যাঁচ। কিন্তু আমি কি মাতাল, না বদমাস, না অপদার্থ হয়েছি?

চার্টারিস। তুমি যা হয়েছ, ও তিনটি একত্র করলেও তার কাছে পৌঁছয় না—তুমি হয়েছ এক হিংসুক, দজ্জাল মেয়ে।

জুলিয়া। (গভীর দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে) হ্যাঁ তাই কর, আমায় যা তা গালাগাল দাও।

চার্টারিস। তোমার সঙ্গে যখন খুশি সম্পর্ক ছেদ করবার যে অধিকার আমার ছিল তাই আমি এখন খাটাচ্ছি। প্রগতিবাদী মতামতের সঙ্গে প্রগতি-মূলক কর্তব্যও জড়িয়ে থাকে জুলিয়া। কোনো পুরুষকে যখন তোমার পায়ে পড়াতে চাও তখন আর নিজেকে আধুনিক প্রগতিবাদী মেয়ে বলে তোমার দাবি করা চলে না। যারা আধুনিক প্রগতিবাদী তারা মধুর বন্ধুত্বের সম্পর্ক পাতায়। আর যারা গতানুগতিক তারা বিয়ে করে। বিয়ে ব্যাপারটা অনেকের পক্ষে খুব ভালো এবং তার প্রথম কর্তব্য হল নিষ্ঠা। কারুর কারুর পক্ষে আবার বন্ধুত্বটা খুব সুবিধের এবং তার প্রধান কর্তব্য হল এই যে, যে কোনো পক্ষ থেকে মনোভাব বদলাবার খবর পাওয়া মাত্র তা মেনে নেওয়া। বিয়ের বদলে তুমি বন্ধুত্ব চেয়েছিলে। এখন তাহলে তোমার কর্তব্য কর। আমার কথা মেনে নাও।

জুলিয়া। কখ্খনো না। তাঁর দৃষ্টিতে আমরা মিলিত যিনি—যিনি—

চার্টারিস। বল জুলিয়া। বলতে পারছ না বুঝি? যিনি, এমন একজন যাঁকে আধুনিক প্রগতিবাদী মেয়েরা বিশ্বাস করে না, কেমন?

জুলিয়া। (চার্টারিস-এর পায়ে পড়ে) অত নিষ্ঠুর হয়ো না লিওনার্ড। তর্ক করবার ক্ষমতা আমার নেই—ভাববার পর্যন্ত নয়। আমি শুধু জানি আমি তোমায় ভালোবাসি। তোমায় বিয়ে করতে চাইনি বলে তুমি আমায় দোষ দিচ্ছ, কিন্তু তোমায় ভালোবাসবার পর যে কোনো সময়ে তুমি বললেই আমি তোমায় বিয়ে করতাম। যদি চাও তো এখুনি করতে পারি।

চার্টারিস। না, তা আমি চাই না সোনা। এই হল সোজা কথা। চিন্তার দিক দিয়ে আমাদের কোনো মিল নেই।

জুলিয়া। কিন্তু কেন? কি সুখীই না আমরা হতে পারি। আমি জানি তুমি আমায় ভালোবাস। আমি তা বুঝতে পারি। তুমি আমায় 'লক্ষ্মী, সোনা' বল। আজকেই কতবার বলেছ। আমি জানি, আমি অন্যায়, বিশ্রী,

খারাপ ব্যবহার করেছি। নিজের কোনোরকম সাফাই আমি গাইছি না। কিন্তু আমার ওপর নিষ্ঠুর হয়ো না। তোমায় হারাতে হবে এই ভয়ে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। তোমায় ছাড়া আমি বাঁচবো না লিওনার্ড। তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমি সত্যিই সুখী হয়েছিলাম। কাউকে আমি কখনো ভালোবাসিনি। শুধু তুমি যদি আমায় নিজের মনে থাকতে দিতে আমি বেশ সন্তুষ্ট থাকতাম। কিন্তু এখন আর তা পারি না। তোমাকে আমার চাই-ই। সর্বস্ব যে আমি পণ করে বসে আছি সে কথা ভুলে গিয়ে আমায় দূরে সরিয়ে দিও না। তুমি যদি চাও, আমি তোমার বন্ধু হতে পারি—শুধু তুমি যদি তোমার কাজের অংশ আমায় দাও, অবসর বিনোদনের খেলনা হিসাবে নয়, তার চেয়ে একটু বেশি সম্মান আমায় দাও। সত্যি লিওনার্ড, আমাকে কোনো সুযোগ কখনো তুমি দাওনি। আমি কষ্ট করব, আমি পড়ব, আমি—(চার্টারিস-এর হাঁটুর উপর আকুলভাবে মাথা ঘষতে লাগল) ওঃ আমি পাগল হয়ে গেছি, পাগল হয়ে গেছি! আমায় যদি ছেড়ে যাও তো আমার হত্যার পাতকী হবে।

চার্টারিস। (তাকে আদর করে) লক্ষ্মী সোনা কেঁদো না, এরকম কোরো না। তুমি জান আমার কোনো উপায় নেই। (তাকে আদরের সঙ্গে ধরে তুলল)।

জুলিয়া। (ফোঁপাতে ফোঁপাতে উঠে) হ্যাঁ, উপায় আছে, উপায় আছে। তুমি একটা কথা বললে আমরা সুখী হতে পারি।

চার্টারিস। (ফন্দী করে) চল লক্ষ্মীটি, আমাদের যেতেই হবে। ক্যথবার্টসন আসা পর্যন্ত আমরা থাকতে পারি না। (টেবিল থেকে শালটা তুলে নিয়ে) এই নাও এটা গায়ে দাও। তোমার জন্য বিকেলটা অত্যন্ত বিশ্রী কেটেছে। আমাকে একটু তোমার করুণা করা উচিত।

জুলিয়া। (আবার জ্বলে উঠে) আমাকে তবে ছেড়েই দেওয়া হবে?

চার্টারিস। (ভোলাবার চেষ্টায়) তোমায় টুপিটা পরতে হবে সোনা। (গায়ে শালটা জড়িয়ে দিল)।

জুলিয়া। (অর্ধেক তিক্ত হাসি ও অর্ধেক ফুঁপিয়ে কান্নার সঙ্গে) বেশ। তুমি যা বলছ তাই বোধহয় আমার করা উচিত। (টেবিলের কাছে টুপিটা

নিতে গিয়ে হলদে মলাটের ফ্রেঞ্চ নভেলটা দেখতে পেল) দেখ দেখ, (বইটা তুলে ধরে) কি ও পড়ে দেখ। কোনো ভদ্রমেয়ের যা ছুঁতে পর্যন্ত ঘৃণা হয়, সেই নোংরা বিশ্রী ফ্রেঞ্চ নভেল। আর তুমি—তুমিও এটা ওর সঙ্গে পড়ছিলে!

চার্টারিস। তুমিই আমার কাছে এই বইটার প্রশংসা করেছিলে।

জুলিয়া। ছ্যাঃ! (বইটা মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল)।

চার্টারিস। (বইটার কাছে ছুটে গিয়ে) পরের জিনিস নষ্ট করো না জুলিয়া। (বইটা তুলে নিয়ে ধুলো ঝাড়ল) মনের আবেগ থেকে কেলেঙ্কারী করা যায় কিন্তু পরের জিনিস নষ্ট করাটা গুরুতর ব্যাপার। (বইটা টেবিলের উপর রেখে) দয়া করে এইবার এস।

জুলিয়া। তুমি যেতে পার, তোমায় কেউ আটকাচ্ছে না। আমি নড়ছি না। (গ্যাঁট হয়ে সোফার উপর বসল)।

চার্টারিস। (ধৈর্য হারিয়ে) এস বলছি! আবার সব গোড়া থেকে শুরু করতে আমি পারব না। আমারও ধৈর্যের একটা সীমা আছে, এস।

জুলিয়া। বললাম তো যাব না।

চার্টারিস। তাহলে গুড নাইট। (দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ছুটে গিয়ে জুলিয়া তার পথ আটকে দাঁড়াল)। আমার চলে যাওয়াই তো তুমি চাও ভেবেছিলাম।

জুলিয়া। আমায় তুমি এখানে একলা ফেলে যেতে পাবে না।

চার্টারিস। তাহলে আমার সঙ্গে চল।

জুলিয়া। তার আগে তুমি শপথ কর যে ওই মেয়েটাকে ছেড়ে দেবে।

চার্টারিস। সোনা আমার, আমি সব কিছু শপথ করতে প্রস্তুত, শুধু তুমি আমার সঙ্গে চলে এসে এই পালা সাঙ্গ কর।

জুলিয়া। (সন্দিগ্ধভাবে) তুমি শপথ করবে?

চার্টারিস। (পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে) করব। কি শপথ করতে হবে বল? গত আধঘণ্টা যা কেটেছে তাতে যে কোনো মুহূর্তে শপথ করতে পারতাম।

জুলিয়া। তুমি শুধু আমায় নিয়ে ঠাট্টা করছ। আমি শপথ চাই না। আমি চাই শুধু তুমি কথা দাও।

চার্টারিস। তাই হবে। তুমি যা চাও তাই করব। শুধু তোমায় এখুনি চলে আসতে হবে। ভদ্রলোক হিসাবে—ইংরেজ হিসাবে—যে কোনো হিসাবে বল আমি কথা দিচ্ছি যে আমি ওর সঙ্গে আর কখনো দেখা করব না, কথা বলব না, ওর কথা ভাবব না পর্যন্ত। এবার এস।

জুলিয়া। মন থেকে বলছ তো? তোমার কথা রাখবে?

চার্টারিস। এইবার তুমি অবুঝ হয়ে উঠছ। আর বাজে গোলমাল না করে চলে এস। তুমি না যাও অন্তত আমি যাচ্ছি। তোমায় বাড়িতে বয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো গায়ের জোর আমার নেই বটে, কিন্তু তোমায় ঠেলে ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার মতো জোর আমার আছে। তোমার উপর গায়ের জোর ফলিয়েছি বলে তখন তুমি আবার নতুন একটা নালিশ পাবে। (দরজার দিকে পা বাড়াল)।

জুলিয়া। (গম্ভীরভাবে) তুমি যদি যাও তাহলে শপথ করে বলছি লিওনার্ড, তুমি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আমি লাফিয়ে পড়ব।

চার্টারিস। (অবিচলিত) জানলাটা বাড়ির পিছন দিকে, আমি চলে যাব বাড়ির সামনে দিয়ে, সুতরাং আমার তুমি কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। গুড নাইট। (দরজার দিকে এগুলো)।

জুলিয়া। লিওনার্ড, তোমার কি একটু দয়ামায়া নেই?

চার্টারিস। বিন্দুমাত্র না। এই সব বেয়াড়াপনা করতে যদি তোমার লজ্জা না হয় তাহলে তোমায় ঘৃণা না করে পারি না। আব্দারে বদ ছেলের মতো যার ব্যবহার, আর যার কথাবার্তা ন্যাকামি-ভরা নভেলের মতো, কোনো বুদ্ধিমান সবল চরিত্রের পুরুষের সঙ্গী হওয়ার স্পর্ধা সে মেয়ে কি করে করে? (অস্ফুট চীৎকার করে জুলিয়া চার্টারিস-এর বুকের উপর পড়ে ফোঁপাতে লাগল) কেঁদ না লক্ষ্মীটি, কাঁদলে তোমায় মোটেই ভাল দেখায় না, আমারও জামাকাপড় ভিজে যায়। এস।

জুলিয়া। (মধুরভাবে) তুমি যখন বলছ, তখন আমি যাচ্ছি সোনা। আমায় একটা চুমু দাও।

চার্টারিস। (জ্বলে উঠে) না, এ একেবারে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই আমি দেব না। আমায় ছেড়ে দাও জুলিয়া। (জুলিয়া জড়িয়েই রইল)

তাহলে একটা যদি চুমু দিই আর একটি কথাও না বলে চলে আসবে তো?

জুলিয়া। তুমি যা বলবে তাই করব সোনা।

চার্টারিস। বেশ, নাও। (জড়িয়ে ধরে সাধারণ ভাবে চুমু খেল) কি বলেছি মনে থাকে যেন! এস।

জুলিয়া। ওটা সেরকম ভালো চুমু হল না সোনা। আমি সেই আগেকার মতো সত্যিকার একটা চাই।

চার্টারিস। (ক্ষেপে গিয়ে) জাহান্নামে যাও। (জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে চার্টারিস দরজাটা সজোরে বন্ধ করে বেরিয়ে যায়। চার্টারিস যেন তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে তেমনিভাবে করুণ চাপা আর্তনাদের সঙ্গে জুলিয়া মাটিতে পড়ে যায়। বাইরে চার্টারিস-এর পায়ের শব্দ কিছুদূর গিয়ে থামতেই জুলিয়ার মুখ ঔৎসুক্যে ও ধূর্ত জয়ের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চার্টারিস অত্যন্ত বিপন্নভাবে ফিরে এসে বলে) সর্বনাশ হয়েছে জুলিয়া! ক্যথবার্টসন তোমার বাবার সঙ্গে উপরে আসছেন। শুনতে পাচ্ছ? একসঙ্গে দুই বাবা!

জুলিয়া। (মেঝের উপর উঠে বসে) অসম্ভব, ওঁরা পরস্পরকে চেনেনই না।

চার্টারিস। আমি বলছি দুজনে ঠিক যমজের মতো আসছেন। আমরা এখন করি কি?

জুলিয়া। (চার্টারিস-এর হাত ধরে তাড়াতাড়ি উঠে) শিগগির লিফট্ দিয়ে আমরা নেমে যাই চল। (টুপিটা নেবার জন্য টেবিলের কাছে ছুটে গেল)।

চার্টারিস। তা হয় না। লিফটে তালা দেওয়া। লোকটা চলে গেছে।

জুলিয়া। (তাড়াতাড়ি টুপিটা পরে) চল উপরতলায় যাই।

চার্টারিস। আর উপরতলা নেই। সবচেয়ে উপরতলাতেই আমরা আছি। না না, একটা যাহোক কিছু মিথ্যে তোমায় বানিয়ে তুলতেই হবে। আমার মাথায় কিছু আসছে না, তুমি ঠিক পারবে। ভালো করে মাথা খাটাও। আমি তোমার সঙ্গে সায় দেব।

জুলিয়া। কিন্তু—

চার্টারিস। **চুপ চুপ! ও'রা এসে পড়েছেন। খুব সহজ হয়ে বোস।** (জুলিয়া টুপি ও শাল খুলে ফেলে টেবিলের উপর রেখে তাড়াতাড়ি পিয়ানোর কাছে গিয়ে বসে)।

জুলিয়া। **এস গান ধর।**

জুলিয়া একটা গান বাজাতে শুরু করে। চার্টারিস পিয়ানোর ধারে যেন গান গাইবার জন্যই দাঁড়ায়। দুজন বয়স্ক ভদ্রলোক ঘরে এসে ঢোকেন। জুলিয়া বাজনা থামায়। আগন্তুকদের মধ্যে কর্ণেল ড্যানিয়েল ক্র্যাভেন-এর বয়সই একটু বেশি। ঋজু সুঠাম দেহ। সদাশয় লোক, সহজে লোককে বিশ্বাস করেন অথচ আবেগপ্রবণ। সৈন্যবাহিনীর উচ্চ কর্মচারী হিসাবে অধিকাংশ জীবন কোনোরকম চিন্তা ভাবনা না করেই কাটিয়েছেন। নিজের সন্তানদের অদ্ভুত আচার ব্যবহারে এখনই যেন অবাক হয়ে অনেক নতুন কিছু শিখছেন।

গ্রেস-এর বাবা মিঃ জোসেফ ক্যথবার্টসন-এর, কর্ণেল-এর মতো তারুণ্য নেই। তাঁর মন আদর্শবাদী ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ। জীবনের কঠোর সত্যের আঘাতে সে আদর্শবাদ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় সাধারণত তাঁর মুখে একটা বিরক্তির ভাব লেগে থাকে। কিন্তু কথা বলবার সময় তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে উৎসাহী বা অমায়িক হয়ে ওঠেন।

কর্ণেল-এর মুখে ভোজনবিলাস থেকে বয়স ও অন্য অনেক কিছুর ছাপ আছে, নেই শুধু গভীর কোনো চিন্তার। ক্যথবার্টসন-কে দেখলে পরিশ্রম-বিমুখ লণ্ডনের বুদ্ধিজীবী বলেই মনে হয়। সারাক্ষণই তিনি ক্লান্ত, সারাক্ষণই যেন বিশ্রাম চান। নতুন কিছু উপভোগ করা সম্বন্ধে উদাসীন।

ক্যথবার্টসন। (বাড়িতে অতিথি দেখে আনন্দ প্রকাশ করে) **থামবেন না মিস ক্র্যাভেন। চালাও চার্টারিস।**

সোফার পিছনে এসে ওভারকোটের পকেট থেকে একটা অপেরা গ্লাস ও একটা থিয়েটারের প্রোগ্রাম বার করে সেগুলো পিয়ানোর উপর রেখে ওভার-কোটটা টাঙিয়ে রাখল। ক্র্যাভেন ইতিমধ্যে অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

চার্টারিস। **ধন্যবাদ। আর নয়। মিস ক্র্যাভেন এইমাত্র একটা পুরনো গান আমায় গাওয়াচ্ছিলেন। আর ভালো লাগছে না।** (স্বরলিপির কাগজটা সরিয়ে রেখে পিয়ানোটা বন্ধ করে দিল)।

জুলিয়া। (ক্যাথবার্টসন-এর কাছে গিয়ে করমর্দন করে) **একি আপনি বাবাকে নিয়ে এসেছেন দেখছি! কি আশ্চর্য!** (ক্র্যাভেন-এর দিকে চেয়ে) **তুমি আসাতে খুব খুশি হয়েছি বাবা।** (জানালার ধারে একটা চেয়ার নিয়ে গিয়ে বসল)।

ক্যাথবার্টসন। এস ক্র্যাভেন, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই। ইনি মিঃ লিওনার্ড চার্টারিস—বিখ্যাত ইবসেন-পন্থী দার্শনিক।

ক্র্যাভেন। আমাদের পরিচয় আগে থাকতেই আছে, জো। আমাদের বাড়িতে চার্টারিস ঘরের ছেলের মতো। (চার্টারিস পিয়ানোর টুলের উপর বসল) **হ্যাঁ, গ্রেস কোথায়?**

জুলিয়া ও **চার্টারিস। কি বলে**—(দুজনেই থেমে পরস্পরের দিকে তাকাল)।

জুলিয়া। (সবিনয়ে) **মাপ করবেন মিঃ চার্টারিস, আমি আপনাকে বাধা দিলাম।**

চার্টারিস। না না, মোটেই না মিস ক্র্যাভেন। (অস্বস্তিকর স্তব্ধতা)।

ক্যাথবার্টসন। (তাদের মনে করিয়ে দেবার জন্য) **গ্রেস-এর কথা তুমি কি বলতে যাচ্ছিলে চার্টারিস।**

চার্টারিস। আমি শুধু বলতে যাচ্ছিলাম যে ক্র্যাভেন-এর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে জানতাম না তো।

ক্র্যাভেন। আরে, আজ রাত্রের আগে আমিও জানতে পারিনি। ভারি আশ্চর্য ব্যাপার। নেহাত ভাগ্যক্রমে আমাদের থিয়েটারে দেখা। তখন দেখি ও আমার সবচেয়ে পুরনো বন্ধু।

ক্যাথবার্টসন। ঠিক বলেছ ক্র্যাভেন। পারিবারিক জীবন ভেঙ্গে যাওয়া সম্বন্ধে তোমায় তখন যা বলছিলাম, সে কথা এতে কিরকম প্রমাণ হয়ে যায় দেখেছ? আমাদের ছেলেমেয়েরা পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু, অথচ আমাদের কাছে সে কথা ওরা ঘুণাক্ষরেও জানায়নি। ওরা জন্মাবার আগে থাকতে

আমাদের দুজনের পরিচয়, অথচ দৈবাৎ আমার পাশের সীটে তুমি যদি না এসে উদয় হতে তাহলে জীবনে হয়ত আর তোমার সঙ্গে দেখাই হত না। এস, বোস। (তার কাছে গিয়ে অগ্নিকুণ্ডের পাশের একটা চেয়ারে তাকে ধরে বসিয়ে) আমার বাড়িতে এই তোমার জায়গা, যখন খুশি এসে বসতে পার। (নিজে সোফার একপ্রান্তে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ক্র্যাভেন-এর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে) ভাবতে অবাক লাগে যে তুমিই ড্যান ক্র্যাভেন!

ক্র্যাভেন। আর তুমি জো ক্যথবার্টসন! আমার কিন্তু কেমন একটা ধারণা হয়েছিল যে তোমার নাম ট্র্যানফিল্ড।

ক্যথবার্টসন। ও, সে আমার মেয়ের নাম। সে বিধবা জান বোধহয়। খাসা চেহারাটি তোমার এখনো আছে ড্যান। বয়সের বিশেষ কোনো ছাপই নেই।

ক্র্যাভেন। (হঠাৎ অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে) চেহারা আমার ভালোই আছে। এমনিতেও বেশ সুস্থই বোধ করি। কিন্তু আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

ক্যথবার্টসন। (সভয়ে) না না, অমন কথা বলো না। আশা করি তা সত্য নয়।

জুলিয়া। (বেদনা-কাতরস্বরে) বাবা! (ক্যথবার্টসন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে ফিরে তাকান)।

ক্র্যাভেন। সত্যি, এ প্রসঙ্গ তোলা আমার খুব অন্যায় হয়েছে মা। তবে ক্যথবার্টসন-এর জানাই উচিত। আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম, আশা করি এখনো আছি। (ক্যথবার্টসন ক্র্যাভেন-এর কাছে গিয়ে নিঃশব্দে তার হাতে একটু চাপ দিল। তারপর ফিরে এসে সোফায় বসে রুমাল বার করে একটু চোখ মুছল)।

চার্টারিস। (একটু অধৈর্যের সঙ্গে) আসল ব্যাপার কি জানেন ক্যথবার্টসন, ডাইনী বিদ্যার যে অঙ্গের নাম চিকিৎসা বিজ্ঞান, ক্র্যাভেন-এর তাতে গভীর বিশ্বাস। যকৃতের রোগের নবতম উদাহরণ হিসাবে সমস্ত ডাক্তারী স্কুলে উনি বিখ্যাত। ডাক্তারদের মত হল এই যে উনি আর একবছরের বেশি বাঁচতে পারেন না। আর শুধু তাদের বাধিত করবার জন্য উনিও আগামী ইস্টারের পর আর বাঁচবেন না বলে স্থির করে ফেলেছেন।

ক্র্যাভেন। (সামরিক ভঙ্গীতে) আমার মন যাতে দমে না যায় সেজন্য

ব্যাপারটাকে তুমি হাল্কা কর জানি চার্টারিস। এতে তোমার সহানুভূতিরই পরিচয় পাই। কিন্তু সময় যখন আসবে তখন আমি প্রস্তুতই থাকব, আমি সৈনিক। (জুলিয়ার ফোঁপানির শব্দ) কেঁদ না জুলিয়া।

ক্যথবার্টসন। (ধরা গলায়) আশা করি তুমি অনেক কাল বাঁচবে ড্যান।

ক্র্যাভেন। প্রসঙ্গটা বদল কর জো, আমার অনুরোধ। (উঠে গিয়ে আবার আগুনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল)।

চার্টারিস। বলে কয়ে ওঁকে আমাদের সভায় যেতে রাজী করুন ক্যথ-বার্টসন। উনি রাতদিন মন ভার করে থাকেন।

জুলিয়া। কোনো লাভ নেই। সিলভিয়া আর আমি সভায় যোগ দেবার জন্য ওঁকে সারাক্ষণ বলি, উনি কিছুতেই রাজী নন।

ক্র্যাভেন। আমার নিজের ক্লাব আছে মা।

চার্টারিস। (অবজ্ঞাভরে) হ্যাঁ, আছে, জুনিয়র আর্মি এন্ড নেভি! ওকে ক্লাব বলেন? মেয়েদের চৌকাঠ পার হতে দিতে পর্যন্ত ওদের সাহস নেই!

ক্র্যাভেন। (একটু উষ্ণ হয়ে) ক্লাব হল নিজের নিজের রুচিমাফিক চার্টারিস। তুমি মেয়ে পুরুষ মেলানো ক্লাব পছন্দ কর, আমি করি না। জুলিয়া আর তার বোন অর্ধেক সময় যে এরকম জায়গায় কাটায় এইটাই যথেষ্ট খারাপ। সিলভিয়াব বয়স কুড়িও এখনো হয়নি। তাছাড়া ক্লাবের কি নাম! ইবসেন ক্লাব! আমার পিছনে হাততালি দিয়ে আমাকে লণ্ডন থেকে বার করে দেবে। ইবসেন ক্লাব! কি বল ক্যথবার্টসন? আমার মতে নিশ্চয়ই তোমার সায় আছে।

চার্টারিস। ক্যথবার্টসন নিজেই একজন সভ্য।

ক্র্যাভেন। (অবাক হয়ে) হতেই পারে না। তরুণদের প্রগতিবাদের ঠেলায় সব কিছু কি করে গোল্লায় যাচ্ছে, সারা বিকেল ও তো সেই কথাই আমার সঙ্গে আলাপ করেছে।

চার্টারিস। তা তো করবেনই। ক্লাবে উনি তাই নিয়ে চর্চা করেন। সেখানে তো সারাক্ষণই থাকেন।

ক্যথবার্টসন। বাড়িয়ে বোলো না চার্টারিস—সারাক্ষণ নয়। তুমি ভালো করেই জান যে গ্রেস-এর খাতিরেই আমি ক্লাবে যোগ দিয়েছি। এই ভেবে

যোগ দিয়েছি যে বাপ সঙ্গে থাকলে খানিকটা পাহারাও হবে, সেই সঙ্গে একটু শোভনও দেখাবে। তবু ও ক্লাবকে ভাল আমি কখনো বলিনি।

ক্র্যাভেন। কিন্তু এটা আমি সত্যি আশা করিনি। তোমার কথাবার্তা শুনে এটা বিশ্বাসই হতে চায় না। কেমন তুমি বলনি যে সমস্ত আধুনিক আন্দোলনই তোমার কাছে বিষ লাগে। কারণ পুরুষালী পুরুষেরা কি করে বীরের মতো দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করে আর মেয়েলী মেয়েরা কি ভাবে স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ করে, এইসব দৃশ্য আরও কত কি তুমি নাকি সারা জীবন দেখে এসেছ। ইবসেন ক্লাবেই এইসব পৌরুষ ও নারীত্ব তুমি দেখ নাকি?

চার্টারিস। মোটেই নয়, ক্লাবের আইন কানুনে ওসব বারণ। সভ্য হতে গেলে একজন পুরুষ ও একজন মেয়ের মনোনয়ন পেতে হয়। কোনো মেয়ের বেলায় সে মেয়েলী নয় এবং পুরুষের বেলায় তার পৌরুষ নেই, মনোনয়ন যারা করে তাদের দুজনকেই একথা বলতে হয়।

ক্র্যাভেন। (একটু হেসে) ওতে চলবে না চার্টারিস। ওসব বাজে গল্প দিয়ে আমায় ভোলাতে পারবে না।

ক্যথবার্টসন। (জোরের সঙ্গে) যা বলছে তা সত্যি, আজগুবি হলেও সত্যি।

ক্র্যাভেন। (ক্রমশ রেগে উঠে) তুমি কি বলতে চাও যে আমার জুলিয়া মেয়েলী মেয়ে নয়, একথা বলবার স্পর্ধা কারুর হয়েছে?

চার্টারিস। (রহস্যময় স্বরে) শুনলে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু নিজের বিবেকের উপর এত বড় মিথ্যার ভার চাপাবার মতো লোকও খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।

জুলিয়া। (জ্বলে উঠে) বিবেকের উপর তার যদি ওইটুকুই ভার থাকে তাহলে তার অনিদ্রার কোনো কারণ নেই। কোন দিক দিয়ে আমি আর সকলের চেয়ে বেশি মেয়েলী, শুনি? আমার পিছনে ওরা সব সময় ওই সব বলে, সিলভিয়ার কাছে আমি শুনতে পাই। এই সেদিন কমিটির একজন সভ্য বলেছেন যে আমার নাকি নির্বাচিত হওয়া উচিত হয়নি—(চার্টারিসকে) তুমি আমায় লুকিয়ে চালান করে দিয়েছ আমার মুখের সামনে একবার বলুক দেখি।

ক্র্যাভেন। কিন্তু একথা যে বলেছে তার কথাই ঠিক, মনেপ্রাণে এই আমি চাই। তোমায় সে তো সবচেয়ে বড় প্রশংসা করেছে। জায়গাটা নিশ্চয়ই একেবারে নরককুণ্ড।

ক্যথবার্টসন। (জোর দিয়ে) তাই ক্র্যাভেন, তাই।

চার্টারিস। ঠিক তাই। এইজন্যই বাছাই করা লোক বাদে বাজে ভীড় ওখানে এত কম হয়। যাদের সুনাম সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে তারা ছাড়া কেউ ওখানে যেতে সাহস করে না। একবার যদি আমাদের সুনাম হয় তাহলে লণ্ডনের যেখানে যত সন্দেহজনক চরিত্রের লোক আছে, আমাদের ক্লাব তাদের নাম ধোলাই করবার ধোবীখানা হয়ে উঠবে। আমাদের ক্লাবের সভ্য হয়ে যান ক্র্যাভেন। আমি আপনার নাম প্রস্তাব করি।

ক্র্যাভেন। কি! আমার মেয়ে মেয়েলী মেয়ে নয়, একথা বলবার মতো পাষণ্ড যেখানে আছে সেখানে আমি যাব? অসুস্থ না হলে আমি তাকে লাথি মারতাম।

চার্টারিস। ছিঃ ওকথা বলবেন না, আমিই সেই লোক।

ক্র্যাভেন। তুমি! সত্যি চার্টারিস, এটা বড় বিশ্রী ব্যাপার। কি করে তুমি এমন কাজ করতে পারলে!

চার্টারিস। জুলিয়াই আমায় করিয়েছে। জানেন, ক্যথবার্টসন-এর পৌরুষ নেই বলে আমায় কথা দিতে হয়েছে। অথচ লণ্ডনে উনি পুরুষোচিত মনোভাবের প্রধান প্রতিনিধি।

ক্র্যাভেন। তাতে জো'র কোনো ক্ষতি হয়নি। কিন্তু আমার মেয়ের চরিত্র তাতে চলে গিয়েছে।

জুলিয়া। (স্তম্ভিত) বাবা!

চার্টারিস। ইবসেন ক্লাবে অন্তত নয়। বরং তার উল্টো। আর আমরা কি করতে পারি বলুন? স্ত্রী পুরুষের ক্লাব বেশির ভাগ কিসে ভেঙ্গে যায় জানেন? ঝগড়া—কেলেঙ্কারী—কোনো একজন স্ত্রীলোক তার মূলে থাকেই। ক্লাব প্রতিষ্ঠা করবার সময় একথা আমরা জানতাম। সেই সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করেছিলাম যে মূলে যারা থাকে তারা সব সময়েই মেয়েলী মেয়ে। মেয়েলী মেয়ে যারা নয়, কাজ কোরে যারা জীবিকা অর্জন করে ও নিজেরাই

নিজেদের সামলাতে পারে, তাদের দ্বারা কোনো গণ্ডগোল হয় না। তাই আমরা এই শুধু ঠিক করেছিলাম যে মেয়েলী মেয়েকে নেওয়া হবে না। সেরকম কেউ যদি লুকিয়ে চালান হয়ে যায় তাহলে তাকে মেয়েলীপনা না করার জন্য সাবধান থাকতে হবে। আমাদের বেশ ভালোভাবেই চলে যাচ্ছে। (উঠে দাঁড়িয়ে) কাল ওখানে দুপুরে খেতে আসুন না, জায়গাটাও দেখবেন।

ক্যথবার্টসন। (উঠে দাঁড়িয়ে) না, কাল ও আমার সঙ্গে খাবে। তুমিও আসতে পার।

চার্টারিস। কখন?

ক্যথবার্টসন। বারোটার পর যখন হোক। (ক্র্যাভেনকে) ৯০ নং কর্ক স্ট্রীট। ব্যর্লিংটন আরকেড-এর অপর প্রান্তে।

ক্র্যাভেন। (শার্টের কাফ্-এর উপর লিখে নিয়ে) ৯০ই বললে, না? বারোটার পর। (হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে) হ্যাঁ, ভালো কথা, আমার জন্য বিশেষ কিছুর ফরমাস দিও না। এ্যাপোলিনারিস ছাড়া অন্য কিছু পান করা আমার বারণ। মাংসও নয়। শুধু মাঝে মাঝে এক টুকরো মাছ। সামান্য কটা দিন বাঁচব তাও স্ফূর্তি করে নয়। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) যাকগে। চল জুলিয়া, আমাদের যাবার সময় হয়েছে। (জুলিয়া উঠে দাঁড়াল)।

ক্যথবার্টসন। কিন্তু গ্রেস গেল কোথায়? আমায় একবার গিয়ে দেখতে হচ্ছে। (দরজার দিকে এগুলেন)।

জুলিয়া। (বাধা দিয়ে) না না, তাঁকে বিরক্ত করবার কোনো দরকার নেই মিঃ ক্যথবার্টসন। তিনি বড় ক্লান্ত।

ক্যথবার্টসন। শুধু একবারটি এসে আপনাদের বিদায় দিয়ে যাক। (জুলিয়া ও চার্টারিস পরস্পরের দিকে সন্ত্রস্ত ভাবে তাকায়। ক্যথবার্টসন বুঝতে পারেন যে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে)।

চার্টারিস। আমাদের সব খুলে বলতে হবে বুঝতে পারছি।

ক্যথবার্টসন। ব্যাপারটা কি?

চার্টারিস। ব্যাপারটা হল এই যে—সকলের সুখ সুবিধার দিকে মিসেস ট্র্যানফিল্ড-এর কিরকম সজাগ দৃষ্টি তা জানেন তো—তাঁর হঠাৎ ধারণা

হয়েছে যে আমি—মানে আমিই বিশেষ করে মিস ক্র্যাভেন-এর সঙ্গে, একলা একটু কথা বলতে চাই। তাই ক্লান্ত হয়েছেন বলে তিনি শুতে গেছেন।

ক্র্যাভেন। (আহত ও স্তম্ভিত) একি কথা!

ক্যথবার্টসন। ও, এই ব্যাপার? তাহলে সব ঠিক আছে। এত সকাল সকাল সে কখনও শুতে যায় না। আমি তাকে এখুনি নিয়ে আসছি। (দ্বিধা-হীনভাবে তিনি বেরিয়ে যান, চার্টারিস ভীত স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে)।

জুলিয়া। তুমিই সর্বনাশটি করলে। (টুপি ও শালটা টেবিলের উপর থেকে টেনে নিয়ে) আমি চললাম।

ক্র্যাভেন। (সভয়ে) করছ কি জুলিয়া? মিসেস ট্র্যানফিল্ড-এর কাছে বিদায় না নিয়ে তুমি যেতে পার না। গেলে দারুণ অভদ্রতা হবে।

জুলিয়া। তোমার ইচ্ছা হয় তুমি থাক বাবা, আমি পারব না। আমি বাইরে হল্-এ অপেক্ষা করছি। (বেরিয়ে গেল)।

ক্র্যাভেন। (পিছু পিছু গিয়ে) কিন্তু আমি এ অবস্থায় বলব কি? (জুলিয়া দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাবার পর চার্টারিস-এর দিকে ফিরে ক্ষুব্ধস্বরে) এটা সত্যি বড় বিশ্রী ব্যাপার হল চার্টারিস। সকলের সামনে জুলিয়া ও তোমার কথাটা ওভাবে বলা খুব অশোভন হয়েছে।

চার্টারিস। কাল সব বুঝিয়ে বলব। আপাতত জুলিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সরে পড়াই ভালো। (দরজার দিকে এগুলো)।

ক্র্যাভেন। (বাধা দিয়ে) আরে দাঁড়াও। আমায় এভাবে ফেলে যেও না। একেবারে আহাম্মক বনে যাব যে। তুমি যদি পালাও তাহলে সত্যি রাগ করব চার্টারিস।

চার্টারিস। বেশ, তাহলে থাকছি। (পিয়ানোর একেবারে মাথায় উঠে বসে পা দোলাতে থাকে)।

ক্র্যাভেন। (পায়চারি করতে করতে) জুলিয়ার ব্যবহারে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছি, সত্যি হয়েছি। সামান্য কিছু ব্যাপারও ওর মনের মতো না হলে ও সহ্য করতে পারে না। ওর হয়ে আমায় মাপ চাইতে হবে। ওর চলে যাওয়াটা এ বাড়ির লোকেদের দস্তুরমতো অপমান করা। কে জানে ক্যথবার্টসন হয়ত ইতিমধ্যেই ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

চার্টারিস। ওঁকে নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। এ বাড়ির কর্তা মিসেস ট্র্যানফিল্ড।

ক্র্যাভেন। ও, তাই নাকি? নিজের মেয়ে যার বশে থাকে না ও সেই ধরনের লোকই বটে। হ্যাঁ, ও সব কথা ও কি বলছিল? ওই কি—'পুরুষালী পুরুষেরা কি কোরে বীরের মতো দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করে আর মেয়েলী মেয়েরা কিভাবে স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ, এই সব দৃশ্যের মধ্যে জীবন কেটেছে' ইত্যাদি ওই ধরনের কথা? ও কোনো হাসপাতালে কিছু করে বোধহয়?

চার্টারিস। হাসপাতাল না ছাই। উনি একজন নাট্য-সমালোচক। তখন আমি বললাম না যে, লণ্ডনে পুরুষোচিত মনোভাবের উনিই প্রধান প্রতিনিধি?

ক্র্যাভেন। সত্যি বলছ? আরে এযে ভাবাই যায় না। বিনা পয়সায় থিয়েটার দেখতে যাওয়া কি মজার। মাঝে মাঝে আমার জন্য কয়েকটা টিকিট যোগাড় করতে ওকে বলব। কিন্তু ওভাবে কথা বলা হাস্যকর নয়? স্টেজে যা দেখে ও তা সত্যি বলে বিশ্বাস যদি না করে তো কি বলেছি।

চার্টারিস। তা তো করেনই। তাই উনি খুব ভালো সমালোচক। তাছাড়া স্টেজের বাইরে লোককে যদি সত্যি বলে মনে করা যায় তাহলে স্টেজের উপরেই তা করব না কেন? সেখানে তবু কিছু ভদ্র শাসন থাকে। (পিয়ানো থেকে লাফিয়ে নেমে জানালার ধারে গেল। ক্যথবার্টসন ফিরে এলেন)।

ক্যথবার্টসন। (সলজ্জভাবে ক্র্যাভেনকে) গ্রেস সত্যিই শুতে গেছে। আমি মাপ চাইছি, তোমার ও মিস—(জুলিয়ার আসন শূন্য দেখে থেমে যান)।

ক্র্যাভেন। (অপ্রস্তুত ভাবে) জুলিয়ার হয়ে আমাকেই মাপ চাইতে হয় জো। সে--

চার্টারিস। (বাধা দিয়ে) সে বলল যে আমরা যদি না যাই তাহলে আপনি নিশ্চয়ই ভদ্রতার খাতিরে আমাদের বিদায় দেবার জন্য মিসেস ট্র্যানফিল্ডকে ওঠাবেন। তাই সে সোজা চলে গেছে।

ক্যথবার্টসন। এটা তার ভদ্রতা। আমি সত্যি লজ্জিত—

ক্র্যাভেন। ও কথা বলো না জো, ও কথা বলো না। জুলিয়া আমাদের জন্য নিচে অপেক্ষা করছে। গুড নাইট চার্টারিস।

চার্টারিস। **গুড নাইট।**

ক্যথবার্টসন। (ক্র্যাভেনকে এগিয়ে দিয়ে) **মিস ক্র্যাভেনকে আমার হয়ে গুড নাইট জানিও, ধন্যবাদও দিও। মনে থাকে যেন, কাল বারোটার পর।** (তারা বেরিয়ে গেল)।

চার্টারিস অত্যন্ত ক্লান্তভাবে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ক্র্যাভেন। (বাইরে থেকে) **আচ্ছা।**

ক্যথবার্টসন। (বাইরে থেকে) **সিঁড়িগুলো বেশ খাড়া, সাবধানে যেও। গুড নাইট।** (বাইরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। ক্যথবার্টসন ভিতরে ঢুকে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে কঠিন দৃষ্টিতে চার্টারিস-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন)।

চার্টারিস। **ব্যাপার কি?**

ক্যথবার্টসন। (কঠিনস্বরে) **চার্টারিস, এখানে কি হচ্ছিল আমি জানতে চাই। গ্রেস শুতে যায়নি। তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, কথাও বলেছি। ব্যাপারটা কি নিয়ে?**

চার্টারিস। **আপনার থিয়েটারের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝে নিন না। সব গণ্ডগোলের মূলে এখানেও একজন পুরুষ।**

ক্যথবার্টসন। (সামনে এগিয়ে এসে) **আমার সঙ্গে ভাঁড়ামি কোরো না। ওতে মজা পাবার মতো ছেলেমানুষ আমি নই। সত্যি করে বল ব্যাপার কি?**

চার্টারিস। **সত্যি করে বলছি ব্যাপার হলাম আমি। জুলিয়া আমায় বিয়ে করতে চায়, আমি বিয়ে করতে চাই গ্রেসকে। আমি এখানে গ্রেস-এর কাছে এসেছিলাম। হঠাৎ জুলিয়ার প্রবেশ। দারুণ গণ্ডগোল। গ্রেস-এর প্রস্থান। আপনার ও ক্র্যাভেন-এর প্রবেশ। ছল ও ছুতো। ক্র্যাভেন ও জুলিয়ার প্রস্থান। তারপর এই আমরা দুজন। সমস্ত গল্পটা হল এই। এই জেনেই ঘুমোন গে যান, গুড নাইট।** (চলে গেল)।

ক্যথবার্টসন। (অবাক হয়ে সে দিকে চেয়ে) **দেখ দেখি কি—**

পরের দিন দুপুরবেলা। ইবসেন ক্লাবের লাইব্রেরী। লম্বা ঘর, দুদিকেই মাঝামাঝি জায়গায় কাঁচের দরজা। এক দরজা দিয়ে খাবার ঘরে ও আর এক দরজা দিয়ে প্রধান সিঁড়ির দিকে যাওয়া যায়। মাঝখানের একেবারে শেষপ্রান্তে ইবসেন-এর একটি আবক্ষ প্রস্তরমূর্তি। তাঁর নাটকগুলির নাম নক্সার মতো করে খোদাই করা। চতুর্দিকে সোফা সেটি ডিভান সাজানো। দেয়ালগুলি বইয়ে ঠাসা। লাইব্রেরী ঘরের ঠিক মাঝামাঝি একটা ঘুরন্ত বুককেস, তার পাশে একটা আরাম কেদারা। ডানদিকে দরজা ও পিছনের দেয়ালের মাঝামাঝি একটা হাল্কা বই পাড়বার সিঁড়ি আছে। নানা দিকে 'গোল করবেন না' বলে প্ল্যাকার্ড আঁটা।

ক্যাথবার্টসন একটা আরাম কেদারায় বসে একটা পত্রিকা পড়ছেন। ইবসেন-এর মূর্তির ডানধারে ডাঃ প্যারামোর্ একটা চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত পত্রিকা পড়ছেন। বয়স বড় জোর চল্লিশ। কপালে টাক পড়তে শুরু করেছে। সাজ পোশাক হালফ্যাশানের ডাক্তারদেরই মতো, ব্যবহারও তাই। খুব সুখী বা সরল লোক মোটেই নন, কিন্তু জ্ঞানত অসুখী বা কপট বলা যায় না।

সিলভিয়া ক্র্যাভেন ইবসেন-এর মূর্তির কাছে বসে ইবসেন-এর একটা বই পড়ছে। সিলভিয়ার বয়স প্রায় আঠারো, ছোট খাট সুশ্রী মেয়েটি।

বাইরের ডানদিক থেকে একজন ছোকরা চাকর ডাঃ প্যারামোর-এর নাম ডাকতে ডাকতে ঢুকল। তার হাতে একটা রেকাবির উপরে একটা কার্ড।

ছোকরা চাকর। ডাঃ প্যারামোর, ডাঃ প্যারামোর!

প্যারামোর। (উঠে বসে) **এই যে।** (চাকরের কাছ থেকে কার্ডটি নিয়ে দেখল) **ঠিক আছে, আমি তার কাছে যাচ্ছি।** (চাকর চলে গেল, প্যারামোর টেবিলের উপর কাগজটা রেখে উঠে এল) **গুড মর্ণিং মিঃ ক্যাথবার্টসন। মিসেস ট্র্যানফিল্ড ভালো আছেন আশা করি?**

সিলভিয়া। (বিরক্তির সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে) **চু—প।**

প্যারামোর অবাক হয়ে ফিরে তাকাল। ক্যথবার্টসনও উঠে দাঁড়িয়ে দেখলেন কার এই স্পর্ধা।

প্যারামোর। (কঠিনভাবে সিলভিয়াকে) মাপ করবেন মিস ক্র্যাভেন, আপনাকে বিরক্ত করবার ইচ্ছা আমার ছিল না।

সিলভিয়া। আপনি যত খুশি কথা বলতে পারেন, শুধু আর যারা এখানে আছে তাদের কোনো আপত্তি আছে কি না আগে যদি জিজ্ঞাসা করে নেন। আমি মহিলা সদস্য বলে আমাকে গ্রাহ্য করার দরকার নেই, আপনার এই ধারণাটুকুর বিরুদ্ধেই আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আর কিছু আমার বলবার নেই। এখন কথা বলে যেতে পারেন। আমার তাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না। (আবার মুখ ফিরিয়ে বসে ইবসেন পড়তে লাগল)।

ক্যথবার্টসন। (ভারিক্কি চালে জোর দিয়ে) আমাদের সামান্য একটু আলাপ করায় কোনো ভদ্রলোক অন্তত আপত্তি করত না। (সিলভিয়া যেন শুনতেই পেল না। ক্যথবার্টসন আবার ক্রুদ্ধভাবে বললেন) আমি বরং ডাঃ প্যারামোরকে বলতে যাচ্ছিলাম যে তিনি যদি তাঁর অতিথিকে এখানে আনতে চান আমার কোনো আপত্তি নেই। কি স্পর্ধা! (হাতের কাগজটা চেয়ারের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন)।

প্যারামোর। অনেক ধন্যবাদ। একজন যন্ত্রের মিস্ত্রী দেখা করতে এসেছে।

ক্যথবার্টসন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন কিছু আবিষ্কার করলেন নাকি, ডাক্তার?

প্যারামোর। জিজ্ঞাসা যখন করলেন তখন বলি, মনে হচ্ছে একটা মূল্যবান আবিষ্কারই করেছি। গিনিপিগ-এর লিভারে এমন একটা সূক্ষ্ম নালী আবিষ্কার করেছি যা এতদিন কারুর নজরে পড়েনি। মিস ক্র্যাভেন-এর বাবার অসুখে এ আবিষ্কার থেকে বেশ কিছু হদিস পাওয়া যেতে পারে। এ কথাটা বললাম বলে মিস ক্র্যাভেন যেন মাপ করেন। অবশ্য নালীটার কাজ কি সেটা আগে জানা দরকার।

ক্যথবার্টসন। (বিজ্ঞানের সম্মুখীন হয়েছেন অনুভব করে শ্রদ্ধাভরে) বটে? কি করে তা করবেন?

প্যারামোর। ও সে খুব সহজ। শুধু নালীটা কেটে দিয়ে দেখব গিনি-

পিগ-এর কি হয়। (ঘৃণা ও বিরক্তির সঙ্গে সিলভিয়া উঠে দাঁড়াল) এই নালী কাটবার জন্য বিশেষভাবে তৈরি ছুরির আমার দরকার। নিচে যে লোকটি অপেক্ষা করছে সে আমায় দেখাবার জন্য কয়েকটা হাতল এনেছে। আমি দেখে দিলে ছুরিতে লাগিয়ে ল্যাবরেটরীতে পাঠিয়ে দেবে। এখানে সে সব যন্ত্র আনা বোধহয় ঠিক উচিত হবে না।

সিলভিয়া। সে চেষ্টা যদি করেন, ডাঃ প্যারামোর, তাহলে আমি কমিটির কাছে আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করব। বেশির ভাগ সভ্যই জীবন্ত পশুদেহে অস্ত্রোপচারের বিরোধী। আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত। (সে রেগে সিঁড়ির দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল)।

প্যারামোর। (অবজ্ঞামিশ্রিত ধৈর্যের সুরে) আজকাল আমাদের বৈজ্ঞানিকদের এই ধরনের জিনিস সহ্য করতে হয় মিঃ কাথবার্টসন। অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ভাবালুতা—সবই এক। সমস্ত মনুষ্যজাতির স্বাস্থ্য ও জীবনের চাইতে একটা গিনিপিগ-এর সুবিধা অসুবিধা বড় করে দেখা হয়।

ক্যথবার্টসন। (জোরের সঙ্গে) অজ্ঞতাও নয় কুসংস্কারও নয়, একেবারে নিছক ইবসেন-বাদ। বুঝেছ প্যারামোর? সকাল থেকে আমি ওই আগুনের কাছে আরাম করে বসতে চেয়েছি, কিন্তু ওই মেয়েটি ওখানে থাকার দরুন একবারও সুবিধা পাইনি। ওখানে গিয়ে হঠাৎ বসে পড়তেও পারি না, মেয়েটি কি ভাববে কে জানে। মেয়েরা ক্লাবে থাকার একটি মজা হল এই। তাদের সবাই এখানে ঢুকে আগুনের ধারে বসে ওই মূর্তিটি ধ্যান করতে চায়। এক এক সময় ইচ্ছা হয় কয়লা দেবার ওই লোহার হাতলটা দিয়ে মূর্তিটার নাকটা উড়িয়ে দিই। ছোঃ—

প্যারামোর। ছোট বোনের চেয়ে বড় মিস ক্র্যাভেনকে আমার বেশি পছন্দ এটা না বলে পারছি না।

ক্যথবার্টসন। ও জুলিয়া! ঠিকই বলেছেন। পুরোপুরি খাসা চমৎকার মেয়ে। কোনো ইবসেন-বাদের বালাই নেই।

প্যারামোর। আপনার সঙ্গে এবিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত মিঃ ক্যথ-বার্টসন। হ্যাঁ—কি বলে—মিস ক্র্যাভেন চার্টারিস-এর প্রতি কোনোরকম অনুরক্ত বলে আপনার মনে হয়?

ক্যথবার্টসন। কি, ওই ছোকরা! মোটেই না। চার্টারিস ওর পিছনে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তার উপযুক্ত পুরুষ ও মোটেই নয়। ও ধরনের মেয়ের সেই পুরুষ পছন্দ যার পৌরুষ আছে, যে সবল, যার গলা ভারি, বুক চওড়া।

প্যারামোর। (উদ্বিগ্নভাবে) হুম্, আপনার মতে খেলাধুলো, ব্যায়াম করা গোছের লোক?

ক্যথবার্টসন। আরে না না। বৈজ্ঞানিক, হয়ত আপনারই মতো। আমি যা বলছি বুঝেছেন বোধহয়—পুরুষ। (বুকে সশব্দে আঘাত করলেন)।

প্যারামোর। তা তো বটেই। কিন্তু চার্টারিসও তো পুরুষ।

ক্যথবার্টসন। দূর আমি যা বলছি আপনি বুঝতেই পারছেন না। (ছোকরা চাকর রেকাবিতে করে আবার কার্ড নিয়ে এল)।

ছোকরা চাকর। (একঘেয়ে সুরে) মিঃ ক্যথবার্টসন, মিঃ ক্যথবার্টসন—

ক্যথবার্টসন। এই যে এখানে। (কার্ডটা তুলে নিয়ে দেখে) ভদ্রলোককে এখানে নিয়ে এস। (ছোকরা চাকর চলে গেল) ক্র্যাভেন এসেছে। আজ আমার ও চার্টারিস-এর সঙ্গে ওর লাঞ্চ খাবার নেমন্তন্ন। যন্ত্রের মিস্ত্রীর সঙ্গে কাজ শেষ করে আর কিছু করবার না থাকলে আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। জুলিয়া এলে আমি তাকেও বলব।

প্যারামোর। (অত্যন্ত খুশি হয়ে) আমি অত্যন্ত খুশি হব, ধন্যবাদ। (সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে ক্র্যাভেন-এর সঙ্গে তার দেখা হয়) গুড মর্ণিং কর্ণেল ক্র্যাভেন।

ক্র্যাভেন। গুড মর্ণিং। আমি ক্যথবার্টসনকে খুঁজছি।

প্যারামোর। ওই তো তিনি। (বেরিয়ে গেল)।

ক্যথবার্টসন। যাক্ তুমি এসেছ, খুব খুশি হলাম। এখন ধূমপানের ঘরে যাবে, না, এইখানে বসে চার্টারিস না আসা পর্যন্ত গল্পগুজব করব? লোক-জনের সঙ্গ যদি চাও তাহলে ধূমপানের ঘরে যাওয়াই ভালো। সেখানে সব সময়ই মেয়েদের ভীড়। এখানে লাইব্রেরীতে তিনটে পর্যন্ত আমরা বেশ নিরিবিলিতে থাকতে পারব।

ক্র্যাভেন। মেয়েদের ধূমপান আমি মোটে দেখতে পারি না। আমি এখানেই আরাম করে বসছি। (আরাম কেদারায় বসলেন)।

ক্যথবার্টসন। (তার বাঁ পাশের ছোট চেয়ারে বসে) মেয়েদের ধূমপান আমিও পছন্দ করি না। এ ক্লাবের কোনো ঘরে শান্তিতে একটু পাইপ টানতে বসবার জো নেই। কেউ না কেউ মেয়ে এসে ঢুকে সিগারেট পাকাতে শুরু করবে। মেয়েদের পক্ষে বড় বিদঘুটে স্বভাব, মোটেই তাদের মানায় না।

ক্র্যাভেন। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) হায় জো, বহুকাল আগে দুজনেই আমরা যখন মলি এবডেন-এর অনুগ্রহপ্রার্থী ছিলাম, তখনকার সময় অনেক বদলে গেছে। আমার হার আমি ভালোভাবেই নিয়েছিলাম, কেমন নিইনি?

ক্যথবার্টসন। তা নিয়েছিলে ড্যান। সত্যি বলছি তোমার কথা মনে করেই আমার আচরণ আমি অনেক সংযত করতে পেরেছি।

ক্র্যাভেন। হ্যাঁ, ঘর, সংসার গৃহস্থালী, এই তো বরাবর তোমার আদর্শ ছিল—খাঁটি ইংরেজ স্ত্রী, আগুনের ধারে সুস্থ মধুর বিশ্রাম। স্ত্রী হিসাবে মলি কিরকম হয়েছিল?

ক্যথবার্টসন। (মলির প্রতি ন্যায়বিচার করবার চেষ্টায়) তা, মন্দ নয়। আরও খারাপও হতে পারত। ব্যাপার কি জান? তার আত্মীয় স্বজনদের আমি একেবারে সহ্য করতে পারতাম না। পুরুষগুলো সব পাজির বেহদ্দ। আমার মার সঙ্গেও তার বনল না। তাছাড়া শহর তার দু'চক্ষের বিষ, আর কাজের জন্য মফস্বলে থাকা আমার অসম্ভব। তা সত্ত্বেও আর সবাইকার মতো আমরা এক-রকম মানিয়ে নিয়েছিলাম, ছাড়াছাড়ি না হওয়া পর্যন্ত।

ক্র্যাভেন। (চমকে) ছাড়াছাড়ি! (অত্যন্ত মজা পেয়ে) ঘরসংসারের আদর্শের তাহলে ওই পরিণাম!

ক্যথবার্টসন। (ঈষৎ উত্তেজিত) সে তো আমার দোষ নয়। (উচ্ছ্বসিত-ভাবে) তাকে কি ভালো আমি বাসতাম পৃথিবী একদিন তা জানতে পারবে। কিন্তু সত্যকার অনুরাগের দাম বোঝবার ক্ষমতা তার ছিল না। জান, সে প্রায় বলত যে আমার বদলে তোমায় বিয়ে করলেই সে সুখী হত।

ক্র্যাভেন। বল কি! বল কি! যাক যা হয়েছে তাই বোধহয় ভালো। আমার বিয়ের কথা শুনেছ বোধহয়?

ক্যথবার্টসন। আমরা সবাই শুনেছি।

ক্র্যাভেন। আমার বোধহয় সব খুলে বলাই ভালো। সবাই তা জানত। আমি টাকার জন্য বিয়ে করেছিলাম।

ক্যাথবার্টসন। (উৎসাহ দিয়ে) করবে নাই বা কেন ড্যান, কেন করবে না? টাকা ছাড়া আমাদের চলে না এটা তো ঠিক?

ক্র্যাভেন। (আন্তরিক আবেগের সঙ্গে) ধীরে ধীরে আমি তাকে অত্যন্ত ভালোবেসেছিলাম জো। সে মারা যাবার আগে পর্যন্ত সত্যিকারের সংসারও আমার হয়েছিল। এখন সবই বদলে গেছে। জুলিয়া সব সময় এখানেই থাকে। সিলভিয়ার স্বভাব একটু অন্যরকম, তবু সেও সব সময় এখানেই থাকে।

ক্যাথবার্টসন। (সহানুভূতির সঙ্গে) বুঝেছি। গ্রেস-এর বেলায়ও তাই, সেও এখানেই থাকে।

ক্র্যাভেন। এখন ওরা চায় যে আমিও সব সময় এখানেই থাকি। ক্লাবে যোগ দেবার জন্য ওরা রোজ আমায় পেড়াপিড়ি করছে। আমার গজগজানি থামাবার জন্যই বোধহয়। সে বিষয়েই তোমার পরামর্শ নিতে চাই। তুমি কি বল, আমার যোগ দেওয়া উচিত?

ক্যাথবার্টসন। বিবেকের দিক থেকে যদি তোমার কোনো আপত্তি না থাকে—

ক্র্যাভেন। নীতির দিক থেকে এই ক্লাব থাকার বিরুদ্ধেই আমার আপত্তি। কিন্তু তাতে লাভ কি? আমার আপত্তি সত্ত্বেও এটা আছে। সুতরাং ভালো যদি কিছু এর থাকে তার সুবিধা ভোগ করাই আমার পক্ষে সুবুদ্ধির কাজ।

ক্যাথবার্টসন। (সান্ত্বনা দিয়ে) এই হল বুদ্ধিমানের মতো কথা। আসল ব্যাপার কি জান? যতটা মনে করছ ততটা অসুবিধার জায়গা এটা নয়। ঘরে যখন থাকবে ঘরটা আরও বেশি করে নিজের মতো হবে। আর বাড়ির লোকেদের সঙ্গ যদি চাও ক্লাবে তাদের সঙ্গে খেতে পার।

ক্র্যাভেন। (খুব আকৃষ্ট না হয়ে) সত্যি।

ক্যাথবার্টসন। তাছাড়া তাদের সঙ্গে খেতে যদি না চাও নাই খেলে।

ক্র্যাভেন। ঠিক বলেছ। কিন্তু এখানে কেমন একটু বেচাল দেখা যায় না?

ক্যাথবার্টসন। না, ঠিক বেচাল নয়। অবশ্য ক্লাবের সাধারণ চালচলন একটু নিচু গোছের। কারণ মেয়েরা সিগারেট খায় আর নিজেরাই রোজগার করে ইত্যাদি। কিন্তু সত্যিকার আপত্তি করবার মতো কিছু নেই। আর সুবিধা অনেক আছে।

চার্টারিস ভিতরে এসে তাদের খুঁজছে দেখা গেল।

ক্র্যাভেন। (উঠে দাঁড়িয়ে) জান, শুধু ব্যাপারটা কি জানবার জন্য আমার যোগ দিতে ইচ্ছা করছে।

চার্টারিস। (দুজনের মাঝখানে এসে) সত্যি যোগ দিন। আশা করি বেশি তাড়াতাড়ি এসে আপনাদের গল্পগুজবে বাধা দিইনি।

ক্র্যাভেন। মোটেই না। (আন্তরিক উৎসাহের সঙ্গে করমর্দন করল)।

চার্টারিস। আমি এতটা আগে আসতে চাইনি, তবে ক্যাথবার্টসন-এর সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।

ক্র্যাভেন। গোপন?

চার্টারিস। তেমন কিছু নয়। (ক্যাথবার্টসনকে) কাল যে কথা বলছিলাম তাই আর কি।

ক্যাথবার্টসন। তাহলে চার্টারিস সেটা তো গোপন বলেই আমি মনে করি, অন্তত গোপন হওয়াই উচিত।

ক্র্যাভেন। (টেবিলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে) আমি একবার 'টাইমস্' কাগজটা উল্টে দেখি।

চার্টারিস। (তাকে বাধা দিয়ে) না না, এটা গোপন কিছুই নয়। ক্লাবের সবাই এটা আন্দাজ করেছে। (ক্যাথবার্টসনকে) গ্রেস কি কখনো আপনাকে বলেছে যে সে আমায় বিয়ে করতে চায়?

ক্যাথবার্টসন। (প্রবল আপত্তির সঙ্গে) সে বলেছে যে তুমি তাকে বিয়ে করতে চাও।

চার্টারিস। হ্যাঁ, তবে আমি কি চাই, তার চেয়ে, গ্রেস কি চায় সেইটাই আপনার কাছে নিশ্চয়ই বড়।

ক্র্যাভেন। (বিস্মিত ও আহত) মাপ করো চার্টারিস, এটা তো গোপন। আমি চলে যাচ্ছি। (আবার টেবিলের দিকে এগুলেন)।

চার্টারিস। দাঁড়ান। এ ব্যাপারে আপনিও সংশ্লিষ্ট। জুলিয়াও আমাকে বিয়ে করতে চায়।

ক্র্যাভেন। (অত্যন্ত বিরক্তি ও আপত্তির সঙ্গে) নাঃ, এ একেবারে সব সীমার বাইরে।

চার্টারিস। কথাটা সত্যি, বিশ্বাস করুন। কাল আমরা দুজন যে ওখানে ছিলাম আর মিসেস ট্র্যানফিল্ড যে আমাদের সঙ্গে ছিলেন না, এটা আপনার একটু অদ্ভুত মনে হয়নি?

ক্র্যাভেন। তা হয়েছিল। কিন্তু তুমি তো তার কৈফিয়ৎও দিয়েছিলে। তবে সত্যি কথা বলতে কি, জুলিয়ার সামনে ওই সব কথা বলা অত্যন্ত বিশ্রী শুনিয়েছিল।

চার্টারিস। যেতে দিন। কথাগুলো চমৎকার, মধুর, শাঁসালো মিথ্যে।

ক্র্যাভেন ও ক্যাথবার্টসন। মিথ্যে!

চার্টারিস। তখন বুঝতে পারেননি?

ক্র্যাভেন। মোটেই না। তুমি বুঝেছিলে জো?

ক্যাথবার্টসন। তখন পারিনি।

ক্র্যাভেন। তবু আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না চার্টারিস। একথা বলতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে জুলিয়াও উপস্থিত ছিল এবং তোমার কথার প্রতিবাদ করেনি।

চার্টারিস। সে করতে চায়নি।

ক্র্যাভেন। তুমি কি বলতে চাও যে আমার মেয়ে আমায় ভুল বুঝিয়েছে?

চার্টারিস। আমার খাতিরেই তাকে তা করতে হয়েছে।

ক্র্যাভেন। (অত্যন্ত গম্ভীরভাবে) দেখ চার্টারিস, দুই বাপের মাঝখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ সে খেয়াল কি তোমার আছে?

ক্যাথবার্টসন। ঠিক বলেছ ড্যান। আমার দিক থেকেও এই প্রশ্ন আমি করতে চাই।

চার্টারিস। দেখুন, দুই মেয়ের মধ্যে এতকাল দাঁড়িয়ে থেকে আমি এখনো চোখে একটু ধোঁয়া দেখছি। তবু অবস্থাটা আমি খানিকটা বোধহয় বুঝেছি। (ক্যাথবার্টসন রাগে বিরক্তিতে ছিটকে দূরে সরে গেলেন)।

ক্র্যাভেন। তাহলে এইটুকু বলতে পারি চার্টারিস, যে তোমার ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ। (চটে দূরে সরে গিয়ে আবার হঠাৎ ক্রুদ্ধভাবে চার্টারিস-এর কাছে এগিয়ে এসে) কোন সাহসে তুমি বল যে আমার মেয়ে তোমায় বিয়ে করতে চায়? তুমি এমনকি কেউকেটা যে তার এরকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা হবে?

চার্টারিস। ঠিক বলেছেন। তার পক্ষে এর চেয়ে খারাপ পছন্দ আর হতে পারে না। কিন্তু সে কোনো সুযুক্তি শুনবে না। বিশ্বাস করুন ক্র্যাভেন, পঞ্চাশজন বাপে যা না বলতে পারত আমি সব তাকে বলেছি। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। সে আমায় ছাড়বে না। আমার কথাই যখন সে শোনে না তখন আপনার কথা শোনবার কোনো আশা আছে কি?

ক্র্যাভেন। (ক্রুদ্ধ ও বিমূঢ়) এরকম কথা কখনো শুনেছ ক্যথবার্টসন!

চার্টারিস। আচ্ছা মুশকিল! শুনুন, দুই সেকেলে বুড়ো বাপের মতো ছেলেমানুষী করবেন না। এটা দস্তুরমতো গুরুতর ব্যাপার। এই চিঠিগুলো দেখুন। (একটা চিঠি ও একটা পোস্টকার্ড পকেট থেকে বার করল। পোস্টকার্ডটা দেখিয়ে) এটা গ্রেস-এর লেখা—হ্যাঁ, ভালো কথা ক্যথবার্টসন, গ্রেসকে পোস্টকার্ডে চিঠি লিখতে যদি বারণ করেন তো বড় ভালো হয়। নীল রঙের দরুন ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি থেকে জুলিয়া সহজেই ওগুলো কুড়িয়ে জুড়ে ফেলতে পারে। এখন চিঠিটা শুনুন—'প্রিয় লিওনার্ড কালকে রাত্রে যে কুৎসিত ব্যাপার ঘটেছে ভবিষ্যতে কোনো কারণেই সেরকম ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত থাকতে আমি প্রস্তুত নই। তুমি বরং জুলিয়ার কাছে ফিরে গিয়ে আমায় ভুলে যাও। ইতি গ্রেস ট্র্যানফিল্ড।'

ক্যথবার্টসন। ও চিঠির প্রত্যেকটি কথায় আমার সায় আছে।

চার্টারিস। (ক্র্যাভেন-এর দিকে ফিরে) এইবার জুলিয়ার চিঠি শুনুন—(ক্র্যাভেন চার্টারিস-এর কাছ থেকে মুখ লুকোবার জন্য ফিরে দাঁড়িয়ে, কি শুনতে হবে সেই আশঙ্কায় শক্ত করে একটা চেয়ার ধরেন) 'প্রিয় আমার, ওই জঘন্য স্ত্রীলোকটা তোমার হৃদয়ে আমার জায়গা দখল করেছে, একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না। আমাদের প্রথম পরিচয়ের পর তুমি আমায় যে সব চিঠি লিখেছিলে তার কয়েকটা আমি তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। সেগুলো তুমি পড়ো, এই আমার অনুরোধ। কি মনোভাব নিয়ে

তুমি ওগুলো লিখেছিলে তাহলে তোমার মনে পড়বে। আমার প্রতি উদাসীন হবে, এতখানি বদলে যেতে তুমি পার না। দুদিনের জন্য যে-ই তোমার চোখে নেশা ধরিয়ে থাক, তোমার হৃদয় থেকে আমার আসন কোনোদিন যাবার নয়'—এই রকম আরও অনেক কিছু। 'ইতি একান্ত তোমারই জুলিয়া'—(ক্র্যাভেন একটা চেয়ারে বসে পড়ে হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন) এসব কথা সত্যিই প্রাণ থেকে নিশ্চয় লেখেনি, কি বলেন? এই ধরনের চিঠি দিনে সে তিনবার আমায় লেখে। (ক্যথবার্টসনকে) মুশকিল এই যে গ্রেস একেবারে প্রাণ থেকেই লিখেছে। (গ্রেস-এর চিঠিটা তুলে ধরে) আবার সেই নীল পোস্টকার্ড। এবারে আর ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলছি না। (আগুনের কাছে গিয়ে চিঠিগুলো তার ভিতর ফেলে দিল)।

ক্যথবার্টসন। (চার্টারিস চিঠি ফেলে ফিরে আসার সময় বুকের উপর দুহাত মুড়ে তার সম্মুখীন হয়ে) একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি মিঃ চার্টারিস, এই কি আপনাদের আধুনিক রসিকতা?

চার্টারিস। (নিজের ব্যাপার নিয়েই এমন ব্যতিব্যস্ত যে অন্যের উপর কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা বুঝতে অক্ষম) কি বাজে বকছেন! আমার এই অবস্থাটা আপনার কাছে ঠাট্টার ব্যাপার মনে হচ্ছে? আধুনিক রসিকতা, আধুনিক নারী, আধুনিক হেন, আধুনিক তেন ইত্যাদিতে আপনাদের মাথা এমন ভর্তি যে বুদ্ধিশুদ্ধি আপনাদের লোপ পেয়েছে।

ক্যথবার্টসন। ওই বৃদ্ধ লোকটির কথা একবার ভেবেছ? দেশের সেবায় উনি চুল পাকিয়েছেন, আর ওঁরই জীবনের শেষ কটা দিন তুমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একেবারে ছারখার করে দিচ্ছ।

চার্টারিস। (সবিস্ময়ে ক্র্যাভেনের দিকে তাকাল। মুখ দেখে তাঁর মানসিক বেদনা বুঝতে পেরে সত্যিই ব্যাকুল হয়ে উঠল) আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমার কথায় কিছু মনে করবেন না ক্র্যাভেন। (ক্র্যাভেন মাথা নাড়ল) সত্যি বলছি, ওসব কথার কোনো মানে হয় না। এরকম ব্যাপার আমার প্রায়ই ঘটে।

ক্যথবার্টসন। একটিমাত্র অজুহাত তোমার আছে। তুমি কি কর তা তুমি নিজেই ভালো করে জান না। প্রগতিবাদীদের সবাইকার মতো তুমিও স্নায়ুর বিকারে ভুগছ।

চার্টারিস। (সভয়ে) **হায় ভগবান! সে আবার কি?**

ক্যথবার্টসন। ব্যাখ্যা করতে আমি রাজী নই। তুমি আমার চেয়ে কিছু কম বোঝ না। আমি নিচে লাঞ্চের অর্ডার দিতে যাচ্ছি। তিনজনের জন্য আমি অর্ডার দেব এবং তৃতীয় ব্যক্তি তুমি নও, ডাঃ প্যারামোর। তাঁকে আমি নেমন্তন্ন করেছি। (দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন)।

চার্টারিস। (ক্র্যাভেন-এর কাঁধে হাত রেখে) **আপনার পরামর্শ আমি চাই। এরকম বিপদে আপনিও বোধহয় এক সময় পড়েছেন।**

ক্র্যাভেন। চার্টারিস, কোনো পুরুষ নিজে আগে থাকতে প্রেম নিবেদন না করলে কোনো মেয়ে তাকে এরকম চিঠি লিখতে পারে না।

চার্টারিস। (দুঃখের সঙ্গে) **পৃথিবীর আপনি কতটুকুই বা জানেন কর্ণেল! নতুন যুগের মেয়েরা সেরকম নয়।**

ক্র্যাভেন। আমি তোমায় অত্যন্ত সেকেলে পরামর্শই দিতে পারি। সেটা হল এই যে, নতুন কোনো মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বার আগে সাবেকি মেয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করাই ভালো। তুমি আমায় এসব কথা না বললেই পারতে। আমার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করা তোমার উচিত ছিল। তার আর বেশি দেরি নেই। (তাঁর মাথা নুয়ে পড়ল)।

জুলিয়া আর প্যারামোর সিঁড়ির দিকের দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর এল। জুলিয়া চার্টারিসকে দেখেই উত্তেজিত ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্র্যাভেনকে অসুস্থ দেখে প্যারামোর ডাক্তারি দরদ দেখিয়ে তার কাছে এগিয়ে এল।

চার্টারিস। (জুলিয়াকে দেখে) **হায় ভগবান!** (ঘুরন্ত বুককেসটার পাশ দিয়ে পালানার চেষ্টা করল)।

প্যারামোর। (গভীর সহানুভূতির সঙ্গে নাড়ী দেখবার জন্য ক্র্যাভেন এর হাতটা তুলে নিয়ে) **দেখি হাতটা।**

ক্র্যাভেন। (মুখ তুলে চেয়ে) **এ্যাঁ?** (হাতটা টেনে নিয়ে একটু বিরক্ত হয়েই উঠে দাঁড়ালেন) **না প্যারামোর, এ আর আমার লিভার নয়, ঘরোয়া ব্যাপার।**

জুলিয়া ও চার্টারিস-এর মধ্যে একটা লুকোচুরি শুরু হয়। আর সকলের কাছে তাদের উদ্দেশ্যটা গোপন রাখতে হয় বলেই তার উত্তেজনার পরিমাণ বেড়ে যায়। চার্টারিস প্রথমে সিঁড়ির দরজার দিকে এগোয়। জুলিয়া সেদিকে

গিয়ে তার পথ আটকায়। ফিরে অন্য দরজা দিয়ে যাবার চেষ্টায় চার্টারিস-এর ধাক্কা লেগে বুককেসটা ঘুরতে থাকে। জুলিয়া চার্টারিস-এর পিছু নেয়। ক্যথবার্টসন হঠাৎ ফিরে আসায় চার্টারিস এবার পালাতে গিয়ে বাধা পায়। ফিরে তাকিয়ে জুলিয়াকে একেবারে কাছাকাছি দেখতে পেয়ে চার্টারিস নিরুপায় হয়ে ইবসেন-এর মূর্তির দিকে এগিয়ে যায়।

ক্যথবার্টসন। **গুড মর্ণিং মিস ক্র্যাভেন।** (করমর্দন করে) **আজ আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খাবে? প্যারামোরও আসছে।**

জুলিয়া। **ধন্যবাদ। খুশি হলাম।** (লক্ষ্যহীনভাবে ঘোরার ভান করে সে ইবসেন-এর মূর্তির দিকে এগোয়। চার্টারিস প্রায় ধরা পড়ে আর কি! পালাতে গিয়ে অগ্নিকুণ্ডের কটা ঝাঁঝরি সশব্দে সে ফেলে দেয়)।

ক্র্যাভেন। (ঘুরন্ত বুককেসটা তিনি ইতিমধ্যে গিয়ে থামিয়েছেন) **ওখানে কি করছ কি, চার্টারিস?**

চার্টারিস। **কিচ্ছু না, ঘুরটায় চলাফেরায় এমন অসুবিধা!**

জুলিয়া। (প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সঙ্গে) **হ্যাঁ, তাই না?** (সিঁড়ির দিকের দরজাটা সে আগলাতে যাবে এমন সময় ক্যথবার্টসন এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন)।

ক্যথবার্টসন। **আমি তোমায় নিয়ে যেতে পারি?**

জুলিয়া। **না, তা কি হয়? ইবসেন ক্লাবের নিয়ম জানেন না যে, মেয়েদের কোনোরকম খাতির খোসামোদ করা নিষেধ? যে দরজার কাছে থাকে সেই আগে যায়।**

ক্যথবার্টসন। **বেশ, তাই হোক। আসুন ভদ্রমহোদয়েরা, ইবসেনী ধরনে, অর্থাৎ নারী পুরুষের ভেদাভেদহীন ধরনে আমরা লাঞ্চ খেতে যাই।** (প্রথমে ক্যথবার্টসন তারপরে একটু সংযত হাসি হেসে ডাঃ প্যারামোর বেরিয়ে গেলেন। ক্র্যাভেন গেলেন সব শেষে)।

ক্র্যাভেন। (দরজার কাছ থেকে ফিরে গম্ভীরভাবে) **এস জুলিয়া।**

জুলিয়া। **হ্যাঁ বাবা যাচ্ছি। আমার জন্য দাঁড়াতে হবে না, আমি এখুনি আসছি।** (ক্র্যাভেন একটু ইতস্তত করায়) **ঠিক আছে বাবা।**

ক্র্যাভেন। (অত্যন্ত গম্ভীরভাবে) **বেশি দেরি কোরো না মা।** (বেরিয়ে গেলেন)।

চার্টারিস। **আমি চললাম।** (সিঁড়ির দরজার দিকে ছুট দিল)।

জুলিয়া। (ছুটে গিয়ে তার হাতটা ধরে ফেলে) **তুমি যাবে না?**

চার্টারিস। **না। আমার হাত ছাড় জুলিয়া।** (যেতে চেষ্টা করল, জুলিয়া ছাড়ল না) **আমায় যদি যেতে না দাও আমি চীৎকার করে লোক ডাকব।**

জুলিয়া। (অনুরাগের সুরে) **লিওনার্ড।** (চার্টারিস হাত ছাড়িয়ে সরে গেল) **আমার সঙ্গে কি করে এমন দুর্ব্যবহার করছ? আমার চিঠি পেয়েছিলে?**

চার্টারিস। **পুড়িয়ে ফেলেছি—**

জুলিয়া মর্মাহত হয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

চার্টারিস। **সেই সঙ্গে তারও।**

জুলিয়া। **তার? সে তোমায় চিঠি লিখেছে?**

চার্টারিস। **হ্যাঁ। তোমার জন্য সে আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে।**

জুলিয়া। (চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল) **বাঁচলাম!**

চার্টারিস। **এতে তুমি খুশি? ছিঃ! তোমার উপর শেষ যে শ্রদ্ধাটুকু আমার ছিল তাও তুমি এবার হারালে।** (চার্টারিস চলে যাচ্ছিল কিন্তু সিলভিয়া ফিরে আসায় তাকে থামতে হল। জুলিয়া ফিরে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে পড়তে শুরু করল)।

সিলভিয়া। **এই যে চার্টারিস, কি রকম চলছে?** (পরিচিতের মতো চার্টারিস-এর হাত ধরে সামনের দিকে এগুলো) **আজ সকালে গ্রেস ট্র্যান-ফিল্ডের সঙ্গে দেখা হয়েছে?** (কাগজটা নামিয়ে শোনবার জন্য জুলিয়া এক পা এগিয়ে এল) **তাকে কোথায় পাওয়া যায় তুমি তো জান।**

চার্টারিস। **আর জানবার কিছু নেই সিলভিয়া। সে আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে।**

সিলভিয়া। **সিলভিয়া! কতবার তোমায় বলব যে ক্লাবে আমি সিলভিয়া নই?**

চার্টারিস। **ভুলে গিয়েছিলাম। মাপ' করো ক্র্যাভেন,** (পিঠে চাপড় দিয়ে) **দোস্ত।**

সিলভিয়া। তবু ভালো। একটু বাড়াবাড়ি হলেও তবু আগের চেয়ে ভালো।

জুলিয়া। ন্যাকামি কোরো না সিলি।

সিলভিয়া। দেখ জুলিয়া, এখানে আমরা দুজনেই ক্লাবের সভ্য, বোন নই মনে রেখ। এক পরিবারের লোক বলে আমি যেমন তোমার উপর কোনো জোর খাটাই না, তুমিও আমার উপর খাটাবে না। (নিজের আগের জায়গায় গিয়ে বসল)।

চার্টারিস। ঠিক বলেছ ক্র্যাভেন। বড় বোনের জুলুম শেষ হোক।

জুলিয়া। আমায় জব্দ করবার জন্যও একটা ছোট্ট মেয়েকে যা তা করতে উৎসাহ দেওয়া তোমার উচিত নয়, লিওনার্ড।

চার্টারিস। (টেবিলে বসে) তোমার খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে জুলিয়া।

জুলিয়া খুব একটা কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিল কিন্তু দরজা দিয়ে ক্যাথ-বার্টসনকে ঢুকতে দেখে থেমে গেল।

ক্যাথবার্টসন। কি হল তোমার মিস ক্র্যাভেন? তোমার বাবা দস্তুরমতো অস্থির হয়ে উঠেছেন। আমরা সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

জুলিয়া। সেকথা এইমাত্র আমায় মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, ধন্যবাদ। (সে রেগে বেরিয়ে গেল। সিলভিয়া ফিরে তাকাল)।

ক্যাথবার্টসন। (প্রথমে জুলিয়ার দিকে ও পরে চার্টারিস-এর দিকে তাকিয়ে) সেই স্নায়ুর বিকার! (বেরিয়ে গেলেন)।

সিলভিয়া। কি ব্যাপার চার্টারিস? জুলিয়া তোমার সঙ্গে প্রেম করছিল?

চার্টারিস। না। গ্রেস-এর ঈর্ষায় জ্বলছে।

সিলভিয়া। তোমার উচিত শাস্তি হয়েছে। প্রেম করে বেড়ানোর ব্যাপারে তুমি একটি শয়তান।

চার্টারিস। (শান্তভাবে) তোমার বাপের বয়সী একজন লোকের সঙ্গে এই-ভাবে কথা বলা কি ক্লাবের আদব কায়দা মাফিক বলে মনে কর?

সিলভিয়া। তোমায় আমি চিনি বৎস।

চার্টারিস। তাহলে তুমি একথাও জান যে, কোনো মেয়ের উপর বিশেষ দৃষ্টি আমি কখনো দিই না।

সিলভিয়া। (চিন্তান্বিতভাবে) জান লিওনার্ড, তোমায় আমি সত্যি বিশ্বাস করি। কোনো একজন মেয়ের ওপর অন্য কারুর চেয়ে বেশি টান তোমার আছে বলে আমার মনে হয় না।

চার্টারিস। তার মানে তুমি বলতে চাও একজনের উপর আমার যতখানি টান অন্যের ওপর তার চেয়ে কিছু কম নয়।

সিলভিয়া। তাহলে ব্যাপারটা আরও খারাপ হয়। তবে আমি বলতে চাই এই যে, শুধু মেয়ে হিসাবে তাদের তুমি দেখ না। আমার সঙ্গে বা অন্য যে কোনো লোকের সঙ্গে যে ভাবে কথা বল, তাদের সঙ্গেও কথা বল ঠিক সেই ভাবে। এইটাই হল তোমার সিদ্ধির মন্ত্র। মেয়ে হওয়ার সম্মান পেতে পেতে তাদের কি রকম অরুচি ধরে যায় তুমি জান না।

চার্টারিস। হায়, জুলিয়ার যদি তোমার মতো বুদ্ধিশুদ্ধি হত ক্র্যাভেন! (টেবিল থেকে নেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বই পাড়বার সিঁড়ির উপর গিয়ে বসল)।

সিলভিয়া। সহজ করে ও কোনো জিনিস নিতে পারে না, না? কিন্তু ওর হৃদয় বিদীর্ণ করে দেওয়ার ভয় তুমি কোরো না। ওসব ছোটখাট আঘাত ও বেদনা ও বেশ সামলে ওঠে। বাড়িতে আমাদের পরম দুঃখের সময়ে সেটা আমরা টের পেয়েছি।

চার্টারিস। সে আবার কি?

সিলভিয়া। বাবার প্যারামোরের রোগ হয়েছে যখন জানা যায় তখনকার কথা বলছি।

চার্টারিস। প্যারামোরের রোগ? প্যারামোরের আবার কি হয়েছে?

সিলভিয়া। না না, প্যারামোর যাতে ভুগছে সেরকম রোগ নয়, প্যারামোর যে রোগ আবিষ্কার করেছে।

চার্টারিস। সেই লিভারের ব্যাপার?

সিলভিয়া। হ্যাঁ, তাইতেই প্যারামোরের নাম জান বোধহয়? বাবার মাঝে মাঝে শরীর খারাপ হত। কিন্তু আমরা ভাবতাম খানিকটা ভারতবর্ষের চাকরি আর খানিকটা অতিরিক্ত পান ভোজনই তার কারণ। তখনকার দিনে বাবার খাওয়া দাওয়ার লোভটা ছিল খুব বেশি। তাঁর রোগ যে কি ডাক্তার

কিছুই বার করতে পারেনি। তারপর প্যারামোর তাঁর লিভারে ভয়ংকর এক জীবাণু আবিষ্কার করল। প্রতি বর্গইঞ্চি লিভারে চারকোটি করে সেই জীবাণু আছে। প্যারামোরই প্রথম সেই জীবাণু আবিষ্কার করে। এখন সে বলে যে, প্রত্যেকের সেই জীবাণুর বিরুদ্ধে টীকে নেওয়া উচিত। কিন্তু বাবাকে টীকে দেওয়ার পক্ষে বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কঠোর শাসনে রেখে তারা শুধু তাঁর আয়ু দুবছরের জন্য বাড়াতে পেরেছে। বেচারী! ওরা ওঁর পান করা বন্ধ করে দিয়েছে, মাংস খাওয়াও ওঁর বারণ।

চার্টারিস। তোমার বাবার স্বাস্থ্য তো আমার খুব বেশিরকম ভালো বলে মনে হয়।

সিলভিয়া। দেখলে মনে হয় অনেক ভালো। কিন্তু সেই জীবাণু ধীরে ধীরে অমোঘভাবে তাঁর সর্বনাশ করেই চলেছে। আর এক বছরের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে। বেচারী বাবা। এইভাবে তাঁর কথা বলা উচিত নয়। আমার ঠিকভাবে বসা উচিত। (এতক্ষণ সেটির উপর হাঁটু গেড়ে বসে ছিল, এইবার নেমে এসে একটা চেয়ারে বসল) শুধু প্যারামোরের দর্প চূর্ণ করবার জন্য বাবা চিরকাল বেঁচে থাকুন, এই আমি চাই। প্যারামোর জুলিয়ার প্রেমে পড়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

চার্টারিস। (উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে) জুলিয়ার প্রেমে পড়েছে? দিগন্তে একটি আশার আলো! সত্যি বলছ তো?

সিলভিয়া। আমার তো তাই মনে হয়। নইলে রুগী দেখে না বেড়িয়ে চমৎকার নতুন কোট আর টাই পরে ক্লাবে আজ ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে কেন? জুলিয়ার সঙ্গে এই লাঞ্চেই ও আজ খতম হয়ে যাবে। এখানে ফিরে আসবার আগেই বাবার অনুমতি চাইবে দেখো, আমি তিনের দরে বাজি রাখছি। যা দিয়ে খুশি।

চার্টারিস। দস্তানা?

সিলভিয়া। না, সিগারেট।

চার্টারিস। সই! কিন্তু জুলিয়ার ভাবখানা কি? প্যারামোরকে কোনোরকম প্রশ্রয় দেয়?

সিলভিয়া। সেই চিরাচরিত ব্যাপার। যেটুকু প্রশ্রয় দিলে অন্য কোনো মেয়ে তাকে পেতে না পারে।

চার্টারিস। ঠিক। আমি বুঝেছি। এখন শোনো, আমি দার্শনিকের মতো কথা বলছি। জুলিয়ার সকলের ওপর ঈর্ষা, সকলের ওপর। ও যদি তোমায় প্যারামোরের সঙ্গে একটু ফষ্টিনষ্টি করতে দেখে, তৎক্ষণাৎ প্যারামোরের দাম ওর কাছে বেড়ে যাবে। আমার জন্য একটু অভিনয় করতে পার ক্র্যাভেন, কি বল?

সিলভিয়া। (উঠে দাঁড়িয়ে) তুমি বড় সাংঘাতিক লিওনার্ড, ছিঃ! যাই হোক ইবসেন-ভক্ত বন্ধুর জন্য সব কিছুই করা যায়। তোমার কথাটা আমি মনে রাখব। কিন্তু আমার মনে হয় গ্রেসকে দিয়ে এটা করাতে পারলে আরও ভাল হয়।

চার্টারিস। তাই মনে হয়? হুম! বোধহয় ঠিকই বলেছ।

ছোকরা চাকর। (বাইরে থেকে) ডাঃ প্যারামোর, ডাঃ প্যারামোর—

সিলভিয়া। ওই ছোকরার গলা রীতিমতো সাধানো দরকার। ক্লাবের পক্ষে লজ্জার ব্যাপার। (ইবসেন মূর্তির কাছে চলে গেল। ছোকরা চাকর ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল নিয়ে ঘরে ঢুকল)।

চার্টারিস। (ছোকরা চাকরকে ডেকে) ডাঃ প্যারামোর খাবার ঘরে আছেন।

ছোকরা চাকর। ধন্যবাদ। (বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ সিলভিয়া তাকে ডাকল)।

সিলভিয়া। এই, কাগজটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? এটা এখানকার।

ছোকরা চাকর। আজ্ঞে ডাঃ প্যারামোরের বিশেষ হুকুম আছে যে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল আসামাত্র তাঁর কাছে নিয়ে যেতে হবে।

সিলভিয়া। কি স্পর্ধা! চার্টারিস, নীতির দিক দিয়ে আমাদের এটা বন্ধ করা উচিত নয়?

চার্টারিস। একেবারেই না। বিশ্রী কিছু করবার জন্য নীতির দোহাই সবচেয়ে অচল।

সিলভিয়া। ছোঃ! ইবসেন!

চার্টারিস। (ছোকরা চাকরকে) যাও বৎস, ডাঃ প্যারামোর রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করছেন।

ছোকরা চাকর। (গম্ভীর ভাবে) আজ্ঞে তাই নাকি? (তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল)।

চার্টারিস। এদেশে ও ছোকরার উন্নতি হবে। ও রসিকতা বোঝে না। গ্রেস ভিতরে ঢুকল। তার পোশাক মোটেই ফ্যাশানমাফিক না হলেও সুশ্রী।

সিলভিয়া। (গ্রেস-এর কাছে ছুটে গিয়ে) যাক, এতক্ষণে তুমি এসেছ ট্র্যানফিল্ড। একঘণ্টা ধরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি, ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

গ্রেস। ঠিক আছে লক্ষ্মীমেয়ে। (চার্টারিসকে) আমার চিঠি পেয়েছিলে?

চার্টারিস। হ্যাঁ। ওই চুলোর নীল কার্ডগুলোয় চিঠি না লিখলেই পার।

সিলভিয়া। (গ্রেসকে) আমি আগে গিয়ে একটা টেবিল ঠিক করব?

চার্টারিস। (গ্রেস-এর মুখ থেকে উত্তর কেড়ে নিয়ে) তাই কর।

সিলভিয়া। তোমরা কিন্তু বেশি দেরি করো না। (বেরিয়ে গেল)।

গ্রেস। তারপর?

চার্টারিস। কাল রাতে যা হয়েছে তারপর তোমার সঙ্গে দেখা করতেই আমার ভয় হয়। এর চেয়ে বিশ্রী কিছু তুমি ভাবতে পার? এ ব্যাপারের পর আমায় দেখলেই তোমার ঘৃণা হচ্ছে না?

গ্রেস। না, হচ্ছে না।

চার্টারিস। তাহলে হওয়া উচিত। এঃ! কি বিশ্রী! কি অপমান! কি অত্যাচার! তোমায় সুখী করতে চেয়েছিলাম; যারা দিব্যি গেলে বলে তাদের আমি পরম দুঃখ দিয়েছি, তাদের থেকে তোমায় আলাদা করতে চেয়েছিলাম—কিন্তু সব কিছুই কিভাবে ভেস্তে গেল!

গ্রেস। (শান্তভাবে বসে) আমি মোটেই দুঃখী নই, আমার শুধু খারাপ লেগেছে। কিন্তু তার জন্য আমার বুক ভেঙ্গে যাবে না।

চার্টারিস। না, তা যাবে না। তোমার, যাকে বলে, উঁচু জাতের হৃদয়, একটু খোঁচা লাগলেই বারবার তুমি চেঁচিয়ে বা কেঁদে ভাসাও না। তাই একমাত্র তুমিই আমার উপযুক্ত নারী।

গ্রেস। (মাথা নেড়ে) এখন আর নয়। আর কখনো নয়।

চার্টারিস। আর কখনো নয়! তার মানে?

গ্রেস। যা বললাম ঠিক তাই লিওনার্ড।

চার্টারিস। আবার প্রত্যাখ্যাত! যে সব মেয়ে আমায় ভালোবাসে তাদের প্রাণান্তকর নিষ্ঠার যেমন সীমা নেই, আমি যাদের ভালোবাসি তাদের মতি আবার তেমনি চঞ্চল। যাক বুঝলাম ব্যাপারটা কি। কালকে রাত্রের বিশ্রী ব্যাপারটা তুমি ভুলতে পারছ না। বলে কিনা গত দুদিনের মধ্যে আমি তাকে চুমু খেয়েছি!

গ্রেস। (উৎসুকভাবে উঠে দাঁড়িয়ে) কথাটা সত্যি নয়?

চার্টারিস। সত্যি! মোটেই না, একেবারে ডাহা মিথ্যে।

গ্রেস। সত্যি কি খুশি যে হলাম! ওই কথাটাই সবচেয়ে বেশি লেগেছিল।

চার্টারিস। সেও সেইজন্যই বলেছিল। তোমার যে এতে লাগে এইটুকু জেনে কি ভালোই লাগছে! সোনা আমার! (গ্রেস-এর হাতদুটো ধরে নিজের বুকে চেপে ধরল)।

গ্রেস। মনে রেখো আমাদের সম্পর্ক চুকে গেছে।

চার্টারিস। হ্যাঁ, তাই। আমার হৃদয় তোমারই হাতে। তাকে গুঁড়ো করে ফেল। আমার সমস্ত সুখ হেলায় ছুঁড়ে ফেলে দাও।

গ্রেস। বল লিওনার্ড, সত্যি আমায় নিয়েই কি তোমার সমস্ত সুখ?

চার্টারিস। (আদরের স্বরে) সম্পূর্ণ সত্যি। (গ্রেস-এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তা দেখে চার্টারিস-এর মন হঠাৎ বিরূপ হয়ে উঠল। গ্রেস-এর হাতদুটো ছেড়ে দিয়ে সরে এসে সে বলে উঠল) না না, কেন তোমার কাছে মিথ্যে বলছি। আমার সুখ শুধু আমার নিজেকে নিয়ে। তোমায় আমি অনায়াসে বাদ দিতে পারি।

গ্রেস। (নিজেকে শক্ত করে) তাই তোমায় দিতে হবে। সত্য কথা বলার জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি। এবার আমার কাছে সত্য কথা কিছু শোনো।

চার্টারিস। (সভয়ে) না না, দোহাই বলো না। দার্শনিক হিসাবে অপরকে সত্য কথা শোনানো আমার কাজ। কিন্তু আমায় তা শোনাবার কারুর দরকার নেই। আমার ওসব ভালো লাগে না, কষ্ট হয়।

গ্রেস। (শান্তভাবে) কথাটা শুধু এই যে আমি তোমায় ভালোবাসি।

চার্টারিস। ও—ওটা দার্শনিক সত্য নয়। যতবার খুশি ওকথা আমায় বলতে পার। (তাকে আলিঙ্গন করল)।

গ্রেস। হ্যাঁ লিওনার্ড, সত্যিই তোমায় ভালোবাসি। কিন্তু আমি প্রগতিবাদী নারী, (চার্টারিস নিজেকে সম্বরণ করে কতকটা শঙ্কিতভাবে তার দিকে তাকায়) বাবা যাকে 'নবযুগের নারী' বলেন আমি তাই। (গ্রেসকে ছেড়ে দিয়ে চার্টারিস তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে) তোমার সঙ্গে আমার মতামতের সম্পূর্ণ মিল আছে।

চার্টারিস। (স্তম্ভিত) ভদ্র মেয়ের মুখে একথা মানায়? তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।

গ্রেস। এসব মতামত আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাসও করি, যা তুমি কর না। তাই যাকে আমি অত্যন্ত বেশি ভালোবাসি তাকে কখ্খনো বিয়ে করব না। করলে আমি একেবারে তার হাতের মুঠোয় নিজেকে ছেড়ে দেব। এই হল নবযুগের মেয়ের পরিচয়। তার মতামত ঠিক কি না দার্শনিক মশাই?

চার্টারিস। একদিকে আমি মানুষ আর একদিকে দার্শনিক। দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বড় ভয়াবহ, গ্রেস। কিন্তু দার্শনিক বলতে চায় যে তোমার মতই ঠিক।

গ্রেস। আমি তা জানি। তাই আমাদের ছাড়াছাড়ি হতেই হবে।

চার্টারিস। মোটেই না। তোমায় আর কাউকে বিয়ে করতে হবে, তারপর আমি এসে তোমার সঙ্গে প্রেম করব।

সিলভিয়া। (ফিরে এসে দরজা খুলে ধরে) আচ্ছা, তোমরা আসবে কি না? ক্ষিধেয় আমি একেবারে মরে যাচ্ছি।

চার্টারিস। আমিও তাই। যদি বলো তো তোমাদের সঙ্গে গিয়ে খাই।

সিলভিয়া। তুমি খাবেই তো ভেবেছি। তিনজনের জন্য সুপের ফরমাশ দিয়েছি। (গ্রেস বেরিয়ে গেল) আমাদের টেবিল থেকে প্যারামোর-এর উপর লক্ষ্য রাখতে পারবে। সে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল পড়বার ভান করছে। কিন্তু মনে মনে কখন ঝাঁপ দিয়ে পড়বে শুধু তাই ভাবছে বোধহয়। ভয়ে, উদ্বেগে মুখখানা তার কেমন হয়ে গেছে।

চার্টারিস। তার ভালো হোক। (দুজনে বেরিয়ে গেল)।

দশমিনিট লাইব্রেরী ঘর একদম খালি রইল। তারপর রাগে দুঃখে অস্থিরভাবে খাবার ঘর থেকে এসে জুলিয়া একটা চেয়ারে সজোরে বসে পড়ল। ক্র্যাভেনও তার পিছু পিছু এসে ঢুকলেন।

ক্র্যাভেন। (অধৈর্যের সঙ্গে) **কি ব্যাপার কি? সবাই কি আজ পাগল হয়ে গেছে? টেবিল থেকে হঠাৎ উঠে তোমার ওরকম ছিটকে বেরিয়ে আসার মানে কি? প্যারামোর-এরই বা কি রকম ব্যবহার—শুধু কাগজই পড়ছে, কথা বললে জবাব দেয় না?** (জুলিয়া অস্থিরভাবে ছটফট করে। ক্র্যাভেন সস্নেহে আবার বলেন) **লক্ষ্মী মা আমার, আমাকে বলবে না যে—**(আবার চটে উঠে) **কি চুলোর ছাই হয়েছে সবাইকার? ক্যথবার্টসন আসবার আগে নিজেকে সামলে নাও জুলিয়া। দাম চুকিয়ে দিয়ে ও এখুনি এসে পড়বে।**

জুলিয়া। **আর আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। দুজনে একসঙ্গে বসে খাচ্ছে, হাসছে, গল্প করছে, আমায় নিয়ে মজা করছে! আর একটু হলে আমি চীৎকার করে উঠতাম! একটা ছুরি নিয়ে তাকে আমার খুন করা উচিত ছিল। আমার উচিত ছিল—**

খাবার বিলটা ওয়েস্টকোটের পকেটে ভরতে ভরতে ঘরে ঢুকেই ক্যথবার্টসন কথা শুরু করলেন।

ক্যথবার্টসন। **তোমার কিছুই খাওয়া হল না মনে হচ্ছে ড্যান। ওইরকম করে দুটো সিমের বীচি ঠুকরে সোডার জল খেতে দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়। কি করে তুমি বেঁচে আছ তাই ভাবি।**

জুলিয়া। **বাবা এর বেশি কিছু খান না মিঃ ক্যথবার্টসন। ওই নিয়ে হৈচৈও উনি পছন্দ করেন না।**

ক্র্যাভেন। **প্যারামোর কোথায়?**

ক্যথবার্টসন। **তার কাগজ পড়ছে। জিজ্ঞাসা করলাম আসবে কি না, তা শুনতেই পেল না। বিজ্ঞানের ব্যাপার কিছু হলেই একেবারে মগ্ন হয়ে যায়। ভারি বুদ্ধিমান, দারুণ বুদ্ধিমান লোক!**

ক্র্যাভেন। (ক্ষুণ্ণস্বরে) **হুম, সবই ভালো বুঝলাম। কিন্তু একসঙ্গে বসে খাবার সময় ওটাকে ভদ্রতা বলে না। পেশাদারী ব্যাপার মাঝে মাঝে ভুলতেও হয়। ভগবান জানেন আমার মৃত্যুদণ্ড শোনবার পর থেকে, ওর ওই**

বিজ্ঞান আমি ভুলে থাকবার জন্যই ব্যাকুল। (বিমর্ষভাবে বসে পড়লেন)।

ক্যাথবার্টসন। ও সব কথা তুমি ভেব না ক্র্যাভেন, হয়ত ওর ভুল হয়েছে। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসলেন) কিন্তু খুব বুদ্ধিমান লোক সন্দেহ নেই। দুবার না ভেবে নিয়ে কোনো কথা উচ্চারণ করে না।

বিমর্ষ ও গম্ভীরভাবে দুজনে বসে রইলেন। হঠাৎ ফ্যাকাশে মুখে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল চেহারা নিয়ে প্যারামোর এসে ঢুকল। ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালটা তার হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা। সবাই সভয়ে উঠে দাঁড়াল। প্যারামোর কথা বলবার চেষ্টা করল কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। গলাটা ধরে সে টলে পড়ল। ক্যাথবার্টসন তাড়াতাড়ি তার পিছনে একটা চেয়ার ধরলেন। সে বসে পড়ার পর সবাই চারধারে ঘিরে দাঁড়াল।

ক্র্যাভেন। ব্যাপার কি প্যারামোর?

জুলিয়া। আপনি কি অসুস্থ?

ক্যাথবার্টসন। কোনো খারাপ খবর নয় আশা করি?

প্যারামোর। (হতাশভাবে) সবচেয়ে খারাপ খবর! নিদারুণ খবর! সাংঘাতিক খবর! আমার রোগ—

ক্র্যাভেন। (তাড়াতাড়ি) আমার রোগের কথা বলছ!

প্যারামোর। (হিংস্রভাবে) না আমার রোগ, প্যারামোর-এর রোগ, যে রোগ আমি আবিষ্কার করেছি। আমার সারাজীবনের সাধনা! এই দেখুন। (আতঙ্কের সঙ্গে কাগজটা দেখাল) এই যদি সত্য হয়, তাহলে আমার সবই ভুল হয়েছে। এরকম কোনো রোগই নেই।

ক্যাথবার্টসন ও জুলিয়া পরস্পরের দিকে তাকাল। এই সুসংবাদ তারা এখনো বিশ্বাস করতে সাহস করছে না।

ক্র্যাভেন। (প্রবল প্রতিবাদের সুরে) আর একে তুমি খারাপ খবর বল! সত্যি প্যারামোর—

প্যারামোর। (ধরা গলায় বাধা দিয়ে) আপনার পক্ষে নিজের কথা ভাবাই স্বাভাবিক। আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। রোগী মাত্রেই স্বার্থপর। বৈজ্ঞানিক না হলে আমার মনের অবস্থা কেউ বুঝতে পারবে না। সমস্ত দোষ আমাদের এই ভাবে-গদগদ দেশের অন্যায় সব আইনের। মাত্র তিনটে

কুকুর আর একটা বাঁদর—যথেষ্ট পরীক্ষা করবার আমি সুযোগই পাইনি। অথচ সমস্ত ইউরোপ আমার পেশাদারী শত্রুতে ভরতি। আমি ভুল করেছি একথা প্রমাণ করবার জন্য তারা ব্যাকুল! ফ্রান্সের স্বাধীনতা আছে—সুশিক্ষিত গণতান্ত্রিক ফ্রান্স! আমার কথা ভুল প্রমাণ করবার জন্য একজন ফরাসী দুশো বাঁদর নিয়ে পরীক্ষা করেছে। আর একজন বাঁদর সম্বন্ধে পরীক্ষার ফল উল্টে দেবার জন্য ছত্রিশ পাউণ্ড খরচ করেছে—কুকুর পিছু তিন ফ্র্যাঙ্ক করে তিনশো কুকুর! আর একজন আগের দুজনেরই ভুল দেখিয়ে দিয়েছে একটিমাত্র পরীক্ষায়, একটা উটের লিভারের শূন্যের ও ষাট ডিগ্রী নিচের তাপ নিয়ে। আর এখন এই হতভাগা ইটালীয়ান আমার একেবারে সর্বনাশ করে দিয়েছে। জানোয়ার কেনবার জন্য সে সরকারী সাহায্য পায়, তাছাড়া ইটালীর সবচেয়ে বড় হাসপাতাল তার হাতে। (মরিয়া হয়ে) কিন্তু কোনো ইটালীয়ানের কাছে আমি হার মানব না। আমি নিজে ইটালীতে যাচ্ছি। আমার রোগ আমি আবার আবিষ্কার করব। আমি জানি ও রোগ আছে, আমি অনুভব করতে পারি। লিভার যার আছে এমন সমস্ত প্রাণীর উপর যদি পরীক্ষা করতে হয় তবু এ রোগের অস্তিত্ব আমি প্রমাণ করবই। (বুকের উপর হাতদুটো মুড়ে কঠিন ভাবে সকলের দিকে তাকাল)।

ক্র্যাভেন। (গভীর ক্ষোভের সঙ্গে) তাহলে কি আমায় বুঝতে হবে প্যারামোর, যে তিনটে কুকুর আর একটা কোন চুলোর বাঁদরের উপর নির্ভর করে তুমি আমাকে মৃত্যুদণ্ড, হ্যাঁ, মৃত্যুদণ্ডই দিয়েছ?

প্যারামোর। (ক্র্যাভেন-এর সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত মতামতের প্রতি গভীর অবজ্ঞাভরে) হ্যাঁ, ওই কটির জন্যই আমি লাইসেন্স পেয়েছিলাম।

ক্র্যাভেন। সত্যি প্যারামোর, আমি অত্যন্ত বিরক্ত হলাম। আমি ঝগড়া করতে চাই না, কিন্তু আমি বাস্তবিকই খুব বিরক্ত হয়েছি। নিকুচি করেছে তোমার! কি তুমি করেছ তোমার খেয়াল আছে? এক বছর ধরে তুমি আমার মাংস, মদ সব বন্ধ করে দিয়েছ। দশজনের কাছে আমায় অশ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছ। মদ নয়, মাংস নয়, তোমার জন্য আমি একটা হতভাগা নিরামিষাশী।

প্যারামোর। (উঠে দাঁড়িয়ে) এখন ক্ষতিপূরণ করবার আপনার যথেষ্ট সময় আছে। (কাগজটা দেখিয়ে) নিজেই পড়ে দেখুন। উটটাকে মদে

ভেজানো মাংস খাওয়ান হয়েছিল, তাতে আধটন তার ওজন বাড়ে। যত খুশি পান করতে আর খেতে পারেন। (টেলতে টেলতে বুককেসটার কাছে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াল)।

ক্র্যাভেন। হ্যাঁ, তোমার পক্ষে বলা এখন খুব সহজ। কিন্তু যে সব মানব-কল্যাণ-সমিতি, নিরামিষাশী সমিতি আমায় ভাইস প্রেসিডেণ্ট করেছে তাদের আমি কি বলব?

ক্যাথবার্টসন। (হেসে) ও, তুমি এটাকে বাহাদুরীতে দাঁড় করিয়েছ?

ক্র্যাভেন। যা প্রয়োজন তাকেই আমি বাহাদুরী করেছি, কেউ আমায় দোষ দিতে পারবে না।

জুলিয়া। (সান্ত্বনা দিয়ে) যাকগে। চল বাবা, ভালো করে একটু মাংস খাবে চল।

ক্র্যাভেন। (শিউরে উঠে) ছিঃ। (করুণস্বরে) না, আমার পুরুষালী রুচিই চলে গিয়েছে। নিরামিষ খেয়ে খেয়ে আমার স্বভাবই গেছে বিকৃত হয়ে। (প্যারামোরকে) এসব ওই জ্যান্ত জানোয়ার কাটাকুটি করার ফল। ঘোড়ার উপর পরীক্ষা চালাও আর তার ফল হয় এই যে সীমের বিচি খাইয়ে আমায় সারাবার চেষ্টা কর।

প্যারামোর। তাতে যদি আপনার ভালো হয়ে থাকে তা ভালোই তো।

ক্র্যাভেন। বুঝলাম। তবু ব্যাপারটা বিরক্তিকর। আর এক বছর মাত্র বাঁচবে একথা কাউকে বিশ্বাস করানো যে কি গুরুতর ব্যাপার তা তুমি বুঝতেই পারছ না। কিছু দরকার ছিল না তবু আমি উইল করেছি। যাদের কিছুতে সহ্য করতে পারি না, যাদের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে তাদের সঙ্গে আমি ভাব করেছি। তার উপর বাড়িতে মেয়েদের আমি যতটা প্রশ্রয় দিয়েছি, পরমায়ু আছে জানলে তা কখনোই দিতাম না। আমি গভীরভাবে চিন্তা করেছি, বেশি করে গির্জায় গেছি। এখন দেখা যাচ্ছে সবই মিথ্যে কেবল সময় নষ্ট। সত্যিই ব্যাপারটা অত্যন্ত বিশ্রী। এর চেয়ে নিজের কথা রেখে পুরুষের মতো আমার মরাই ভালো।

প্যারামোর। (আগের মতো মুখ না ফিরিয়ে) হয়ত তা পারেন। জেনে যদি কিছু সুখ হয় তবে শুনুন, আপনার হার্ট দুর্বল।

ক্র্যাভেন্। কিছু মনে করো না প্যারামোর, ডাক্তার হিসাবে তোমার কথায় আর আমার কোনো আস্থা নেই। (প্যারামোর-এর চোখ জবলে ওঠে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে শুনতে থাকে) আমার মৃত্যুদণ্ড যখন শুনিয়েছিলে তখন তোমায় বেশ মোটারকমের ফি দিয়েছিলাম। তার উপযুক্ত মূল্য তোমার কাছে পাইনি।

প্যারামোর। (ফিরে দাঁড়িয়ে গাম্ভীর্যের সঙ্গে) একথার উত্তর দেওয়া যায় না কর্ণেল ক্র্যাভেন। টাকাটা আমি ফেরত দেব।

ক্র্যাভেন। না না, টাকার কথা বলছি না। কিন্তু নিজের অবস্থাটা তোমার বোঝা উচিত। (প্যারামোর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যায়। ক্র্যাভেন অনু-শোচনার সঙ্গে তার পিছু পিছু গিয়ে বলেন) ও কথাটা তোলা বোধহয় আমার পক্ষে খুব অন্যায় হয়েছে। (প্যারামোর-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন)।

প্যারামোর। (ক্র্যাভেন-এর হাত ধরে) মোটেই না। আপনি ঠিকই বলেছেন। রোগ ধরতে আমার যখন ভুল হয়েছে, তখন ফলভোগ আমায় করতেই হবে।

ক্র্যাভেন। না ওকথা বোলো না। ওরকম ভুল খুব স্বাভাবিক। আমার লিভার যা বিশ্রী তাতে যে কোনো লোকের রোগ ধরতে ভুল হতে পারে। (অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করলেন। প্যারামোর-এর পক্ষে তা বেশ কষ্টকর। প্যারামোর তারপর ইবসেন-মূর্তির বাঁ ধারে, অর্ধস্ফুট কান্নার শব্দ করে ডিভানের উপর বসে পড়ে, হাঁটুর উপর কনুই ও হাতের উপর মাথা রেখে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালটা পড়তে লাগল)।

ক্যথবার্টসন্। (এতক্ষণ জুলিয়ার সঙ্গে ঘরের অন্য দিকে এই সংবাদ নিয়ে আনন্দ করছিলেন) যাক এই নিয়ে আর আলোচনার দরকার নেই। আমি তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি ক্র্যাভেন। আশা করি তুমি অনেক কাল বাঁচবে। (ক্র্যাভেন হাত বাড়িয়ে দিলেন) না ড্যান, প্রথমে তোমার মেয়ে। (আস্তে জুলিয়ার হাত ধরে ক্র্যাভেন-এর দিকে এগিয়ে দিলেন। জুলিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে ক্র্যাভেনকে জড়িয়ে ধরল)।

জুলিয়া। লক্ষ্মী বাবা!

ক্র্যাভেন। বুড়ো বাবা যে আরও দু এক বছর বেশি বাঁচবে তাতে জুলিয়া কি খুশি?

জুলিয়া। (প্রায় কেঁদে ফেলে) খুব খুশি বাবা, খুব খুশি।

ক্যথবার্টসন বেশ স্পষ্টভাবেই ফোঁপাতে থাকেন। ক্র্যাভেনও বিচলিত। খাবার ঘর থেকে আসার পথে সিলভিয়া তিনজনকে এই অবস্থায় দেখে দরজায় থমকে দাঁড়াল। শুধু প্যারামোর তার চোখে পড়ে না।

সিলভিয়া। আরে!

ক্র্যাভেন। ওকে খবরটা দাও জুলিয়া। আমি বললে কেমন হাস্যকর শোনাবে। (ক্যথবার্টসন তখনো ফোঁপাচ্ছেন। ক্র্যাভেন গিয়ে সান্ত্বনার ভঙ্গীতে তাঁর কাঁধ চাপড়ান)।

জুলিয়া। বলতে কিরকম লাগছে! জানিস, বাবার অসুখই হয়নি। ব্যাপারটা শুধু ডাঃ প্যারামোর-এর ভুল।

সিলভিয়া। (অবজ্ঞাভরে) আমি জানতাম। ব্যাপারটা অতিরিক্ত খাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। আমি তাই বরাবর বলেছি প্যারামোর একটা আস্ত গাধা। (চাঞ্চল্য। ক্যথবার্টসন, ক্র্যাভেন ও জুলিয়া অত্যন্ত অপ্রস্তুতভাবে সশঙ্কদৃষ্টিতে প্যারামোর-এর দিকে তাকায়)।

প্যারামোর। (বিদ্বেষহীনভাবে) ঠিক আছে মিস ক্র্যাভেন। সমস্ত ইউরোপে সবাই এখন এই কথাই বলছে। যেতে দিন।

সিলভিয়া। (ঈষৎ লজ্জিত) আমি অত্যন্ত দুঃখিত, ডাঃ প্যারামোর। বাপের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মেয়ের ব্যাকুলতা কতখানি বোঝেন তো? সেই দিক দিয়ে যা বলেছি তা ক্ষমা করবেন।

ক্র্যাভেন। (একটু ক্ষুন্ন) তোমার ব্যাকুলতার কোনো পরিচয় আছে বলে তো মনে হচ্ছে না সিলভিয়া।

সিলভিয়া। যাই বল, এ নিয়ে আমি উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি কিছু করব না। (ক্র্যাভেন-এর কাছে গিয়ে) তাছাড়া আমি বরাবরই জানতাম যে ব্যাপারটা একদম মিথ্যে। (বাবাকে আদর করে) লক্ষ্মী বাবা আমার! অন্য কারুর যদি না হয়, তবে তোমারই বা দিন গোনা-গুণতি হবে কেন? (ক্র্যাভেন একটু সন্তুষ্ট হয়ে সিলভিয়াকে আদর করেন। জুলিয়া অধৈর্যের সঙ্গে সরে যায়)

চল ধূমপানের ঘরে যাই। এক বছর নেশা টেশা সব বাদ দেবার পর কি এখন তুমি করতে পার দেখি।

ক্র্যাভেন। (ঠাট্টার সুরে) দুষ্টু মেয়ে কোথাকার! (কানটা টেনে দিল) কি যাবে নাকি জো? এত সব আবেগ উচ্ছ্বাসের পর চাঙ্গা করবার মতো কিছু একটু হলে তোমার ভালোই হবে।

ক্যাথবার্টসন। আমি তার জন্য লজ্জিত নই ড্যান। ওতে আমার উপকারই হয়েছে। (ইবসেন-এর মূর্তির কাছে এগিয়ে গিয়ে ঘুষি নেড়ে) বোঝবার মতো চোখ কান থাকলে তোমারও এতে উপকার হত।

ক্র্যাভেন। (অবাক হয়ে) কার?

সিলভিয়া। কার আবার, বুড়ো হেনরিক-এর।

ক্র্যাভেন। (বিমূঢ়) হেনরিক?

ক্যাথবার্টসন। ইবসেন হে, ইবসেন। (সিঁড়ির দিকের দরজা দিয়ে চলে গেলেন। সিলভিয়া তাঁর পিছনে যেতে যেতে ইবসেন মূর্তির দিকে হাত দিয়ে একটা চুমু ছুড়ে দিয়ে গেল। ক্র্যাভেন অবাক হয়ে একবার তার দিকে, একবার মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে বিমূঢ়ভাবে মাথা নেড়ে দরজার দিকে এগুলেন। দরজার কাছে গিয়ে থেমে তিনি আবার ফিরে এলেন)।

ক্র্যাভেন। (মৃদুস্বরে) দেখ প্যারামোর—

প্যারামোর। (অতি কষ্টে মুখ তুলে) বলুন?

ক্র্যাভেন। আমার 'হার্ট' সম্বন্ধে যা বলেছিলে তা সত্যি নয় বোধহয়?

প্যারামোর। না না, ও কিছু নয়। সামান্য একটু দোষ আছে। মিট্রাল ভ্যালবগুলো একটু বোধহয় কম মজবুত। তবে সাবধানে থাকলে দীর্ঘকালই বাঁচবেন। বেশি তামাক খাবেন না।

ক্র্যাভেন। কি, এখনো সাবধানে চলতে হবে? না সত্যি প্যারামোর—

প্যারামোর। (অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়িয়ে) মাপ করবেন, এ আলোচনা এখন আর আমি করতে পারছি না। আমি—আমি—

জুলিয়া। ওঁকে এখন আর কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না বাবা।

ক্র্যাভেন। বেশ বেশ, করব না। (প্যারামোর যেখানে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল সেখানে গিয়ে) শোনো প্যারামোর, বিশ্বাস কর আমি স্বার্থপর নই।

তুমি যে কতখানি হতাশ হয়েছ তা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু পুরুষের মতো ব্যাপারটা তোমায় মেনে নিতে হবে। আর সত্যি বল দেখি, আধুনিক বিজ্ঞানে যে বেশ কিছু বুজরুকি আছে এই থেকে কি তা প্রমাণ হয় না? নিজেদের মধ্যে এটুকু অন্তত বলতে পারি যে ব্যাপারটায় বড় বেশি নিষ্ঠুরতা আছে। এক গাদা উট আর বাঁদরের পেট চেরা আর তাদের শূলে চড়ানো বড় বিশ্রী বিদঘুটে ব্যাপার, এ তোমায় স্বীকার করতেই হবে। সূক্ষ্ম অনুভূতির ধার এতে আজ হোক কাল হোক ভোঁতা হয়ে যেতে বাধ্য।

প্যারামোর। (ফিরে দাঁড়িয়ে) যে সুডান অভিযানে ভিক্টোরিয়া ক্রশ পেয়েছিলেন, কতগুলো উট, ঘোড়া আর মানুষ তাতে দোফালা হয়েছিল কর্ণেল ক্র্যাভেন?

ক্র্যাভেন। (জ্বলে উঠে) সেটা ন্যায় যুদ্ধ প্যারামোর, সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।

প্যারামোর। হ্যাঁ, উলঙ্গ বল্লমধারীদের বিরুদ্ধে মার্টিনী আর মেশিনগান!

ক্র্যাভেন। (উষ্ণ হয়ে) উলঙ্গ বল্লমধারীরা হত্যা করতে পারে প্যারামোর। নিজের জীবন বিপন্ন করে আমি লড়েছিলাম সেটা ভুলো না।

প্যারামোর। (তেমনি তীব্রস্বরে) আমিও আমার জীবন বিপন্ন করেছিলাম। সব ডাক্তারই করে থাকে এবং সৈনিকদের চেয়ে অনেক বেশি বার।

ক্র্যাভেন। (উদারভাবে) তা সত্যি. সে কথা আমার মনে ছিল না। মাপ চাইছি প্যারামোর। তোমার পেশার বিরুদ্ধে আর আমি একটি কথাও বলব না। তবে আমার লিভারের সেই সাবেকী চিকিৎসাই আমি করব—ঘোড়ায় চড়ে শিকারী কুকুর নিয়ে মাঠের পর মাঠ ছাড়িয়ে দৌড়।

প্যারামোর। (তিক্তস্বরে) তার মধ্যে নিষ্ঠুরতা নেই—একপাল কুকুর একটা খেঁকশিয়ালকে ছিঁড়ে খাচ্ছে?

জুলিয়া। (দুজনের মাঝখানে এসে) দোহাই, আর তর্ক শুরু করে কাজ নেই। ধূমপানের ঘরে যাও বাবা। মিঃ ক্যথবার্টসন হয়ত তোমার জন্য ভাবছেন।

ক্র্যাভেন। বেশ বেশ, আমি যাচ্ছি। কিন্তু আজ তুমি সত্যি অবুঝ হয়েছ প্যারামোর। নইলে খেলাধুলো সম্বন্ধে তুমি এরকম কথা বলতে না।

জুলিয়া। আর কেন। (ভুলিয়ে দরজার দিকে নিয়ে গেল)।

ক্র্যাভেন। (খোশমেজাজেই বেরিয়ে যেতে যেতে) আচ্ছা আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

জুলিয়া। (ক্র্যাভেনকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সবচেয়ে মোহিনী মূর্তিতে ফিরে দাঁড়িয়ে) অত হতাশ হবেন না ডাঃ প্যারামোর। মন ভালো করুন। আমাদের আপনি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। বাবারও আপনার দ্বারা অনেক উপকার হয়েছে।

প্যারামোর। (খুশি হয়ে তার কাছে ছুটে এসে) আপনি এ কথা বলায় কি ভালো যে লাগল মিস ক্র্যাভেন!

জুলিয়া। কাউকে অসুখী দেখলে আমার বড় খারাপ লাগে। দুঃখ আমি সহ্য করতে পারি না। (যেতে যেতে প্যারামোর-এর দিকে একটি মধুর দৃষ্টি হেনে গেল। সেদিকে চেয়ে প্যারামোর মুগ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল। চার্টারিস ইতিমধ্যে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার হাত স্পর্শ করল)।

প্যারামোর। (চমকে উঠে) অ্যাঁ, কি ব্যাপার?

চার্টারিস। (ইঙ্গিতপূর্ণভাবে) চমৎকার মেয়ে, কি বল প্যারামোর? (সপ্রশংস দৃষ্টিতে) কি করে ওকে এমন মুগ্ধ করে ফেললে?

প্যারামোর। আমি! সত্যি বলছ—(চার্টারিস-এর দিকে চেয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে কঠিনস্বরে) মাপ করো, এ ব্যাপার নিয়ে আমি ঠাট্টা করা পছন্দ করি না। (চার্টারিস-এর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে একটা ইজিচেয়ারে, ডাক্তারি কাগজটা খুলে পড়তে বসল। স্পষ্টই বোঝাতে চায় চার্টারিস-এর সঙ্গে বাক্যব্যয় করবার তার ইচ্ছা নেই)।

চার্টারিস। (এ ইঙ্গিতটুকু উপেক্ষা করে তার পাশে গিয়ে বসে) তুমি বিয়ে কর না কেন প্যারামোর? তোমার যা পেশা তাতে আইবুড়ো থাকার কত বদনাম তা তুমি জান।

প্যারামোর। (এখনো পড়ার ভান করে) সে তো তোমার মাথাব্যথা নয়?

চার্টারিস। না, মোটেই না। এটা প্রধানতঃ সামাজিক সমস্যা। তুমি বিয়ে করবে তো?

প্যারামোর। করব বলে আমি তো অন্তত জানি না।

চার্টারিস। (সভয়ে) না না, ওকথা বলো না। করবে না কেন? ,

প্যারামোর। (রেগে উঠে দাঁড়িয়ে 'চুপ' লেখা একটা প্ল্যাকার্ড-এ ঘা দিয়ে) তোমায় এটা মনে করিয়ে দিতে চাই। (আর এক জায়গায় সরে গিয়ে বসল)।

চার্টারিস। (নিজের ব্যাকুলতায় প্যারামোর-এর বিরাগ অগ্রাহ্য করে তার কাছে গিয়ে) তুমি আমায় কি ভয় পাইয়ে দিয়েছ প্যারামোর বলতে পারি না। যেভাবে হোক তুমি সব মাটি করে ফেলেছ। আমি বড় আশা করেছিলাম তোমায় সার্থক প্রেমিক হিসাবে আনন্দে গদগদ দেখব।

প্যারামোর। (ক্রুদ্ধভাবে) হ্যাঁ, তুমি নিজে মিস ক্র্যাভেন-এর অনুরাগী বলে আমার উপর লক্ষ্য রেখেছিলে। যাও এখন গিয়ে তাকে জয় করতে পার। শুনলে খুশি হবে যে আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

চার্টারিস। তোমার সর্বনাশ! কিসে? ঘোড়দৌড়ে?

প্যারামোর। ঘোড়দৌড়! মোটেই না।

চার্টারিস। শোনো প্যারামোর, আমার যা কিছু আছে তাই ধার নিলে যদি তোমার বিপদ কাটে তাহলে বল।

প্যারামোর। (অবাক হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে) চার্টারিস! আমি—(সন্দিগ্ধভাবে) তুমি কি ঠাট্টা করছ?

চার্টারিস। সব সময় আমি ঠাট্টা করছি কেন ভাব বলত? জীবনে এর চেয়ে আন্তরিকভাবে কখনো কথা বলিনি।

প্যারামোর। (চার্টারিস-এর উদারতায় লজ্জা পেয়ে) তাহলে আমি মাপ চাইছি। আমি ভেবেছিলাম এ খবরে তুমি খুশি হবে।

চার্টারিস। আচ্ছা বল দেখি!

প্যারামোর। বুঝতে পারছি আমার ভুল হয়েছিল। আমি সত্যিই অত্যন্ত দুঃখিত। (দুজনে করমর্দন করল) এখন সত্য কথাটা তোমার শোনাই ভালো। কানাঘুষায় ক্লাবের অন্য কারুর কাছে শোনার চেয়ে কথাটা আমার মুখ থেকেই তুমি শোনো, এই আমি চাই। লিভার সংক্রান্ত আমার সেই আবিষ্কার—মানে—(কথাটা বলতে তার বাধে)।

চার্টারিস। সত্য বলে প্রমাণ হয়েছে? (দুঃখের সঙ্গে) ও বুঝলাম। বেচারী কর্ণেল ক্র্যাভেন-এর আর কোনো আশা নেই।

প্যারামোর। না, বরং তার উল্টো। আমার আবিষ্কার সত্য কি না সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ক্র্যাভেন এখন নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে মনে করেন। তাঁদের বাড়ির সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক একেবারে ঘুচে গেছে।

চার্টারিস। একথা তাঁকে জানালো কে?

প্যারামোর। আমিই জানিয়েছি, কাগজে এই খবরটা পড়া মাত্র। (কাগজটা দেখিয়ে বুককেস-এর উপর রাখল)।

চার্টারিস। আরে, তুমি তো সুখবর দিয়েছ! তুমি তাঁকে অভিনন্দন জানাওনি?

প্যারামোর। (আহত ও স্তম্ভিত) অভিনন্দন জানাব? যার চেয়ে নিদারুণ আঘাত গত তিনশো বছরে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উপর পড়েনি, তার জন্য কাউকে অভিনন্দন জানাতে হবে!

চার্টারিস। আরে না না। তাঁর জীবন রক্ষা হয়েছে বলে তাঁকে অভিনন্দন জানাবে। জুলিয়াকে অভিনন্দন জানাবে তার বাবার বিপদ কেটে গেছে বলে। তোমার জীবনের সমস্ত আশা যে পরিবারের সঙ্গে জড়িত, তাদের আবার সুখী করতে পারার কাছে তোমার আবিষ্কার ও খ্যাতির মূল্য যে কিছুই নয়, এই কথা তাদের জানাও। নিকুচি করেছে তোমার, মেয়েদের কাছে এইসব ছোটখাট সুবিধা যদি ভাঙিয়ে নিতে না পার তাহলে তোমার বিয়েই হবে না।

প্যারামোর। (গম্ভীরভাবে) মাপ করো; মিস ক্র্যাভেন-এর চেয়েও আমার আত্মসম্মান আমার কাছে বড়। নিজের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্যও বৈজ্ঞানিক ব্যাপার নিয়ে আমি ছেলেখেলা করতে পারি না। (বিরক্তভাবে সরে গেল)।

চার্টারিস। না, এবার হার মানলাম। 'ননকনফর্মিস্ট'দের বিবেকই যথেষ্ট বেয়াড়া, বৈজ্ঞানিকদের বিবেক আবার তার অনেক কাঠি উপরে। (প্যারা-মোর-এর কাছে গিয়ে কাঁধে হাত দিয়ে তাকে ফিরিয়ে এনে) শোনো প্যারামোর, ওই দিক দিয়ে আমার কোনো বিবেকই নেই। আদর্শবাদের আর সব ফাঁদের মতো একেও আমি ঘৃণা করি। তবে আমার কিছু সাধারণ মানবতা আর কাণ্ডজ্ঞান আছে। (প্যারামোরকে ইজিচেয়ারে বসিয়ে তার

উল্টো দিকে বসল) আচ্ছা বল দেখি, আসলে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত কাকে বলে? যে সিদ্ধান্ত সত্য, তাই তো?

প্যারামোর। নিশ্চয়।

চার্টারিস। যেমন, ক্র্যাভেন-এর লিভার সম্বন্ধে তোমার একটা সিদ্ধান্ত আছে, কেমন?

প্যারামোর। এখনো সেই সিদ্ধান্ত আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি। যদিও আপাতত তা উল্টে গিয়েছে।

চার্টারিস। জুলিয়ার সঙ্গে বিয়ে হলে ভালো লাগবে, এরকম একটা সিদ্ধান্তও তোমার আছে?

প্যারামোর। আছে বোধহয়। কতকটা তাই বলা যায়।

চার্টারিস। এ সিদ্ধান্তও সম্ভবত তোমার বয়স আর এক বছর বাড়বার আগেই উল্টে যাবে।

প্যারামোর। চিরকাল সব কিছুতেই তোমার অবিশ্বাস, চার্টারিস।

চার্টারিস। ওকথা থাক। এখন বুঝে দেখ তোমার লিভার সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত সত্য হোক এ আশা করা তোমার পক্ষে কতখানি অমানুষিক, কারণ তার মানে হল এই যে ক্র্যাভেন দারুণ যন্ত্রণায় ভুগে মরে, এই তুমি চাও।

প্যারামোর। আর সব সময় উল্টোপাল্টা কথা বলা তোমার স্বভাব।

চার্টারিস। আচ্ছা, এটুকু নিশ্চয় তুমি স্বীকার করবে যে জুলিয়া সম্বন্ধে তোমার সিদ্ধান্ত যে ঠিক এ আশা করা অন্তত শোভন ও স্বাভাবিক; কারণ এ আশা করার মানে হল এই যে জুলিয়া চিরকাল সুখে কাটায় এই তুমি চাও।

প্যারামোর। তাই আমি চাই আমার সমস্ত মন, সমস্ত আত্মা দিয়ে (বলেই নিজেকে শুধরে) মানে—আমার আশা করবার সমস্ত শক্তি দিয়ে।

চার্টারিস। তাহলে দুটো সিদ্ধান্তই যখন সমান বৈজ্ঞানিক, তখন বিশ্রীটার বদলে শোভনটাই প্রমাণ করবার চেষ্টা কর না?

প্যারামোর। কি করে?

চার্টারিস। আমি বলে দিচ্ছি। তোমার ধারণা, আমি জুলিয়াকে ভালোবাসি। তা সত্যি, তবে আমি সকলকেই ভালোবাসি। সুতরাং আমার কথা

ধর্তব্য নয়। তাছাড়া সে আমায় ভালোবাসে কি না বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হিসাবে এই প্রশ্ন যদি তাকে কর তাহলে সে বলবে যে আমায় সে ঘৃণা করে, দুচক্ষে দেখতে পারে না। সুতরাং আমার কোনো আশাই নেই। তবু তোমার মতোই সে সুখী হোক, এই আশা আমি— আত্মাকে না কি বললে তুমি—ঠিক তাই দিয়ে করি।

প্যারামোর। (অধৈর্যের সঙ্গে) বল বল, যা বলছিলে শেষ কর।

চার্টারিস। (হঠাৎ পরম ঔদাসীন্যের ভান করে উঠে পড়ে) আর কিছু বলবার আছে বলে মনে হয় না। আমি হলে কর্ণেল ক্র্যাভেন এরকম বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন বলে তাঁদের চায়ের নেমন্তন্ন করতাম। হ্যাঁ, ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালটা তোমার যদি পড়া হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তোমার লিভার সংক্রান্ত আবিষ্কার ওরা কিরকম করে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে একবার দেখতাম।

প্যারামোর। (একটু শিউরে উঠে দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখতে পার। (টেবিল থেকে কাগজটা তুলে তার হাতে দিয়ে) আপাতদৃষ্টিতে ইটালীয়ান পরীক্ষায় আমার সিদ্ধান্ত উল্টে গেছে বটে, তবে একটা কথা মনে রেখ যে জন্তু জানোয়ারের উপর পরীক্ষা করে কোনো কিছু প্রমাণ করা যায় কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

চার্টারিস। তাতে কিছু আসে যায় না। আমি কিছু পরীক্ষা করতে যাচ্ছি না। (ইবসেন মূর্তির ডানধারে গিয়ে পড়তে বসল। প্যারামোর খাবার ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় গ্রেস ঢুকল)।

গ্রেস। কেমন আছেন ডাঃ প্যারামোর? আপনাকে দেখে খুশি হলাম। (করমর্দন করল)।

প্যারামোর। ধন্যবাদ। ভালো আছেন আশা করি?

গ্রেস। বেশ ভালো, ধন্যবাদ। আপনাকে বড় শ্রান্ত দেখাচ্ছে। আপনার আরও যত্ন নিতে হবে দেখছি ডাক্তার।

প্যারামোর। আপনার অসীম অনুগ্রহ।

গ্রেস। অসীম অনুগ্রহ আপনার—আপনার রোগীদের প্রতি। নিজেকে আপনি বলি দিচ্ছেন। একটু বিশ্রাম করুন, আসুন একটু গল্প করি। কি

কি নতুন আবিষ্কার হয়েছে, আর একেবারে হালের খবর রাখতে গেলে আমার কি পড়া দরকার বলুন দেখি? আপনি খুব ব্যস্ত নয়তো?

প্যারামোর। না, মোটেই না। খুশি হয়েই বলব, আসুন। (ইবসেন মূর্তির বাঁদিকে গিয়ে বসে তারা জনান্তিকে চুপিচুপি গল্প করতে লাগল)।

চার্টারিস। ডাক্তারদের সবাই কেমন ভালোবাসে! যা খুশি তার কাছে বলতে পারে। (জুলিয়া ফিরে আসে কিন্তু চার্টারিস-এর দিকে তাকায় না। চার্টারিস অস্ফুট শব্দ করে। জুলিয়া কাকে যেন খোঁজবার জন্য এগোয়। চার্টারিস নিঃশব্দে তার পিছু পিছু গিয়ে মৃদুস্বরে বলে) আমাকে খুঁজছ জুলিয়া?

জুলিয়া। (চমকে উঠে) ওঃ আমায় কি রকম চমকে দিয়েছ।

চার্টারিস। চুপ, আমি তোমায় একটা জিনিস দেখাতে চাই। দেখ! (গ্রেস ও প্যারামোরকে দেখালো)।

জুলিয়া। (ঈর্ষাভরে) ওঃ ওই স্ত্রীলোকটা!

চার্টারিস। আমার প্রেমের পাত্রী তোমার প্রেমাস্পদকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

জুলিয়া। তার মানে? কোন সাহসে তুমি এই ইঙ্গিত—

চার্টারিস। চুপ চুপ! ওদের বিরক্ত কোরো না।

প্যারামোর উঠে দাঁড়াল। শেলফ্ থেকে একটা বই নিয়ে গ্রেস-এর পায়ের কাছে একটা টুলে বসল।

জুলিয়া। ওরা ওরকম চুপিচুপি কথা বলছে কেন?

চার্টারিস। নিজেদের কথা কাউকে শুনতে দিতে চায় না বলে বোধহয়।

প্যারামোর গ্রেসকে একটা ছবি দেখালো। দুজনে তাই নিয়ে খুব হাসতে লাগল।

জুলিয়া। কি, দেখাচ্ছে কি ওকে?

চার্টারিস। বোধহয় লিভারের কোনো ছবি। (জুলিয়া অস্ফুট বিতৃষ্ণা-সূচক শব্দ করে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। চার্টারিস তার জামার হাতটা ধরে ফেলল) আরে দাঁড়াও জুলিয়া। কি করছ কি? (ধাক্কা দিয়ে

চার্টারিসকে পিছনের ইজিচেয়ারে ফেলে দিয়ে জুলিয়া এগিয়ে গেল)।

জুলিয়া। (চাপা রাগের সঙ্গে) **খুব একটা মজার বই পেয়েছেন মনে হচ্ছে, ডাঃ প্যারামোর?** (গ্রেস ও প্যারামোর অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল) **কি বই ওটা জিজ্ঞাসা করতে পারি?** (হঠাৎ নিচু হয়ে প্যারামোর-এর হাত থেকে বইটা ছিনিয়ে নিয়ে দেখল। গ্রেস ও প্যারামোর অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল) **'গুড্ ওয়ার্ডস'!** (বইটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চার্টারিস-এর পাশ দিয়ে যেতে যেতে তীব্রস্বরে) **আহাম্মক কোথাকার!** (প্যারামোর ও গ্রেস সামনের দিকে এগিয়ে এল। প্যারামোর একটু বিমূঢ়, গ্রেস-এর মুখে সংকল্পের দৃঢ়তা)।

চার্টারিস। (ইজিচেয়ার থেকে উঠে জুলিয়াকে) **বোকা কোথাকার! এরই জন্য গ্রেস তোমাকে ক্লাব থেকে বার করিয়ে দেবে।**

জুলিয়া। (ভয় পেয়ে) **না না, তা সে পারে না, পারে কি?**

প্যারামোর। কি, ব্যাপার কি, মিস ক্র্যাভেন?

চার্টারিস। (তাড়াতাড়ি) **কিছু না, আমারই দোষ। আহাম্মকের মতো আমি একটু মজা করতে গিয়েছিলাম। আপনার ও মিসেস ট্র্যানফিল্ড-এর কাছে আমি মাপ চাইছি।**

গ্রেস। (কঠিনস্বরে) **আপনার কোনো দোষ নেই মিঃ চার্টারিস। সিলভিয়া ক্র্যাভেনকে একবার আমার কাছে ডেকে দেবেন ডাঃ প্যারামোর?**

প্যারামোর। (ইতস্তত করে) **কিন্তু—**

গ্রেস। অনুগ্রহ করে এখন যান।

প্যারামোর। (হার মেনে) **হ্যাঁ, যাচ্ছি।** (সিঁড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল)।

গ্রেস। তুমিও যাও চার্টারিস।

জুলিয়া। ওর কাছে অপমান হতে আমায় তুমি নিশ্চয় রেখে যাবে না চার্টারিস। (চার্টারিস-এর হাত ধরে রাখল)।

গ্রেস। দুজন মহিলার মধ্যে যখন ঝগড়া হয় তখন কোনো ভদ্রলোকের সামনে তার মীমাংসা করা এ ক্লাবের নিয়মবিরুদ্ধ—বিশেষ করে সেই ভদ্রলোকই যদি ঝগড়ার কারণ হন। ক্লাবের এই নিয়ম আপনি বোধহয়

ভাঙতে চান না মিস ক্র্যাভেন? (জুলিয়া চার্টারিস-এর হাত ছেড়ে দিল। গ্রেস চার্টারিস-এর দিকে ফিরে বলল) এখন যাও।

চার্টারিস। নিশ্চয়, নিশ্চয়—(চলে গেল)।

গ্রেস। (শান্তভাবে হুকুমের ভঙ্গীতে জুলিয়াকে) এখন বল তোমার কি বলবার আছে?

জুলিয়া। (হঠাৎ গ্রেস-এর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে) ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না। দোহাই অত নিষ্ঠুর হয়ো না, ওকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও। কি যে করছ তা তুমি জান না—কি সম্পর্ক আমাদের ছিল, কতখানি আমি ওকে ভালোবাসি। তুমি জান না, তুমি জান না—

গ্রেস। কি বোকামী করছ? উঠে দাঁড়াও। যদি কেউ এখন এখানে এসে তোমাকে এই অবস্থায় দেখে!

জুলিয়া। কি যে করছি আমি নিজেই জানি না। আমি গ্রাহ্যও করি না। আমার দুঃখের সীমা নেই। সত্যি, তুমি আমার কথা কি শুনবে না?

গ্রেস। তোমার কি ধারণা আমি পুরুষ যে তোমার এইসব বাজে বুজ-রুকিতে গলে যাব?

জুলিয়া। (উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে) তাহলে তুমি তাকে আমার কাছ থেকে নিতেই চাও?

গ্রেস। কাল যে ব্যবহার করেছ তারপরে তুমি কি আশা কর যে তাকে তোমার হাতে রাখতে আমি সাহায্য করব?

জুলিয়া। (এবারে নাটুকেপনা কমিয়ে অন্য সুরে) আমি জানি কাল আমার ওরকম করা খুব অন্যায় হয়েছিল। আমি মাপ চাইছি, আমি দুঃখিত। আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।

গ্রেস। মোটেই পাগল হওনি। কতখানি বাড়াবাড়ি করা তোমার পক্ষে সম্ভব, তুমি একেবারে ইঞ্চি ধরে হিসাব করেছিলে। আমাদের দুজনের মধ্যে দাঁড়াবার জন্য চার্টারিস যখন উপস্থিত থাকে তখন আমাকে তুমি গ্রাহ্যই কর না, যখন আমরা একা হই তখন তুমি তোমার স্বাভাবিক পদ্ধতিতে তোমার আব্দার মেটাবার চেষ্টা কর—অর্থাৎ বায়না যতক্ষণ না মেটে ততক্ষণ কচি খুকীর মতো কান্নাকাটি কর।

জুলিয়া। (সুস্পষ্ট ঘৃণার সঙ্গে) একথা তুমি তার কাছে শুনেছ?

গ্রেস। না, আমি তোমার কাছ থেকেই জেনেছি—কাল রাত্রে আর আজ। তোমায় দেখে যখন বুঝি যে আমরা কি বিশ্রী নির্বোধ জীব তখন মেয়ে বলে নিজের উপর আমার ঘৃণা হয়। পুরুষ হয়ে যদি তুমি ওদের সামনে এরকম ব্যবহার করতে, তাহলে ওরা দুজনে তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে তোমায় ক্লাব থেকে বার করে দেবার ব্যবস্থা করত। কিন্তু শুধু তুমি স্ত্রীলোক বলে ওরা তোমায় সহ্য করে, সহানুভূতি দেখায়, উদার ভাবে সাহায্য করে! এক বিন্দু আত্মসম্মানবোধ যদি তোমার থাকত, তাহলে ওদের এই প্রশ্রয়ে তোমার গা শিউরে উঠত। এখন আমি বুঝতে পারছি, মেয়েদের প্রতি চার্টারিস-এর কোনো শ্রদ্ধা কেন নেই।

জুলিয়া। কোন সাহসে তুমি এই কথা বল?

গ্রেস। কোন সাহসে! আমি তাকে ভালোবাসি। সে আমায় বিয়ের প্রস্তাব করেছিল আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি।

জুলিয়া। (বিশ্বাস না করলেও আশান্বিত) প্রত্যাখ্যান করেছ!

গ্রেস। হ্যাঁ, কারণ তোমার মতো মেয়েদের সংশ্রবে এসে যে মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার করতে শিখেছে তার কাছে আত্মসমর্পণ আমি করব না। তার ভালোবাসা ছাড়াও আমি কাটাতে পারি, কিন্তু তার শ্রদ্ধা ছাড়া নয়। তোমার দোষেই একসঙ্গে দুটো পাবার আমার উপায় নেই। তার ভালোবাসাই তুমি নাও, এবার তোমার তাতে ভালো হোক। তার কাছে ছুটে গিয়ে হাত জোড় করে তোমায় ফিরিয়ে নিতে বল।

জুলিয়া। ওঃ তুমি কি মিথ্যেবাদী! তোমায় দেখবার আগে, এমনকি তোমার কথা স্বপ্নেও ভাববার আগে সে আমায় ভালোবাসত। তুমি কি ভাব, পুরুষদের কাছে টানবার জন্য আমায় তাদের কাছে নতজানু হতে হয়? তোমার বেলায় হয়ত তাই হয়েছে, যা তোমার রূপের ছিরি! কিন্তু আমার তা নয়। এমন গণ্ডা গণ্ডা পুরুষ আছে, আমার একটা চোখের চাউনীর জন্য যারা তাদের জীবন দিতে প্রস্তুত। আমার শুধু একটা আঙুল নাড়বার অপেক্ষা।

গ্রেস। তাহলে আঙুল নাড়ো, দেখ সে আসে কি না।

জুলিয়া। ওঃ কি খুশিই হতাম তোমায় খুন করতে পারলে! কেন যে করি না তা বুঝতে পারি না!

গ্রেস। হ্যাঁ, অন্যের উপর দিয়েই নিজের বিপদ তুমি কাটাতে চাও। তুমি ডাক দিলেই গণ্ডা গণ্ডা পুরুষ তোমার সঙ্গে প্রেম করে এটা একটা গর্ব করবার জিনিস, না?

জুলিয়া। (রাগ ও ক্ষোভের সঙ্গে) বোধহয় তোমার মতো হওয়াই ভালো—পাথরের মতো বুক আর সাপের মতো জিব। ভগবানের অনেক দয়া যে আমার হৃদয় রক্তমাংসের। তাই তুমি আমায় ব্যথা দিতে পার আর আমি তোমায় পারি না। তাছাড়া তুমি কাপুরুষ। অনায়াসেই তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিচ্ছ।

গ্রেস। হ্যাঁ, দিচ্ছি। আয়াস তুমিই কর। তোমার জয় হোক। (ঘৃণাভরে খাওয়ার ঘরের দরজাব দিকে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় অন্য দিকের দরজা দিয়ে সিলভিয়া ক্যথবার্টসন ও ক্র্যাভেন-এর সঙ্গে ঢুকল। সিলভিয়া গেল গ্রেসের কাছে এবং অন্যেরা জুলিয়ার)।

সিলভিয়া। অনুগত প্যারামোর-এর দ্বারা প্রেরিত হয়েই আমি এসেছি। পরিবারের বড়দের সঙ্গে আনবার কথাও তিনি ইঙ্গিতে জানালেন। এই তাঁরা উপস্থিত। মামলাটা কিসের?

গ্রেস। (শান্তভাবে) কিছুই না, কোনো গণ্ডগোল নেই।

জুলিয়া। (বায়ুগ্রস্তের মতো টলতে টলতে ক্র্যাভেন-এর দিকে হাত বাড়িয়ে) বাবা!

ক্র্যাভেন। (তাকে জড়িয়ে ধরে) কি মা, কি হয়েছে?

জুলিয়া। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) ও আমাকে ক্লাব থেকে বার করে দেবার ব্যবস্থা করছে। আমাদের সকলের তাতে মান যাবে। এ কি ও করতে পারে বাবা?

ক্র্যাভেন। দেখ, এ ক্লাবের নিয়মকানুন এমন অদ্ভুত যে, কিছুই আমি বলতে পারি না। (গ্রেসকে) আমার মেয়ের আচরণ সম্বন্ধে আপনার কোনো নালিশ আছে কি না জিজ্ঞাসা করতে পারি?

গ্রেস। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি কমিটির কাছে নালিশ করব।

সিলভিয়া। একদিন তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাবে জানতাম জুলিয়া।

ক্র্যাভেন। এই মহিলাকে তুমি চেন, জো?

ক্যথবার্টসন। ওটি আমার মেয়ে, মিসেস ট্র্যানফিল্ড। গ্রেস, ইনি আমার পুরনো বন্ধু কর্ণেল ক্র্যাভেন। (গ্রেস ও ক্র্যাভেন একটু সংকুচিতভাবে পরস্পরকে অভিবাদন করল)।

ক্র্যাভেন। আপনার নালিশটা কি জানতে পারি মিসেস ট্র্যানফিল্ড?

গ্রেস। নালিশ শুধু এই যে, মিস ক্র্যাভেন আসলে মেয়েলী মেয়ে। সুতরাং সভ্য হবার অযোগ্য।

জুলিয়া। মিথ্যে কথা। আমি মেয়েলী মেয়ে নই। তোমার মতো আমার সভ্য হওয়ার সময়ও সেকথা একজন হলফ্ করেছিল।

গ্রেস। করেছিলেন মিঃ চার্টারিস বোধহয়, তোমারই অনুরোধে। এইমাত্র তাঁর ও ডাঃ প্যারামোর-এর সামনে যেরকম মেয়েলী ব্যবহার তুমি করেছ, আমি তাঁকে তার সাক্ষী মানবো।

ক্র্যাভেন। আচ্ছা ক্যথবার্টসন, এরা কি ঠাট্টা করছে না আমিই স্বপ্ন দেখছি?

ক্যথবার্টসন। (অত্যন্ত গম্ভীরভাবে) এ সব বাস্তব ড্যান, তুমি জেগে আছ।

সিলভিয়া। (ক্র্যাভেন-এর বাঁ হাত ধরে আদর করে) বুড়ো রিপ্ ভ্যান্ উইংকিল্ বাবা আমার!

ক্র্যাভেন। শুনুন মিসেস ট্র্যানফিল্ড, এইটুকুই আমি বলতে পারি যে আপনার অভিযোগ সত্য বলে আপনি প্রমাণ করতে পারবেন এই আশাই আমি করি। আশা করি এই সৃষ্টিছাড়া ক্লাবের সঙ্গে জুলিয়ার সম্পর্ক শিগগিরই শেষ হবে।

চার্টারিস। (ফিরে এসে দরজা থেকে) আসতে পারি?

সিলভিয়া। হ্যাঁ, সাক্ষী হিসাবে তোমায় এখানে দরকার। (চার্টারিস এসে একটু অপরাধীর মতো জুলিয়া ও গ্রেস-এর মাঝখানে দাঁড়াল) উৎকট মেয়েলীপনা নিয়ে মামলা।

গ্রেস। (অর্ধ জনান্তিকে চার্টারিসকে) বুঝতে পারছ? (জুলিয়া ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে তাদের লক্ষ্য করে বাবাকে ছেড়ে চার্টারিস-এর কাছে ঘেঁষে

গেল। গ্রেস গলা চড়িয়ে বলল) কমিটিতে তোমার সমর্থন আমি আশা করব।

জুলিয়া। তোমার যদি এতটুকু পৌরুষ থাকে তাহলে তুমি আমার পক্ষ নেবে।

চার্টারিস। কিন্তু তাহলে পুরুষালী পুরুষ হিসাবে আমাকেই যে ক্লাব থেকে তাড়িয়ে দেবে। তাছাড়া আমি নিজেই কমিটির একজন। একসঙ্গে বিচারক ও সাক্ষী দুই-ই তো আমি হতে পারি না। ডাঃ প্যারামোরকে তোমাদের ধরতে হবে, সে সব দেখেছে।

গ্রেস। ডাঃ প্যারামোর কোথায়?

চার্টারিস। এইমাত্র বাড়ি গেছে।

জুলিয়া। (হঠাৎ সংকল্প স্থির করে) স্যাভিল রো-তে ডাঃ প্যারামোর-এর বাড়ির নম্বর কত?

চার্টারিস। ঊনআশী।

জুলিয়া তাড়াতাড়ি সকলকে অবাক করে সিঁড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সিলভিয়া। (গ্রেস-এর কাছে ছুটে গিয়ে) গ্রেস, শিগগির ওর পিছনে যাও। প্যারামোর-এর কাছে ওকে আগে যেতে দিও না। সবাই ওর প্রতি কিরকম দুর্ব্যবহার করেছে তাই নিয়ে এমন সব করুণ গল্প ও বলবে যে, প্যারামোর একেবারে গলে যাবে।

ক্র্যাভেন। (বজ্রস্বরে) সিলভিয়া! নিজের বোন সম্বন্ধে কি এইভাবে কথা বলতে হয়? (সান্ত্বনা দেবার জন্য সিলভিয়ার হাতে একটু চাপ দিয়ে টেবিল থেকে একটা পত্রিকা নিয়ে গ্রেস শান্তভাবে পড়তে বসে। সিলভিয়া তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়)। বিশ্বাস করুন মিসেস ট্র্যানফিল্ড যে, ডাঃ প্যারামোর আমাদের সকলকে তাঁর ওখানে বিকেলে চা খাবার নেমন্তন্ন করেছেন। আমার মেয়ে যদি তাঁর বাড়িতে গিয়ে থাকে, তাহলে এখানকার এই অস্বস্তিকর ব্যাপার থেকে রেহাই পাবার জন্যই তাঁর নিমন্ত্রণের সুযোগ নিয়েছে, এইটুকু বলতে পারি। আমরা সবাই সেখানে যাচ্ছি, এস সিলভিয়া। (ক্যাথ-বার্টসন এর সঙ্গে যাবার জন্য পা বাড়ালেন)।

চার্টারিস। (সভয়ে) দাঁড়ান! (দুজনের মাঝখানে গিয়ে) এত তাড়াতাড়ি কিসের? লোকটাকে একটু সময়ও দেবেন না?

ক্র্যাভেন। সময়! কিসের?

চার্টারিস। (উত্তেজনায় নির্বোধের মতো) এই একটু বিশ্রামের জন্য আর কি। ওরকম ব্যস্ত পেশাদার লোক! সারাদিন একটু একলা থাকবার সুযোগ পাননি।

ক্র্যাভেন। কিন্তু জুলিয়া তো তাঁর সঙ্গে আছে?

চার্টারিস। তাতে কিছু আসে যায় না। সে তো একজন মাত্র। আর নিজের পক্ষের কথাটা প্যারামোরকে বোঝাবার সুযোগও তার পাওয়া উচিত। কমিটির সদস্য হিসাবে আমি এটা ন্যায্য বলে মনে করি। অবুঝ হয়ো না ক্র্যাভেন, তাকে আধঘণ্টা অন্তত দাও।

ক্যাথবার্টসন। এর মানে কি চার্টারিস?

চার্টারিস। সত্যি বলছি কিছু না। প্যারামোর-এর প্রতি একটু সুবিচার মাত্র।

ক্যাথবার্টসন। না, তোমার কোনো মতলব আছে চার্টারিস! আমার মতে ক্র্যাভেন, এখনি আমাদের যাওয়া একান্ত দরকার।

চার্টারিস। না না, যাবেন না। (ক্র্যাভেন-এর হাতে হাত রেখে তাকে রাজী করাবার চেষ্টায়) ঠিক খাবার পরেই ছুটোছুটি করা আপনার লিভারের পক্ষে ভালো নয়, ক্র্যাভেন।

ক্যাথবার্টসন। ওর লিভার সেরে গেছে। এস ক্র্যাভেন। (দরজাটা খুলে ধরল)।

চার্টারিস। (ক্যাথবার্টসন-এর জামার আস্তিন ধরে) আপনার মাথা খারাপ, ক্যাথবার্টসন। প্যারামোর জুলিয়ার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে যাচ্ছে, তাকে আমাদের সময় দেওয়া দরকার। আমার বা আপনার মতো তিন সেকেণ্ডে আসল কথা পাড়বার মতো লোক তো সে নয়। (ক্র্যাভেন-এর দিকে ফিরে) বুঝতে পারছেন না—আজ সকালে যে বিপদের কথা আপনাদের কাছে বলছিলাম, তা থেকে রেহাই পাবার এই আমার উপায়। মনে পড়ছে তো? আপনি, আমি আর ক্যাথবার্টসন।

ক্র্যাভেন। আচ্ছা সকলের সামনে এইটা কি এইভাবে বলবার বিষয়, চার্টারিস? নিকুচি করেছে! তোমার কি একটু ভদ্রতাজ্ঞানও নেই?

ক্যাথবার্টসন। (কঠিনস্বরে) না, কিছু নেই।

চার্টারিস। (ক্যাথবার্টসন-এর দিকে ফিরে) না, নির্দয় হবেন না ক্যাথবার্টসন। আমায় একটু সাহায্য করুন। আমার, জুলিয়ার, মিসেস ট্র্যানফিল্ডের, ক্র্যাভেনের, আমাদের সকলের ভবিষ্যৎ কিসের উপর নির্ভর করছে জানেন? —আমরা সেখানে পৌঁছবার আগে জুলিয়া প্যারামোর-এর বাগ্‌দত্তা হওয়ার উপর। একটু সময় দিলে প্যারামোর বিয়ের প্রস্তাব করবেই। আপনার মনটা সত্যিই ভালো ক্যাথবার্টসন, বুদ্ধিশুদ্ধিও আছে। থিয়েটারের আজেবাজে জিনিস আপনার মাথায় ঢুকলেও আপনি দস্তুরমতো চালাক লোক। আমার হয়ে একটা কথা বলুন।

ক্র্যাভেন। আমি ক্যাথবার্টসন-এর উপরই আমাদের কি কর্তব্য ঠিক করবার ভার ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। তার মত যে কি হবে সে বিষয়েও আমার কোনো সন্দেহ নেই।

ক্যাথবার্টসন সাবধানে দরজা বন্ধ করে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন, মনে হল গভীরভাবে তিনি চিন্তা করছেন।

ক্যাথবার্টসন। এখন আমি সাংসারিক লোক হিসাবে কথা বলছি—অর্থাৎ কোনো নৈতিক দায়িত্ব না নিয়ে।

ক্র্যাভেন। ঠিক জো, ঠিক।

ক্যাথবার্টসন। সুতরাং, চার্টারিস-এর মতামতের সঙ্গে কোনো মিল না থাকলেও, কিছুক্ষণ—ধরো, মিনিট দশেক অপেক্ষা করলে কোনো ক্ষতি হবে বলে মনে হচ্ছে না। (বসে পড়লেন)।

চার্টারিস। (অত্যন্ত খুশি) সত্যি, মুস্কিলের ব্যাপারে আপনার মতো কারুর মাথা খোলে না। (সোফার পিঠের উপর বসল)।

ক্র্যাভেন। (অত্যন্ত নিরাশ হয়ে) বেশ জো, এই যদি তোমার মত হয়, তখন তা মানছি। আরাম করে বসাই বোধহয় ভালো। (অনিচ্ছুক ভাবে বসলেন। খানিকক্ষণ তিনজনেই নীরব। অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা)।

গ্রেস। (কাগজ থেকে মুখ তুলে) ছটফট করো না লিওনার্ড।

চার্টারিস। (সোফার পিঠ থেকে নেমে পড়ে) না করে পারছি না। আমি অত্যন্ত অস্থির। আসল কথা হল এই যে, জুলিয়া আমাকে বড় বেশি ভাবিয়ে তুলেছে। সে কি ঠিক করল না জানা পর্যন্ত আমি যে কি করে ফেলতে পারি আমি নিজেই জানি না। সম্প্রতি কিরকম সময় আমার গেছে তা মিসেস ট্র্যানফিল্ড-এর কাছেই শুনতে পাবেন। জানেন নিশ্চয় যে জুলিয়ার গোঁ ভয়ানক বেশি।

ক্র্যাভেন। (দাঁড়িয়ে উঠে) নাঃ অসম্ভব!! আমি এই মুহূর্তেই চলে যাচ্ছি। এস সিলভিয়া। আর শোনো ক্যথবার্টসন, আশা করি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে প্যারামোর-এর কাছে গিয়ে এই ধরনের কথাবার্তার উপযুক্ত জবাব তুমি দেবে।

ক্র্যাভেন দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

চার্টারিস। (মরিয়া হয়ে) আপনার মেয়ের সুখ-শান্তিতে আপনি বাধা দিচ্ছেন। আর শুধু পাঁচ মিনিট সময় আমি চাইছি।

ক্র্যাভেন। আর পাঁচ সেকেন্ডও নয়। ছিঃ চার্টারিস! (বেরিয়ে গেলেন)।

ক্যথবার্টসন। (যেতে যেতে চার্টারিসকে) কর্মনাশা আহাম্মক! (বেরিয়ে গেলেন)।

সিলভিয়া। ঠিক শাস্তি হয়েছে। অকর্মণ্য কোথাকার! (সেও বেরিয়ে গেল)।

চার্টারিস। এই সব বদরাগী বুড়োদের নিয়ে পারবার জো নেই। (গ্রেসকে) এখন আর উপায় কি? ওদের সঙ্গেই গিয়ে ক্র্যাভেনকে যতখানি সম্ভব দেরি করিয়ে দিতে হবে। সুতরাং তোমায় ছেড়ে আমায় যেতেই হচ্ছে।

গ্রেস। (উঠে দাঁড়িয়ে) মোটেই না। প্যারামোর আমাকেও নিমন্ত্রণ করেছে।

চার্টারিস। (স্তম্ভিত) তুমি কি তা বলে যাচ্ছ নাকি!

গ্রেস। নিশ্চয়ই, তার সঙ্গে দেখা করতে আমি ভয় পাই, এই কথা জুলিয়াকে আমি ভাবতে দেব মনে করেছ? (চার্টারিস একটা চেয়ারে সুদীর্ঘ গোঙানির সঙ্গে বসে পড়ল) শোনো বোকামি করো না। বেশি দেরি করলে কর্ণেলকে আর ধরতে পারবে না।

চার্টারিস। হায়, আমার মতো হতভাগ্যের কেন জন্ম হয়েছিল! (হতাশ

ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে) **যাবেই যখন চল।** (হাত বাড়িয়ে দিল, গ্রেস তা ধরল) **হ্যাঁ, আমি চলে যাবার পর তখন কি হল?**

গ্রেস। তার ব্যবহার সম্বন্ধে এমন একটি বক্তৃতা শোনালাম যা সে জীবনে ভুলবে না।

চার্টারিস। ঠিক করেছ সোনা। (গ্রেস-এর কোমর জড়িয়ে ধরল) **শুধু একটা চুমু—আমায় একটু সান্ত্বনা দিতে।**

গ্রেস। (শান্ত ভাবে গাল বাড়িয়ে) **বোকা ছেলে!** (চার্টারিস চুমু খেল) **এখন চল।** (দুজনে বেরিয়ে গেল)।

স্যাভিল রো-তে প্যারামোর-এর বৈঠকখানা। পিছনের দেয়ালে বাঁ দিকের কোণে একটি দরজা। ডানদিকের দেয়ালে রোগীদের দেখবার ঘরে যাবার আর একটি দরজা। বাঁদিকে অগ্নিকুণ্ড। তার এক কোণে একটি কাউচ দেয়ালের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে পাতা। আর এক কোণে একটি ইজিচেয়ার। ডানদিকের দেয়ালের দরজার এধারে একটি বইয়ের আলমারী। দরজার ওধারে একটি ডাক্তারী যন্ত্রপাতির দেরাজ, তার উপরের দেয়ালে রেমব্রাণ্ট-এর 'স্কুল অব এ্যানাটমি'র একটি ছবি। সামনে ডানদিকে ঘেঁষে একটি চায়ের টেবিল। প্যারামোর একটি চেয়ারে বসে চা ঢালছে। মনে হচ্ছে তার স্ফূর্তি খুব বেশি, তার উল্টোদিকে জুলিয়া অত্যন্ত মনমরা হয়ে বসে আছে।

প্যারামোর। (জুলিয়ার হাতে চায়ের কাপ দিয়ে) **এই নিন। যে দু একটা কাজ আমি সত্যিই ভালোভাবে করতে পারি মনে করি, তার মধ্যে একটা এই চা তৈরি। কেক?**

জুলিয়া। না, ধন্যবাদ। আমি মিষ্টি জিনিস ভালোবাসি না। (না খেয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল)।

প্যারামোর। চায়ের কিছু দোষ হয়েছে নাকি?

জুলিয়া। না, চমৎকার।

প্যারামোর। মুস্কিল হচ্ছে এই যে আসর জমিয়ে রাখার ব্যাপারে আমি একেবারে আনাড়ি। আমি আসলে অত্যন্ত পেশাদার। আমার যা কিছু বাহাদুরি রুগী দেখতে বসলেই প্রকাশ পায়। এমন ইচ্ছেও বুঝি হয় যে আপনার শক্ত একটা কিছু হোক যাতে আমার যা কিছু বিদ্যে ও মনের দরদ আপনাকে জানাতে পারি। আপাতত শুধু আপনাকে ভালো লাগা ও আপনি কাছে থাকলে খুশি হওয়া ছাড়া আর তো আমার কিছু করবার নেই।

জুলিয়া। (তিক্তস্বরে) **হ্যাঁ, শুধু আমায় আদর করা আর মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা। আমায় একবাটি দুধ কেন এগিয়ে দিচ্ছেন না তাই ভাবি।**

প্যারামোর। (অবাক হয়ে) **তার মানে!**

জুলিয়া। তার মানে আপনার কাছে আমি একটা আদুরে ফার্সি বেড়ালের সামিল।

প্যারামোর। (প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে) মিস ক্র্যা-

জুলিয়া। (বাধা দিয়ে) আপনার প্রতিবাদ জানাবার দরকার নেই। ওতে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। ওই ধরনের অনুরাগই আমায় দেখলে লোকের মনে বোধহয় জাগে। (শ্লেষের সঙ্গে) কি ভালোই যে লাগে ভাবতে পারেন না।

প্যারামোর। সত্যি মিস ক্র্যাভেন, একথা বলে আপনি সকলের উপর অত্যন্ত অবিচার করছেন। আপনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে লোকে একবার দেখেই আপনাকে ভালোবাসে তা জানেন! জানেন, ক্লাবে লোকের মুখ দেখে আমি বলে দিতে পারি, খানিক আগে আপনি ঘরে ছিলেন কি না।

জুলিয়া। ওঃ! তাদের মুখের সেই দৃষ্টি আমি ঘৃণা করি। জানেন জন্মাবধি কোনো মানুষের ভালোবাসা আমি পাইনি?

প্যারামোর। তা সত্যি নয়, মিস ক্র্যাভেন। আপনার বাবার বেলায় যদি বা এটা সত্যি হয়, এমনকি চার্টারিস—আপনার বিরাগ সত্ত্বেও যে আপনাকে প্রচণ্ডভাবে ভালোবাসে তার বেলায়ও যদি এ কথা খাটে, তবু আমার বেলায় ওকথা বলা চলে না।

জুলিয়া। (চমকে উঠে) চার্টারিস সম্বন্ধে ও কথা আপনাকে কে বলল?

প্যারামোর। কেন, সে নিজে।

জুলিয়া। (গভীর বেদনা ও বিশ্বাসের সঙ্গে) সে শুধু একজনকেই পৃথিবীতে ভালোবাসে! আর সেই একজন হল সে নিজে। তার প্রকৃতিতে এক তিল নিঃস্বার্থ জায়গা নেই। তার সত্যিকার জীবনের একটি ঘণ্টাও সে কারুর সঙ্গে কাটাতে—(কান্নায় তার গলা ধরে যায়। কেঁদে ফেলে সে উঠে দাঁড়ায়) আপনারা সবাই সমান, সকলে। আমার বাবা পর্যন্ত আমাকে শুধু আদরের পুতুল মনে করেন। (অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে প্যারামোর-এর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল)।

প্যারামোর। (অনুগতের মতো পিছন পিছন গিয়ে) আমার প্রতি এ ব্যবহার করা আপনার উচিত নয়, সত্যি নয়।

জুলিয়া। (ভর্ৎসনার সুরে) তাহলে আমার পিছনে চার্টারিস-এর সঙ্গে কেন আমায় নিয়ে আলোচনা করেন?

প্যারামোর। আমরা তো আপনার বিরুদ্ধে নিন্দা কিছু করিনি। আমার সামনে তা কাউকে করতে দেব না। আমরা আমাদের প্রাণের কথা বলছিলাম।

জুলিয়া। তার প্রাণ! হায় ভগবান, তার প্রাণ! (কাউচের উপর বসে পড়ে মুখ ঢাকল)।

প্যারামোর। (দুঃখের সঙ্গে) মনে হচ্ছে এসব সত্ত্বেও আপনি তাকে ভালোবাসেন মিস ক্র্যাভেন।

জুলিয়া। (তৎক্ষণাৎ মাথা তুলে) সে যদি এ কথা বলে থাকে তাহলে সে মিথ্যেবাদী। কখনো যদি শোনেন যে, আমি তার অনুরাগী তাহলে প্রতিবাদ করবেন—ও কথা মিথ্যে।

প্যারামোর। (তাড়াতাড়ি কাছে এসে) মিস ক্র্যাভেন, আমার পথ কি তাহলে খোলা?

জুলিয়া। (এ আলোচনায় আগ্রহ হারিয়ে বিরক্তভাবে অন্যদিকে চেয়ে) আপনার কথার মানে?

প্যারামোর। (অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে) আমার কথার মানে আপনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন। চার্টারিস-এর প্রতি আপনার আসক্তির যে গুজব রটেছে, শুধু কথায় নয়, আমার স্ত্রী হয়ে তার প্রতিবাদ করুন। (আন্তরিকতার সঙ্গে) বিশ্বাস করুন—শুধু আপনার রূপে আমি আকৃষ্ট নই। (কৌতূহলী হয়ে জুলিয়া চকিতে একবার তার দিকে তাকাল) অনেক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। কিন্তু আপনার হৃদয়, আপনার আন্তরিকতা, আপনার চরিত্রের অসাধারণ সব গুণ, এই সবের দ্বারাই আমি আকৃষ্ট। আপনার এই সব বৈশিষ্ট্য ভালো করে এখনো ফুটতে পারেনি, কারণ যাদের মধ্যে আপনি থাকেন তাদের কেউ কখনো আপনাকে বোঝেনি।

জুলিয়া। (তার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। এ সব কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হলেও কেমন সন্দেহ জাগছে) সত্যি এই সব আপনি আমার মধ্যে দেখেছেন?

প্যারামোর। আমি অনুভব করেছি। আমি পৃথিবীতে একা, আর

তোমাকে আমার প্রয়োজন জুলিয়া। নিজের মন থেকে আমি তাই বুঝেছি যে তুমিও আমার মতো পৃথিবীতে একা।

জুলিয়া। (নাটকীয় উচ্ছ্বাসের সঙ্গে) আপনি ঠিকই বলেছেন, সত্যিই আমি পৃথিবীতে একা।

প্যারামোর। (সঙ্কুচিত ভাবে তার কাছে এগিয়ে) তোমার সঙ্গ পেলে নিজেকে আর একা মনে হবে না। আর তুমি? আমার সঙ্গে?

জুলিয়া। আপনি! (তাড়াতাড়ি নাগালের বাইরে চলে গিয়ে) না না, আমার পক্ষে তা—(দ্বিধাভরে থেমে গিয়ে সে অস্বস্তির সঙ্গে চারিদিকে তাকায়) কি করব আমি বুঝতে পারছি না। আপনি আমার কাছে বড় বেশি আশা করবেন। (বসে পড়ল)।

প্যারামোর। তোমার নিজের যা আছে, তোমার উপর আমার তার চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বাস আছে। তোমার মন যে কত বড়, তা তুমি নিজেই জান না।

জুলিয়া। (সন্দিগ্ধ ভাবে) আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে সবাই যা বলে, আমি সেরকম হাল্কা, হিংসুক, বিশ্রী বদমেজাজী মেয়ে নই?

প্যারামোর। নিজের জীবনের সুখ আমি তোমার হাতে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা যে কি, তাতেই কি প্রমাণ হয় না?

জুলিয়া। হুঁ, আপনি আমায় সত্যি ভালোবাসেন বলে মনে হয়। (প্যারামোর উৎসুকভাবে অগ্রসর হয়। হঠাৎ প্রচণ্ড বিতৃষ্ণায় এমনভাবে হাত তুলে সে উঠে দাঁড়ায় যেন প্যারামোরকে আঘাত করে সরিয়ে দেবে) না না না না, আমি পারব না—এ অসম্ভব। (দরজার দিকে অগ্রসর হয়)।

প্যারামোর। (উৎসুক ভাবে সেদিকে তাকিয়ে) তাহলে কি চার্টারিস?

জুলিয়া। (ফিরে দাঁড়িয়ে) ও তাই ভাবেন আপনি? (ফিরে এসে) শুনুন যদি আপনার প্রস্তাবে রাজী হই তাহলে আমায় ছোঁবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করতে পারেন? আমাদের নতুন সম্পর্ক যাতে আমি সইয়ে নিতে পারি সেই সময় আমাকে দেবেন?

প্যারামোর। আমি প্রতিজ্ঞা করছি। কিছুতেই কোনো পীড়াপীড়ি আমি করব না।

জুলিয়া। তাহলে—তাহলে—আচ্ছা, আমি রাজী।

প্যারামোর। ওঃ, কি অসম্ভব সুখী যে—

জুলিয়া। (তার উল্লাসে বাধা দিয়ে) **থাক আর একটি কথাও নয়। ও কথা ভোলা যাক।** (টেবিলে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে) **আমার চা এখনো ছুঁইনি।** (প্যারামোর নিজের চেয়ারে বসতে যাচ্ছিল এমন সময় জুলিয়া বাঁ হাতটা তার হাতের উপর রেখে বললে) **আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো পার্সি, আমি তারই কাঙ্গাল।**

প্যারামোর। (পরমোল্লাসে) **তুমি আমাকে পার্সি বলেছ! হুর্‌রে—!**

চার্টারিস ও ক্র্যাভেন ভিতরে ঢুকল। প্যারামোর হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাদের দিকে এগিয়ে গেল।

প্যারামোর। বড় খুশি হলাম, কর্ণেল ক্র্যাভেন আপনি এসেছেন বলে। আর তুমি এসেছ বলেও চার্টারিস। বসুন। (ক্র্যাভেন কাউচের একপ্রান্তে বসলেন) **আর সবাই কোথায়?**

চার্টারিস। সিলভিয়া ক্যারামেল কেনবার জন্য ক্যথবার্টসনকে বার্লিংটন আর্কেড-এ টেনে নিয়ে গেছে। ক্যথবার্টসন ক্যারামেল খাওয়ার ব্যাপারে ওকে উৎসাহ দিতে চান। ও'র ধারণা ওটা মেয়েলী রুচি। তাছাড়া উনি নিজেই ক্যারামেল খাওয়া পছন্দ করেন। ওরা সবাই এখুনি এসে পড়বে। (যতদূর সম্ভব জুলিয়ার নাগালের বাইরে থাকবার জন্য রেমব্রাণ্টের ছবির কাছে গিয়ে সেটা দেখবার ভান করে)।

ক্র্যাভেন। হ্যাঁ, ওরা আসছে। আর জান, চার্টারিস আমায় বোঝাবার চেষ্টা করছিল যে কর্ক স্ট্রীট থেকে স্যাভিল রো-তে যাবার সবচেয়ে সোজা রাস্তা আছে কোথায় কনডিট্ স্ট্রীট দিয়ে। আচ্ছা এরকম আজগুবি কথা কখনো শুনেছ? তারপর ও আবার বলল আমার কোটটা নাকি বড্ড বিশ্রী পুরনো হয়ে গেছে। নতুন একটা কোট অর্ডার দেওয়াবার জন্য আমায় 'পুল'-এর দোকানে নিয়ে যাবেই। আচ্ছা, আমার কোটটা কি বিশ্রী পুরনো?

প্যারামোর। আমার তো মনে হচ্ছে না।

ক্র্যাভেন। মনে না হবারই কথা। তারপর মিশরের যুদ্ধ নিয়ে আমার সঙ্গে সে তর্ক বাধাবেই। ঐ সব পাগলামির দরুনই আমাদের পনরো মিনিট দেরি।

চার্টারিস। (এখনো রেমব্রাণ্ট দেখতে দেখতে) **তোমার যাতে কোনো অসুবিধা না হয় প্যারামোর, তার জন্য আমি ওঁকে প্রাণপণে ঠেকাতে চেষ্টা করেছি।**

প্যারামোর। (সকৃতজ্ঞ) **ঠিক যতটুকু দরকার, তুমি একেবারে তার শেষ সেকেণ্ডটি পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছ।** (লৌকিকতার সঙ্গে) **কর্নেল ক্র্যাভেন, আপনাকে আমার একটা বিশেষ কথা বলবার আছে।**

ক্র্যাভেন। (সভয়ে লাফিয়ে উঠে) **গোপনে প্যারামোর—এটা নিশ্চয় প্রকাশ্যে বলবার নয়।**

প্যারামোর। নিশ্চয়, আমার রুগী দেখবার ঘরেই যাবার কথা আমি বলতে যাচ্ছিলাম। ওখানে কেউ নেই। আমায় একটু মাপ করবেন মিস ক্র্যাভেন। আমার ফিরে না আসা পর্যন্ত চার্টারিস আপনার সঙ্গে আলাপ করবে। (ক্র্যাভেনকে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল)।

চার্টারিস। (আতঙ্কে) **শোনো, আমি বলছিলাম কি—আর সবাই আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হত না?**

প্যারামোর। (সোৎসাহে) **আর দেরি করবার কোনো মানে নেই বন্ধু।** (চার্টারিস-এর হাত ধরে চাপ দিয়ে) **আসুন কর্নেল।**

ক্র্যাভেন। এই যে চল।

ক্র্যাভেন ও প্যারামোর ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর জুলিয়া মুখ ফিরিয়ে উদ্ধত ভাবে চার্টারিস-এর দিকে তাকাল। এক মুহূর্তে চার্টারিস যেন কেমন ভীত হয়ে পড়ল। জুলিয়া উঠে দাঁড়াতেই সে চমকে টেবিল ও বুককেস-এর মাঝখানে এসে দাঁড়াল। জুলিয়া সেদিকে যেতেই চার্টারিস তাকে এড়িয়ে উল্টোদিকে এসে দাঁড়াল।

চার্টারিস। (ভয়ে ভয়ে) **দোহাই জুলিয়া, ওরকম করো না। এখানে আমি তোমার হাতের মধ্যে, সে সুবিধাটার অপব্যবহার করো না। একটিবারের জন্য ভালো হও, কেলেঙ্কারী করো না।**

জুলিয়া। (অবজ্ঞা ভরে) **তুমি কি মনে কর আমি তোমায় ছুঁতে যাচ্ছি?**

চার্টারিস। না, তা কেন?

জুলিয়া আবার এগিয়ে আসতেই চার্টারিস পিছিয়ে যায়। অসীম

ঘৃণাভরে তার দিকে তাকিয়ে জুলিয়া কাউচের উপর গিয়ে গম্ভীর ভাবে বসে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চার্টারিস প্যারামোর-এর চেয়ারে বসে পড়ে।

জুলিয়া। এখানে এস। আমার একটা কথা বলবার আছে।

চার্টারিস। সত্যিই? (চেয়ারটা কয়েক ইঞ্চিমাত্র এগিয়ে আনে)।

জুলিয়া। আমি বলছি এখানে এস। ঘরের এপার থেকে ওপারে আমি চীৎকার করে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারব না। আমায় কি তুমি ভয় কর?

চার্টারিস। ভয়ানক। (অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে সে চেয়ারটা কাউচের ধার পর্যন্ত নিয়ে আসে)।

জুলিয়া। (চেষ্টাকৃত ঔদ্ধত্যের সঙ্গে) ওই স্ত্রীলোকটা কি তোমায় বলেছে যে আমার জন্য ও তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে? তোমায় ধরে রাখবার জন্য একটু চেষ্টাও করেনি?

চার্টারিস। (তাকে রাজী করাবার চেষ্টায় চুপি চুপি) ওরকম স্বার্থত্যাগ যে তুমিও করতে পার তাই দেখাও না। তুমিও আমাকে ছেড়ে দাও।

জুলিয়া। স্বার্থত্যাগ! তুমি তাহলে মনে কর যে তোমায় বিয়ে করার জন্য আমি মরে যাচ্ছি, না?

চার্টারিস। তোমার উদ্দেশ্য বরাবর সাধু ছিল ভয়ে ভয়ে তা স্বীকার করছি।

জুলিয়া। ছোটলোক কোথাকার!

চার্টারিস। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) একথা আমি স্বীকার করছি জুলিয়া যে আমি ভদ্রলোকের চেয়ে হয় কিছু কম কিংবা বেশি। মীমাংসা করতে না পেরে একবার তুমি ভদ্র বলেই মেনে নিয়েছিলে।

জুলিয়া। বটে! কখ্‌খনো না। ভদ্রলোকের মতো যদি ব্যবহার করতে না পার, তাহলে যে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে সেই স্ত্রীলোকের কাছেই তোমার ফিরে যাওয়া ভালো—ওইরকম হৃদয়হীন নীচ প্রাণীকে যদি স্ত্রীলোক বলা যায়। (সম্রাজ্ঞীর মতো সে উঠে দাঁড়ায়। চার্টারিস একটানে চেয়ারটা টেবিলের কাছে সরিয়ে নিয়ে যায়) আমি এখন তোমায় হাড়ে হাড়ে চিনি, লিওনার্ড চার্টারিস। তোমার কপটতা, তোমার হীন বিদ্বেষ, তোমার

নিষ্ঠুরতা, তোমার অহঙ্কার! যার জন্য তুমি লুব্ধ ছিলে, তোমার চেয়ে ঢের বেশি যোগ্য লোক সে আসন আজ পেয়েছে।

চার্টারিস। (রুদ্ধশ্বাস ব্যাকুলতায় তার কাছে ছুটে এসে) তার মানে? বল বল। তুমি কি—

জুলিয়া। আমি ডাঃ প্যারামোর-এর বাগ্‌দত্তা।

চার্টারিস। (আনন্দে অধীর হয়ে) আমার প্রাণের জুলিয়া! (তাকে আলিঙ্গন করবার চেষ্টা করল)।

জুলিয়া। (ছিটকে সরে গেল। চার্টারিস তার হাতদুটো ধরে ফেলল) এতবড় তোমার সাহস! তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? আমি কি ডাঃ প্যারা-মোরকে তাহলে ডাকব?

চার্টারিস। ডাক ডাক, সকলকে ডাক সোনা। লণ্ডনের সবাইকে। আর আমাকে নিষ্ঠুর হতে হবে না, আত্মরক্ষা করতে হবে না, তোমার ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে না। কত আশাই না করেছি এই দিনটির জন্য। তুমি আমায় বিয়ে করবে বা ভালোবাসবে তা যে আমি চাই না এখন বুঝলে তো? সে সৌভাগ্য প্যারামোর-এরই হোক। আমি শুধু দর্শক হিসাবে নির্লিপ্তভাবে তোমার সুখ দেখে আনন্দ পেতে চাই। (এক হাতে চুমু খেল) আমার প্রাণের জুলিয়া, (আর এক হাতে চুমু খেয়ে) আমার সুন্দরী জুলিয়া! (হাতটা ছিনিয়ে নিয়ে জুলিয়া প্রায় মারবার উপক্রম করে, চার্টারিস-এর তাতে গ্রাহ্য নেই) আমায় আর ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। ও হাতের আর আমি ভয় করি না—পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি হাত।

জুলিয়া। আমায় অপমান করে, আমায় যন্ত্রণা দিয়ে কোন মুখে তুমি আবার এসব বলছ?

চার্টারিস। যেতে দাও সোনা। কোনো দিন তুমি আমায় বোঝনি, কোনো দিন বুঝবে না। আমাদের জ্যান্ত-জানোয়ার-কাটা বন্ধুর অবশেষে একটা পরীক্ষা সফল হয়েছে।

জুলিয়া। তুমি-ই জ্যান্ত প্রাণীর উপর ছুরি চালাও। তার চেয়ে তুমি অনেক বেশি নিষ্ঠুর।

চার্টারিস। তবে যে সব পরীক্ষা আমি করি তা থেকে তার চেয়ে শিখি

আমি অনেক বেশি। যাদের উপর পরীক্ষা করি তারাও আমার সমানই শেখে। ওইখানেই আমি বড়।

জুলিয়া। (কৌচের উপর আবার বসে পড়ে দুঃখের হাসি হেসে) যাক আমার উপর আর পরীক্ষা তুমি করতে পারবে না। শিকার দরকার হলে তোমার গ্রেস-এর কাছে যেতে পার। সে বড় কঠিন ঠাঁই।

চার্টারিস। (তার পাশে বসে অনুযোগের সুরে) তোমার কাছ থেকে পালাবার জন্য তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পর্যন্ত করতে তুমি কিনা আমায় বাধ্য করেছিলে! ধর সে যদি রাজী হত, আজ আমি কোথায় থাকতাম?

জুলিয়া। প্যারামোর-এর কথায় রাজী হয়ে আমি যেখানে আছি সেই-খানেই বোধহয়।

চার্টারিস। কিন্তু গ্রেসকে আমি দুঃখই দিতাম। (জুলিয়া বিদ্রুপের ভঙ্গী করে) এখন ভেবে দেখছি তুমিও প্যারামোরকে দুঃখ দেবে। কিন্তু তাকে যদি আবার প্রত্যাখ্যান করতে সে একেবারে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ত। বেচারা!

জুলিয়া। (হঠাৎ আবার জ্বলে উঠে) সে তোমার চেয়ে অনেক ভালো লোক।

চার্টারিস। (সবিনয়ে) সেটা আমি স্বীকার করছি সোনা।

জুলিয়া। আমায় সোনা সোনা বোলো না। তাকে আমি দুঃখ দেব একথা বলার মানে কি? তার যোগ্য হবার মতো গুণ কি আমার নেই?

চার্টারিস। গুণ কাকে বল, তার উপর সেটা নির্ভর করছে।

জুলিয়া। ইচ্ছা করলে আমার মধ্যে গুণ তুমি ফুটিয়ে তুলতে পারতে। তোমার হাতে আমি শিশুর মতো ছিলাম এবং তুমি তা জানতে।

চার্টারিস। হ্যাঁ সোনা, তার মানে তুমি যখন ঈর্ষায় রাগে জ্বলে উঠতে তখন খুব খানিকটা আদর করে আর ধৈর্য ধরে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারলে সে রাগ তোমার কেটে গিয়ে সব মিটমাট হয়ে যাবে, এ আশাটুকু আমার থাকত। আমায় ঘণ্টা দুয়েক ধরে প্রাণভরে গালাগালি দিয়ে, যার উপর তোমার ঈর্ষা তাকে যা নয় তাই বলে নিন্দা করে, তোমার গায়ের ঝাল যখন মিটত তখন ক্লান্ত হয়ে তুমি থামতে, আর স্নেহে আদরে গলে গিয়ে মনে করতে যে তোমার মতো ভালো আর উদার কেউ কোথাও নেই।

ও ধরনের ভালোমানুষী আমি খুব জানি। এইসব ব্যাপারে তুমি হয়ত ভাবতে যে তোমার মধ্যে যে মিষ্টতাটুকু লুকোনো আছে আমার দরুন তা প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি ভাবতাম ঠিক তার উল্টো। ভাবতাম যে আমার মনের মিষ্টতাটুকু নিংড়ে বার করে তুমি যতটা পাওনা তার চেয়ে বড় বেশি খরচ করে ফেলছ।

জুলিয়া। তোমার মতে, তাহলে, আমার মধ্যে ভালো কিছু নেই? আমি একটা অত্যন্ত বদ বাজে মেয়ে। কেমন?

চার্টারিস। হ্যাঁ, যেভাবে তুমি আর সকলকে বিচার কর, সেভাবে বিচার করলে, তাই। গতানুগতিক ভাবে বলতে গেলে, তোমার গুণ গাইবার কিছু নেই, কিছু না। তোমায় কি ভালো আমি বাসতাম সে কথা মনে করে নিজের আত্মসম্মান রক্ষা করবার জন্য তাই আমায় অন্য কোনো ভাবে বিচারের পথ খুঁজতে হয়। ওঃ, তোমার কাছে কত কিছু না আমি শিখেছি! তোমার কাছেই শিখেছি, অথচ তুমি আমার কাছে কিছুই শিখতে পারনি। আমি তোমাকে বোকা বানিয়েছি আর তুমি আমাকে করে তুলেছ বিচক্ষণ। আমি তোমার বুক ভেঙ্গে দিয়েছি, আর তুমি আমায় দিয়েছ আনন্দ। আমারই দরুন নিজের নারীত্বকে তুমি ধিক্কার দিয়েছ, আর আমার পৌরুষ তুমিই আমার কাছে স্পষ্ট করে তুলেছ। ধন্য, ধন্য তুমি, জুলিয়া আমার! (আন্তরিক আবেগভরে তার হাত ধরে চুমু খেল)।

জুলিয়া। (ঘৃণাভরে তার হাত টেনে নিয়ে) ওসব বিশ্রী বিদ্রূপ ছাড়।

চার্টারিস। (সহাস্যমুখে যেন বিধাতাকে উদ্দেশ করে) হায় ভগবান, এর নাম বিশ্রী বিদ্রূপ! আচ্ছা আচ্ছা, আর তোমাকে ওই ধরনের কথা কখখনো বলব না সোনা। ওসব কথার মানে হল শুধু এই যে, তুমি পরমাসুন্দরী আর তোমায় আমরা সবাই ভালোবাসি।

জুলিয়া। ওকথা বলো না, শুনলে রাগ হয়। মনে হয় যেন আমি শুধু একটা জানোয়ার।

চার্টারিস। হুঁ। খাসা একটি জানোয়ার যে পরমাশ্চর্য বস্তু জুলিয়া। জানোয়ারদের ছোট করে দেখো না।

জুলিয়া। তুমি আমাকে সত্যিই তাই ভাব!

চার্টারিস। শোনো জুলিয়া, তোমার চারিত্রিক গুণের জন্য আমি মুগ্ধ হব, এ আশা তুমি নিশ্চয় কর না?

জুলিয়া ফিরে দাঁড়িয়ে তার দিকে কঠিনদৃষ্টিতে তাকাল। চার্টারিস ভয় পেয়ে উঠে পেছুতে শুরু করল। জুলিয়াও উঠে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল।

জুলিয়া। চরিত্রের কোনো গুণ যার নেই সেই অসৎ মেয়েটার প্রেমে এককালে তোমায় হাবুডুবু খেতেও দেখেছি।

চার্টারিস। (পিছু হটতে হটতে) কাছে এসো না জুলিয়া। প্যারামোর-এর প্রতি তোমার কর্তব্যের কথা মনে রেখ।

জুলিয়া। (ঘরের মাঝামাঝি তাকে ধরে ফেলে) প্যারামোর-এর কথা ভাবতে হবে না, সে আমি বুঝব। (কোটের প্রান্ত ধরে স্থিরদৃষ্টিতে চার্টারিস-এর দিকে তাকিয়ে) কথার কারসাজি যাদের দেখাও তারা যদি আমার মতো তোমায় চিনত! কেন তোমায় ভালোবেসেছিলাম ভেবে এক এক সময় নিজেই অবাক হই।

চার্টারিস। (স্মিতমুখে) শুধু এক এক সময়?

জুলিয়া। তুমি একটা ভণ্ড, চালিয়াৎ, মেকি সাধু! (চার্টারিসকে অত্যন্ত খুশি মনে হয়) ওঃ! (অর্ধেক রাগে অর্ধেক অনুরাগের তীব্র আবেগে জুলিয়া চার্টারিসকে সবেগে ঝাঁকুনি দেয়। প্যারামোর ও ক্র্যাভেন রোগী দেখার ঘর থেকে বেরিয়ে এ দৃশ্যে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যায়)।

ক্র্যাভেন। (চীৎকার করে) জুলিয়া!!

জুলিয়া চার্টারিসকে ছেড়ে দিয়ে অবজ্ঞাভরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

প্যারামোর। ব্যাপার কি?

চার্টারিস। কিছু না, কিছু না। এসব তোমার দুদিনেই সয়ে যাবে প্যারামোর।

ক্র্যাভেন। সত্যি জুলিয়া, তোমার ব্যবহার বড় অদ্ভুত। প্যারামোর-এর ওপর তুমি অবিচার করছ।

জুলিয়া। (কঠিনস্বরে) ডাঃ প্যারামোর-এর যদি আপত্তি থাকে তাহলে তিনি বিয়ের প্রস্তাব ভেঙ্গে দিতে পারেন। (প্যারামোরকে) দোহাই, ইতস্তত করবেন না।

প্যারামোর। (উদ্বিগ্নভাবে ও দ্বিধাভরে তার দিকে তাকিয়ে) তুমি কি তাই চাও?

চার্টারিস। (সভয়ে) আরে দূর, অমন হট্ করে কিছু করে বোসো না। দোষ আমার। মিস ক্র্যাভেনকে আমি জ্বালাতন করেছি—অপমান করেছি। চুলোয় যাকগে যাক, এভাবে সব ভণ্ডুল কোরো না।

ক্র্যাভেন। এ তো বড় বিশ্রী গোলমেলে ব্যাপার। তুমি জুলিয়াকে অপমান করেছ একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না চার্টারিস। তুমি তাকে জ্বালাতন করেছ নিশ্চয়ই, সবাইকেই কর। কিন্তু অপমান! তার মানেটা কি বুঝিয়ে বল দেখি?

প্যারামোর। (আন্তরিকতার সঙ্গে) আমার কাছে সব কথা সরলভাবে বলবার জন্য তোমায় অনুরোধ করছি মিস ক্র্যাভেন। তোমার আর চার্টারিস-এর সম্পর্কটা কি?

জুলিয়া। (হেঁয়ালীর সুরে) ওকে জিজ্ঞাসা করুন। (অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে সকলের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল)।

চার্টারিস। নিশ্চয়ই, আমি সব স্বীকার করছি। আমি মিস ক্র্যাভেনকে ভালোবাসি। যেদিন থেকে তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সেদিন থেকে ভালোবাসা জানিয়ে তাকে অতিষ্ঠ করে আসছি। তাতে কোনো ফল হয়নি। ও আমাকে সম্পূর্ণভাবে ঘৃণা করে। খানিক আগে প্রতিদ্বন্দ্বীর সুখ দেখে গায়ের জ্বালায় বিশ্রীভাবে বিদ্রূপ করে আমি অনেকগুলো কথা বলি, আর ও—আপনারা তো দেখেছেন, আমায় ধরে একটুখানি ঝাঁকুনি দেয়।

প্যারামোর। (উদারভাবে) ওকে জয় করতে আমাকে তুমি সাহায্য করেছ, চার্টারিস সে কথা আমি কখনো ভুলব না। (জুলিয়া সবেগে ফিরে দাঁড়ায়। একটা উগ্র জ্বালা তার মুখে ফুটে ওঠে)।

চার্টারিস। দোহাই, ও কথা তুলো না।

ক্র্যাভেন। আজ সকালে ক্যথবার্টসন আর আমাকে যা বলেছিলে এ তো সে কথা নয়। কিছু যদি মনে না কর তো বলি, এই কথাটাই সত্যি শোনাচ্ছে। আচ্ছা বলো তো, তখন আমাদের ধাপ্পা দিচ্ছিলে, না?

চার্টারিস। (হেয়ালীর সুরে) জুলিয়াকে জিজ্ঞাসা করুন।

প্যারামোর ও ক্র্যাভেন জুলিয়ার দিকে তাকায়, চার্টারিস সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জুলিয়া। হ্যাঁ, তাই সম্পূর্ণ সত্য। ও বরাবর আমায় ভালোবেসেছে, উত্ত্যক্ত করেছে; আর আমি ওকে সম্পূর্ণ ঘৃণা করি।

ক্র্যাভেন। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না জুলিয়া, ওটা নিষ্ঠুরতা। ভালোবাসায় হার হলে মানুষ আর ঠিক মানুষ থাকে না। শোনো চার্টারিস, আমার যখন যৌবন তখন ক্যথবার্টসন ও আমি একই মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম। সে ক্যথবার্টসনকেই পছন্দ করে। অস্বীকার করব না যে তাতে আমি খুব আঘাত পাই। কিন্তু কি করা উচিত তা আমি জানতাম এবং তাই করেছিলাম। ক্যথবার্টসন সুখী হোক এই কামনা জানিয়ে আমি তার আশা ছেড়ে দিই। বহুকাল বাদে তার সঙ্গে দেখা হবার পর সে আজ আমায় বলেছে যে এইটুকুর জন্য সে আমায় শ্রদ্ধা করে এসেছে। তার কথা আমি বিশ্বাস করি, শুনে আমার ভালো লেগেছে। পঁয়ত্রিশ বছর আগে জুলাই মাসের একটা সন্ধ্যায় ক্যথবার্টসন ও আমার যা অবস্থা হয়েছিল আজ তোমাদের তাই হয়েছে। ব্যাপারটা কি ভাবে তুমি নেবে?

জুলিয়া। (তীব্র বিরক্তির সঙ্গে) কি ভাবে ও নেবে—তাই বটে! সত্যি বাবা, এটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে। পার্সি যখন তোমার মদ খাওয়া নিষেধ করে দিয়েছিল তখন তুমি যেমন ঘটা করে নেশাটেশা বাদ দিয়েছিলে, তেমনি মিসেস ক্যথবার্টসন যখন তোমায় চাননি তখন তাঁর আশা ত্যাগ করাটা হয়ত তুমি একটা মহত্ত্বের লক্ষণ করে তুলেছিলে। কিন্তু আমায় নিয়ে ওরকম মহৎ হবার সুযোগ আমি ওকে দেব না। আমি ওকে চাই না—জানিয়ে দিয়েছি। ওর যদি তা পছন্দ না হয় তাহলে ও—ও—

চার্টারিস। নিজের পথ দেখতে পারি। ঠিক তাই ক্র্যাভেন, আমার উপর আপনি ভরসা রাখতে পারেন, আমি নিজের পথই দেখব। (সরে গিয়ে বুককেসটার উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল)।

ক্র্যাভেন। (আহত হয়ে) জুলিয়া, তুমি আমার মান রেখে কথা কওনি। আমি অনুযোগ করতে চাই না, তবে তোমার কথাগুলো ঠিক শোভন হয়নি।

জুলিয়া। (কেঁদে ফেলে আরামকেদারায় বসে পড়ে) আমার উপর একটু

দরদ আছে পৃথিবীতে এমন কেউ কি নেই? এমন কেউ কি নেই যে আমায় একেবারে খারাপ ভাবে না?

ক্র্যাভেন ও প্যারামোর সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে আসে।

ক্র্যাভেন। (অনুশোচনার সঙ্গে) লক্ষ্মীমেয়ে আমার, আমার কথার মানে তো মোটেই তাই—

জুলিয়া। দুজন পুরুষ আমায় নিয়ে দরাদরি করবে—বাজারের ক্রীত-দাসীর মতো একজন আরেকজনের কাছে চালান করবে, এই কি আমায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করতে হবে?

ক্র্যাভেন। কিন্তু মা আমার—

জুলিয়া। ওঃ চলে যাও তোমরা, চলে যাও সবাই। আমি—ওঃ— (চোখে তার জল উথলে উঠল)।

প্যারামোর। (ক্র্যাভেন-এর প্রতি অনুযোগের সুরে) আপনি ওকে বড় নিষ্ঠুরভাবে ঘা দিয়েছেন, কর্ণেল ক্র্যাভেন।

ক্র্যাভেন। কিন্তু তা তো আমি দিতে চাইনি। আমি কি রূঢ় হয়েছি চার্টারিস?

চার্টারিস। দুহিতাদের বিদ্রোহের কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন ক্র্যাভেন আপনার মেয়ে যে নয়, এমন কোনো বয়স্কা তরুণীর সঙ্গে আপনি নিশ্চয় এভাবে কথা বলতেন না!

ক্র্যাভেন। তুমি কি বলতে চাও অন্য যে কোনো মেয়ের সঙ্গে যে ব্যবহার করি নিজের মেয়ের সঙ্গেও তাই করতে হবে?

প্যারামোর। নিশ্চয় করতে হবে, কর্ণেল ক্র্যাভেন।

ক্র্যাভেন। করি যদি তো আমার নাম বদলে রেখ, এই বলে রাখলাম!

প্যারামোর। ওই সুরে যদি কথা বলেন তাহলে আমার আর কিছু বলবার নেই। (ক্ষুণ্ণ হয়ে চার্টারিস-এর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়)।

জুলিয়া। (ফুঁপিয়ে উঠে) বাবা!

ক্র্যাভেন। (ব্যাকুলভাবে ফিরে) কি মা?

জুলিয়া। (অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে তার হাতে চুমু খেয়ে) ওদের কথা গ্রাহ্য কোরো না। তুমি সত্যি করে ও কথা বলনি তো বাবা—বলেছ?

ক্র্যাভেন। না মা, না। লক্ষ্মীটি আর কাঁদে না।

প্যারামোর। (পুলকিতভাবে জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে চার্টারিসকে) কি সুন্দর বল'তো!

চার্টারিস। (নিজের হাতদুটো উপরে ছুঁড়ে দিয়ে) ওঃ! ভগবান যেন তোমায় বাঁচান প্যারামোর! (বুককেসের কাছ থেকে সরে গিয়ে কাউচের একেবারে শেষপ্রান্তে গিয়ে বসে। সিলভিয়া ইতিমধ্যে ঘরে এসে ঢোকে)।

সিলভিয়া। (জুলিয়াকে দেখে) আবার কাঁদছ! সত্যিই তুমি মেয়েলী।

ক্র্যাভেন। দিদিকে বিরক্ত কোরো না সিলভিয়া। জানো তো যে ও ওসব সহ্য করতে পারে না।

সিলভিয়া। ওর ভালোর জন্যই বলছি বাবা। দুনিয়ার সবাই তো আর জানে না যে, উনি বাড়ির খুকী।

জুলিয়া। কান মলে ছিঁড়ে দেব, সিলি।

ক্র্যাভেন। ছি, ছি, ছি! একি হচ্ছে তোমাদের! চোখ মুছে ফেল জুলিয়া। মিসেস ট্র্যানফিল্ড যেন তোমায় এ ভাবে দেখতে না পান। তিনি জো-র সঙ্গে আসছেন।

জুলিয়া। (উঠে দাঁড়িয়ে) আবার ও আসছে!

সিলভিয়া। আবার এক চুলোচুলি! তাই কর জুলিয়া।

ক্র্যাভেন। চুপ কর সিলভিয়া। (জুলিয়াকে আদেশের স্বরে) শোনো জুলিয়া—

চার্টারিস। আরে! এ যে বাপেদের বিদ্রোহ দেখছি!

ক্র্যাভেন। চুপ কর চার্টারিস। (জুলিয়াকে) পুরুষ বা মেয়ে কার শিক্ষা-দীক্ষা কতখানি তা ঝগড়ার সময়ই বোঝা যায়। কোনো গোলমাল যখন নেই তখন সবাই ভালো ব্যবহার করতে পারে। ওই লক্ষ্মীছাড়া ক্লাবে তুমি আজ বলেছিলে যে তুমি মেয়েলী মেয়ে নও। ভালো কথা, আমি তাতে কিছু মনে করি না। কিন্তু মিসেস ট্র্যানফিল্ড এখানে আসবার পর ভদ্রমহিলার মতো ব্যবহার যদি না করতে পার, ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার যদি না কর, তাহলে তোমায় যত ভালোইবাসিনা কেন ছেলে হলে যেমন ত্যাজ্য পুত্র করতাম মেয়ে বলেও ঠিক তাই করব।

প্যারামোর। **কর্ণেল ক্র্যাভেন—**

ক্র্যাভেন। (ধমক দিয়ে) **থামো প্যারামোর।**

জুলিয়া। (অশ্রুসজল চোখে কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টায়) **আমি জানি বাবা—**

ক্র্যাভেন। **ছিঁচ্‌কান্না থামাও। তোমার বাবা হিসাবে এখন কথা বলছি না, বলছি সেনাপতি হিসাবে।**

সিলভিয়া। **সাবাস, সাবেকী ভিক্টোরিয়া ক্রশ!** (ক্র্যাভেন রেগে তার দিকে ফিরতেই সে ছুটে চার্টারিস-এর পিছনে গিয়ে লুকোয়। তারপর পরস্পরের উল্টোদিকে মুখ রেখে, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে একই কাউচের উপর বসে। ক্যথবার্টসন গ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে ঢোকেন। গ্রেস দরজার কাছে একটু দাঁড়ায়, তার বাবা সকলের সঙ্গে এসে যোগ দেন)।

ক্র্যাভেন। **এই যে, জো এসেছ। এবার ওদের খবরটা জানাও প্যারামোর।**

প্যারামোর। **মিসেস ট্র্যানফিল্ড, ক্যথবার্টসন, আমার ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।**

ক্যথবার্টসন। (করমর্দন করবার জন্য এগিয়ে এসে) **আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনিও আশা করি আমার আর গ্রেস-এর অভিনন্দন গ্রহণ করবেন, মিস ক্র্যাভেন।**

ক্র্যাভেন। **নিশ্চয় করবে জো।** (হুকুমের ভঙ্গীতে) **জুলিয়া—**(জুলিয়া ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল)।

ক্যথবার্টসন। **গ্রেস—**(গ্রেসকে নিয়ে জুলিয়ার কাছে পৌঁছে দিয়ে আগুনের দিকে পিঠ করে দাঁড়ালেন। কর্ণেল ক্র্যাভেন অন্য দিকে পাহারা দিচ্ছেন)।

গ্রেস। (মৃদুস্বরে শুধু জুলিয়াকে) **ওকে ছাড়া যে তোমার চলে তা ওকে বুঝিয়ে দিলে তাহলে! যা যা বলেছিলাম সব আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমার সঙ্গে করমর্দন করবে?** (মুখ ফিরিয়ে রেখে জুলিয়া ব্যথিতভাবে হাত বাড়াল)। **ব্যাপারটা বুঝি বেশ মিলনান্ত হল ভাবছে ওরা—আমাদের মুনিব ও মালিক ওই পুরুষেরা!** (দুজনে হাতে হাত দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল)।

সিলভিয়া। (চার্টারিসকে জনান্তিকে) **জুলিয়া কি সত্যিই তোমায় ছেঁটে**

ফেলে দিয়েছে? (চার্টারিস মাথা নেড়ে সায় দিল। সিলভিয়া সন্দিগ্ধভাবে মাথা নেড়ে বলল) মনে হচ্ছে তুমিই ওকে ছেঁটে ফেলেছ।

ক্যাথবার্টসন। শোনো প্যারামোর, এই ব্যাপার নিয়ে চার্টারিস-এর ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য কোরো না। তার অবস্থাও তোমারই মতো। গ্রেস-এর সঙ্গে তার বিয়ের কথা ঠিক।

জুলিয়া। (গ্রেস-এর হাত ছেড়ে দিয়ে বেদনাব্যাকুল স্বরে) আবার!

চার্টারিস। (তাড়াতাড়ি উঠে) ভয় পাওয়ার কিছু নেই, সব ভেঙ্গে গেছে।

সিলভিয়া। (উঠে দাঁড়িয়ে) কি! তুমি গ্রেসকেও ছেঁটে ফেলেছ! ছি! ছি! (গজরাতে গজরাতে ঘরের অন্য দিকে চলে গেল)।

চার্টারিস। (তার পিছু পিছু গিয়ে সস্নেহে কাঁধে হাত রেখে) ও যে আমায় চায় না ভাই। মানে, (সকলের দিকে ফিরে) ইতিমধ্যে মিসেস ট্র্যানফিল্ড যদি না আবার মত বদলে থাকেন।

গ্রেস। না। আমরা পরস্পরের বন্ধুই থাকব, আশা করি। কিন্তু কোনো কিছুর খাতিরেই তোমাকে আমি বিয়ে করছি না। (প্রশান্তভাবে আরাম-কেদারায় বসে পড়ল)।

জুলিয়া। আঃ! (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কাউচের উপর বসল)।

সিলভিয়া। (চার্টারিসকে সান্ত্বনা দিয়ে) বেচারা লিওনার্ড!

চার্টারিস। হ্যাঁ, প্রেম করে যারা বেড়ায় তাদের কপালে এই শাস্তিই থাকে। সারাজীবন এখন আমায় প্রেম করে যেতে হবে। ঘর সংসার, ছেলেপুলে, ক্যাথবার্টসন-এর মতো কোনো কিছুই আমার হবে না। কেউ আমাকে বিয়ে করবে না—এক তুমি যদি করো সিলভিয়া, করবে?

সিলভিয়া। সজ্ঞানে তো নয়, চার্টারিস।

চার্টারিস। (সকলের দিকে ফিরে) দেখলেন!

ক্র্যাভেন। (সিলভিয়া ও চার্টারিস-এর মাঝখানে এসে) এসব জিনিস নিয়ে ঠাট্টা কোরো না চার্টারিস; সত্যি, করা উচিত নয়।

ক্যাথবার্টসন। যে সব জিনিস পবিত্র তা নিয়ে ও ঠাট্টা ছাড়া আর কিছু করতে জানে না। এই হল নতুন যুগের ধারা। ভগবানের অনেক দয়া ড্যান যে আমাদের ধারা পুরনো যুগের!

চার্টারিস। প্রতীক হয়ে উঠবেন না ক্যথবার্টসন।

ক্যথবার্টসন। (আহত ও ক্রুদ্ধ) প্রতীক! ওটা হল ইবসেন-পন্থীদের একটা গাল! কি বলতে চাও তুমি?

চার্টারিস। পুরনো যুগের প্রতীক। বলতে চাই যে নিজেকে পুরনো যুগের প্রতিনিধি বলে মনে করবেন না। পুরনো যুগের ধারা বলে কখনো কিছু ছিল না।

ক্র্যাভেন। এ বিষয়ে তোমার কথার প্রতিবাদ করে আমি জো-র কথাতেই সায় দেব। তাস খেলায় যেমন কাউকে ঠকানো আমার পক্ষে অসম্ভব, তুমি যে ব্যবহার কর, যৌবনে সেরকম ব্যবহার করাও আমার পক্ষে তেমনি অসম্ভব ছিল। আমি পুরোনো যুগের লোক।

চার্টারিস। আপনি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন ক্র্যাভেন, আর যথারীতি সেটাকে আপনি বাহাদুরী করে তুলতে চান।

ক্র্যাভেন। শোনো চার্টারিস—তুমি ক্ষুণ্ণ হওনি আশা করি। (মিটমাট করবার আগ্রহে) তাস খেলায় ঠকাবার কথাটা বলা আমার বোধহয় ঠিক হয়নি। আমি ওকথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। (হাত বাড়িয়ে দিলেন)।

চার্টারিস। (করমর্দন করে) না, আমি ক্ষুণ্ণ হইনি ক্র্যাভেন, মোটেই না। আমি মেজাজ দেখাতে চাইনি, তবে (আর কেউ শুনছে কি না দেখে জনান্তিকে) শুধু বুঝে দেখুন: প্রতিদ্বন্দ্বী জয়ী ও সুখী এদৃশ্য দেখলে—

ক্র্যাভেন। (উচ্চস্বরে) না, চার্টারিস, তোমায় পুরুষের যোগ্য ব্যবহার করতে হবে। তোমার কর্তব্য অতি স্পষ্ট। (ক্যথবার্টসনকে) ঠিক বলেছি কি না, জো?

ক্যথবার্টসন। (দৃঢ়স্বরে) ঠিক বলেছ, ড্যান।

ক্র্যাভেন। (চার্টারিসকে) সোজা জুলিয়ার কাছে গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাও। আর জানাও ভদ্রলোকের মতো হাসিমুখে।

চার্টারিস। তাই করব কর্ণেল। আমার অন্তরে যে ঝড় বইছে চোখের পাতার একটু কাঁপনেও তা কেউ টের পাবে না।

ক্র্যাভেন। জুলিয়া, চার্টারিস এখনো তোমাকে অভিনন্দন জানায়নি। সে যাচ্ছে। (জুলিয়া দাঁড়িয়ে ভয়ংকরদৃষ্টিতে চার্টারিস-এর দিকে তাকায়)।

সিলভিয়া। (চার্টারিস অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কানে কানে) **সাবধান। তোমায় এবার মারবে। আমি ওকে চিনি।** (চার্টারিস সভয়ে যেতে গিয়ে থেমে গেল। দুজনে স্থিরদৃষ্টিতে খানিক তাকিয়ে রইল দুজনের দিকে। গ্রেস আস্তে আস্তে উঠে জুলিয়ার কাছে গেল)।

চার্টারিস। (পিছনে সিলভিয়াকে চুপি চুপি) **সাহস করে একবার গিয়ে দেখি।** (নির্ভীকভাবে জুলিয়ার কাছে গিয়ে) **জুলিয়া!** (হাত বাড়িয়ে দিল)।

জুলিয়া। (ক্লান্তভাবে যেন বাধ্য হয়ে করমর্দন করে) **তুমি ঠিকই বলেছ, আমি একটা বাজে মেয়ে।**

চার্টারিস। (জয়ের উল্লাসে প্রতিবাদ জানিয়ে) **বাঃ, তা কেন?**

জুলিয়া। কারণ খুন করবার মতো সাহস আমার নেই।

গ্রেস। (জুলিয়া প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে ফেলে) **না, না, প্রেম করে যে বেড়ায় তাকে কখ্খনো বীরের সম্মান দিও না।**

চার্টারিস অবিচলিতভাবে মজা উপভোগ করার মতো হাসতে হাসতে মাথা নাড়ে। আর সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে জুলিয়ার দিকে তাকায়, গভীর একটা বেদনার আভাস পেয়ে তাদের মুখে একটা সশঙ্ক সম্ভ্রমও দেখা দেয়।

মিসেস ওয়ারেনের পেশা

(MRS WARREN'S PROFESSION)

মুখবন্ধ

মিসেস ওয়ারেনের পেশা লেখা হয় ১৮৯৪ সালে। এর উদ্দেশ্য ছিল সাধারণকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যে পতিতাবৃত্তির কারণ নারীর চরিত্রদোষ বা পুরুষের লালসা নয়, কারণ এই যে, আমাদের সমাজে নারীকে তার সম্মান দেওয়া হয় না, তার পরিশ্রমের উপযুক্ত অর্থ-মূল্য দেওয়া হয় না, অথচ বোঝাটা এমন পর্বতপ্রমাণ করে চাপানো হয় যে শেষ পর্যন্ত পতিতাবৃত্তি ছাড়া দরিদ্র নারীর প্রাণধারণের কোনো পন্থা জোটে না। বস্তুতঃ সম্পত্তিহীন সুশ্রী কোনো মেয়ের পক্ষে ধর্মে অটুট নিষ্ঠা রাখা বা অল্পবিত্তর ধনী পুরুষকে বিয়ে করতে না পারা, পয়সার দিক দিয়ে লোকসান। সমাজের হাটে যে তথাকথিত 'পুণ্যে'র চেয়ে তথাকথিত 'পাপে'র বাজার বড় তার কারণ হচ্ছে পাপের বেলায় আমাদের হাত অনেক বেশি দরাজ। ভদ্রভাবে উন্নতি করবার আশা থাকলে সাধারণ কোনো নারী পতিতাবৃত্তির পথে পা বাড়ায় না, প্রেমের খাতিরে বিয়ে করবার সঙ্গতি থাকলে বিয়ের হীনতাকে বরণ করে না।

আরও একটি তথ্য ফাঁস করার উদ্দেশ্য ছিল। সে হচ্ছে এই, যে পতিতা-বৃত্তি কেবল ব্যক্তিগতভাবে নয়, অন্যান্য ব্যবসায়ের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে ধনিকের মূলধনের দ্বারাও পরিচালিত হয়। যে পতিতা নিজের ঘরে দেহবিক্রয় করে সে প্রতি ক্রেতার পণ্য হলেও নিজের কর্ত্রী সে নিজেই। কিন্তু সংগঠিত ব্যবসায়ে সে কেবল লাভের সামগ্রী, শুধু ধনিকের পক্ষে নয়, শহুরে সম্পত্তি-ওয়ালাদের কাছেও, এমনকি চার্চের সম্পত্তির পক্ষেও, কারণ যে সব বাড়িতে এই পতিতাবৃত্তি চলে তার ভাড়াটাও মোটা টাকার ব্যাপার।

লেখকজীবনের গোড়াতেই এমন বই লেখা আমার পক্ষে যে মারাত্মক হয়েছিল একথা বলাই বাহুল্য। লর্ড চেম্বারলেন বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে আমার নাটকের উপর চড়াও হলেন; পার্লামেন্টীয় আইন অনুসারে 'দুর্নীতিপূর্ণ অথবা অন্য কারণে নাট্যমঞ্চের অনুপযোগী' আইনের এই ধারার জোরে তাঁর সে অধিকার আছে; রঙ্গমঞ্চের উপর তাঁর কর্তৃত্ব

অপ্রতিহত, রাজোচিত ক্ষমতা বললে তাকে ছোট করে বলা হয়। আমার নাটক মঞ্চস্থ করা নিষিদ্ধ হল; প্রকারান্তরে দুর্নামের বোঝাটা চাপল আমার ঘাড়ে। অবিবেচক, কুমতলবী লেখক হিসাবে আমার কুখ্যাতি রটল প্রচুর। তরুণ লেখকের পক্ষে এর চেয়ে ক্ষতিকর আর কি হতে পারে? এ দুর্নাম সত্ত্বেও অবশ্য আমি টিকে থেকেছি এবং শেষ পর্যন্ত আমার বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে তাও বলতে পারি না। আমার নাটকের উপর নিষেধ-আজ্ঞাটাও বজায় থাকেনি, কারণ যুদ্ধের পর সেন্সরশিপ সত্ত্বেও রঙ্গমঞ্চে এমন যৌনতার বান ডাকলো যে আমার নাটকের মতো অপেক্ষাকৃত নীতি-বাদী লেখাকে আর নিষিদ্ধ করে রাখা হয়ে উঠল হাস্যকর। এও স্বীকার করতে হয় যে সনাতনী রীতিনীতির উপর অবিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণ চালাবার ফলে আমাকে সর্বক্ষণই এত প্রতিআক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে যে লর্ড চেম্বারলেনের সামান্য খোঁচাখুঁচিতে আমার হৃদয়বিদারণের কোনো কারণ ঘটেনি। বিশেষতঃ ধীমান পাঠকমহলে আমার সম্পর্কে যে শ্রদ্ধা বর্তমান ছিল এ নাটকে তাকে আরও গভীরই করে তোলে। তাছাড়া ১৮৯৪ সালে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে আমার স্থান ছিল না, লর্ড চেম্বারলেন আমার নাটক নিষিদ্ধই করুন বা প্রসিদ্ধই করুন। তবু আমার ক্ষতির মাত্রাটা কিছু কম হয়নি, সমাজের ক্ষতিটা আরও কিছু বেশি হয়েছিল। কারণ পতিতাবৃত্তির প্রশ্ন (পার্লামেন্টের ভাষায় হোয়াইট শ্লেভ ট্র্যাফিক) যখন আইনের কোঠায় উঠল তখন পার্লামেন্ট ব্যবস্থা করলেন কেবল পতিতার অঙ্গে পুষ্ট পুরুষ প্রভুদের কয়েক ঘা করে বেত্রদণ্ডের; মিসেস ওয়ারেনের কর্তৃত্ব অটুট রয়ে গেল, এবং সংগঠিত পতিতাবৃত্তির আসল চেহারাটা আরও ভালো করেই ঢাকা পড়ল। সাংবাদিকেরা ও আইনপ্রণেতারা যে এর বেশি অগ্রসর হতে পারলেন না তার দোষ আর কারুর নয়, সেন্সরেরই।

১৯০২ সালে স্টেজ সোসাইটি নামে এক ক্লাব তাদের সভ্যদের পরিতৃপ্তির খাতিরে আমার নাটকের এক ঘরোয়া প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ক্লাবের ঘরোয়া ব্যাপারে লর্ড চেম্বারলেনের দণ্ড অচল, কাজেই এ অভিনয়ে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। লর্ড চেম্বারলেনের প্রবল প্রতাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাধ্য সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ছিল না (অসন্তুষ্ট হলে তিনি সরাসরি তাদের দরজায়

তালা লাগাতে পারেন), কিন্তু আরেকটি ক্লাবের কর্তৃপক্ষেরা সম্ভবত একটু নাটকীয় অখ্যাতি লাভের বাসনায় একদিন সন্ধ্যায় ও আরেকদিন বিকেলে এই নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করলেন। এতে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল তার কিছু আভাস পরবর্তী কলহমূলক রচনাটি থেকে পাওয়া যাবে। নাটকের বিশেষ একটি সংস্করণের ভূমিকা হিসাবে এটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার নাম দেওয়া হয়েছিল

লেখকের কৈফিয়ৎ

মাত্র আটবৎসর বিলম্বের পর অবশেষে মিসেস ওয়ারেনের পেশা অভিনীত হয়েছে। বুদ্ধি যাদের নিতান্ত স্থির, তারা বাদে লণ্ডনের সমস্ত নাট্য-সমালোচকদের চমকে একেবারে পেশা ভুলিয়ে দেওয়ার মজা ও গর্বটুকু উপভোগ করবার সৌভাগ্য আবার আমার মিলেছে, ইবসেনের মতো। উন্মত্ত প্রতিবাদ, নৈতিক আতঙ্ক, অযাচিত পাপস্বীকার, আর্ট ও বাস্তব-জীবনের প্রভেদকে পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয়, এমন প্রবল বিবেকদংশন—এ সমস্তের সমবেত কলরোল উপভোগ করার সুযোগ যে লেখকের কখনো হয়েছে তার কাছে মামুলী খবরের কাগজের প্রশংসার আর কিইবা মূল্য। আনন্দ হয়, যখন মনে পড়ে যে প্রতিষ্ঠাবান সমালোচক পর্যন্ত আমার নাটক দেখে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়েই উত্তেজিতভাবে চীৎকার করে উঠেছিলেন যে সার জর্জ ক্রফ্‌টস্‌কে ধরে জুতো মারা উচিত।

অবশ্য সংবাদপত্রজগতে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল সেটা দর্শকসাধারণের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে মনে করলে ভুল হবে। নাট্যসমালোচকদের বিপর্যস্ত করা কঠিন কাজ নয়। চাই শুধু থিয়েটারের মামুলী রোমান্টিক বুলির জায়গায় লাইব্রেরীর, বক্তৃতামঞ্চের বা গির্জামঞ্চের মামুলী বুলিগুলোকে বসিয়ে দেওয়া। উদ্ধার, মদ্যপান-নিবারণ বা মহিলা সমিতির কাজ করে যাঁরা অভ্যস্ত, তাঁদের অথবা খৃষ্টীয় সামাজিক সঙ্ঘের ধর্মযাজক সভ্যদের সামনে মিসেস ওয়ারেনের পেশা অভিনয় করুন, নৈতিক আতঙ্কের চিহ্ন-মাত্র নজরে পড়বে না। উপস্থিত প্রতি নরনারীর এটুকু জানা আছে যে যতদিন দারিদ্র্যের জ্বালা আছে ততদিন নীতি প্রহসন মাত্র, যতদিন ধনী

অবিবাহিত যুবকের পকেট বাড়তি টাকায় ঝনঝন করছে ততদিন পাপই মোক্ষ, ততদিন তাদের বক্তৃতা, প্রার্থনা, ভাঙা আশ্রয় আর স্বল্প অন্নের লড়াই ব্যর্থ।

আমি যে দর্শকদের কথা আলোচনা করেছি তাঁরা আমাদের চটকদার নাটকগুলি দেখলে মর্মাহত হবেন। প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে চলে যাওয়ার মুখে তাঁদের একথাই মনে হবে যে প্লিমাথের যে ধার্মিকপ্রবরেরা রঙ্গালয়কে নরকের দ্বার মনে করে, তারা রঙ্গালয় সম্পর্কে জানে কম কিন্তু বোঝে বেশি। আমি নিজে আর্টকে নীতির বন্ধন থেকে মুক্ত বিহঙ্গ বলে মনে করি না, খুন বা রাহাজানি যেমন অপরাধ, সমাজবিরোধী নাটক লেখা বা অভিনয় করা তার চেয়ে কম অপরাধ নয়, কারণ দেশের জীবনকে স্পর্শ করে দুটোই। তবু রঙ্গমঞ্চকে তাচ্ছিল্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমি মনে করি যে নৈতিক প্রচারের পক্ষে আর্টের চেয়ে সূক্ষ্মতর, মহত্তর উপায় আর কিছু নেই; এমনকি অভিনয়ের প্রভাব ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের চেয়েও বড়, কারণ ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তকেই বাস্তববিমুখ, দৃষ্টিবিহীন, চিন্তা-বিহীন লোকের কাছে গভীর করে, একান্তভাবে বোধগম্য করে তোলে নাটকাভিনয়। আমি বারম্বার বলেছি যে ইংলন্ডে নাটকের প্রভাব এত বেড়ে চলেছে যে একদিকে ব্যক্তিগত ব্যবহার, ধর্ম, আইন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, নীতি সমস্তই নাট্যকে হয়ে উঠছে, আরেকদিকে নাটকের সঙ্গে সংস্রব কেটে যাচ্ছে সাধারণ বুদ্ধির, ধর্মের, বিজ্ঞানের, রাজনীতির, নীতির।

অপেরাসুলভ ঢঙের নকলিয়ানায় আজ ফ্যাশনদার নাটক এমন নির্বীর্য ভাবালুতায় পর্যবসিত হয়েছে, তার দর্শকদের বুদ্ধিতে এমন অপব্যব-হারের মরচে ধরেছে যে যুক্তির নির্মম শৃঙখলে বাঁধা ও তথ্যের কঠিন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমস্যার পুনরবতারণায় নাটককে অত্যন্ত নীরস ও অমানুষিক যুক্তিবাদের বাহন মাত্র মনে হয়। সৌখিন সমাজে বিকেলী চায়ের আসরে যিনি গুরুতর আলোচনার অবতারণা করেন তাঁর প্রতি নিমন্ত্রিতদের যে বিরক্তি সঞ্চার হয় এ অনেকটা সেইরকম। তর্কের ঝড়ে যখন চায়ের সরঞ্জাম উড়ে যায়, রঙ্গালয়কে বৈঠকখানা বানাবার ফিকিরে ছিল যে অভ্যাগতেরা তারা অবশেষে বোঝে যে এখানে অবাঞ্ছিত অতিথি

নাট্যকার নয়, তারাই, তখন আপত্তি ওঠে যে এ নাটকে মানুষের বোধ অনুভূতির স্থান নেই। অথচ এ আপত্তির কারণ আর কিছু নয়, মানুষের অনুভূতির প্রতি পরিবেশের যে বিরুদ্ধতার মধ্য থেকে নাট্যবস্তুর উৎপত্তি, তারই মায়ামাত্র। এ সেই ঘটনাচক্র যা এই বিরোধিতাকে মুলতবী রেখে যবনিকাপাতকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে, কারণ বিরোধিতার শেষ যেখানে নাট্যেরও শেষ সেখানেই। অথচ এই বিরোধিতার আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে আজ এমন এক হৃদয়হীনতার ধারণা উপজাত হয়, যে জনৈক বিখ্যাত সমালোচক বলেছেন: 'খৃষ্টের সঙ্গে ইউক্লিডের যে তফাৎ, টলস্টয় আর শ' সাহেবের মধ্যেও সেই তফাৎ।' কিন্তু আমার নামের পরিবর্তে টলস্টয়ের আর টলস্টয়ের নামের পরিবর্তে গাব্রিয়েল দানুন্ত্সিয়োর নাম বসিয়ে দিলেও এই আপ্তবাক্যের মর্যাদা একই থাকবে। আমার যুক্তিবিচারের ক্ষমতার প্রতি সমালোচক যে শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন তাকে আমি অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করছি। সেই সঙ্গে আমার ভক্তপ্রবরকে জানিয়ে রাখছি যে রঙ্গালয়ে সমস্যার উপস্থিতি সম্বন্ধে যখন তিনি অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন, মানুষের চেনা মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের অচেনা চেহারাটাও যখন তাঁর নজরে সহজেই সহ্য হবে, তখন তিনি দেখবেন যে মিসেস ওয়ারেনের পেশা একটা জ্যামিতির থিয়োরেম মাত্র নয়, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির, নিজেদের ভিতরকার ও বাইরের সমস্যার সঙ্গে দ্বন্দ্বই তার মূল নাট্যবস্তু। শুধু ভাবপ্রবণতার তাপে বাইরের এই কঠিন সামাজিক সমস্যা গলবার নয়।

আরও অগ্রসর হয়ে বলব, শুধু তাই নয়, আমার বিরুদ্ধে যে সন্দেহ-বাদ ও অমানবিকতার নালিশ ক্ষুদ্রতর সমালোচকদের মনে জমা হয়েছে, তার কারণ হচ্ছে এই যে আমার সৃষ্ট চরিত্ররা আচমকা মানুষের মতো চলাফেরায় লেগে যায়, মঞ্চের রোমান্টিক আইনকানুনের অপেক্ষা রাখে না। সে আইনের বাঁধন এমন, কারণ থেকে সিদ্ধান্তে তার সনাতন গতি এমনই অর্থহীন যে, কোনো নাটকের একটা মাঝারি গোছের শেষ অঙ্ক লেখাও নাট্যকারের সাধ্যের অতীত। এই মিথ্যা ন্যায়কে আমি অবহেলা করেছি। তার ফলে আমার প্রতি অভিযোগ এসেছে নাটকীয় আইনভাঙার নয়, মানুষের স্বাভাবিক বোধ ও অনুভূতির প্রতি অবজ্ঞার। নাটকে

মেজাজের লোকেরা বলে থাকে ভিভি ওয়ারেন তার মার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে প্রকৃত জীবনে কোনো মেয়ে তা করে না। কোনো মেয়ে অর্থে যে এখানে জনপ্রিয় অভিনেত্রী, আর প্রকৃতজীবন অর্থে যে ভাবালুতায় আচ্ছন্ন নাটকের 'জীবন' সেটা বুঝতে দেরি হয় না। অথচ বলার ঢঙটা এমন যেন কথাটার সত্যতা ইউক্লিডের দুটি ঋজুরেখায় কোনো স্থানকে ঘিরতে পারে না, এই স্বতঃসিদ্ধ গোত্রের। বর্তমান নাটকে আমি বারবার এই দৃষ্টিবিভ্রমকে বিদ্রূপ করেছি, তা সত্ত্বেও নিজেদের দৃষ্টির বিকৃতিটা তাদের চোখে কিছুতেই পড়বার নয়। ভাবালু আর্টিস্ট প্রেড (সমালোচক না বানিয়ে ওকে স্থপতি করে কি ভুলই করেছিলাম!) গোটা নাটকে সর্বক্ষণ সমালোচকদেরই ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছে। কারণ তাঁদের মতন তারও ধারণা যে যার সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক যেমনটি তার সম্পর্কে মনোভাবও ঠিক তেমন হবে, 'রীতিবিরুদ্ধতা'র ফ্যাশানমাফিক রীতির এতটুকু হেরফের চলবে না। কিন্তু ব্যঙ্গের বাণটা সমালোচকদের বেঁধেনি। প্রেডের নাটুকে লজিক তাঁদের এমন পেয়ে বসেছে যে তাঁদের দৃষ্টিতে এ নাটকে একমাত্র স্বাভাবিক প্রাণী বলে বোধ হয়েছে প্রেডকেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে নাট্যকার যতই সাধারণ মানুষকে যুক্তিধর্মী, সহজ জীব হিসাবে না দেখিয়ে খেয়াল, ভাব, আবেগের সমষ্টিরূপে দেখাবেন, এই খেয়াল, ভাব, আবেগের প্রতি বহির্জগতের নির্মম অবজ্ঞাকে যতই প্রকট করে তুলবেন, ততই এই আসল তফাৎটার প্রতি অন্ধতার অভিযোগ তাঁর উপর বর্ষিত হবে বেশি। মানুষের জীবনে আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, আকস্মিক ঝোঁক ইত্যাদির স্থানকে আমি অবজ্ঞা করেছি, একথা বহু সমালোচকের মুখে ধ্বনিত হয়েছে। অথচ আসলে এ নাটকে আমি সেগুলিকে এমন নগ্নমূর্তিতে মঞ্চের উপর দাঁড় করিয়েছি যে প্রবীণ ভদ্রলোকেরা, যাঁরা এ মূর্তিগুলিকে 'কর্তব্যে'র ঝুটা সাজে দেখেই অভ্যস্ত, নিজেদের ঝোঁকগুলিকে পর্যন্ত যাঁরা ঐভাবেই নিজেদের চোখ থেকে লুকিয়ে রাখেন, তাঁরা এ দৃশ্য দেখে অস্বাভাবিক, অসহ্য বলে ছিছি করে ওঠেন। কার্লাইল একবার প্রস্তাব করেছিলেন যে বিতর্করত সদস্যদের নগ্নমূর্তিসহ পার্লামেন্টের অধিবেশনের ছবি আঁকা হোক। আমার নাটক যেন এরও বাড়া।

আরও অনেক সমালোচক আছেন যাঁরা মিসেস ওয়ারেনের বৃত্তির সমস্যার ঝাপটায় বুদ্ধির খেই হারিয়ে অবশেষে পালানোর ব্যবস্থা করেছেন এই যুক্তিতে যে, থিয়েটারে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েরাও যায়, এবং এসব সমস্যা তাদের সমক্ষে আলোচনা কেন, উল্লেখ করা পর্যন্ত অশোভন। মেয়েদের প্রতি এটা কেমন শ্রদ্ধার পরিচয় তা আমি জানি না। আমি কেবল বলব মিসেস ওয়ারেনের পেশা মেয়েদেরই নাটক, মেয়েদের জন্যই লেখা, মেয়েদেরই দৃঢ় ইচ্ছার ফলে এ নাটক মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়েছে, মেয়েদেরই উৎসাহের ফলে এর প্রথম অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, মেয়েরা এই নাটককে সমর্থন করেছিলেন এর শিক্ষার সময়োপযোগিতা দেখেই, অন্য কোনো তাগিদ তাঁদের উৎসাহ যোগায়নি। 'মেয়েদের উপস্থিতিতে বিস্মিত' হয়েছিলেন যাঁরা, তাঁরা পুরুষেরা। এই শ্লীল পুরুষেরা যখন তাঁদের সম্পাদকদের কাছে নিবেদন করেছিলেন যে তাঁদের কাগজে এমন অশ্লীল নাটকের বর্ণনা দিয়ে পাঠকসমাজকে অধঃপাতে দেওয়া নিতান্ত অনুচিত, তখন তাঁদের শ্লীল আবেদনের ফলে কাগজের যে পাতা বেঁচেছিল, সেই পাতায় তাঁদের সম্পাদকেরা ছেপেছিলেন এক ন্যক্কারজনক পুলিশ কেসের অতিদীর্ঘ বিবরণী।

ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট থিয়েটারের ম্যানেজার বন্ধুবর গ্রাইন সাহেব অভিযোগ করেছিলেন যে তাঁর সমস্ত আদর্শ আমি চূর্ণ করেছি। কিন্তু এখানেই তিনি ক্ষান্ত হননি, কারণ তাঁর মতে অন্যান্য (রোমান্টিক) নাট্যকার হলে মিসেস ওয়ারেনের পূতিগন্ধময় আত্মাকে ট্র্যাজেডির পঙ্কে নিমগ্ন না করে ক্ষান্ত হতেন না। আমার মিসেস ওয়ারেন নাকি যথেষ্ট খারাপ লোক নন। অন্যান্য নাট্যকারের হাতে তিনি কি সাক্ষাৎ শয়তানীতে পরিণত হতেন সেটা যথেষ্ট কল্পনা করতে পারি; সেটা যাতে না ঘটে আমি করেছি তারই চেষ্টা। মিসেস ওয়ারেনের পেশার পাপটা মিসেস ওয়ারেনের ঘাড়ে চাপাতে পারলেই ইংরেজ সমাজ সবচেয়ে নিশ্চিন্ত হয়। আমার নাটকের গোটা উদ্দেশ্য হল এই বোঝাটা ইংরেজ সমাজেরই ঘাড়ে চাপানো। গ্রাইন সাহেবের স্মরণ থাকতে পারে যে তিনি যখন আমার প্রথম নাটক 'বিপত্নীকের বাসা' মঞ্চস্থ করেছিলেন তখনও ঠিক এই গোলমালেরই সৃষ্টি হয়েছিল। ধর্মপ্রাণ

ভদ্রযুবক যখন বস্তি-মালিকের বিরুদ্ধে ন্যায়ের খড়্গ উদ্যত করে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন, তখন সে তাঁকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল যে বস্তির জন্ম হয় একজন অর্থপিশাচের দ্বারা নয়, শহরের অবস্থার প্রতি অপরের উপার্জনের অর্থে লালিত ওয়েস্ট এন্ড-বাসী ধর্মপ্রাণ ভদ্র-যুবকদেরই অবজ্ঞার ফলে। মিসেস ওয়ারেনের দুশ্চরিত্রতা থেকেই বেশ্যা-বৃত্তির উদ্ভব, এ ধারণার তুল্য বোকামি আছে মাত্র আরেকটি, সে হচ্ছে মাতলামির প্রসারের জন্য মাতালকে দায়ী করা। যে শুদ্ধপ্রাণা কন্যা তাঁকে সহ্যমাত্র করতে পারে না, সেই কন্যার চেয়ে মিসেস ওয়ারেন বিন্দুমাত্র মন্দ নন। হাতের কাছে উপার্জনের যে উপায় জুটেছে তাকেই তিনি আশ্রয় করেছেন, বৃহত্তর সামাজিক ফলাফলের চিন্তা তাঁর মনে স্থান পায়নি সত্য, কিন্তু এর জন্য তাঁর নিন্দা করা বৃথা, কারণ দুটি প্রথাই ইংরেজ সমাজে যথেষ্ট সুপ্রচলিত। তাঁর জোরালো ব্যক্তিত্ব, মিতব্যয়িতা, তেজ, স্পষ্ট-ভাষিতা, মেয়ের প্রতি যত্ন এবং পরিচালনার শক্তি, যার ফলে রাস্তার ধারে মাছভাজার দোকান থেকে অতি গর্বের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত তাঁর উত্তরোত্তর উন্নতি—এ সমস্তই ইংরেজের অতিপ্রিয় গুণ। আত্মপক্ষের সমর্থন তাঁর এত জোরালো যে বিমূঢ় সেন্ট জেমস্ গেজেট লিখতে বাধ্য হয়েছেন 'এ নাটকের প্রকৃতিই জঘন্য' কারণ 'এতে গরীব মেয়েদের পাপ-বৃত্তির স্বপক্ষে যে প্রচণ্ড জোরালো সাফাই আছে তার তুলনা পাওয়া কঠিন।' সুখের বিষয় এখানে সেন্ট জেমস্ গেজেট তাড়াহুড়োয় পড়ে বক্তব্যটাকে একটু খাটো করেই বলেছেন। মিসেস ওয়ারেনের আত্মপক্ষ সমর্থন কেবল প্রচণ্ড নয়, জোরালো নয়, যুক্তিসিদ্ধ। তার জবাব দেওয়া সহস্র নৈয়ায়িকের সাধ্যাতীত। কিন্তু সেটা তার নিজের কৃতকার্যের সমর্থন, পাপটার সমর্থন আদৌ নয়। সমাজ গরীব মেয়েদের জন্য যে দ্বিতীয় পথ খোলা রেখেছে সে হচ্ছে অনাহারের, হাড়ভাঙা পরিশ্রমের, রোগভোগের, দুর্গন্ধময় কুৎসিত জীবনের। কিন্তু এসব পাপজীবনের উপযুক্ত সমর্থন নয়। মিসেস ওয়ারেনের পক্ষে স্ববিচারে যেটা সবচেয়ে কম দুর্নীতিপূর্ণ বোধ হয়েছে, সে পথ বেছে নিয়ে তিনি স্বাভাবিক কাজই করেছেন। পাপ সেই সমাজের, যে তাঁর জীবনে এই দুটিমাত্র পথ খোলা রেখেছে। কারণ

তাঁকে বাছাই-এর সুযোগ দেওয়া হয়েছে সুনীতি আর দুর্নীতির মধ্যে নয়, দুরকমের দুর্নীতির মধ্যে। যে মানুষ বোঝে না যে অনাহার, অতি-পরিশ্রম, রোগ, অপরিচ্ছন্নতা বেশ্যাবৃত্তির মতোই সমাজবিরোধী, জাতির দুর্ভাগ্য নয়, জাতির অপরাধের ফল—সে (ভদ্রভাষায়ই বলি) অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি।

যৌনবিষয়ের উল্লেখমাত্রেই অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তিদের মনে এমন একটা হিংস্র ভাবাবেগের ঘূর্ণি ওঠে, যে আমাদের আইনে লাখটাকার জুয়াচুরির চেয়ে সামান্যতম অশ্লীলতার প্রতিই শাসনের প্রকোপ বেশি। মিসেস ওয়ারেনকে দানবীরূপে কল্পনা করার প্রবণতার মূলেও এই যৌনহিংস্রতা। আমার নাটকের নাম যদি হত মিস্টার ওয়ারেনের পেশা, আর মিস্টার ওয়ারেন যদি হতেন ধরুন 'বুক-মেকার' তাতে তাঁকে পাপিষ্ঠরূপে দেখবার প্রত্যাশাটা কারও মনে জাগতো না। তবু জুয়াখেলাও অপরাধ, এবং জুয়াখেলা নিয়ে গাণিতিক গবেষণারও স্বপক্ষে বলার কিছু নেই। বিনা পরিশ্রমে অপরের অর্থ আত্মসাৎ করার (জুয়াখেলার মূলে এ ছাড়া কি?) অপরাধ নৈতিক ও সামাজিক দুই দিক থেকেই শুধু যে গুরুতর তা নয়, নিরঙ্কুশ। জুয়াখেলার ভালো দিক, মন্দ দিকের বালাই নেই, জুয়াখেলা নিষিদ্ধ হলে অবস্থা আরও খারাপ হবে এমন মনে করার কোনো সামাজিক হেতু নেই, ভদ্রসমাজের কোনো অংশে, এমনকি মোটামাইনের চাকুরে কি মিলিটারী অফিসার সমাজে পর্যন্ত এমন কোনো ধারণা নেই যে, জুয়াখেলা বিনা সমাজ অচল, এমন গ্রীক পুরাবৃত্ত নেই যাতে জুয়াড়ীর ব্যক্তিত্বের দীপ্তিতে জুয়াখেলা মনোহারী হয়ে উঠেছে, এমন যুক্তি নেই যাতে বলা যেতে পারে যে এতে নীতির লঙ্ঘন হয় না, কেবল একটা অস্বাভাবিক অত্যাচারী আইনেরই অমর্যাদা হয় মাত্র, এমন তর্ক চলে না যে এ অপরাধের মূল মানুষের গভীর জৈবপ্রেরণায়। গণিকাবৃত্তির ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রত্যেকটি সাফাই গাওয়া হয়, সুতরাং মূল প্রশ্নের খেই যায় হারিয়ে। জুয়াখেলার অপরাধের উপর কোনো প্রলেপ লাগাবার উপায় নেই। সুতরাং মিসেস ওয়ারেন যদি দানবী হন তবে বলতেই হয় যে জুয়াখেলার 'বুকমেকার'

হচ্ছে মহাদানব। অথচ খেলোয়াড় জগতের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁদের মধ্যে একজনও কি মনে করেন যে জুয়াখেলার 'বুকমেকার' আর পাঁচটা লোকের চেয়ে মন্দ? তা তো নয়ই বরঞ্চ ভালো হবারই সম্ভাবনা; কারণ ও জগতে সামাজিক জাত বাঁচিয়ে চলা সম্ভব হলে 'বুকমেকার' হতে চায় প্রত্যেকেই, কেবল অনেক টাকার লেনদেনে, কঠিন সর্তের কবুলিতিতে, বিনাবাক্যে লোকসানের টাকা পেশ করাতে যে চরিত্রের প্রয়োজন হয় সেটা এতই দুর্লভ যে সফল 'বুকমেকার' দুর্লভ। উত্তরে বলা যেতে পারে যে অন্তত সামাজিক হিতৈষণা যে 'বুকমেকার'দের গুণবিশেষ নয় এটুকু ঠিক। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জোরে বলতে পারি যে এই 'বুকমেকার'-দের টাকা বহু সামাজিক কল্যাণে ব্যয়িত হয়। এ কাজে যে জঘন্যতার চূড়ান্তও আছে, তাতে সন্দেহ নেই; যেমন ধরুন লোকসানের টাকা না চুকিয়ে পালানো। গ্রাইন সাহেব ইঙ্গিত করেছেন যে মিসেস ওয়ারেনের পেশাতেও জঘন্যতার গহ্বর আছে। আছে সব পেশাতেই; কিন্তু কোনো পেশাতেই প্রতিপেশাদার এই গহ্বরে তলিয়ে যায় না। মিসেস ওয়ারেনের যাঁরা উৎসাহী বিচারক তাঁদের এক প্রতিষ্ঠানে আমারও স্থান আছে, গ্রাইন সাহেবকে আমি স্বচ্ছন্দে অভয় দিয়ে বলতে পারি যে 'ভদ্রভাবে' ব্যবসা চালানোর জন্য, পাপের জঘন্যতম পথগুলিকে এড়িয়ে চলার জন্য, মিসেস ওয়ারেনের উপর শাসনদণ্ডের আঘাতটা প্রায়ই অল্পবিস্তর আলগা করে দেওয়া হয়। পাপের জগতে উঁচুনিচুর ভেদ লর্ডসভার উপাধি প্রকরণের চেয়ে কিছু কম জটিল নয়। অনেক ধনীর ধারণা গরীবের জগতে ঈর্ষা বা গর্বের হেরফের নেই; অনেক নীতিবাগীশের ধারণা কোনো এক অতলে গিয়ে নীতির পরিমণ্ডল একেবারে লোপ পায়; দুই ধারণাই সমান ভ্রান্ত। মিসেস ওয়ারেনকে যদি আমি মানবীরূপী দানবী হিসাবেই চিত্রিত করতাম তাহলে যাঁরা আমাকে তাঁর খোসামোদ করার দায়ে দায়ী করেন, তাঁরাই খড়গহস্ত হতেন এই বলে যে আমার চরিত্রাঙ্কন ভ্রান্ত, চরিত্রকে প্রকৃত জীবনে পর্যবেক্ষণ না করে আমি তাকে তার পেশা থেকে সরাসরি কল্পনা করে নিয়ে সস্তায় বাজিমাত করেছি।

এই স্বকপোলকল্পিত ন্যায়ের বাঁধনে একজন সমালোচক এমনি বাঁধা

পড়েছেন যে তাঁর মনে হয়েছে রেভারেণ্ড স্যামুয়েল গার্ডনারের চরিত্রসৃষ্টি করে আমি ধর্মকে আক্রমণ করেছি। এই ন্যায় যদি যথার্থ হয় তবে সাবলটার্ণ ইয়াগো হচ্ছে সৈন্যদলের উপর, সার জন ফলস্টাফ নাইটহুডের উপর, রাজা ক্লডিয়াস রাজতন্ত্রের উপর আক্রমণ। পূর্বের মতো এখানেও দেখা যাচ্ছে যে মঞ্চের উপর জীবন্ত চরিত্র দেখে সমালোচকেরা যে স্বাভাবিকতা ও মানবিক বোধ-অনুভূতির দোহাই পাড়েন সেটা কেবল একটা বাহ্য, যান্ত্রিক ন্যায়েরই দোহাইমাত্র। পাদরী সাহেবকে এমন এক ভাবালু, ভীত শশকের মতো চরিত্র এবং তাঁর পুত্রকে বহুগুণসমন্বিত অপদার্থ বানানোর মধ্যে উদ্দেশ্য হচ্ছে এদের সঙ্গে গণিকা মাতা ও তার সুশিক্ষিত, স্পষ্ট-ভাষিণী, কর্মঠ কন্যার এক বিরোধী তুলনার সৃষ্টি করা। এটা যাঁদের চোখে পড়েনি তাঁদের প্রশ্ন করি, তাঁরা কি জানেন না যে পাদরীসম্প্রদায়ের মধ্যে এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাঁরা ধর্মের ডাকে গির্জার রাস্তায় ছুটে আসেননি। এসেছেন এইজন্য যে সমাজে যাঁদের সুবিধা আদায়ের সুযোগ আছে, তাঁদের পরিবারের স্বল্পবুদ্ধি সন্তানদের জন্য গির্জার ভোগই নির্দিষ্ট? পাদরী সাহেবদের পুত্রেরা যে সাধারণত শৈশবের নৈতিক চাপে পড়ে বয়সকালে ঘোর বিরুদ্ধবাদী হয়ে ওঠে, সে সম্বন্ধেও কি তাঁরা নিতান্ত অজ্ঞ? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে না হোক অন্তত ইতিহাস থেকে তাঁরা নিশ্চয় এটুকু জেনেছেন যে মিসেস ওয়ারেনের মতো বহু বিবেকহীন স্ত্রীলোক রাজনীতি এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিচালনার ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। আসল কথা হচ্ছে এই যে, সমালোচকেরা যখন থিয়েটারমুখো রাস্তায় পা দেন তখন অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান দুটোকেই বাড়িতে রেখে যান পোশাকের অনাবশ্যক অঙ্গের মতো। থিয়েটারে গদিয়ান হবামাত্র তাঁরা ধরে নেন পাদরীমাত্রেই সাধু, সৈনিকমাত্রেই বীর, উকিলমাত্রেই ক্রূর, নাবিক-মাত্রেই উদার, সরল, ডাক্তারমাত্রেই ধন্বন্তরী, গণিকা হলেই ঘৃণ্য পশু হতে বাধ্য, কারণ সেটা 'স্বাভাবিক'। অথচ আসলে এ সমস্ত শুধু যে অস্বাভাবিক তা নয়, অনাটকীয়। মানুষের জীবনের নাট্যের সঙ্গে তার পেশার সংযোগ নিতান্ত ক্ষীণই হয়, যদি না স্বভাবের সঙ্গে সেটার বিরোধ ঘটে। এই বিরোধের ফল মিসেস ওয়ারেনের ক্ষেত্রে করুণ, পাদরীসাহেবের

ক্ষেত্রে হাস্যকর (অন্তত আমরা বর্বরভাবে হাসতে ছাড়ি না), দুই ক্ষেত্রেই ফলটা হচ্ছে স্বাভাবিক, কিন্তু ন্যায়বিরুদ্ধ। আবার বলব, যে-সমালোচকেরা অভিযোগ করেন যে আমি ন্যায়ের কাছে স্বভাবকে বলি দিয়েছি, নিজেদের পেশার ধুলিতে দৃষ্টি তাঁদের এত আচ্ছন্ন যে, সে চোখে ন্যায়ই স্বভাব, স্বভাবই অস্বাভাবিক।

সহৃদয় সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই সামাজিক সমস্যা কি নৈতিক আলোচনায় ওয়াকিবহাল নন। মিসেস ওয়ারেন যদি সশরীরে তাঁদের সামনে উপস্থিত হয়ে লেন-দেনের আলাপ উত্থাপন করতেন তবে পুলিশ ডাকতে তাঁদের দেরি হত না মোটেই; এ জাতীয় লোকের পক্ষে বেশ্যাবৃত্তি সম্পর্কে স্বকীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া অসম্ভব। তাই প্রবলভাবে তাঁরা তর্ক করেন, প্রশ্ন করেন এমন উদ্ঘাটনে কি লাভ। লর্ড শাফট্স্বরী জীবন-পাত করেছিলেন যেসব পাপের উদ্ঘাটনে তার তুলনায় আলোচ্য নাটকের পাপের ওজন যৎসামান্য। যে সব পাপের কোনো কিনারা আজ পর্যন্ত হয়নি; জিজ্ঞাসা করি, শাফট্স্বরীর এই অক্লান্ত পরিশ্রমেরই বা কি মূল্য? মূল্য হচ্ছে এই যে এ জাতের আলোচনায় ভদ্রসমাজকে এমন বিপন্ন করে তোলে যে শেষ পর্যন্ত 'মানুষের প্রকৃতি'কে গাল দেওয়া ছেড়ে দিয়ে প্রতিকারেব চেষ্টাকেই সমর্থন করতে হয়।

নাট্যসমালোচনার ক্ষেত্রে একটি ব্যাপারে অনেককে আশ্চর্য হতে দেখেছি; দর্শকের কামপ্রবৃত্তিকে জাগানোই যে সব নাটকের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য, সেগুলিকে সকলেই বিনাবাক্যে মেনে নেয়, অথচ যেগুলির প্রভাব স্পষ্টতই কামপ্রবৃত্তির বিরোধী সেগুলি সম্পর্কে আপত্তির ঝড় তোলেন এমন ব্যক্তিরা যাঁরা অন্য সকল ক্ষেত্রে সাধারণের নৈতিক জীবনের প্রতি অন্ধ। এর কারণ খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। মিসেস ওয়ারেনের পেশার লাভের অংশটা কেবল মিসেস ওয়ারেন ও স্যার জর্জ ক্রফ্ট্স্-এর ব্যাঙ্কেই জমা হয় না, যে সব বাড়িতে এ পেশার দৈনন্দিন ব্যবসা চলে তার মালিকেরা, রেস্তোঁরা-ওয়ালারা, অর্থাৎ যত অন্যান্য ব্যবসায়ীদের এরা বাঁধা খদ্দের তারা সকলেই এর ভালোরকমের প্রসাদ পেয়ে থাকে। যে সব সরকারী কর্মচারী বা সাধারণের প্রতিষ্ঠানের বহু মুখপাত্রের মুখ এরা বন্ধ করে লাভের

বখরা দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, তাদের কথা না হয় বাদই দিলাম। এর সঙ্গে যোগ দিন মেয়ে শ্রমিকের সস্তা শ্রমের উপর নির্ভরশীল মালিকদের, আর লাভের অংশীদারদের (এসব অংশীদার সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, বিচারকের আসন থেকে শুরু করে সরকারী গদি আর গির্জার বেদি পর্যন্ত)। তাহলেই দেখা যাবে সমাজের একটা কত বড় পরাক্রান্ত শ্রেণীর স্বার্থই হচ্ছে মিসেস ওয়ারেনের পেশাকে টিকিয়ে রাখা, এবং সেইসঙ্গে লাভের আসল উৎসটাকে লুকিয়ে রাখা জগতের দৃষ্টি থেকে, এমনকি নিজেদেরও দৃষ্টি থেকে। এই স্বার্থে অন্ধ হয়েই তারা জোর গলায় প্রচার করে যে মেয়েরা পথে নামে দারিদ্র্যের চাপে পড়ে নয়, পাপের প্রলোভনে লুব্ধ হয়ে। জিজ্ঞাসা করি স্বতন্ত্র উপার্জন যার আছে সে নারী যতই কামুক হোক, কখনো কি গণিকালয়ে নাম লেখায়? যারা এই প্রচারে মুখর তারাই কামোত্তেজক নাটকের হয় উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক, নয় অন্তত নীরব দর্শক। মিসেস ওয়ারেনের পেশার বিরুদ্ধে তারাই লড়াইয়ে নামে, তার অভিনেত্রীকে পর্যন্ত কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে অপমান করে, কলঙ্ক দেয়, প্রতিশ্রুতি পালনের অপরাধে ভয় দেখায়।

যাই হোক, এই নাটককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার অর্থ, যে পাপের চেহারাকে এতে উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে তাকেই জীইয়ে রাখার চেষ্টা। কাজেই বিরুদ্ধবাদীরা সকলেই নিরপেক্ষ নীতিবাদী, আর লেখক, প্রযোজক, অভিনেতা যাদের জীবিকা ভাড়া বা বিজ্ঞাপন বা লাভের বখরার উপর নয়, নিজেদের সুনামের উপর নির্ভরশীল, তারাই নীতিবোধে আর দায়িত্ব-বোধে খাটো একথা মেনে নিতে আমি রাজী নই।

মিসেস ওয়ারেনের কাহিনীতে চোর কোনো ব্যক্তি নয়, সমাজ; কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে যাঁরা 'মিসেস ওয়ারেনের পেশা' দেখে চোখ কপালে তোলেন তাঁরাই সাধু, তাঁরাই সমাজের রক্ষক। তাঁদের উপর নজর রাখার প্রয়োজনটাই সবচেয়ে বেশি।

পিকার্ডস্‌ কটেজ, জানুয়ারি ১৯০২

পুনশ্চ। (১৯৩০) আটাশ বছর পরে উপরের ভূমিকাটি পড়লাম। এই

দীর্ঘ অবসরে 'মিসেস ওয়ারেনের পেশা' নিষেধের বেড়া পার হয়ে এসেছে। পুরাতন কাহিনী বিস্মৃত হয়েছে জনসাধারণ। সম্প্রতি যদি একটি ঘটনা না ঘটত তবে হয়তো গোটা ভূমিকাটাই ছেঁটে ফেলতাম অনাবশ্যক অঙ্গ হিসাবে। সে ঘটনা বর্ণনার পূর্বে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। সিনেমার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন সেন্সরশিপ জন্মলাভ করেছে। এবারে আর পার্লামেন্টের আইনে তার ভিত্তি নয়, ফিল্মব্যবসায়ী-রাই এখন শালীনতার সার্টিফিকেট যোগাড় করে নেয়, থিয়েটারের মালিকের মতো তাদের কাছে এই সার্টিফিকেটের গুণ অজস্র। এই বেসরকারী সেন্সরশিপ স্থানীয় কর্তাদের অনুমোদন লাভ করে সমাজে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, কারণ স্থানীয় কর্তাদের বিনা অনুমোদনে ফিল্ম দেখানো বেআইনী।

টেম্‌সের বাঁধের ধারে পড়ে-থাকা গৃহহীন কপর্দকহীন লোকেদের সাহায্য করতে গিয়ে এক ভদ্রমহিলা কাজের আশায় প্রলুব্ধ মফস্বল থেকে আগত বহু পুরুষ ও মেয়ের সংস্পর্শে আসেন। মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গণিকাবৃত্তির রক্ষকেরাই চাকরীর নামে ফাঁদ পেতে রেখেছে। মহিলার স্বভাবতই মনে হয় যে পুরুষদের সাবধান করা এবং যে সব অল্পবয়সী মেয়েরা একাকী ভ্রমণ করে তাদের সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা জানিয়ে দেওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সিনেমা। এই উদ্দেশ্যে ভদ্রমহিলা শেষ পর্যন্ত একটি ফিল্ম তোলান। ফিল্ম সেন্সর তৎক্ষণাৎ ফিল্মটির একটি অংশ নিষিদ্ধ করেন—যে অংশে মেয়েদের এই ঠিকানাগুলি জানানো হয়েছিল এবং দেখানো হয়েছিল যে তাদের চারিদিকে কি পরিমাণ বিপদ। এভাবে গোড়াতেই বাধা পেয়ে ভদ্রমহিলা আমার সাহায্য প্রার্থনা করেন। এক ঘরোয়া বৈঠকে ফিল্মটি দেখে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে সেন্সর সাহেবকে এক পত্র লিখলাম এই মর্মে যে, তিনি স্বয়ং ফিল্মটি দেখুন এবং তাঁর কর্মচারীদের এই নিয়মের অত্যাচার থেকে আমাদের রক্ষা করুন। সেন্সর ছবি দেখে তাঁর কর্মচারীদের আজ্ঞা বহাল রাখলেন। শুধু তাই নয়, খবরের কাগজে এক বিবরণ বেরিয়েছিল যে উক্ত ভদ্রমহিলা পাপের প্রলোভনকেই চিত্রিত করেছেন এবং সেন্সর মহাশয়ের পক্ষে সেইজন্যই

এ ফিল্ম অনুমোদন করা অসম্ভব হয়েছে। এই বিবরণটির প্রতিবাদ করাও তিনি প্রয়োজন মনে করেননি। প্রলোভনের মধ্যে ছিল বোধহয় চকচকে মোটরগাড়ীটা, যেটায় করে দুর্বৃত্তরা মেয়েটিকে নিয়ে পালায়, আর তাদের পরনের ফিটফাট পোশাক। ফিটফাট পোশাক সত্ত্বেও দুর্বৃত্তদের মূর্তি যে অতি জঘন্যই দেখিয়েছে সেটা সেন্সর মনোযোগের উপযুক্ত বিষয় বলে মনে করেননি। অন্য সমস্ত ব্যাপারে লাঞ্ছিত মেয়েটির অভিজ্ঞতাকে এত দুঃসহ-ভাবে দেখানো হয়েছে যে চরম নীতিবাগীশের পক্ষেও তাতে উ'চ্কপালে হবার উপায় থাকেনি।

এর পরে আমার প্রথম কাজ হল নানান সিনেমাগৃহ ঘুরে সেন্সর কেমন ছবি অনুমোদন করেন সেটা ভালো করে পরখ করা। দুটি অনুমোদিত ফিল্মে যৌন আবেদনের এমন বীভৎস মূর্তি দেখলাম যে সেন্সরের নির্দোষিতার সার্টিফিকেট ছাড়াই সেগুলির প্রদর্শন যথেষ্ট বিপজ্জনক বলে বোধ হল। এই দুটি ফিল্মের মধ্যে একটিতে এক ফরাসী বেশ্যালয়ের আকর্ষণ এমন নির্লজ্জভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে শেষ হবার বহুপূর্বেই ঘৃণায় অভিভূত হয়ে ছুটে পালাতে হল। অথচ জোরগলায় বলতে পারি লাশকাটার ব্যাপারে সার্জেন যেমন অভ্যাসে অভ্যাসে নির্বিকার হয়ে যায়, প্রেক্ষাগৃহের নোংরামিতে আমার অভ্যস্ত নির্বিকারতা তার চেয়ে কিছু কম নয়।

এক্ষেত্রে একমাত্র যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে গণিকাবৃত্তির চর-বাহিনীর হাতেই আমাদের সিনেমামহলের একচেটিয়া কর্তৃত্ব, সেখানে নিজেদের ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া এবং নারীরক্ষা সমিতিকে একঘরে করে রাখা, দুটোই তাদের পক্ষে সমান সহজ। সেটার থেকে না হয় ফিল্মসেন্সরকে রেহাই দিলাম। আজ তাঁদের এবং সাধারণের নজরে আমার আটাশ বছরের সেই পুরোনো সিদ্ধান্তটাই তুলে ধরতে চাই যে এরকম দুর্নীতিমূলক নাট্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যেখানে বর্তমান সেখানে সেন্সরের হাজার সদিচ্ছা থাকলেও সমস্ত কুফলগুলি আপনা থেকে ফলতে বাধ্য।

মিসেস ওয়ারেনের পেশা

প্রথম অঙ্ক

সারে প্রদেশের অন্তর্বর্তী হাস্‌লমিয়ারের অল্প দক্ষিণে এক পাহাড়ের পূর্বসানুদেশে একটি ছোট বাড়ির সংলগ্ন বাগান। গ্রীষ্মের বিকেল। পাহাড়ের দিকে তাকালে বাগানের বাঁহাতি কোণে বাড়িটা নজরে পড়ে। খড়ে ছাওয়া বাড়ি, দাওয়ার বাঁ দিকে দেখা যাচ্ছে জালির কাজ-করা বিরাট জানালা। বাড়ির পিছন দিকে একটা নতুন অংশ তৈরি করা হয়েছে। মূল বাড়ির সংগে সেটা সমকোণে যুক্ত। গোটা বাগানটা একটা বেড়া দিয়ে ঘেরা, ডান দিকে একটা দরজা। বেড়ার ওপারে দিগন্ত পর্যন্ত মাঠ দেখা যাচ্ছে। দাওয়ার পাশের বেঞ্চিতে ক্যানভাসের কয়েকটা গোটানো চেয়ার ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো। জানালার তলায় মেয়েদের একটা সাইকেল দেখা যাচ্ছে। ডান দিকে দুটো খুঁটি থেকে ঝুলছে একটা 'হ্যামক'। একটি তরুণী তাতে অর্ধশায়িত হয়ে বই পড়ছে ও খাতায় কি টুকছে। রোদ বাঁচাবার জন্য 'হ্যামকে'র মাথায় এক বিরাট ক্যানভাসের ছাতা, তার গোড়াটা মাটিতে বসানো। 'হ্যামকে'র সামনে, হাতের নাগালের মধ্যে একটা চেয়ারে স্তূপীকৃত কতকগুলি ভারী ভারী বই, পাশে একরাশ লেখবার কাগজ।

এক ভদ্রলোককে মাঠের উপর দিয়ে বাড়ির পিছন দিকে দেখা গেল। ভদ্রলোককে এখনো মাঝবয়সী বলা চলে, খানিকটা আর্টিস্ট গোছের চেহারা, পোশাক গতানুগতিক না হলেও তাতে পারিপাট্য আছে, দাড়ি কামানো, অল্প গোঁফ। মুখে একটা উদ্‌গ্রীব, সজাগ ভাব, ধরনধারন অতি অমায়িক ও বিচক্ষণ গোছের। পাতলা কালো চুলে ইতস্তত পাক ধরেছে। ভুরুদুটি শাদা, কিন্তু গোঁফ কালো। দেখে মনে হয় কোথাও যাবেন কিন্তু ঠিক পথ কোনটা ধরতে পারছেন না। বেড়ার ওপর দিয়ে বাড়িটাকে একবার নজর করে দেখছেন, এমন সময়ে চোখ পড়ল পাঠনিরতা তরুণীটির উপর।

ভদ্রলোক। (টুপিটা খুলে) **মাপ করবেন, আমাকে হাইন্ডহেড ভিউ— মানে মিসেস এলিসনের বাড়িতে যাবার পথটা বলে দিতে পারেন একটু?**

তরুণী। (বই থেকে মুখ তুলে) **এইটেই মিসেস এলিসনের বাড়ি।** (আবার বইয়ে মনোনিবেশ)।

ভদ্রলোক। আরে, তাই নাকি! আপনি—আপনি বোধ হয়, মিস ভিভি ওয়ারেন, নয় কি?

তরুণী। (কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে ঘুরে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে তীব্রভাবে) **হ্যাঁ!**

ভদ্রলোক। (অপ্রস্তুত ভাবে) **দেখুন, একটু গায়ে পড়ে আলাপ করছি, কিছু মনে করবেন না। আমার নাম প্রেড।** (ভিভি তৎক্ষণাৎ বইগুলো চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হ্যামক্ থেকে উঠে পড়ল) **না, না, আপনার পড়ার ক্ষতি করার কিছু দরকার নেই।**

ভিভি। (গেটের কাছে এগিয়ে গিয়ে গেট খুলে ধরে) **আসুন, মিস্টার প্রেড।** (ভদ্রলোক গেট পার হয়ে ঢুকলেন) **আপনি আসাতে খুব খুশি হয়েছি।** (মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দিল, দৃঢ় সাগ্রহ ঝাঁকুনি দিল প্রেডের হাতে। বুদ্ধিমতী আত্মনির্ভরশীল উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত ইংরেজ মেয়ের বেশ আকর্ষণীয় সংস্করণ। বয়স বাইশ। চটপটে সরলা, নিজের সম্পর্কে অকুণ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ধরনধারনে প্রকাশ পাচ্ছে। পোশাকপরিচ্ছদ সাধারণ, সাজগোজের ভাব নেই অথচ অশ্রদ্ধা জাগায় না। বেল্টে একটা শাতেলাইন লাগানো তাতে কাগজ-কাটা ছুরি, ফাউন্টেনপেন ইত্যাদি ঝুলছে)।

প্রেড। অজস্র ধন্যবাদ, মিস ওয়ারেন। (ভিভি সজোরে ও সশব্দে গেটটা বন্ধ করল। ভদ্রলোক আঙুলের পরিচর্যা করতে করতে বাগানের মাঝখান পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন। ভিভির করমর্দনের প্রাবল্যে আঙুলগুলো একটু অসাড় হয়ে পড়েছে) **আপনার মা কি এসে পৌঁছেছেন?**

ভিভি। (সচকিতভাবে, যেন জুলুমের গন্ধ পেয়ে) **অ্যাঁ, মা আসছেন নাকি?**

প্রেড। (আশ্চর্য হয়ে) **কেন আপনি কি জানতেন না যে আমরা আসব?**

ভিভি। নাঃ!

প্রেড। দোহাই ভগবান, দিন ভুল করিনি তো? করলে আশ্চর্যের কিছু নেই, বুঝলেন? আপনার মা'র সঙ্গে ঠিক হয়েছিল যে তিনি লন্ডন থেকে

আসবেন, আমিও হরশ্যাম থেকে চলে আসব, এখানে এসে উনি আমাকে আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন।

ভিভি। (মোটেই খুশি হয়নি বোঝা গেল) তাই নাকি? হুঁ! মা এই-ভাবে মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে চমকে দেন—তিনি না থাকলে আমি ঠিকঠাক চলি কি না তাই জানবার জন্যে বোধ হয়। মা যদি ফের আগে থাকতে না জানিয়ে আমার সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা করেন তাহলে আমিও তাঁকে এমন অবাক করে দেব! না, মা আসেননি তো!

প্রেড। (নিতান্ত অপ্রস্তুত) আমি অত্যন্ত দুঃখিত!

ভিভি। (বিরক্তির ভাবটা ঝেড়ে ফেলে) আপনি কী করতে দুঃখিত হতে যাবেন, মিঃ প্রেড? সত্যি বলছি আপনি আসাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। মা'র বন্ধুবান্ধবের মধ্যে একমাত্র আপনাকেই আমি বলেছি আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য নিয়ে আসতে।

প্রেড। (অবশেষে নিশ্চিন্ত ও খুশি) এটা সত্যি আপনার অসীম অনুগ্রহ, মিস ওয়ারেন—

ভিভি। ভেতরে আসবেন, না বাইরে বসেই কথাবার্তা বলতে ভালো লাগবে?

প্রেড। এমন দিনে বাইরেই তো ভালো, কী বলেন?

ভিভি। তা হলে আমি গিয়ে একটা চেয়ার নিয়ে আসি। (দাওয়ার দিকে এগিয়ে গেল চেয়ার আনতে)।

প্রেড। একি! আপনি কেন, আমাকে দিন, আমাকে দিন। (চেয়ারে হাত লাগাল)।

ভিভি। (চেয়ারটা প্রেডকে ছেড়ে দিয়ে) আঙুল বাঁচিয়ে মিঃ প্রেড, খোঁচা-খুঁচি লাগবে, যা সব চেয়ার। (বই-ওয়ালা চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেল, বইগুলো হ্যামকে ছুঁড়ে ফেলে একটানে চেয়ারটাকে টেনে আনল)।

প্রেড। (সবেমাত্র নিজের আনা চেয়ারটা খুলেছে) ও কি করছেন, শক্ত চেয়ারটা আমাকে দিন। আমি শক্ত চেয়ারই ভালোবাসি।

ভিভি। আমিও। (বসে পড়ল)। বসে পড়ুন মিঃ প্রেড। (কথাটায় একটু ভদ্র হুকুমের ভাব আছে: তাকে খুশি করবার অতিরিক্ত চেষ্টা দেখে লোকটাকে একটু দুর্বল চরিত্রের মনে হয়েছে ভিভির)।

প্রেড। আচ্ছা একটা কথা, স্টেশন থেকে আপনার মাকে আনতে গেলে হত না?

ভিভি। (শান্ত নিরুদ্বেগভাবে) দরকার কী? রাস্তা তো মা চেনেনই। (প্রেড প্রথমটা একটু ইতস্তত করল, তারপর বসে পড়ল। একটু যেন ঘাবড়ে গেছে) জানেন আপনাকে যা ভেবেছিলাম দেখছি আপনি ঠিক তাই। আশা করি আমার সঙ্গে ভাব করতে আপনি রাজী?

প্রেড। (উচ্ছ্বসিত হয়ে) ধন্যবাদ, মিস ওয়ারেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। সত্যি, ভাগ্যিস আপনার মা আপনাকে বিগড়ে দেননি।

ভিভি। তার মানে?

প্রেড। মানে আর কি, মানে হচ্ছে আপনাকে আপনার মা খুব গোঁড়া, সেকেলে মেয়ে করে তোলেননি। জানেন মিস ওয়ারেন, আমি হচ্ছি বদ্ধ এনার্কিস্ট। কর্তৃত্ব জিনিসটাই আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। কর্তৃত্বের ভাব থাকলেই বাপ মা ছেলেমেয়ের মধ্যে সম্বন্ধটা নষ্ট হয়ে যায়। আমার সব সময়েই ভয় ছিল আপনার মা আপনার ওপর প্রাণপণে জোর খাটিয়ে আপনাকে সেকেলেপনায় পাকা করে তুলবেন।

ভিভি। ও, আপনার সঙ্গে আমার ব্যবহারটা কি খুব অতি-আধুনিকদের মতন বেচাল গোছের হচ্ছে নাকি?

প্রেড। ছি ছি, তা বলছি না। অন্তত কায়দামাফিক বেচাল হচ্ছে না, এটুকু ঠিক, বুঝলেন তো? (ভিভি সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নাড়লো। প্রেড উৎসাহিত হয়ে একেবারে যেন গলে গেল) কিন্তু ঐ যে বললেন না আমার সঙ্গে আলাপ জমাবার ইচ্ছে আপনার আছে সেটা শুনে এত ভালো লাগলো যে কী বলব। আপনাদের মত আধুনিক মেয়েরা—সত্যি কী যে চমৎকার আপনারা! অদ্ভুত, অদ্ভুত।

ভিভি। (একটু আশ্চর্য হয়ে) অ্যাঁ? (প্রেড-এর বুদ্ধিশুদ্ধি সম্বন্ধে যেন খানিকটা হতাশ হয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল)।

প্রেড। আমি যখন আপনার বয়সী ছিলাম, তখন দেখেছি অল্পবয়সের ছেলেরা মেয়েদের, মেয়েরা ছেলেদের কী রকম ভয় করে, সমীহ করে চলতো। বন্ধুতা বলে কিছু ছিল না—সত্যিকারের কিছু ছিল না—

স্রেফ্ নভেল পড়ে বোকার মতো কতগুলো আদবকায়দা মুখস্থ করে রাখতো, আর সেই অনুসারে হাঁটতো চলতো বসতো। মেয়েলি লজ্জা! পুরুষের বীরত্ব! 'হ্যাঁ' বলতে যখনই ইচ্ছে করবে তখনই বলো 'না'—যারা লাজুক ও অকপট তাদের পক্ষে একেবারে নরকের সামিল।

ভিভি। হ্যাঁ, অসম্ভব সময় নষ্ট হত নিশ্চয়ই—বিশেষ করে মেয়েদের।

প্রেড। সময় কি, সারা জীবনটাই নষ্ট, সমস্ত নষ্ট। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সব বদলে যাচ্ছে। জানেন আপনার কেম্ব্রিজের কাহিনী শোনার পর থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমি একেবারে অস্থির হয়েছিলাম। পরীক্ষায় মেয়েদের এ রকম কৃতিত্ব আমাদের যুগে আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতাম না। ব্র্যাকেটে থার্ড র‍্যাংলার হওয়াটাই আপনাকে একেবারে ঠিক মানায়। স্প্লেনডিড্! ফার্স্ট র‍্যাংলাররা সব সময়েই একটু স্বপ্নালু অস্বাভাবিক গোছের হয়, পড়াশুনো করাটা তাদের একেবারে রোগবিশেষ হয়ে ওঠে।

ভিভি। ও সব করে কিছু লাভ হয় না। অত কম টাকার জন্য অত খাটুনি, বাবা! আমাকে আর একবার বললে কক্ষনো রাজী হব না।

প্রেড। (হতভম্ব) টাকা!!

ভিভি। হ্যাঁ, আমি মাত্র পঞ্চাশ পাউন্ডের লোভে রাজী হয়েছিলাম। ও, আপনি বোধ হয় ব্যাপারটা জানেন না। মিসেস ল্যাথাম—নিউন্হামে যিনি আমার টিউটর ছিলেন—মাকে বলেছিলেন যে আমি যদি সত্যি সত্যি চেষ্টা করি তো অঙ্কের ট্রাইপসটা ঠিক পাবো। ঠিক তখন সিনিয়র র‍্যাংলারকে ফিলিপা সামর্স হারিয়ে দিয়েছিল বলে খবরের কাগজে খুব হৈ চৈ চলছে। আমি সোজাসুজি বলে দিলাম যে মাস্টারী প্রোফেসারী করবার ইচ্ছে আমার নেই, কাজেই অত হাড়ভাঙা খাটুনি আমার পোষাবে না। তবে বললাম যে আমাকে পঞ্চাশ পাউন্ড দিলে একবার ফোর্থ র‍্যাংলার কী ওই রকম একটা কিছু হবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। মা একটু গজগজ করলেন, তারপর রাজী হলেন; আমি যা বলেছিলাম তার চেয়ে কিছু বেশিই করে ফেললাম। কিন্তু অত কম টাকায় মজুরি পোষায় না। শ'দুই পাউন্ড হলে অনেকটা ঠিক হয়।

প্রেড। (উৎসাহ অনেকটা নিভে গেছে) বলেন কি! এ তো অত্যন্ত স্থূল হিসেবী লোকের কথা।

ভিভি। আপনি কি ভেবেছিলেন আমি খুব বেহিসেবী?

প্রেড। না না, কিন্তু র‍্যাংলার হতে যে পরিশ্রমের দরকার সেটাই তো সব নয়, তাতে যে কালচারটা আসে সেটাও তো ভাবতে হবে নিশ্চয়ই!

ভিভি। কালচার !!! অবাক করলেন মিঃ প্রেড! অঙ্কের ট্রাইপস মানে কী জানেন? স্রেফ হালের বলদের মতন করে দিনে ছ'ঘণ্টা, আট ঘণ্টা ধরে অঙ্ক, অঙ্ক, আর অঙ্ক! কেম্ব্রিজের ট্রাইপস শুনলে সবাই মনে করে, হ্যাঁ, এ লোকটা সায়ান্স জানে, অথচ আসলে আমি সায়ান্সে যেটুকু অঙ্কের দরকার সেটুকু ছাড়া কিছু জানি না। দরকার হলে আমি এঞ্জিনীয়ারের, ইলেকট্রিসিয়ানের, ইনশিওরেন্স কোম্পানির হিসেবপত্র কষে দিতে পারি, কিন্তু এঞ্জিনীয়ারিং, ইলেকট্রিসিটি কি ইনশিওরেন্স সম্বন্ধে জানি না কিছু। যোগবিয়োগ, গুণভাগ পর্যন্ত ভালো জানি না। অঙ্ক কষা, টেনিস খেলা, খাওয়া, হাঁটা, ঘুমোনো, আর সাইকেল চড়া ছাড়া আর সব বিষয়ে আমি যারা ট্রাইপস পড়েনি তাদের চেয়েও হাজারগুণে মূর্খ, অসভ্য।

প্রেড। (উত্তেজিত হয়ে) কী অসহ্য, লক্ষ্মীছাড়া শিক্ষাপদ্ধতি! আমি ঠিক জানতাম! নারীত্বের সমস্ত সৌন্দর্যকে যে ওরা পিষে মেরে ফেলে সে সম্বন্ধে আমার কখনো সন্দেহ ছিল না।

ভিভি। আমার আপত্তিটা কিন্তু সেজন্য নয়, মিঃ প্রেড। আমার বিদ্যেকে আমি যথেষ্ট কাজে লাগাব, দেখবেন।

প্রেড। কী করে?

ভিভি। আমি শহরে চেম্বার খুলে বসব, অ্যাকচুয়ারিয়াল হিসেবপত্র আর কনভেয়ানসিং নিয়ে কাজ করব। সঙ্গে খানিকটা আইনও পড়ে নেব, স্টক এক্সচেঞ্জের ওপরও চোখ রাখব। আমি এখানে এসেছি পড়তে—ছুটিতে হৈ হৈ করতে নয়। ছুটি জিনিসটাই আমার অসহ্য লাগে।

প্রেড। আপনার কথাবার্তা শুনে গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়, মিস ভিভি। আপনার জীবনে রোমান্স বলে কিছু থাকবে না, আনন্দ বলে কিছু থাকবে না, এই কি আপনি চান?

ভিভি। ও দুটোর কোনোটার জন্য আমার মাথাব্যথা নেই, মিঃ প্রেড।

প্রেড। এ সত্যি হতেই পারে না।

ভিভি। একেবারে সত্যি। কাজ করব, টাকা পাব, এই আমার পছন্দ। যখন কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখন ভালোবাসি একটা ভালো চেয়ার, একটা সিগার, একটু হুইস্কি আর একটা ভালো ডিটেকটিভ্-গল্পের বই।

প্রেড। (উত্তেজিত প্রতিবাদের সুরে) এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আমি শিল্পী, আমি এ বিশ্বাস করতে পারি না, কিছুতেই না। (হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে) আহা, মিস ওয়ারেন, আপনি এখনো জানেন না, আর্ট আপনার সামনে কী অপূর্ব জগৎ খুলে দিতে পারে!

ভিভি। যথেষ্ট জানি। গত মে'তে আমি অনরিয়া ফ্রেজারের সঙ্গে লন্ডনে দেড়মাস ছিলাম। মা ভেবেছিলেন আমরা খুব বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। আসলে আমি রোজ চ্যান্সেরী লেনে অনরিয়ার চেম্বারে গিয়ে ওর অ্যাকচুয়ারিয়াল হিসেবপত্রে সাহায্য করতাম—কাঁচা লোক যতটা সাহায্য করতে পারে ততটাই আর কি! সারা সন্ধ্যে আমরা বসে গল্প করতাম আর সিগারেট খেতাম, একটু এক্সারসাইজের খাতিরে ছাড়া বাইরে বেরোবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। সারাজীবনে আমি কখনো এত আনন্দ পাইনি। আমার খরচপত্র তো চলে যেতই, তার ওপর উপরি পাওনা হিসেবে বিনা খরচে ব্যবসার গোড়ার দিকটা শেখা হয়ে গেল।

প্রেড। হায় ভগবান! একে আপনি বলেন আর্টকে জানা, মিস ওয়ারেন?

ভিভি। আরে সবুর করুন একটু। তখনো আর্ট আরম্ভ হয়নি। ফিস্‌জন অ্যাভিনিউ-এর কয়েকটি মেয়ে, তাদের মধ্যে আমার একজন নিউনহ্যাম-এর বন্ধুও ছিল—আমাকে নেমন্তন্ন করাতে আমি শহরে গেলাম। তারা আমাকে ন্যাশনাল গ্যালারিতে, অপেরাতে নিয়ে গেল, এক কন্সার্টে নিয়ে গেল—সেখানে সারা সন্ধ্যে ধরে ব্যান্ডে বেঠোফেন, ভাগ্‌নার ইত্যাদি বাজছে। ওঃ, লাখ টাকা দিলেও আমি আর ওর মধ্যে মাথা গলাতে যাচ্ছি না। তৃতীয় দিন পর্যন্ত ভদ্রতার খাতিরে চুপ করে রইলাম, তারপর বললাম, আমাকে ছেড়ে দাও, আর সইছে না। ফিরে গেলাম চ্যান্সেরী লেনে। এখন বুঝছেন

আমি কী রকম খাসা আধুনিক মেয়ে? মা'র সঙ্গে আমার কেমন বনবে এবার বলুন দেখি।

প্রেড। (ঘাবড়ে গিয়ে) দেখুন—মানে—আশা করি—

ভিভি। কী আশা করেন সেটা ছেড়ে দিয়ে কী মনে করেন তাই খোলসা করে বলুন দেখি।

প্রেড। দেখুন, সোজা কথায়ই বলি, আপনার মা হয়তো একটু নিরাশ হবেন আপনাকে দেখে। আপনার কোনো ত্রুটির জন্য নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে ওঁর যা আদর্শ তার থেকে আপনি এত অন্যরকম—

ভিভি। তাঁর কী?

প্রেড। তাঁর আদর্শ।

ভিভি। আমার সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ?

প্রেড। হ্যাঁ, আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে নিজেদের শিক্ষা সম্বন্ধে যাদের মনে আফসোস থাকে, তারা মনে করে যে সকলকে অন্যরকম শিক্ষা দিলেই বুঝি সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার মা'র জীবন—মানে—আপনি জানেন বোধ হয়।

ভিভি। আমি কিছু জানি না। আসল মুশকিল তো সেখানেই। আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমার মাকে আমি প্রায় চিনিই না। ছোটোবেলা থেকে আমি ইংলন্ডে হয় স্কুলে, নয় কলেজে, নয় কোনো মাইনে করা গার্জেনের কাছে মানুষ হয়েছি। মা বরাবরই থেকেছেন হয় ব্রুসেল্‌সে নয় ভিয়েনায়। আমাকে কখনো তাঁর কাছে যেতে দেননি। মাঝে মাঝে যখন দুচারদিনের জন্য ইংলন্ডে আসেন তখন ছাড়া মার সঙ্গে আমার দেখাই হয় না। তার জন্য আমার কোনো অভিযোগ নেই, সকলের কাছেই ভালো ব্যবহার পেয়েছি, টাকা পয়সা পেয়েছি যথেষ্ট, কখনো কোনো অভাব অসুবিধায় পড়তে হয়নি। কিন্তু মা'র সম্বন্ধে আমি কিছু জানি ভাববেন না। আপনি যা জানেন তার চেয়ে ঢের কম জানি আমি।

প্রেড। (অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে) তাহলে—(বলতে গিয়ে কথা না খুঁজে পেয়ে প্রেড থেমে গেল। তারপর জোর করে স্ফূর্তির ভাব আনবার চেষ্টা করে) কিন্তু কী আজেবাজে বক্‌ছি আমরা। আপনাতে আপনার মা'তে

বনবে না কেন, চমৎকার বনবে। (চেয়ার থেকে উঠে দূরের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে) কী চমৎকার জায়গায় আপনাদের বাড়িটা!

ভিভি। (অবিচলিত কণ্ঠে) প্রসঙ্গটা বড় বেশি হঠাৎ বদল হল না কি? আমার মা'র জীবন নিয়ে আলোচনা চলে না কেন?

প্রেড। না, না, ও কথা বলবেন না। একটু ভেবে দেখুন মিস ভিভি। আমার পুরোনো বন্ধুর মেয়ের কাছে তাঁর অবর্তমানে তাঁর জীবন সম্বন্ধে কথা বলতে সংকোচ বোধ করা স্বাভাবিক নয় কি? তিনি এলে আপনারা দুজনে এ বিষয়ে আলোচনা করবার যথেষ্ট সুযোগ পাবেন।

ভিভি। না, তিনিতো কিছু বলবেন না এ সম্বন্ধে, সে আমি জানি। (উঠে পড়ে) যাই হোক, আমি আর পীড়াপীড়ি করব না। কেবল এটুকু জেনে রাখুন মিঃ প্রেড, আমার ধারণা আমার চ্যান্সেরী সংক্রান্ত মতলবটা শোনবার পর মা'র সঙ্গে রীতিমতো আমার একটা লড়াই বাধবে।

প্রেড। (করুণ মুখে) হ্যাঁ, তা বোধ হয় লাগবে।

ভিভি। ঝগড়া যদি হয় আমিই জিতব, কারণ লণ্ডনের ট্রেনভাড়াটা ছাড়া আর কিছু আমার চাই না। কালকেই লণ্ডনে চলে যাব, অনরিয়ার কেরানীগিরি করে পেট চালাব। তা ছাড়া আমার লুকিয়ে রাখবার মতো কোনো গোপন কথা নেই; তাঁর তো মনে হচ্ছে আছে। সেই সুবিধের সুযোগ আমি দরকার হলে নিতে কসুর করব না।

প্রেড। (আহত) অসম্ভব, কী বলছেন! অমন কাজ আপনি করবেন আমি ভাবতেই পারি না।

ভিভি। তাহলে বলুন কেন ভাবতে পারেন না।

প্রেড। আমার পক্ষে তা অসম্ভব। আপনি ভালো করে ব্যাপারটা বুঝে দেখুন, এই আমার মিনতি। (ভিভি প্রেডের ভাবপ্রবণতা দেখে হেসে ফেলল) তা ছাড়া সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে পারে। রেগে গেলে আপনার মাকে নিয়ে আর ঠাট্টা চলে না।

ভিভি। আমাকে ভয় দেখিয়ে কাবু করতে পারবেন না মিঃ প্রেড, চ্যান্সেরী লেনে থাকতে আমার মা'র মতনই দুচারজন মহিলাকে দেখে নেবার সৌভাগ্য হয়েছিল। অনরিয়ার মক্কেলদের কথা বলছি। বাজি ধরতে

পারেন। আমি জিতবোই। কিন্তু কিছু না জানার ফলে যদি মাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আঘাত দিয়ে ফেলি তাহলে সে দায়িত্ব আপনার, কারণ আপনি সব জেনেও আমাকে জানাচ্ছেন না। যাক এবার কথাটাকে চাপা দেওয়া যেতে পারে। (ভিভি চেয়ারটাকে তুলে নিয়ে আগের মতোই একটানে ঘুরিয়ে নিয়ে হ্যামকটার সামনে রাখল)।

প্রেড। (হঠাৎ মরিয়া হয়ে) **একটা কথা, মিস ওয়ারেন। আপনাকে বলে দেওয়াই ভালো। খুব কঠিন কাজ আমার পক্ষে, কিন্তু—**

গেটের কাছে মিসেস ওয়ারেন ও সার জর্জ ক্রফটস্-এর মূর্তি উদিত হল। মিসেস ওয়ারেনের বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে হবে, এককালে সুশ্রীই ছিলেন। শৌখিন পোশাকে সজ্জিত, মাথায় ঝলমলে নতুন টুপি, ব্লাউজটা বুকের ওপর টানটান হয়ে বসেছে, হাতাগুলো একেবারে নব্যতম ফ্যাশানদুরস্ত। চেহারায় একটা কর্ত্রীত্বের ভাব আছে, তা হলেও মোটের উপর বেশ অমায়িক, মনোহর, পুরোনো পাপী ধরনের স্ত্রীলোক।

ক্রফটস্ বেশ দীর্ঘ সবল পুরুষ, বয়স পঞ্চাশের অল্পস্বল্প এদিক ওদিক হবে, পোশাক পরিচ্ছদ তরুণসুলভ, পরিপাটি ফ্যাশানদুরস্ত। গলাটা নাকী, ঐ প্রকাণ্ড দেহ থেকে অমন সরু আওয়াজ বেরোলে একটু অবাকই লাগে। গোঁফদাড়ি পরিষ্কার কামানো, বুলডগের মত চোয়াল, প্রকাণ্ড চ্যাপটা দুই কান, মোটা ঘাড়, শহুরে-লোক, খেলোয়াড, শহর-চষা বদমাইস—সবেরই একটা অদ্ভুত মিশ্রণ, কিন্তু ভদ্ররূপ।

ভিভি। এই তো ওঁরা এসে পড়েছেন (ক্রফটস্ ও মিসেস ওয়ারেন বাগানে প্রবেশ করলেন। ভিভি এগিয়ে এসে) **কেমন আছ মা? মিঃ প্রেড প্রায় আধঘণ্টা ধরে তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করছেন।**

মিসেস ওয়ারেন। প্র্যাডি, অপেক্ষা তোমার নিজের দোষেই করতে হয়েছে, আমার দোষে নয়। আমি ভেবেছিলাম তোমার এটুকু বুদ্ধি আছে যে বুঝে নেবে আমি ৩-১০ এর ট্রেনটাতে আসব। ভিভি, হ্যাটটা প'রে নাও লক্ষ্মীটি, রোদে পুড়ে কালো হয়ে যাবে। ও, আলাপ করিয়ে দিতেই ভুলে গেছি। ইনি সার জর্জ ক্রফটস্, আর এ আমার ভিভি।

সার জর্জ ক্রফটস্ তাড়াতাড়ি কেতাদুরস্তভাবে এগিয়ে এলেন, ভিভি

মাথাটা একবার হেলিয়ে দিল, কিন্তু করমর্দন করবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাল না।

ক্রফ্‌টস্‌। **আপনার কথা অনেক শুনেছি। আমার পুরোনো বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে করমর্দন করতে পারি কি?**

ভিভি। (এতক্ষণ ক্রফ্‌টস্‌কে ভালো করে আপাদমস্তক দেখে নিচ্ছিল) **বেশ, যদি চান।** (ক্রফ্‌টস্‌ অতি নরমভাবে হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন, ভিভি তাতে এমন এক চাপ দিলে যে ভদ্রলোকের চোখ প্রায় বেরিয়ে আসার উপক্রম হল; তারপর মুখ ফিরিয়ে মাকে প্রশ্ন করল) **তোমরা ভেতরে আসবে, না, আমি আরো দুটো চেয়ার নিয়ে আসব?** (ভিভি দাওয়ার দিকে চলে গেল চেয়ার আনতে)।

মিসেস ওয়ারেন। কী জর্জ, কেমন লাগলো আমার মেয়েকে?

ক্রফ্‌টস্‌। (করুণ মুখে) **হাতে জোর আছে বলতে হবে অন্তত। তুমি ওর সঙ্গে করমর্দন করেছিলে, প্রেড?**

প্রেড। হ্যাঁ, ও ব্যথাটা বেশিক্ষণ থাকবে না।

ক্রফ্‌টস্‌। আশা করি। (দুটো চেয়ার সহ ভিভি এসে হাজির হল। ক্রফ্‌টস্‌ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল তাকে সাহায্য করতে) **আমায় দিন।**

মিসেস ওয়ারেন। সার জর্জকে চেয়ারগুলো নিতে দাও, লক্ষ্মীটি।

ভিভি। (চেয়ারদুটো ক্রফ্‌টসের হাতে ছেড়ে দিয়ে) **বেশ এই নিন।** (হাত থেকে ধুলো ঝেড়ে মিসেস ওয়ারেনের দিকে তাকিয়ে) **একটু চা দিই, কেমন?**

মিসেস ওয়ারেন। (প্রেডের চেয়ারে বসে পড়ে পাখার হাওয়া খেতে খেতে) **এক ফোঁটা কিছু গলায় না দিলে আমি আর বাঁচব না।**

ভিভি। আমি দেখছি। (ভিভি বাড়ির ভিতর চলে গেল)।

সার জর্জ ইতিমধ্যে একটা চেয়ার মিসেস ওয়ারেনের বাঁপাশে পেতে ফেলেছেন। বাকী চেয়ারটা ঘাসের ওপর ফেলে দিয়ে এবার তিনি বসে পড়লেন। মুখখানা বিষণ্ণ। হাতের লাঠির হাতলটা মুখে ঠেকে থাকায় অত্যন্ত বোকার মতো দেখাচ্ছে। প্রেডের অস্বস্তির ভাবটা এখনো কাটেনি, অস্থিরভাবে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মিসেস ওয়ারেন। (ক্রফ্‌টসের দিকে তাকিয়ে প্রেডকে উদ্দেশ করে) একবার এদিকে তাকিয়ে দেখ প্র্যাডি, জর্জের চেহারাটা বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে না? গত তিন বছর ধরে আমার মেয়েকে দেখবার জন্য জ্বালিয়ে খেয়েছে, এখন সাধ পূর্ণ হল অথচ মুখটি একেবারে চুন করে বসে আছেন। (উৎসাহের সঙ্গে) এই জর্জ! সোজা হয়ে বোসো; মুখ থেকে লাঠির হাতলটা বার করো দেখি! (ক্রফ্‌টস্‌ অপ্রসন্নভাবে তাই করল)।

প্রেড। দেখ—কিছু যদি মনে না করো তো বলি, ভিভি সেই ছোট মেয়েটিই আছে, এ কথা ভাবা আর আমাদের চলবে না। পরীক্ষায় ও যথেষ্ট বুদ্ধির প্রমাণ তো দিয়েছেই তাছাড়া ওর সঙ্গে যেটুকু আলাপ হয়েছে তাতে ও আমাদের চেয়ে বড় বলেই সন্দেহ হয়।

মিসেস ওয়ারেন। (খুব মজা পেয়ে) শোনো, শোনো জর্জ, কী বলে! আমাদের চেয়ে বড়ো! তোমাকে নিজের মাহাত্ম্যটা খুব ভালো রকমই বুঝিয়েছে দেখছি!

প্রেড। কিন্তু ছোটর মতো করে দেখলে, বয়সে যারা ছোট তারাই বেশি ক্ষুণ্ণ হয়।

মিসেস ওয়ারেন। হ্যাঁ, ওদের মাথা থেকে ওসব আজেবাজে জিনিস বার করে ফেলা দরকার, শুধু ওই নয়, আরো অনেক কিছু। তুমি এর মধ্যে হাত দিতে এসো না প্র্যাডি। আমার মেয়েকে কেমন করে সামলাতে হবে সে তুমি যত বোঝো তার চেয়ে আমি কম বুঝি না। (প্রেড গম্ভীরমুখে মাথা নেড়ে হাতদুটোকে পিছনে একত্র করে পায়চারী করতে লাগল। মিসেস ওয়ারেন হাসবার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু তাঁর মুখে একটা দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। ক্রফ্‌টস্‌-এর কানে কানে বললেন) ওর কী হয়েছে বলো দেখি? আমার কথাটাকে এরকম ভাবে নিচ্ছে কেন?

ক্রফ্‌টস্‌। (বিষণ্ণমুখে) তুমি প্রেডকে ভয় করো দেখছি।

মিসেস ওয়ারেন। কী? আমি! প্র্যাডিকে ভয় পাব? বেচারা প্র্যাডি! একটা মাছি পর্যন্ত ওকে ভয় পায় না।

ক্রফ্‌টস্‌। তুমি পাও।

মিসেস ওয়ারেন। (রাগতস্বরে) দেখ জর্জ, নিজের চরকায় তেল দাও,

ব্ঝেছ, তোমার বদমেজাজটা আমার ওপর ঝাড়তে এসো না। তোমাকে অন্তত আমি ভয় পাই না, সেটা তো জানোই। মেজাজ যদি ভালো করতে না পারো, বাড়ি যাও। (মিসেস ওয়ারেন উঠে পড়ে পিছন ফিরতেই একে-বারে প্রেডের সঙ্গে ম্খোম্খি) শোনো প্র্যাডি, আমি জানি তোমার মনটা নিতান্ত নরম বলেই তুমি এসব বলছ। তুমি ভয় পাচ্ছ আমি ওর ওপর জ্ল্ম করব।

প্রেড। দেখ কিটি, তুমি ভাবছ আমি তোমার কথায় রাগ করেছি। ও সব ভেবো না, দোহাই তোমার। কিন্তু জানো তো যে, তোমার চেয়ে অনেক বেশি জিনিস আমার নজরে পড়ে। আমার পরামর্শ তুমি কখনো নাও না, অথচ পরে অনেক সময়ে স্বীকার করেছ যে আমি যেমন বলেছিলাম তেমন করলেই ভালো হত।

মিসেস ওয়ারেন। বেশ বেশ, এখন কী তোমার নজরে পড়ছে শ্নি?

প্রেড। নজরে পড়েছে যে ভিভি বড় হয়ে গেছে। দোহাই তোমার কিটি ওকে ওর সম্প্র্ণ মর্যাদা দিও।

মিসেস ওয়ারেন। (সত্যি সত্যি আশ্চর্য, হতবাক হয়ে) মর্যাদা! আমার নিজেব মেয়েকে মর্যাদা দিতে হবে! আর কী কী করতে হবে শ্নি?

ভিভি। (বাড়ির দরজায় বেরিয়ে এসে মিসেস ওয়ারেনকে ডাক দিয়ে) মা, চা খাবার আগে একবার আমার ঘরে আসবে?

মিসেস ওয়ারেন। হ্যাঁ, এই আসছি। (প্রেডের দিকে তাকিয়ে স্নেহের সঙ্গে হেসে, পাশ দিয়ে যাবার সময়ে তার গালে একটা টোকা দিলেন। তারপর ভিভিকে অন্সরণ করে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলেন)।

ক্রফ্টস্। (এদিক ওদিক তাকিয়ে চুপিচুপি) দেখ, প্রেড!

প্রেড। হ্যাঁ, কী?

ক্রফ্টস্। আমি তোমাকে একটা বিশেষ কথা জিগগেস করতে চাই।

প্রেড। নিশ্চয়ই, কী কথা? (মিসেস ওয়ারেনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে ক্রফ্টস্-এর কাছে ঘেঁষে বসল)।

ক্রফ্টস্। ঠিক করেছ, জানালা দিয়ে শ্নতে পাবে নয়তো। শোনো, মেয়েটার বাপ কে, কিটি কি কখনো তোমাকে বলেছে?

প্রেড। না, বলেনি।

ক্রফ্‌টস্‌। কে, কিছু আন্দাজ করতে পারো?

প্রেড। উঁহু।

ক্রফ্‌টস্‌। (কথাটা বিশ্বাস হল না) জানি তোমাকে যদি কিছু বলে থাকে তাহলে তুমি সেটা বলে দিতে চাইবে না। কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে রোজ আমাদের দেখা হবে, এ অবস্থায় কে ওর বাপ না জানলে বড় বিশ্রী ব্যাপার হবে। ওকে ঠিক কি ভাবে নেব বুঝতে পারছি না।

প্রেড। তাতে কী এসে যায়? ও যা ও তাই, সেভাবেই আমরা ওকে দেখব। ওর বাবাকে না জানলে ক্ষতিটা কী?

ক্রফ্‌টস্‌। (সন্দেহের সুরে) তাহলে তুমি জানো ওর বাবা কে?

প্রেড। (মেজাজের সঙ্গে) এখুনি বললাম না যে আমি জানি না। শুনতে পাও না নাকি?

ক্রফ্‌টস্‌। দেখ, প্রেড, আমার একটা উপকার করো। যদি তুমি জানো, তো (প্রেডের তরফ থেকে প্রতিবাদের ভঙ্গী)—যদি জানো, বলেই তো নিচ্ছি, তাহলে আমার এই দুর্ভাবনাটা মিটিয়ে দাও। ব্যাপার হচ্ছে মেয়েটার ওপর কেমন একটা টান পড়েছে।

প্রেড। (কঠোরভাবে) তার মানে?

ক্রফ্‌টস্‌। না, না, ভয় পেও না, নিতান্ত নির্দোষভাবে বলছি। সেইজন্যেই তো মুশকিল। কে জানে হয়তো আমিই ওর বাপ!

প্রেড। তুমি! অসম্ভব! পাগল নাকি!

ক্রফ্‌টস্‌। (যেন এবার বুঝে ফেলেছে) ও, তুমি তাহলে ঠিক জানো যে আমি ওর বাপ নই?

প্রেড। দেখ, সত্যি বলছি, আমি তোমার চেয়ে কিছুমাত্র বেশি জানি না। কিন্তু ক্রফ্‌টস্‌—অসম্ভব, এ হতেই পারে না। তোমার সঙ্গে এতটুকু মিল পর্যন্ত নেই।

ক্রফ্‌টস্‌। তা যদি বল তাহলে ওর মা'র সঙ্গেও ওর কোনো মিল তো দেখতে পাচ্ছি না। তোমার মেয়ে নয় তো, হ্যাঁ হে প্রেড?

প্রেড। (প্রশ্নের উত্তরে প্রথম রাগতভাবে তাকাল, তারপর নিজেকে সামলে

নিয়ে শান্ত ও গম্ভীরস্বরে) শোনো, ক্রফ্‌টস্‌। মিসেস ওয়ারেনের জীবনের ওদিকটার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, কোনোদিন ছিলও না। আর আমাকে এ বিষয়ে মিসেস ওয়ারেন কিছু বলেনি, আমিও বলিনি। তোমার বুদ্ধিতে কি বলে না যে সুন্দরী মেয়ের দু'একজন এমন বন্ধু দরকার যারা—যারা ঐ চোখে তাকে দেখে না? রূপমুগ্ধদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে পালাতে না পারলে নিজের রূপই সুন্দরী মেয়েদের শাস্তি হয়ে দাঁড়ায়। তুমি নিশ্চয়ই কিটির সঙ্গে আমার চেয়ে অনেক ঘনিষ্ঠ, তুমিই তো জিগগেস করতে পারো ওকে—

ক্রফ্‌টস্‌। (উঠে দাঁড়িয়ে, অসহিষ্ণুভাবে) আমি অনেকবার জিগগেস করেছি। কিন্তু মেয়েকে ও এমনভাবে নিজের সম্পত্তি করে রাখতে চায় যে পারলে ওর বাপ যে কেউ ছিল তাই অস্বীকার করে। ওর কাছ থেকে কিছু বার করা যাবে না—বিশ্বাসযোগ্য কিছু বার করা যাবে না। সমস্ত ব্যাপারটা আমার বড় খারাপ লাগছে, প্রেড।

প্রেড। (উঠে পড়ে) বেশ, যাই বলো তুমি যখন ওর বাপের বয়সী তখন মেনেই নেওয়া যাক না কেন যে আমরা দুজনেই মিস ভিভিকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখব, ওকে সাহায্য করা রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। বিশেষত ওর বাপ যেই হোক আসলে সে একটা আস্ত শয়তান, সে বিষয়ে যখন সন্দেহ নেই। তুমি কী বলো?

ক্রফ্‌টস্‌। (রাগতভাবে) বয়স বয়স কোরো না। আমার বয়স তোমার চেয়ে কিছু বেশি নয়।

প্রেড। হ্যাঁ, নিশ্চয় বেশি ক্রফ্‌টস্‌। তুমি বুড়ো হয়েই জন্মেছিলে, আর আমি জন্মেছিলাম একেবারে বালক হয়ে। জীবনে এ পর্যন্ত বয়স্ক লোকের মতো আত্মস্থ হতেই পারলাম না।

মিসেস ওয়ারেন। (বাড়ির ভিতর থেকে চীৎকার করে) প্র্যাডি-ই-ই! জর্জ! চা হয়েছে-এ-এ-এ।

ক্রফ্‌টস্‌। (তাড়াতাড়ি) আমাদের ডাকছে। (ক্রফ্‌টস্‌ ক্ষিপ্রপদে ভিতরে চলে গেল। প্র্যাডি একবার আশঙ্কাসূচকভাবে মাথা নাড়ল তারপর ক্রফ্‌টস্‌-এর পিছন পিছন ভিতরে ঢুকতে যাবে এমন সময়ে গোচারণভূমির

দিক থেকে একজন অল্পবয়সী ভদ্রলোক প্রেডকে ডাকলেন। ভদ্রলোক হাসিখুশি, সুন্দর চেহারা, ফিটফাট পোশাকপরিহিত, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় কেমন যেন উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরে গোছের। বয়স কুড়ির চেয়ে খুব বেশি নয়, কণ্ঠস্বরটি অতি মোলায়েম। চলাফেরার মধ্যে একটা মনোরম তাচ্ছিল্যের ভাব আছে। কাঁধে একটা হালকা স্পোর্টিং রাইফেল ঝোলানো)।

ভদ্রলোক। হ্যালো, প্রেড!

প্রেড। আরে, ফ্যাঙ্ক গার্ডনার! (ফ্র্যাঙ্ক ভিতরে এসে সোৎসাহে করমর্দন করল) **তুমি এখানে এলে কোত্থেকে!**

ফ্র্যাঙ্ক। বাবার কাছে এসে রয়েছি।

প্রেড। তোমার রোমান বাবা?

ফ্র্যাঙ্ক। হ্যাঁ, তিনি এখানে রেক্টর। খরচ বাঁচাবার জন্য শরৎকালটা বাড়িতেই আছি। জুলাই মাসে ব্যাপার সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাবাকেই আমার সব ধার শোধ করতে হল। ফলে তাঁর পকেট ফাঁক; আমারও তাই। তুমি এদিকে কী বলে হঠাৎ? এ বাড়ির লোকেদের চেনো নাকি?

প্রেড। হ্যাঁ, আমি মিস ওয়ারেন নামে একটি মেয়ের কাছে আজকের দিনটা কাটাতে এসেছি।

ফ্র্যাঙ্ক। (উৎসাহের সঙ্গে) **আরে! তুমি ভিভিকে জানো নাকি? খাসা মেয়ে, কী বলো,** অ্যাঁ। **আমি** ওকে **গুলিচালানো শেখাচ্ছি, এই দেখ!** (রাইফেলটা দেখাল) **তোমার সঙ্গে ওর চেনা আছে জেনে খুব খুশি হলাম, ঠিক তোমার মতো লোকের সঙ্গেই তো ওর পরিচয় থাকা উচিত।** (হেসে মিষ্টি গলাতে প্রায় একটা সুর এনে জোরে বলে উঠল) **এখানে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা—কি মজা!**

প্রেড। আমি ওর মা'র একজন পুরোনো বন্ধু। মিসেস ওয়ারেন তাঁর মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন।

ফ্র্যাঙ্ক। ওর মা! তিনি কি এখানে নাকি?

প্রেড। হ্যাঁ ভেতরে। চায়ে বসেছেন।

মিসেস ওয়ারেন। (ভিতর থেকে) **প্র্যাডি-ই-ই-ই! চা জুড়িয়ে গেল!**

প্রেড। হ্যাঁ মিসেস ওয়ারেন, এই আসছি। এইমাত্র আমার এক বন্ধু এখানে এসেছেন।

মিসেস ওয়ারেন। তোমার এক কী?

প্রেড। (জোরে) বন্ধু।

মিসেস ওয়ারেন। ভেতরে নিয়ে এসো।

প্রেড। আচ্ছা। (ফ্র্যাঙ্কের দিকে ফিরে) নেমন্তন্নটা নিচ্ছ তো?

ফ্র্যাঙ্ক। (বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু খুব মজা লেগেছে) ওই কি ভিভির মা নাকি?

প্রেড। হ্যাঁ।

ফ্র্যাঙ্ক। কি মজা! কি মনে হয়—আমাকে ওঁর পছন্দ হবে?

প্রেড। তুমি সকলের প্রিয়পাত্র, এখানেও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কি। এসোই না, চেষ্টা করে দেখো। (বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল)।

ফ্র্যাঙ্ক। একটু দাঁড়াও। (গম্ভীরভাবে) তোমাকে একটা কথা বলব।

প্রেড। দোহাই তোমার, বোলো না। এ তোমার আরেকটা নতুন খেয়াল—রেডহিলের সেই মদের দোকানের মেয়েটার মতো।

ফ্র্যাঙ্ক। তার চেয়ে এটা অনেক গুরুতর ব্যাপার। ভিভির সঙ্গে তোমার এই প্রথম দেখা, বললে না?

প্রেড। হ্যাঁ।

ফ্র্যাঙ্ক। (উচ্ছ্বসিত হয়ে) ওঃ, তাহলে তুমি ভাবতেই পার না ও কী মেয়ে! কী চরিত্র! কী বুদ্ধি! আর কী চালাক যে কি বলব! আর একটা কথা কি বলে দিতে হবে? আমায় সে ভালোবাসে।

ক্রফ্‌টস্‌। (জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে) শুনছ প্রেড, তুমি কী করছ বল দেখি। শিগগির ভিতরে এসো। (ভিতরে ঢুকে গেল)।

ফ্র্যাঙ্ক। আরে! কুকুরের প্রদর্শনীতে প্রাইজ পাবার মতো লোক, তাই না? কে লোকটা?

প্রেড। উনি হচ্ছেন সার জর্জ ক্রফ্‌টস্‌। মিসেস ওয়ারেনের এক পুরোনো বন্ধু। শোনো এবার ভিতরে যাওয়া উচিত, বুঝলে।

ভিতরে যেতে যেতে গেটের দিক থেকে একটা ডাক শুনে ওরা থমকে

দাঁড়াল। পিছন ফিরে দেখল একজন বয়স্ক পাদ্রী গেটের কাছে দাঁড়িয়ে।

পাদ্রী। (জোরে ডেকে) **ফ্র্যাঙ্ক।**

ফ্র্যাঙ্ক। হ্যালো! (প্রেডকে) **দি রোমান ফাদার!** (পাদ্রীকে) **আজ্ঞে হ্যাঁ, এখুনি আসছি।** (প্রেডকে) **দেখ প্রেড, তোমার ভেতরে ঢুকে পড়াই ভালো। চায়ের দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি একটু পরেই গিয়ে জুটব।**

প্রেড। বেশ। (ভিতরে চলে গেল)।

পাদ্রী গেটের উপর একটা হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন। রেভারেন্ড সাম্যুয়েল গার্ডনার সরকারের অনুমোদিত চার্চের জায়গাজমীনওয়ালা পাদ্রী। বয়স পঞ্চাশের উপর হবে, তেমন জাঁদরেল লোক নন, সর্বদাই তর্জনগর্জন, হম্বিতম্বি করে সেটা পরিপূরণ করার চেষ্টায় ব্যস্ত, কিন্তু নিজকে বাপ হিসেবে বা পাদ্রী হিসেবে যতই জাহির করতে যান ততই তাঁর প্রাপ্যসম্মানের ভাগটা আরো খাটো হয়ে আসে।

রেভারেন্ড। কি হে! **এখানে কারা তোমার বন্ধু জিগগেস করতে পারি কি?**

ফ্র্যাঙ্ক। আজ্ঞে, বেশ ভালো লোক, ভেতরে আসুন।

রেভারেন্ড। উঁহু, যতক্ষণ না এটা কার বাগান জানতে পারছি ততক্ষণ ঢুকছি না।

ফ্র্যাঙ্ক। ঠিক আছে, এটা মিস ওয়ারেনের।

রেভারেন্ড। কই তাঁকে তো আসা পর্যন্ত কখনো গীর্জেয় দেখিনি।

ফ্র্যাঙ্ক। আরে, গীর্জেয় দেখবেন কি! ও হচ্ছে থার্ড র‍্যাংলার—বিদ্যেবুদ্ধি কত বেশি! আপনার চেয়ে ঢের উঁচু ডিগ্রী পেয়েছে, আপনার উপাসনা শুনতে যাবে কেন?

রেভারেন্ড। মান রেখে কথা বোলো।

ফ্র্যাঙ্ক। ওঃ, তাতে কী, কেউ শুনতে পাবে না। আসুন। (দরজাটা খুলে ফ্র্যাঙ্ক বাপকে বিনা ভূমিকায় টেনে হিঁচড়ে ভিতরে নিয়ে এল) **আমি আপনাকে ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চাই। জুলাই মাসে আমাকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন মনে আছে?**

রেভারেন্ড। (তীব্রভাবে) **হ্যাঁ। বলেছিলাম কুঁড়েমি আর ফাজলামি ছেড়ে**

দিয়ে কোনো ভদ্রকাজে ঢুকে পড়, নিজের খরচ নিজে চালাও, আমার ঘাড় ভেঙো না।

ফ্র্যাঙ্ক। উঁহু, সেটা পরে ভেবেছিলেন। আসলে যা বলেছিলেন সে হচ্ছে আমার মাথাও নেই, টাকাও নেই, সুতরাং আমার সুন্দর চেহারাটাকে কাজে লাগিয়ে যার টাকা এবং মাথা দুইই আছে এমন কারুকে বিয়ে করা উচিত। মিস ওয়ারেনের যে মাথা আছে এ কথা অন্তত আপনাকে স্বীকার করতেই হবে।

রেভারেণ্ড। মাথাই সব নয়।

ফ্র্যাঙ্ক। তা তো নয়ই; টাকাও দরকার—

রেভারেণ্ড। (গম্ভীরমুখে বাধা দিয়ে) আমি টাকার কথা ভাবছিলাম না। আমি আরো উঁচু জিনিসের কথা বলছিলাম, যেমন সামাজিক প্রতিষ্ঠা।

ফ্র্যাঙ্ক। সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য আমি এক কানাকড়িও পরোয়া করি না।

রেভারেণ্ড। আমি করি।

ফ্র্যাঙ্ক। হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো আর কেউ ওকে বিয়ে করতে বলছে না। যাই হোক ওর কেম্ব্রিজের উঁচু ডিগ্রী আছে, আর টাকাও তো যত দরকার যথেষ্টই আছে বলে মনে হয়।

রেভারেণ্ড। (ঠাট্টার দুর্বল প্রচেষ্টায়) তোমার যত দরকার তার হিসাবে যথেষ্ট আছে কি না আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ হয়।

ফ্র্যাঙ্ক। না, এমন কিছু বাজে খরচ আমি করে বেড়াই না। আমি তো শান্তশিষ্টভাবেই থাকি; মদ খাই না, বেশি জুয়ো খেলি না। আমার বয়সে আপনি যেরকম ফুর্তি করে কাটিয়েছেন আমি তার কিছুই করি না।

রেভারেণ্ড। (ফাঁকা গর্জন করে) চুপ কর।

ফ্র্যাঙ্ক। সেই ভাঁটিখানার মেয়েটার জন্যে যখন আমি ল্যাজেগোবরে হয়ে ছিলাম তখন আপনি নিজেই তো বলেছিলেন যে আপনার এককালে লেখা কয়েকটি চিঠি উদ্ধার করবার জন্যে কোনো এক স্ত্রীলোককে আপনি একবার পঞ্চাশ পাউণ্ড দিতে চেয়েছিলেন।

রেভারেণ্ড। (ভয়ব্যাকুলভাবে) চুপ্, চুপ্ ফ্র্যাঙ্ক, দোহাই তোমার। (সন্ত্রস্ত

দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। কোনোদিকে কাউকে কাছাকাছি দেখতে না পেয়ে তাঁর মুখে আবার তর্জনগর্জনের ভাবটা ফিরে এল, এবার অনেকটা চাপাভাবে) তোমার ভালোর জন্যেই তোমাকে যা বিশ্বাস করে বলেছি তার অতি অভদ্র সুযোগ নিচ্ছ তুমি। যে ভুল থেকে তোমাকে বাঁচিয়েছি, তার জন্যে তোমায় সারাজীবন অনুতাপ করতে হত মনে রেখো। বাপের ভুল থেকে শিক্ষালাভ করো, সেগুলোকে নিজের অন্যায়ের ছুতো করে তুলো না।

ফ্র্যাঙ্ক। ডিউক অফ ওয়েলিংটনের চিঠির গল্প কখনো শুনেছেন?

রেভারেন্ড। না। শুনতেও চাই না।

ফ্র্যাঙ্ক। আয়রন ডিউক আপনার মতন পঞ্চাশ পাউন্ড জলে ফেলে দেননি, সেপাত্র তিনি ছিলেন না। তিনি স্রেফ লিখেছিলেন: 'প্রাণের জেনি, চিঠি ছাপিয়ে জাহান্নমে যেতে পারো—তোমার আদরের ডিউক অফ ওয়েলিংটন।' আপনারও তাই করা উচিত ছিল।

রেভারেন্ড। (করুণভাবে) বাবা ফ্র্যাঙ্ক, দেখ ঐ চিঠিগুলো লিখে আমি ঐ মেয়েটির খপ্পরে পড়েছিলাম। দুঃখের বিষয় ব্যাপারটা তোমাকে বলে আবার তোমার খপ্পরে পড়েছি। মেয়েটি আমাকে যে ভাষায় উত্তর দিয়েছিল সে আমি কখনো ভুলব না। লিখেছিল: 'জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞান কখনো আমি বিক্রি করি না।' সে-ও আজ কুড়ি বছর হয়ে গেল। কুড়ি বছরে সে তার ক্ষমতার কোনো অপব্যবহার করেনি, এক মুহূর্তের জন্য যন্ত্রণা দেয়নি আমাকে। তুমি তার চেয়ে আমার সঙ্গে অনেক খারাপ ব্যবহার করছ, ফ্র্যাঙ্ক।

ফ্র্যাঙ্ক। আলবৎ! আপনি আমাকে যেরকম দিনরাত উপদেশ শোনান তাঁকে তেমনি শোনাতেন কি?

রেভারেন্ড। (প্রায় কাঁদকাঁদ হয়ে) আমি চললাম। তোমাকে শোধরানো অসম্ভব। (গেটের দিকে ফিরলেন)।

ফ্র্যাঙ্ক। (সম্পূর্ণ অবিচলিতভাবে) বাড়িতে বলে দেবেন আমি চা খেতে ফিরছি না। (ফ্র্যাঙ্ক বাড়ির দরজার দিকে এগোচ্ছে এমন সময়ে ভিভি আর প্রেডের সঙ্গে দেখা)।

ভিভি। (ফ্র্যাঙ্ককে) **উনিই কি তোমার বাবা, ফ্র্যাঙ্ক? ওঁর সঙ্গে আলাপ করবার আমার বড় ইচ্ছে।**

ফ্র্যাঙ্ক। বেশ তো, (বাপকে ডাক দিয়ে) **বাবা—এখানে একবার আসুন। দরকার আছে।** (রেভারেন্ড গেটের কাছে ফিরে দাঁড়ালেন টুপিটা নাড়াচাড়া করলেন অপ্রতিভভাবে। প্রেড অমায়িক হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উজ্জ্বল মুখে উল্টো দিকে এগিয়ে এল) **আলাপ করিয়ে দিই: আমার বাবা: মিস ওয়ারেন।**

ভিভি। (পাদ্রীর কাছে গিয়ে করমর্দন করে) **আপনি এখানে আসায় খুব খুশি হলাম, মিঃ গার্ডনার।** (বাড়ির ভিতর মাকে ডাক দিয়ে) **মা এখানে একবার এসো, তোমাকে দরকার।** (মিসেস ওয়ারেন চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়ে পাদ্রীকে চিনতে পেরে একেবারে থ হয়ে যান) **পরিচয় করিয়ে দিই—**

মিসেস ওয়ারেন। (পাদ্রীর উপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে) **আরে, স্যাম গার্ডনার যে! তুমি পাদ্রী হয়েছ! ভাবতেই পারি না! আমাদের চিনতেই পারছ না. স্যাম! এই তো জর্জ ক্রফ্‌টস্‌, একেবারে জলজ্যান্ত তোমার সামনে। আগের চেয়ে চেহারাটা শুধু দ্বিগুণ! আমায় চিনতে পারছ না?**

রেভারেন্ড। (মুখ লাল হয়ে উঠল) **আমি—আমি—**

মিসেস ওয়ারেন। আলবৎ চিনতে পারছ। আরে, তোমার এক অ্যালবাম চিঠি এখনো আমার কাছে রয়েছে—হঠাৎ সেদিন সেগুলো চোখে পড়ল।

রেভারেন্ড। (অবস্থা কাহিল) **মিস ভাভাসুর বোধ হয়?**

মিসেস ওয়ারেন। (তাড়াতাড়ি কানের কাছে এসে, কিন্তু একেবারে ফিস্‌-ফিস্‌ করে নয়) **চুপ! মিস ভাভাসুর নয়, মিসেস ওয়ারেন—দেখছ না আমার মেয়ে এখানে রয়েছে!**

দ্বিতীয় অঙ্ক

সন্ধ্যার পর বাড়ির ভিতরের দৃশ্য। এতক্ষণ আমরা বাইরে থেকে পশ্চিম দিকে তাকাচ্ছিলাম। এবার ভিতর থেকে পূর্বদিকে তাকাতে হবে। বাড়ির বাইরের দিকের দেয়ালের মাঝখানে জালির কাজ করা জানালা দেখা যাচ্ছে, তাতে পর্দা টানা। জানালার বাঁ দিকে দাওয়ায় যাবার দরজাটা। বাঁ দিকের দেয়ালে রান্নাঘরে যাবার দরজা। ওই দেয়ালেরই গায়ে একটা বাসনপত্র রাখার শেল্‌ফ দাঁড় করানো, তার উপর একটা মোমবাতি আর দেশলাই। ফ্র্যাঙ্কের রাইফেলটা একপাশে রাখা। জানালার ডান দিকে দেয়াল ঘেঁষে একটা টেবিলে ভিভির বই আর খেলবার সরঞ্জাম। আগুনের চুল্লীটা ডান-হাতি কোণে, তার সামনে একটা ছোট বেঞ্চি। টেবিলের ডান দিকে বাঁ দিকে দুটো চেয়ার।

ঘরের দরজাটা খুলে গেল, দেখা গেল তারার আলোয় জ্বলজ্বলে পরিষ্কার আকাশ; মিসেস ওয়ারেন ঢুকলেন, তাঁর পিছন পিছন এল ফ্র্যাঙ্ক। মিসেস ওয়ারেনের গায়ে ভিভির একটা শাল জড়ানো। ঘরে ঢুকেই টুপিটা কোনোরকমে খুলে ফেলে তিনি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন : অনেক হাঁটা হয়ে গেছে। টুপির পিনগুলো টুপিটার মাথায় ফুটিয়ে সেটাকে টেবিলের উপর রাখলেন।

মিসেস ওয়ারেন। হায় ভগবান! এই পাড়াগাঁয়ে কোনটা যে বেশি খারাপ জানি না, হাঁটাটা, না নিষ্কর্মা হয়ে ঘরে বসে থাকাটা! এখন একটু হুইস্কি আর সোডা হলে চমৎকার হতো, তবে এখানে সে দ্রব্য থাকলে তো!

ফ্র্যাঙ্ক। ভিভির কাছে থাকতে পারে।

মিসেস ওয়ারেন। বাজে বোকো না, ঐটুকু মেয়ে ওসব নিয়ে কী করবে? থাকগে, কিছু আসে যায় না। এখানে ও কী করে সময় কাটায় বুঝি না। বাবা! আমি ভিয়েনায় থাকতে পারলেই বাঁচি।

ফ্র্যাঙ্ক। চলুন আপনাকে সেখানে নিয়ে যাই। (মিসেস ওয়ারেনের গায়ের শালটা খুলতে সাহায্য করার সময় তাঁর কাঁধে বেশ একটু চাপ দিল)।

মিসেস ওয়ারেন। বটে! তুমিও ওই একই ঝাড়ের বাঁশ দেখছি।

ফ্র্যাঙ্ক। ঠিক বাবার মতো, না? (শালটাকে নিখুঁতভাবে ভাঁজ করে চেয়ারের উপর টাঙিয়ে দিয়ে বসে পড়ল)।

মিসেস ওয়ারেন। বোকো না! ওসব সম্বন্ধে তুমি কী জানো? এইটুকু তো ছেলে! (আগুনের চুল্লীর কাছে এগিয়ে গেলেন)।

ফ্র্যাঙ্ক। চলুন ভিয়েনা আমার সঙ্গে। দারুণ মজা হবে।

মিসেস ওয়ারেন। না ধন্যবাদ। ভিয়েনা তোমার জায়গা নয়—আরো কিছু বয়স হবার আগে নয়। (উপদেশটার মর্ম ভালো করে বোঝাবার জন্য মিসেস ওয়ারেন ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লেন। ফ্র্যাঙ্ক কাঁদ কাঁদ মুখ করলে, কিন্তু চোখে তার দুষ্টু হাসি। মিসেস ওয়ারেন তার দিকে তাকালেন, তারপর তার কাছে ফিরে এলেন) দেখ বাপু, (মুখটা দুইহাতে ধরে নিজের দিকে ফেরালেন) তোমার বাবাকে তো দেখেছি, তোমাকে তুমি নিজে যা চেনো তার চেয়ে ঢের ভালো চিনি। আমার সম্বন্ধে ও সব যা তা ধারণা করে বোসো না, বুঝলে?

ফ্র্যাঙ্ক। (গলায় নাটুকে প্রেমিকের ঢঙ এনে) আমি নিরুপায়, মিসেস ওয়ারেন, এই আমাদের বংশের ধারা। (মিসেস ওয়ারেন ওর কান মলে দেবার কপট অভিনয় করলেন, তারপর একটু প্রলুব্ধ হয়ে ফ্র্যাঙ্কের হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকালেন। অবশেষে নিচু হয়ে একটা চুমো খেয়েই তাড়াতাড়ি সরে গেলেন নিজের দুর্বলতায় নিজেই বিরক্ত হয়ে)।

মিসেস ওয়ারেন। নাঃ, এটা আমার না করাই উচিত ছিল। আমি সত্যি বদ। যাকগে, ওটা মায়ের চুমোর মতো। যাও, ভিভির সঙ্গে প্রেম করো গিয়ে।

ফ্র্যাঙ্ক। সে তো করেইছি।

মিসেস ওয়ারেন। (আতঙ্কিতভাবে ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে) কী?

ফ্র্যাঙ্ক। ভিভির সঙ্গে আমার দারুণ বন্ধুত্ব!

মিসেস ওয়ারেন। তার মানে? দেখ, ভালো কথায় বলছি, তোমার মতন কোনো ফাজিল ছোকরাকে আমি আমার মেয়ের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেবো না। শুনলে তো? কাছে ঘেঁষতে দেবো না।

ফ্র্যাঙ্ক। (বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে) দেখুন মিসেস ওয়ারেন, ভয়

পারবেন না। আমার উদ্দেশ্য সাধু, অতি সাধু: আর তাছাড়া আপনার মেয়েও কিছু খুকীটি নয়, নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা তার যথেষ্ট আছে। মেয়ের চেয়ে মেয়ের মা'রই একটু দেখাশোনা দরকার বেশি। মেয়ে তো আপনার মতন সুন্দরীও নয়, তা তো জানেনই।

মিসেস ওয়ারেন। (ফ্র্যাঙ্কের এতটা আত্মবিশ্বাস দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়ে) হুঁ, তোমার বেশ একটু সাহস আছে বলতে হবে। কোত্থেকে পেলে তাই ভাবছি, বাপের কাছ থেকে নিশ্চয়ই নয়। (বাইরে ক্রফ্‌টস্‌ ও রেভারেণ্ড স্যামুয়েল-এর আওয়াজ পাওয়া গেল) চুপ! সবাই আসছে। (তাড়াতাড়ি বসে পড়লেন) মনে রেখো, তোমাকে সাবধান করে দিলাম। (রেভারেণ্ড স্যামুয়েলের প্রবেশ; তারপরেই ক্রফ্‌টস্‌) এই যে, কী হয়েছিল তোমাদের দুজনের? প্র্যাডি আর ভিভি কোথায়?

ক্রফ্‌টস্‌। (বেঞ্চির উপর টুপি ও চিমনির কোণায় লাঠিটা রেখে) ওরা পাহাড়ে গেল, আমরা গ্রামে গেলাম। আমার একটা ড্রিংক ছাড়া আর চলছিল না। (বেঞ্চির উপর পা তুলে বসে পড়ল)।

মিসেস ওয়ারেন। সে কি, আমাকে না বলে এরকম চলে যাওয়া ভিভির তো উচিত হয়নি! (ফ্র্যাঙ্ককে) তোমার বাবাকে একটা চেয়ার এনে দাও; শিক্ষাদীক্ষা সব গেল কোথায়? (ফ্র্যাঙ্ক লাফিয়ে উঠে বাবাকে নিজের চেয়ারটা এগিয়ে দিল· তারপর দেয়ালের কাছ থেকে আরেকটা চেয়ার এনে টেবিল ঘেঁষে বসে পড়ল। ওর ডান দিকে ওর বাবা, বাঁ দিকে মিসেস ওয়ারেন) জর্জ, তুমি রাত্রে কোথায় থাকবে? এখানে থাকা চলবে না। আর প্র্যাডিই বা কী করবে?

ক্রফ্‌টস্‌। আমাকে গার্ডনার জায়গা দেবেন।

মিসেস ওয়ারেন। হ্যাঁ, নিজের ব্যবস্থাটি পরিপাটি করে রেখেছ। প্র্যাডির কী গতি হবে?

ক্রফ্‌টস্‌। জানি না। সরাইখানায় গিয়ে শোবে বোধ হয়?

মিসেস ওয়ারেন। তুমি ওকে জায়গা দিতে পারো না, স্যাম?

রেভারেন্ড। দেখ—বুঝেছ কিনা—মানে আমি এখানে রেকটর তো, যা ইচ্ছা তা করতে পারিনে। তা মিস্টার প্রেডের সামাজিক পদ-মর্যাদাটা কী?

মিসেস্ ওয়ারেন। ওঃ, সে দিকে ভয় নেই, ও একজন আর্কিটেক্ট। তুমি তো আচ্ছা গোঁড়া একটি কূয়োর ব্যাঙ!

ফ্র্যাংক। ঠিক আছে, বাবা। উনি ডিউকের জন্যে ওয়েলস-এ একটা প্রাসাদ বানিয়েছেন—'কার্নারিভন কাস্‌ল' যার নাম। শুনেছেন নিশ্চয়ই। (ফ্র্যাংক বিদ্যুদ্‌গতিতে একবার মিসেস ওয়ারেনের দিকে চোখ টিপে ইশারা করেই আবার গম্ভীরমুখে বাপের দিকে তাকাল)।

রেভারেন্ড। ও, তাহলে অবশ্য আমরা খুব খুশিই হব। আশা করি উনি ডিউককে ব্যক্তিগতভাবে চেনেনও।

ফ্র্যাংক। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন। আমরা ওঁকে জর্জিনার পুরোনো ঘরটা দিতে পারি।

মিসেস ওয়ারেন। যাক, তাহলে ও ব্যাপারটা চুকে গেল। এখন ওরা দুজন এসে পড়লেই খেতে বসা যায়। সন্ধ্যের পরে এতক্ষণ ঘুরে বেড়ানোর কোনো অধিকার নেই ওদের।

ক্রফ্‌টস্‌। (অনেকটা তীব্রভাবে) কী ক্ষতি করছে ওরা তোমার, শুনি?

মিসেস ওয়ারেন। ক্ষতিটতি বুঝি না, পছন্দ করি না আমি, ব্যস।

ফ্র্যাংক। ওদের জন্যে অপেক্ষা করে লাভ নেই, মিসেস ওয়ারেন। প্রেড যতক্ষণ পারে বাইরে থাকবেই। আমার ভিভিকে নিয়ে মাঠের ওপর এমন গ্রীষ্মের রাত্তিরে ঘুরে বেড়ানো যে কী, তাতো ও আগে জানতো না।

ক্রফ্‌টস্‌। (কিঞ্চিৎ শঙ্কিতভাবে) ও, তুমি তাহলে জানো, অ্যাঁ!

রেভারেন্ড। (সচকিত হয়ে পাদ্রীসুলভ গাম্ভীর্যের ভান ছেড়ে জোরের সঙ্গে, আন্তরিকভাবে) ফ্র্যাংক, দেখ, ও চিন্তাও কোরো না, তোমায় শেষ বারের মতো বলে দিচ্ছি। মিসেস ওয়ারেনকে জিগগেস করো, তিনি বলেন কিনা যে এ অসম্ভব!

ক্রফ্‌টস্‌। নিশ্চয়ই অসম্ভব!

ফ্র্যাংক। (মধুর প্রশান্তির সঙ্গে) তাই নাকি, মিসেস ওয়ারেন?

মিসেস ওয়ারেন। (চিন্তিতভাবে) দেখ স্যাম, আমি অতটা কিছু ভাবছি না। মেয়েটা যদি বিয়ে করতেই চায় তবে তাকে ঠেকিয়ে রেখে কী লাভ?

রেভারেন্ড। (স্তম্ভিত) কিন্তু ওর সঙ্গে বিয়ে—আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে তোমার মেয়ের! অসম্ভব!

ক্রফ্‌টস্‌। অসম্ভব! বোকামি কোরো না, কিটি।

মিসেস ওয়ারেন। (আত্মসম্মানে লেগেছে) কেন শুনি? আমার মেয়ে তোমার ছেলের যোগ্য নয় কোন হিসেবে?

রেভারেন্ড। কিন্তু মিসেস ওয়ারেন, তুমি তো কারণটা জান—

মিসেস ওয়ারেন। (উদ্ধতভাবে) আমি কোনো কারণ জানি না। তোমার যদি জানা থাকে তো তোমার ছেলেকে বলো, নয় আমার মেয়েকে বলো, নয় তোমার গীর্জেয় গিয়ে বলো, যা মর্জি হয় করো।

রেভারেন্ড। (অসহায়ভাবে) তুমি যথেষ্ট ভালো জানো যে কারুর কাছে এসব কারণ আমি প্রকাশ করতে পারবো না। কিন্তু কারণ আছে, আমি যখন বলছি তখন আমার ছেলে নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্বাস করবে।

ফ্র্যাঙ্ক। ঠিক বলেছেন বাবা, আলবৎ বিশ্বাস করবে আপনার ছেলে। কিন্তু আপনার যুক্তিতে আপনারই ছেলের কোনো কাজ এদিক ওদিক হয়েছে কখনো দেখেছেন?

ক্রফ্‌টস্‌। তুমি ওকে বিয়ে করতে পাবে না, ব্যস, এর ওপর আর কথা নেই। (ক্রফ্‌টস্‌ উঠে গিয়ে চিমনির সামনে উঁচু জায়গাটার উপর দাঁড়াল চুল্লীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে। তার মুখে ভ্রূকুটি)।

মিসেস ওয়ারেন। (ঘুরে দাঁড়িয়ে, তীব্রভাবে) এ ব্যাপারের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক শুনি?

ফ্র্যাঙ্ক। (অতি মধুর কণ্ঠে) আমি আমার স্বকীয় মধুর ভঙ্গীতে ঠিক ওই কথাই জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম।

ক্রফ্‌টস্‌। (মিসেস ওয়ারেনকে উদ্দেশ করে) যার না আছে কোনো কাজকর্ম, না আছে স্ত্রীকে খাওয়াবার মতো দুপয়সা সম্বল, এমন লোকের সঙ্গে নিশ্চয়ই তুমি মেয়ের বিয়ে দেবে না। তার ওপর সে মেয়ের চেয়ে বয়সে ছোট। আমাকে বিশ্বাস না হয় স্যামকে জিগ্যেস করো। (রেভারেন্ডের প্রতি) আর কতটাকা ওকে দেবেন মশাই আপনি?

রেভারেন্ড। এক পয়সাও না। ওর যা প্রাপ্য সে আমি ওকে দিয়ে দিয়েছি।

জুলাই মাসের মধ্যেই সেটা পুরো খরচ হয়ে গেছে। (মিসেস ওয়ারেনের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল)।

ক্রফ্‌টস্‌। (মিসেস ওয়ারেনের পরিবর্তন লক্ষ্য করে) কেমন বলিনি? (ক্রফ্‌টস্‌ আবার বেঞ্চির উপর বসে পা দুটো ছড়িয়ে দিলে, যেন ব্যাপারটা চুকে গেছে)।

ফ্র্যাঙ্ক। (করুণ স্বরে) কী অসম্ভব ব্যবসায়ী কথাবার্তা হচ্ছে। আপনারা মনে করেন মিস ওয়ারেন টাকার খাতিরে বিয়ে করবেন? আমরা যদি একজন আরেকজনকে ভালোবাসি—

মিসেস ওয়ারেন। ধন্যবাদ। তোমার ও প্রেমের মূল্য এক কানাকড়িও নয়, ছোকরা। বৌ পুষবার ক্ষমতা যদি না থাকে তো চুকে গেল, ব্যস—ভিভিকে তুমি পাবে না।

ফ্র্যাঙ্ক। (অত্যন্ত আমোদের ভাবে) আপনার কী মত, বাবা?

রেভারেন্ড। আমি মিসেস ওয়ারেনের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

ফ্র্যাঙ্ক। আর মহাশয় ব্যক্তি ক্রফ্‌টস্‌ তো তাঁর মত বলেই দিয়েছেন।

ক্রফ্‌টস্‌। (ক্রুদ্ধভাবে ফ্র্যাঙ্কের দিকে ফিরে) দেখ, তোমার ঐ সব চালাকি আমার সঙ্গে খাটবে না বলে দিচ্ছি।

ফ্র্যাঙ্ক। (চিবিয়ে চিবিয়ে) ক্রফ্‌টস্‌, আপনাকে আশ্চর্য করে দেবার জন্য দুঃখিত; কিন্তু অল্প কয়েকমিনিট আগেই আপনি আমার সঙ্গে বাপের মতন গুরুগম্ভীরচালে কথাবার্তা বলছিলেন। তা একজন বাপই যথেষ্ট, বুঝেছেন। ধন্যবাদ।

ক্রফ্‌টস্‌। (ঘৃণার সঙ্গে) রেখে দাও! (আবার পিছন ফিরল)।

ফ্র্যাঙ্ক। (উঠে পড়ে) মিসেস ওয়ারেন, আপনার খাতিরে পর্যন্ত আমার ভিভিকে আমি ছাড়তে পারব না।

মিসেস ওয়ারেন। (বিড়বিড় করে) হতচ্ছাড়া ছোকরা!

ফ্র্যাঙ্ক। এবং আপনারা যখন ভবিষ্যতের আরো নানারকম ছবি ওর সামনে ধরবেনই তখন আমার কথাটাও তাকে জানাতে আমি দেরি করব না। (সকলে ওর দিকে তাকালো, ফ্র্যাঙ্ক সুন্দর ভঙ্গীতে আবৃত্তি শুরু করলো)

হয় নিয়তিকে বড় বেশি তার ভয়,
নয় অতি ক্ষীণ শক্তির সম্বল;
সব পণ করে যুঝতে যেজন ডরে,
সব পেতে, নয়, ডুবে যেতে রসাতল।

ফ্র্যাঙ্কের আবৃত্তির মাঝখানেই দরজা খুলে প্রবেশ করল ভিভি ও প্রেড। ফ্র্যাঙ্ক হঠাৎ থেমে গেল। প্রেড নিজের টুপিটা খুলে রাখল বাসনপত্রের শেল্‌ফের উপর। সমবেত সকলের ব্যবহারে সঙ্গে সঙ্গে একটা পরিবর্তন এসে পড়ল। ক্রফ্‌টস্‌ বেঞ্চি থেকে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসল, প্রেড গিয়ে বসল তার পাশে। কিন্তু মিসেস ওয়ারেনের ব্যবহারের সহজভাবটা চলে গেল, তিনি ঝগড়া শুরু করে নিজের অস্বস্তিটা চাপা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

মিসেস ওয়ারেন। কোথায় গিয়েছিলে, ভিভি?

ভিভি। (টুপিটা খুলে টেবিলের উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে) **পাহাড়ে।**

মিসেস ওয়ারেন। দেখ, আমাকে না বলে এ রকম চলে যেও না। কী হল, না হল বুঝি না, এদিকে আবার রাত হয়ে আসছে।

ভিভি। (মা'র কথা গ্রাহ্য না করে ভিতরের ঘরের দিকে গিয়ে দরজাটা খুলে) **এবার খাওয়াদাওয়ার কী হবে? এখানে জায়গা হওয়া মুশকিল।**

মিসেস ওয়ারেন। আমি কি বললাম শুনেছ ভিভি?

ভিভি। হ্যাঁ, মা। (আবার খাওয়ার সমস্যায় মন দিল) **আমরা কজন দেখি:** (গুণতে আরম্ভ করল) **এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়। দুজনকে অপেক্ষা করতে হবে, বাকীরা সেরে নেওয়া পর্যন্ত। মিসেস এলিসনের মাত্র চারজনের মতো বাসনপত্র আছে।**

প্রেড। আমার এখুনি না খেলে কিছু এসে যাবে না। আমি—

ভিভি। আপনি অনেকক্ষণ হেঁটেছেন, আপনার নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে মিঃ প্রেড। আপনি এখুনি খেতে বসবেন। আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব। একজন কারুকে আমার সঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে। ফ্র্যাঙ্ক, তোমার খুব খিদে পেয়েছে?

ফ্র্যাঙ্ক। একদম না। খিদে বলে কোনো পদার্থের অস্তিত্ব টের পাচ্ছি না।

মিসেস ওয়ারেন। (ক্রফ্‌টস্‌কে) তোমারও খিদে পায়নি, জর্জ। তুমিও খানিকটা অপেক্ষা করতে পারো।

ক্রফ্‌টস্‌। তা আর পারি না! সেই চায়ের পর থেকে একটা দানা পেটে পড়েনি। কেন, স্যাম একটু অপেক্ষা করতে পারে না?

ফ্র্যাঙ্ক। বাবা বেচারাকে উপোস করিয়ে রাখবেন?

রেভারেন্ড। (বিরক্তভাবে) আমার যা বলবার সে আমিই বলব। আমি খুশি মনেই অপেক্ষা করতে প্রস্তুত।

ভিভি। (মীমাংসা করে দিয়ে) কিছু দরকার নেই। দুজন অপেক্ষা করলেই চলবে। (ভিতরের ঘরের দরজাটা খুলে দিয়ে) মাকে ভেতরে নিয়ে যাবেন মিঃ গার্ডনার? (রেভারেন্ড মিসেস ওয়ারেনকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। তারপরে চলে গেল প্রেড আর ক্রফ্‌টস্‌। প্রেড ছাড়া আর সকলেই এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট বোঝা গেল, কিন্তু কী করবে কেউ ভেবে পাচ্ছে না। ভিভি দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল) আপনি ওই কোণাটায় ঢুকে বসতে পারবেন মিঃ প্রেড? একটু জায়গা কম আছে। দেয়াল বাঁচিয়ে বসুন—কোটে চুন লাগবে—হ্যাঁ, ব্যস ঠিক হয়েছে। বেশ, এখন সবাই ঠিক বসেছেন তো?

প্রেড। (ভিতর থেকে) হ্যাঁ, ঠিক আছে।

মিসেস ওয়ারেন। (ভিতর থেকে) দরজাটা খুলে রাখ্‌, মা। (ফ্র্যাঙ্ক ভিভির দিকে তাকাল, তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে বড় দরজাটা খুলে দিল) উঃ বাবা, কী ঠাণ্ডা হাওয়া। না, বন্ধই করে দে। (ভিভি চট্‌ করে ভিতরের ঘরে যাবার দরজাটা বন্ধ করে দিল, ফ্র্যাঙ্ক আবার নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে বড় দরজাটা বন্ধ করল)।

ফ্র্যাঙ্ক। (স্ফূর্তিভরে) বাবা! আপদ চোকান গেছে। এখন বল দেখি ভিভাম্‌স, আমার বাবাকে কেমন লাগলো?

ভিভি। (চিন্তিত, অন্যমনস্ক ও গম্ভীর) আমি প্রায় কথাই বলিনি ও'র সঙ্গে। তেমন কাজের লোক বলে তো কিছু মনে হল না।

ফ্র্যাঙ্ক। জানো, ওঁকে যতটা বোকা দেখায়, ঠিক ততটা বোকা উনি নন।

এখানকার রেক্টর তো, নিজের চাল বজায় রেখে চলতে গিয়ে যতটা বোকা নন, তার চেয়ে ঢের বেশি বোকামি করে ফেলেন। উঁহু, বাবা মোটেই খারাপ লোক নন, বেচারা! তুমি হয়তো মনে করো আমি ওঁকে খুব অপছন্দ করি, কিন্তু তা ঠিক নয়, লোকটার উদ্দেশ্য সব সময়েই ভালো। ওঁর সঙ্গে তোমার কেমন বনবে মনে হচ্ছে?

ভিভি। (বেশ গম্ভীরমুখে) আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গে ওঁর বিশেষ সম্পর্ক থাকবে বলে তো মনে হচ্ছে না; মার পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গেও না—হয়তো এক প্রেড ছাড়া। আমার মাকে তোমার কেমন মনে হোলো?

ফ্র্যাঙ্ক। একেবারে নির্ভয়ে সত্যি কথাটা বলবো?

ভিভি। নির্ভয়ে।

ফ্র্যাঙ্ক। খুব মজার। কিন্তু একটু ভয়ও হয়, হয় না? আর, ক্রফ্‌টস্‌। ওঃ, ক্রফ্‌টস্‌, সত্যি!

ভিভি। কী একটি দল, ফ্র্যাঙ্ক!

ফ্র্যাঙ্ক। সত্যি।

ভিভি। (অসহ্য ঘৃণার সঙ্গে) নিজেকে যদি ওইরকম মনে করতাম—যদি মনে করতাম যে, শুধু কোনোরকমে খেতে বসা ছাড়া আমাদের কোনো কাজ নেই, আমি এদেরই মতো একটা মেরুদণ্ডহীন অকর্মণ্য জীব, তাহলে একমুহূর্ত দ্বিধা না করে একটা শিরা কেটে রক্ত ঝরিয়ে মরতুম।

ফ্র্যাঙ্ক। মোটেই তা করতে না। খাটবার দরকার যাদের হয় না তারা খাটবে কেন? আমার যদি ওদের মতন কপাল হত তো বেঁচে যেতাম। আমার আপত্তি ওদের চালচলনে—ওই বিশ্রী ঢিলেঢালা চালচলনে।

ভিভি। তুমি মনে করো কাজ না করলে ক্রফ্‌টস্‌-এর বয়সে তুমি তার চেয়ে কিছু ভালো হবে?

ফ্র্যাঙ্ক। আলবৎ, ভালো হব, অনেক ভালো হব। ভিভাম্‌স-এর লেকচার দেওয়া চলবে না, আমায় শোধরান অসম্ভব, বুঝেছ? (ভিভির মুখটা দুই-হাতের মধ্যে টেনে নেবার চেষ্টা করল)।

ভিভি। (হাতদুটোকে থাবড়া মেরে নামিয়ে দিয়ে) ছাড়ো, ভিভাম্‌স-এর আজ মেজাজ খারাপ। (উঠে ঘরের অন্য দিকে চলে গেল)।

ফ্র্যাঙ্ক। (পিছু পিছু গিয়ে) কী নিষ্ঠুর!

ভিভি। (পা ঠুকে) একটু গম্ভীর হও, আমি কী রকম গম্ভীর দেখছ না?

ফ্র্যাঙ্ক। বেশ, পাণ্ডিত্য ফলানো যাক্, এখনকার বড় বড় মনীষীদের মত কী জানেন, মিস ওয়ারেন? তাঁরা বলেন যে তরুণদের অনুরাগের দিক থেকে উপবাসী রাখার দরুনই আধুনিক সভ্যতার অর্ধেক রোগের সূত্রপাত। আমি—

ভিভি। (বাধা দিয়ে) তুমি বড় জ্বালাচ্ছ! (ভিতরের দরজা খুলে দিয়ে) ফ্র্যাঙ্কের জন্যে একটা জায়গা হবে? উপোস আর ওর সহ্য হচ্ছে না।

মিসেস ওয়ারেন। (ভিতরে) হ্যাঁ, আছে নিশ্চয়ই। (ছুরি কাঁটার টুংটাং শব্দে বোঝা গেল মিসেস ওয়ারেন জিনিসপত্র সরিয়ে ফ্র্যাঙ্কের জন্য জায়গা করছেন) এই যে, আমার পাশে জায়গা হয়েছে। চলে এস মিঃ ফ্র্যাঙ্ক।

ফ্র্যাঙ্ক। (যেতে যেতে ভিভিকে চুপিচুপি) ভিভাম্স-এর ওপর প্রতিশোধ নেব এমন—(ঘরে ঢুকে গেল)।

মিসেস ওয়ারেন। (ভিতর থেকে) এই যে ভিভি, তুমিও চলে এস। নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে। (মিসেস ওয়ারেনের পিছন পিছন ক্রফ্‌টস্ এসে ঘরে ঢুকল। ক্রফ্‌টস্ সসম্মানে ভিভির খাতিরে দরজাটা খুলে ধরল, ভিভি তার দিকে একবার তাকাল না পর্যন্ত, গটগট করে ও ঘরে চলে গেল। ক্রফ্‌টস্ দরজাটা বন্ধ করে দিলে)। আরে জর্জ, তুমি উঠে এলে, খাওনি তো কিছুই!

ক্রফ্‌টস্। ও, আমি কেবল একটা ড্রিঙ্ক চাচ্ছিলাম, আর কিছু নয়। (পকেটে হাত পুরে অস্থিরভাবে, গম্ভীরমুখে ঘরে পায়চারি করতে লাগল)।

মিসেস ওয়ারেন। আমি পেটভরে খেতে ভালোবাসি, কিন্তু ওই ঠাণ্ডা বীফ, চীজ আর লেটুস অল্প খেলেই অনেক হয়ে যায়। (অর্ধ পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিসেস ওয়ারেন টেবিলের পাশে বসে পড়লেন)।

ক্রফ্‌টস্। ওই ছোঁড়াটাকে তুমি এত আস্কারা দিচ্ছ কেন বল দেখি?

মিসেস ওয়ারেন। (মুহূর্তের মধ্যে সোজা হয়ে বসে) দেখ জর্জ, আমার মেয়ের সম্বন্ধে তোমার মতলবখানা কী শুনি? তোমার চাউনি আমি লক্ষ্য

করেছি। মনে রেখো তোমাকে আমি চিনি, তোমার ওই চাউনিরও মানে আমি বুঝি।

ক্রফ্‌টস্। ওর দিকে তাকিয়ে দেখতেও দোষ আছে নাকি?

মিসেস ওয়ারেন। দেখ চালাকি করেছ কী তোমাকে বাড়ির বার করে সোজা লন্ডনের রাস্তা দেখিয়ে দেব। আমার মেয়ের কড়ে আঙুলটির দাম আমার কাছে তোমার সমস্ত দেহমন সবের চেয়ে বেশি, বুঝেছ? (ক্রফ্‌টস্ কেবল একটা বিরক্তিসূচক ভঙ্গী করল। মিসেস ওয়ারেন নাটকীয় ভঙ্গীতে মাতৃত্ব ফলাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে একটু লাল হয়ে নিচু গলায় আবার বললেন) মিছে ভেবে মন খারাপ কোরো না। তোমার কোনো আশা নেই, ওই ছোঁড়ারও কোনো আশা নেই।

ক্রফ্‌টস্। একজন পুরুষের একজন মেয়ে সম্বন্ধে একটু উৎসাহিত হতে নেই নাকি?

মিসেস ওয়ারেন। তোমার মতো লোকের হতে নেই।

ক্রফ্‌টস্। ওর বয়স কত?

মিসেস ওয়ারেন। ওর বয়স কত, তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথার কোনো দরকার নেই।

ক্রফ্‌টস্। তুমিই বা সেটাকে এত গোপন করে রাখবার চেষ্টা করছ কেন?

মিসেস ওয়ারেন। আমার খুশি।

ক্রফ্‌টস্। আমার এখনো পঞ্চাশ হয়নি, আমার সম্পত্তিও যেমন ছিল তেমনই আছে—

মিসেস ওয়ারেন। (বাধা দিয়ে) তা থাকবেই তো। তুমি যেমন দুশ্চরিত্র তেমনি কৃপণ।

ক্রফ্‌টস্। আর এমন নয় যে অনেক ব্যারোনেটও রাস্তায় ছড়াছড়ি যাচ্ছে। আমার অবস্থার আর কেউ তোমাকে শাশুড়ী করতে রাজী হবে না নিশ্চয়ই। তাহলে ও আমাকে বিয়ে করবেই বা না কেন?

মিসেস ওয়ারেন। তোমাকে!

ক্রফ্‌টস্। আমরা তিনজনে বেশ ভালোভাবেই থাকতে পারতাম। আমি ওর আগে মারা যাবো নিশ্চয়, তারপর ও বিধবা হয়ে একরাশ টাকা নিয়ে

দিব্যি ফুর্তি করতে পারবে। নয়ই বা কেন? ওই গাধাটার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তখন থেকে আমি এই কথাটাই ভাবছিলাম।

মিসেস ওয়ারেন। (বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে) হ্যাঁ, তোমার মতন লোক এসব ভাববে না তো ভাববে কী?

ক্রফ্‌টস্‌ পায়চারি করতে করতে থমকে দাঁড়াল, দুজনে পরস্পরের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি. মিসেস ওয়ারেনের দৃষ্টি স্থির, কিন্তু তাতে ঘৃণা ও বিরক্তির সঙ্গে কেমন যেন একটা আশঙ্কা প্রকাশ পাচ্ছে; ক্রফ্‌টসের দৃষ্টি চোরের মতন, চোখে একটা লালসাময় ভাব মুখে লালসার হাসি।

ক্রফ্‌টস্‌। (কোনো সহানুভূতির চিহ্ন না দেখে হঠাৎ বিচলিত হয়ে) দেখ কিটি, তোমার যথেষ্ট বুদ্ধিশুদ্ধি আছে; আমার কাছে বকধার্মিক সাজবার তোমার কিছু দরকার নেই। আমারও আর কোনো প্রশ্ন করবার দরকার নেই, তোমারও উত্তর দিতে হবে না; আমি গোটা সম্পত্তিটাই ওর নামে লিখে দেব, আর তোমার নিজের জন্য যদি বিয়ের দিনে একটা চেক চাও তো পাবে, নেহাত যদি হাতিঘোড়া না হয়।

মিসেস ওয়ারেন। অথর্ব বুড়োদের শেষ পর্যন্ত যা হয় তোমারও তাহলে সেই মতিগতি হল, জর্জ?

ক্রফ্‌টস্‌। (অগ্নিদৃষ্টি হেনে) জাহান্নমে যাও।

মিসেস ওয়ারেন জবাব দেওয়ার আগেই ভিতরের ঘরের দরজাটা খুলে গেল; সকলের গলার আওয়াজ শুনে বোঝা গেল তারা খাওয়া সেরে আসছে। ক্রফ্‌টস্‌ নিজেকে সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পাদ্রীসাহেব ঢুকলেন।

রেভারেন্ড। (এদিক ওদিক তাকিয়ে) স্যার জর্জ কোথায়?

মিসেস ওয়ারেন। একটু পাইপ খেতে বাইরে গেছে। (মিসেস ওয়ারেন চুল্লীর দিকে গিয়ে রেভারেন্ডের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন নিজেকে একটু সামলে নেবার জন্য। পাদ্রী এগিয়ে গেলেন নিজের টুপিটা নিতে টেবিলের দিকে। ইতিমধ্যে ফ্র্যাঙ্কের আগে আগে ভিভি এসে ঢুকেছে। ফ্র্যাঙ্ক ঘরে ঢুকেই অত্যন্ত ক্লান্তভাবে একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল। মিসেস ওয়ারেন ঘুরে ভিভির দিকে তাকিয়ে মাতৃসুলভ খবরদারির ভানটাকে চরমে

এনে জিজ্ঞাসা করলেন) এই যে ভিভি, ভালো করে খেয়েছিস তো মা?

ভিভি। মিসেস এলিসনেব রান্না কী রকম হয় জানোই তো। (ফ্র্যাঙ্কের দিকে ফিরে আদরের ভাবে) বেচারা ফ্র্যাঙ্ক! মাংস বুঝি আরেকটুও ছিল না, না? (এবার গম্ভীর হয়ে) মিসেস এলিসনের মাখনটা একেবারে যাচ্ছেতাই। না? বেচারীকে স্রেফ রুটি, চীজ আর জিঞ্জার বিয়ার খেয়েই সারতে হয়েছে, আমাকেই দোকান থেকে কিছু মাখন কিনে আনতে হবে।

ফ্র্যাঙ্ক। হ্যাঁ, এনো, দোহাই তোমার।

ভিভি লেখবার টেবিলে গিয়ে মাখনের অর্ডার দেবার কথাটা নোট করে রাখল, প্রেড রুমালটাকে ন্যাপকিন হিসাবে ব্যবহার করছিল, এখন ভাঁজ করে পকেটে পুরতে পুরতে ঘরে ঢুকল।

রেভারেন্ড। ফ্র্যাঙ্ক, বাবা এবার আমাদের বাড়ি যাওয়া উচিত, রাত্রে যে অতিথিরা থাকবেন তোমার মা এখনো জানেন না।

প্রেড। আমরা বোধ হয় খুব বিরক্ত করছি।

ফ্র্যাঙ্ক। একদম না, প্রেড, আমার মা তোমাকে দেখলে খুব খুশি হবেন। মা রীতিমতো বুদ্ধিমতী, শিল্পকলায় তাঁর অসীম অনুরাগ। অথচ বছরের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাবার ছাড়া আর কারো মুখ তিনি দেখতে পান না। কাজেই কি বিশ্রীভাবে তাঁর দিন কাটে সে তো বুঝতেই পারছ। (রেভারেন্ডের প্রতি) আপনি তো মননশীল বা শিল্পানুরাগী কিছুই নন? অতএব প্রেডকে বাড়ি নিয়ে যান এখুনি। আমি এখানে থেকে মিসেস ওয়ারেনের সঙ্গে একটু গল্প করি। ক্রফ্টস্‌কে বাগানে পাবেন, তাকেও নিয়ে যান, বুলডগটার চমৎকার সঙ্গী হবে।

প্রেড। (বাসনপত্রের তাক থেকে টুপিটা নিয়ে ফ্র্যাঙ্কের কাছে এসে) আমাদের সঙ্গে চলে এস, ফ্র্যাঙ্ক। মিসেস ওয়ারেন অনেকদিন মেয়েকে দেখেননি, আমরা এতক্ষণ ও'দের দুজনকে এক মুহূর্তও একলা থাকতে দিইনি।

ফ্র্যাঙ্ক। (নরম হয়ে প্রেডের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে) আরে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। মনে করিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ। তুমি নিখুঁত ভদ্রলোকটি, প্র্যাডি, আমার চিরজীবনের আদর্শ!

(যাবার জন্যে উঠল, কিন্তু বয়স্ক লোক দুজনের মাঝখানে একমিনিট দাঁড়িয়ে প্রেডের কাঁধে হাত রাখল) **আঃ, এই বাজে লোকটা আমার বাপ না হয়ে তুমি যদি আমার বাপ হতে!** (অন্য হাতটা বাপের কাঁধে রাখল)।

রেভারেন্ড। (মান বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টায়) **চুপ কর। বড় অভদ্র হয়ে যাচ্ছ আজকাল।**

মিসেস ওয়ারেন। (প্রাণখুলে হেসে) **ওকে তোমার আর একটু সামলান উচিত, স্যাম। গুড নাইট! এই যে, জর্জকে ওর টুপি আর লাঠি দিয়ে দিও।**

রেভারেন্ড। (টুপি ও লাঠি নিয়ে) **গুড নাইট!** (দুজনে করমর্দন করল। ভিভির পাশ দিয়ে যাবার সময়ে রেভারেন্ড তাকেও শুভরাত্রি জানিয়ে করমর্দন করলেন; তারপর গম্ভীরস্বরে ফ্র্যাঙ্ককে ডাকলেন) **চলে এসো এক্ষুনি।** (বেরিয়ে গেলেন। প্রেডও ওদের সঙ্গে করমর্দন করে বেরিয়ে গেল। মিসেস ওয়ারেন তার সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলেন। ফ্র্যাঙ্ক নীরবে ভিভির কাছে একটি চুম্বন ভিক্ষা করলে; কিন্তু ভিভি এক কঠিন চাহনিতে তাকে পর্যুদস্ত করে লেখার টেবিল থেকে দুটো বই আর কিছু কাগজ নিয়ে আলোটা পাবার জন্য মাঝের টেবিলে চেয়ার টেনে বসল)।

ফ্র্যাঙ্ক। (দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মিসেস ওয়ারেনের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে) **গুড নাইট, মিসেস ওয়ারেন।** (হাতে জোরে চাপ দিল। মিসেস ওয়ারেন হাতটা টেনে নিলেন, মুখ কঠিন হয়ে এল, প্রায় মার-মূর্তি। ফ্র্যাঙ্ক হিহি করে হেসে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে ছুটে পালালো)।

মিসেস ওয়ারেন। (ভিভির উল্টোদিকে নিজের চেয়ারের দিকে এগিয়ে এলেন। পুরুষেরা চলে যাওয়ায় সন্ধ্যেটা বিশ্রী কাটবে বুঝে তার জন্যে তৈরি হয়ে) **জীবনে কখনো কারুকে এমন বকতে শুনেছ? কান ঝালাপালা হয়ে যায়।** (বসে পড়লেন) **আমি চিন্তা করে দেখেছি যে তোমার আর ওকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। ওর দ্বারা কখনো কিছু হবে না এ আমি বেশ বুঝে নিয়েছি।**

ভিভি। (উঠে আরো কয়েকটা বই আনতে আনতে) **হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। বেচারা ফ্র্যাঙ্ক! ওকে এবার ছাড়তেই হবে, তবে খারাপও লাগবে আমার। যদিও ওর জন্যে মন খারাপ করার কোনো মানে হয় না। ঐ**

ক্রফ্‌টস্‌ লোকটিকেও আমার তেমন সুবিধের মনে হচ্ছে না, তুমি কী বল? (বইগুলো টেবিলের উপর একটু বেশি জোরেই ছুঁড়ে ফেলল)।

মিসেস ওয়ারেন। (ভিভির ঔদাসীন্যে একটু বিরক্ত হয়ে) পুরুষের তুমি কী জানো বাছা, যে এমনভাবে কথা বলছ? স্যার জর্জ ক্রফ্‌টস্‌ আমার বন্ধু, কাজেই ওঁর সঙ্গে দেখাশোনা তোমার হবেই, তার জন্য খানিকটা প্রস্তুত থাকা উচিত।

ভিভি। (সম্পূর্ণ অবিচলিতভাবে) কেন? তুমি কী মনে করছ যে আমরা অনেকদিন একসঙ্গে থাকব—মানে তুমি আর আমি?

মিসেস ওয়ারেন। (ভিভির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে) নিশ্চয়ই—যদ্দিন না তোমার বিয়ে হয়, তদ্দিন থাকবো বইকি। কলেজে তোমার আর ফিরে যাওয়া হচ্ছে না।

ভিভি। আমার জীবনযাত্রার ধরনের সঙ্গে তোমার বনবে তো? আমার তো তাতে সন্দেহ আছে।

মিসেস ওয়ারেন। তোমার জীবনযাত্রার ধরন! তার মানে?

ভিভি। (কাগজকাটা ছুরিটা দিয়ে বইয়ের একটা পাতা কাটতে কাটতে) আচ্ছা মা, তোমার কি কখনো একথা মনে হয়নি যে আর পাঁচজনের মতো আমারও একটা জীবনযাত্রার ধরন থাকতে পারে?

মিসেস ওয়ারেন। এসব কী আজেবাজে বকছো? কলেজে একটা কেউকেটা হয়ে উঠেছ বলে বুঝি নিজের স্বাধীনতা দেখাবার চেষ্টা করছো। বোকামি কোরো না ভিভি।

ভিভি। এ বিষয়ে আর কিছু তোমার বলবার আছে?

মিসেস ওয়ারেন। (প্রথমটা হতভম্ব, তারপর রাগান্বিত) একটার পর একটা খালি প্রশ্ন কোরো না বাপু। (রেগে, চেঁচিয়ে) মুখ সামলে কথা বোলো। (ভিভি একটুও সময় নষ্ট না করে নীরবে কাজ করতে লাগল) তুমি—তোমার জীবনযাত্রা—লম্বা লম্বা কথা শিখেছ! (ভিভির দিকে তাকালেন, ভিভি নীরব) তোমার জীবনযাত্রার ধরন আমি যা বলব তাই হবে। (আবার কয়েক মুহূর্তের নীরবতা) যখন থেকে তুমি সেই ট্রাইপস না কী পেয়েছ তখন থেকেই তোমার এসব চাল আমি লক্ষ্য করছি। যদি মনে

করে থাক যে এসব আমি চুপ করে সহ্য করে যাব, তাহলে ভুল ভেবেছ: এবং যত তাড়াতাড়ি ভুলটা বুঝতে পারো ততই ভালো। (বিড়বিড় করে) এ বিষয়ে আমার আর কি বলবার আছে?—বটে! (আবার রেগে গলার পর্দা চড়িয়ে) কার সঙ্গে কথা বলছো জানো?

ভিভি। (মাথা না তুলেই মিসেস ওয়ারেনের দিকে তাকিয়ে) না। কে তুমি? কী তুমি?

মিসেস ওয়ারেন। (রাগে অন্ধ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে) পাজি বেহায়া মেয়ে!

ভিভি। আমার সুনাম কতটুকু, আমার সামাজিক মর্যাদা কি এবং কি পেশা আমি নেব তা সবাই জানে। তোমার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। তোমার আর স্যার জর্জ ক্রফ্‌টস্‌-এর সঙ্গে যে জীবনযাত্রাতে আমাকে যোগ দিতে বলছ তার ধরনটা কী শুনি?

মিসেস ওয়ারেন। সাবধান ভিভি! এবার একটা সাংঘাতিক কিছু করে বসব, আমার মাথার ঠিক থাকছে না!

ভিভি। (শান্তভাবে বইগুলো সরিয়ে রেখে) বেশ, যতক্ষণ না তোমার মাথাটা ঠিক হচ্ছে ততক্ষণ এ কথাটা তোলা থাক। (মা'র দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে) তোমার শরীরটা ঠিক করা দরকার; ভালো করে হাঁটা, আর একটু টেনিস হলেই চলবে। শরীরে আর কিছু নেই তোমার; পাহাড়ে ওঠবার সময়ে বিশ গজ যেতে তুমি কতবার যে হাঁপাচ্ছিলে তার ঠিক নেই, তোমার কব্জিগুলো তো একেবারে চর্বির ডেলা হয়ে গেছে। আমার গুলো দেখতো? (হাত তুলে দেখাল)।

মিসেস ওয়ারেন। (অসহায়ভাবে খানিকক্ষণ তাকিয়ে তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন) ভিভি—

ভিভি। (তীব্র বিরক্তিতে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে) দোহাই তোমার কান্নাকাটি শুরু কোরো না। আর যা খুশি করো। কান্নাকাটি আমি একদম সহ্য করতে পারি না। যদি কাঁদো আমি সোজা বেরিয়ে যাবো।

মিসেস ওয়ারেন। (করুণভাবে) কেন আমার সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করছো ভিভি, মা হিসেবেও কী তোমার ওপর আমার কোনো দাবী নেই?

ভিভি। তুমি কি আমার মা?

মিসেস ওয়ারেন। (হতভম্ব হয়ে) আমি কী তোমার মা! ওঃ, ভিভি!

ভিভি। তাহলে আমাদের আত্মীয় স্বজনেরা কোথায়—আমার বাবা, আমাদের বন্ধুবান্ধব, কোথায় এরা সব? তুমি মায়ের অধিকার দাবী করছ; আমাকে 'বোকা' বলছ, 'লক্ষ্মী মা' বলছ, কলেজে আমার ওপরে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও কখনো যেভাবে আমার সঙ্গে কথা বলেননি সেই ভাবে কথা বলছ; আমার জীবনযাত্রা তোমার হুকুম মাফিক চালাতে চাও; তুমি এমন একটা পশুর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটাতে চাও যাকে দেখামাত্র লন্ডনের বিখ্যাত বদমাইস বলে চেনা যায়। এসব দাবীর প্রতিবাদ করা তো খানিকটা পরিশ্রম সাপেক্ষ, সেই পরিশ্রমটুকু করবার আগে জেনে রাখি যে দাবি-গুলোর কোনো সত্যিকারের ভিত্তি আছে কি না।

মিসেস ওয়ারেন। (মুহ্যমান, নতজানু) ওঃ, না, না, না। চুপ কর, চুপ কর, আর পারি না। আমি তোমার মা; দিব্যি গেলে বলছি। ওঃ শেষকালে তুমি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে—আমার নিজের মেয়ে হয়ে? এ হতেই পারে না। তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না? বল বিশ্বাস কর।

ভিভি। আমার বাবার নাম কী?

মিসেস ওয়ারেন। কী যে জানতে চাইছো তা তুমি নিজেই জান না। এ আমি বলতে পারব না।

ভিভি। (দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে) আলবৎ পারবে, ইচ্ছে করলেই পারবে। আমার জানবার অধিকার আছে; এবং সে অধিকার যে আছে তাও তুমি ভালো করেই জানো। অবশ্য ইচ্ছে করলে নাও বলতে পার, কিন্তু না যদি বল তো কাল সকাল থেকে আর আমার মুখ দেখতে পাবে না।

মিসেস ওয়ারেন। ওঃ, তোমার মুখে এ সব কথা শুনলে গা শিউরে ওঠে। তুমি আমাকে সত্যি ছেড়ে যাবে না—কক্ষনো যাবে না, বলো।

ভিভি। (নির্মমভাবে) নিশ্চয় যাব। যদি এ ব্যাপারে তাচ্ছিল্য করো এক-মুহূর্ত ইতস্তত না করে চলে যাব। (ঘৃণায় শিউরে উঠে) উঃ, কে জানে, হয়তো ওই ওঁচা পশুটার কলুষিত রক্তই আমার শিরায় বইছে!

মিসেস ওয়ারেন। না না। সত্যি বলছি ও নয়, আর যাদের তুমি দেখছ তাদের মধ্যেও কেউ নয়। এটুকু অন্তত আমি জোর করে বলতে পারি।

এ কথার অর্থটা বোধগম্য হয়ে উঠতেই ভিভি কঠিনদৃষ্টিতে মিসেস ওয়ারেনের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভিভি। (ধীরে ধীরে) **ও, অন্তত সেটুকু তুমি জানো? তার মানে অতটুকুই তুমি জানো, তার বেশি না।** (চিন্তিতভাবে) **ও, বুঝেছি।** (মিসেস ওয়ারেন দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলেন) **কেঁদো না, মা: এখন সত্যিই কান্না তোমার পাচ্ছে কি?** (মিসেস ওয়ারেন ভিভির দিকে তাকালেন, তাঁর মুখের অবস্থা শোচনীয়: ভিভি ঘড়ি বার করে দেখে বলল) **আজ এই পর্যন্তই থাক। সকালে কখন চা চাই? সাড়ে আটটা হলে কি তোমার পক্ষে বড্ড সকাল সকাল হবে?**

মিসেস ওয়ারেন। (উদ্‌ভ্রান্তভাবে) **হায় ভগবান! কি মেয়ে তুমি!**

ভিভি। (স্থিরভাবে) **পৃথিবীতে বেশির ভাগ যেরকম সেই রকমই আশা করি। তা না হলে কী করে যে চলে বুঝি না। এসো** (মা'র হাত ধরে টেনে দাঁড় করালো) **ঢের হয়েছে, এখন নিজেকে একটু সামলে নাও দেখি। হ্যাঁ, এই তো!**

মিসেস ওয়ারেন। (অভিযোগের সুরে) **আমার সঙ্গে বড় খারাপ ব্যবহার করছ, ভিভি!**

ভিভি। এবার শুতে গেলে কেমন হয়? দশটা বেজে গেছে।

মিসেস ওয়ারেন। (আবেগের সঙ্গে) **শুতে গিয়ে কী লাভ? ঘুম হবে এখন আমার?**

ভিভি। কেন হবে না? আমার তো হবে।

মিসেস ওয়ারেন। তোমার! তোমার হৃদয় বলে কিছু আছে? (হঠাৎ নিজের স্বাভাবিক ভাষায় মিসেস ওয়ারেন ভেঙে পড়লেন---সাধারণ মেয়ের স্বাভাবিক যে ভাষা—মাতৃত্ব-অধিকারের দাবী, সনাতনী আদবকায়দার যত সব ভান, নিমেষে দূর হল। অটুট বিশ্বাসের অকুণ্ঠ এক প্রেরণা তাঁর কথায়, সেই সঙ্গে তীব্র এক ঘৃণারও প্রকাশ)। **ওঃ, এ আমি সহ্য করব না, এই অন্যায় আমি বরদাস্ত করব না। আমার চেয়ে নিজেকে এত বড় মনে করার কি অধিকার তোমার আছে? যেন আমার চাইতে কত উঁচু, কত আত্মমর্যাদা তোমার। কী নিয়ে গর্ব করতে এসেছ শুনি—আমি না থাকলে তুমি**

থাকতে কোথায়? নিজে এসব সুযোগ পেয়েছিলাম আমি? লজ্জা করে না, অহঙ্কারী, কুসন্তান কোথাকার।

ভিভি। (কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বসে পড়লো, কিন্তু আত্মবিশ্বাসের জোরটা আর তত নেই। এতক্ষণ তার জবাবগুলি নিজের কাছে বেশ যুক্তিসঙ্গত জোবালো মনে হচ্ছিল, কিন্তু মা'র এই নতুন আক্রমণের সামনে ওর উত্তরগুলো কেমন ফাঁকা শোনাতে লাগল) আমি নিজেকে তোমার চেয়ে উঁচু প্রমাণ করবার কোনো চেষ্টা করেছি ভেবো না। তুমি মায়ের চিরাচরিত কর্তৃত্ব দিয়ে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিলে; আমি সম্মানযোগ্য মেয়ের চিরাচরিত আভিজাত্য দিয়ে তার জবাব দিয়েছি। সোজাসুজি বলে দিচ্ছি, তোমার কোনো আজেবাজে কথা আমি সহ্য করব না, যখনই এসব ছেড়ে দেবে তখন দেখবে আমার কোনো কথাও তোমাকে আর সইতে হচ্ছে না। তোমার মতামত, তোমার জীবনযাত্রার ধরন—এ সম্বন্ধে তোমার পূর্ণ অধিকার আছে, সে অধিকারকে আমি পুরোপুরি মেনে চলব।

মিসেস ওয়ারেন। আমার নিজের মতামত, আমার নিজের জীবনযাত্রার ধরন! কথা শোন একবার। তুমি মনে করো আমি তোমার মতন করে মানুষ হয়েছিলাম—কী ভাবে জীবন কাটবে তা বেছে নেবার সুযোগ আমার ছিল? তুমি মনে করো আমি যা করেছি, তা নিজে বেছে নিয়ে ভালো মনে করে করেছি? সুযোগ পেলে কলেজে পড়ে ভদ্রমহিলা হতে চাইতুম না ভেবেছ?

ভিভি। প্রত্যেকেরই খানিকটা পছন্দ অপছন্দের সুযোগ আছে, মা। নিতান্ত গরিবের মেয়ে না হয় ইংলন্ডের রাণী হব, না নিউনহামের প্রিন্সিপ্যাল হব—এটা নিয়ে বাছাবাছি করবার সুযোগ পায় না, কিন্তু রাস্তায় ঘুটেকুড়ুনী হব, না ফুলওয়ালী হব সেটা তো নিজের ইচ্ছেমতো ঠিক করতে পারে? লোকে সবসময়ে অবস্থার দোষ দিয়ে রেহাই পাবার চেষ্টা করে কেন বুঝি না। আমি অবস্থা জিনিসটাকেই বিশ্বাস করি না। পৃথিবীতে যারা কিছু করে তারা খুঁজেপেতে নিজের যোগ্য অবস্থা বার করে নেয়, নয় তৈরি করে নেয়।

মিসেস ওয়ারেন। ওঃ, এ সব কথা মুখে বলা খুব সোজা, নয় কি?

শোনো, আমার অবস্থাটা কী ছিল বলবো?

ভিভি। হ্যাঁ, বলে ফেলাই ভালো। বসবে না?

মিসেস ওয়ারেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসব, সেজন্যে ভাবনা নেই। (চেয়ারটা সজোরে সামনে টেনে এনে বসে পড়লেন। ভিভি নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনে মনে তাঁকে প্রশংসা না করে পারল না) তোমার দিদিমা কি ছিলেন জানো?

ভিভি। না।

মিসেস ওয়ারেন। জানো না তো? আমি জানি, নিজেকে বিধবা বলে পরিচয় দিয়ে তিনি 'মিন্ট'-এর পাশে মাছভাজার এক দোকান দিয়েছিলেন, তাতেই তাঁর নিজের আর চার মেয়ের চলত। আমরা দুজন আপন বোন ছিলাম, আমি আর লিজ। আমাদের দুজনেরই চেহারা ছিল ভালো, আর শরীরও ছিল বেশ আঁটসাঁট। মনে হয় আমাদের বাবা বেশ ভালো খেয়েদেয়ে মানুষ হয়েছিলেন। মা বলতেন তিনি নাকি ভদ্রসন্তান ছিলেন; আমি অবিশ্যি সঠিক কিছু জানি না। বাকি দুজন ছিল আমাদের সৎবোন—বেঁটে রোগা, বিশ্রী দেখতে, উপোসী চেহারা, দিনরাত মুখবুজে খাটতো। মা না থাকলে আমরা একদিন ওদের মেরেই শেষ করে দিতাম। ওরা ছিল সতী। কী পেয়েছিল সতীত্বের জোরে? বলছি, শোনো। একটা তো সীসের ফ্যাক্টরিতে দিনে বারঘণ্টা কাজ করত, হপ্তায় মাইনে পেত ন' শিলিং, কিছুদিন কাজ করে সীসের বিষে মারা গেল। মনে করেছিল হাতগুলো অসাড় হয়ে গিয়েই বুঝি এ যাত্রা বেঁচে যাবে, কিন্তু মরেই গেল। আরেক-টাকে সবাই আমাদের আদর্শ বলে দেখাতো, কেন না এক সরকারী মজুরকে সে বিয়ে করেছিল, হপ্তায় আঠার শিলিং-এ তিনটি ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করত। সেও বেশিদিন না—লোকটা মদ ধরতেই সব খতম হয়ে গেল। এরই জন্যে তো সতীত্ব, তাই নয় কী?

ভিভি। (অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে) তুমি আর তোমার বোন কি তাই মনে করতে?

মিসেস ওয়ারেন। লিজ তা মনে করত না, এটুকু বলতে পারি। লিজের মধ্যে কিঞ্চিৎ তেজ ছিল। আমরা এক গীর্জে-স্কুলে ভর্তি হলাম—অন্য

সমবয়েসীরা, যারা কিছু জানতো না, কোথাও যেতো না, তাদের ওপর আমরা ইস্কুলে-পড়া মেয়ে হিসেবে চাল মেরে বেড়াতাম। বলতাম, আমরা ভদ্রমহিলা। কিন্তু একদিন রাত্রে লিজ পালিয়ে গেল, আর ফিরে এল না। আমি জানি মাস্টারনীটা মনে করত এবার আমিও পালাবো, কারণ পাদ্রী দেখতাম প্রায়ই আমাকে এসে বোঝাতো যে লিজ শেষ পর্যন্ত ওয়াটারলু ব্রিজ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরবে। আহাম্মকটা এর বেশি কিছু আর বুঝতো না। কিন্তু আমি নদীর চেয়ে ভয় করতাম সীসের বিষকে। আমার অবস্থায় পড়লে তুমিও তাই করতে। পাদ্রী আমাকে একটা চাকরি যোগাড় করে দিলে এক রেস্তোরাঁয়, সেখানে মদ বিক্রি হয় না বলে নোটিশ ঝোলানো ছিল, কিন্তু বাইরে থেকে আনতো যে যা খুশি। তারপর এক জায়গায় আমি ওয়েট্রেস হলাম, তারপর গেলাম ওয়াটারলু স্টেশনে এক মদের দোকানে—দিনে চোদ্দ-ঘণ্টা মদ পরিবেশন করা আর গেলাশ ধোয়া—মাইনে হপ্তায় চার শিলিং আর খোরাক। সবাই ভাবলে এটা আমার পক্ষে একটা মস্ত উন্নতি হয়েছে! একদিন বিশ্রী ঠাণ্ডা এক রাত্রে, ক্লান্তিতে আমি প্রায় ঢুলে পড়েছি, এমন সময় আধপাত্র স্কচ্ চাইতে, লম্বা পশমের কোট গায়ে, দিব্যি সেজেগুজে, পকেটে একরাশ গিনি বাজিয়ে—কে এল বলো তো?—লিজ!

ভিভি। (ভীষণ গম্ভীরমুখে) আমার মাসি লিজি!

মিসেস ওয়ারেন। হ্যাঁ। এমন ভালো মাসি পাওয়াও ভাগ্য! এখন উইনচেস্টারে বড় গীর্জের পাশে থাকে, শহরের সম্ভ্রান্ত একজন ভদ্রমহিলা। না, নদীতে তাকে ঝাঁপ দিতে হয়নি, ধন্যবাদ। তোমাকে দেখে আমার মাঝে মাঝে লিজের কথা মনে হয়। চমৎকার ব্যবসার মাথা ছিল লিজের—গোড়া থেকেই টাকা জমিয়েছিল—চেহারাটা এমন রাখতো যাতে ওর আসল পেশাটা খুব বেশি বোঝা না যায়—কখনো বুদ্ধি হারায়নি, সুযোগ ছাড়েনি। ও আমার চেহারার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল: 'এখানে বসে কি করছিস, বোকা কোথাকার! শরীর চেহারা সব কার জন্য খোয়াচ্ছিস?' লিজ তখন ব্রুসেলসে বাড়ি নেবার জন্য টাকা জমাচ্ছে, বলল আমরা দুজনে জমালে অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। ও প্রথমে আমাকে

কিছু টাকা ধার দিলো, আমি অল্প অল্প করে জমিয়ে ওর সঙ্গে ব্যবসা শুরু করলাম। কেন করব না। ব্রুসেল্‌সের বাড়িটা উঁচুদরের ছিল, অ্যানি জেন যে ফ্যাক্টরিতে সীসের বিষে মারা গিয়েছিল তার চেয়ে ঢের ভালো জায়গা যে-কোনো মেয়ের পক্ষে। সেই রেস্তোরাঁতে বা ওয়াটারলুর মদের দোকানে আমি যা ব্যবহার পেয়েছিলাম তেমন ব্যবহার আমাদের এখানে কেউ কখনো পায়নি। তুমি কি মনে করো যে ওখানে পড়ে থেকে চল্লিশ পার না হতেই সব খুইয়ে, বুড়ি হয়ে বসে থাকলেই ভালো হোতো?

ভিভি। (কৌতূহলে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে) না, কিন্তু তুমি ও ব্যবসা ধরলে কেন? টাকা জমালে, হিসেব করে চললে যে-কোনো ব্যবসাই তো ভালো চলে।

মিসেস ওয়ারেন। হ্যাঁ, টাকা জমালে। কিন্তু অন্য ব্যবসায় মেয়েমানুষ টাকা জমাবে কোত্থেকে? হপ্তায় চার শিলিং মাইনে থেকে জামাকাপড়ের খরচ বাদে কিছু জমানো যায়? যায় না। অবশ্য চেহারা যদি না থাকে, কী ধরো যদি গানবাজনা, অভিনয়, খবরের কাগজে লেখা, এসবের ক্ষমতা থাকে তো আলাদা কথা। কিন্তু লিজের বা আমার ওসব কোনো গুণ ছিল না, স্রেফ চেহারাটুকুই ছিল। পুরুষমানুষকে ভোলানো ছাড়া আমরা আর করব কী? আমরা কি এতই বোকা যে অন্য লোকে আমাদের চেহারার জোরে দোকান কর্মচারী, ওয়েট্রেস, মদের দোকানের চাকরানী—এ সব করে আমাদের খাটিয়ে লাভ করবে, আর আমরা চুপ করে বসে থাকব! চার শিলিং মাইনেয়!

ভিভি। না, ঠিকই করেছিলে, ব্যবসার দিক থেকে!

মিসেস ওয়ারেন। শুধু ব্যবসার দিক থেকে নয়, সব দিক থেকে। ভদ্র মেয়েদের কিসের জন্যে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করা হয় শুনি? যাতে কোনো বড়লোকের মনে ধরে আর তাকে বিয়ে করে তার টাকার সুবিধেটা পাওয়া যায়। বিয়ের ওই অনুষ্ঠানটুকুর জন্যই যেন ব্যাপারটার ন্যায় অন্যায় সব কিছু বদলে যায়! সংসারের এই ভণ্ডামি দেখলে আমার গা ঘিন ঘিন করে! আমাকে আর লিজকে ঠিক অন্য কারবারীদের মতোই কাজ করতে হয়েছে, হিসেব করতে হয়েছে, টাকা বাঁচাতে হয়েছে; নইলে যে-সব

লক্ষ্মীছাড়া মাতাল, মুখ্যু মেয়েগুলো মনে করে যে তাদের সুদিন বুঝি চিরকাল থাকবে, আমরা তাদের মতনই গরীব হয়ে যেতাম। (খুব জোরের সঙ্গে) ওইসব মেয়েদের আমি সত্যি সত্যি ঘৃণা করি; চরিত্র বলে তাদের কিছু নেই। মেয়েমানুষের মধ্যে যে জিনিসটি দেখলে আমার গা জ্বলে যায়, সে হচ্ছে চরিত্রহীনতা।

ভিভি। শোনো মা, একটা কথা। যাকে তুমি 'চরিত্র' বলছো তাতেই কি তোমার টাকা রোজগারের এই উপায়টাকে ঘৃণা করতে শেখায় না?

মিসেস ওয়ারেন। একশবার শেখায়। খেটে টাকা রোজগার করতে ভালোবাসে না কেউ, কিন্তু করতে হয় সকলকেই, পছন্দ হোক বা না হোক। এক একটা মেয়েকে দেখে কত সময়ে দুঃখ হয়েছে। বেচারা মেয়েটাকে হয়তো পয়সার জন্যে ক্লান্ত শরীর, ভাঙা মন নিয়ে এমন পুরুষের মন যোগাতে চেষ্টা করতে হচ্ছে যার ওপর তার এক কড়ার টান নেই। আর লোকটা মদে চুর হয়ে ভাবছে সে খুব খুশি করে দিচ্ছে বুঝি! আসলে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে মেয়েটাকে। এমন কষ্ট দিচ্ছে যে পয়সা দিয়ে তার ধৈর্যের হিসেব হয় না। কিন্তু ভালোমন্দ সবই মেনে নিতে হয়, হাসপাতালের নার্স বা আর কারুর মতো। ভগবান জানেন ফুর্তির জন্য এ কাজ কোনো মেয়েমানুষ করতে চাইবে না, অথচ সাধুব্যক্তিদের কথা শুনলে মনে হয় কাজটায় যেন আরাম আয়েসের অন্ত নেই।

ভিভি। তবু তোমার কাছে কাজটা করার যোগ্যই তো মনে হয়েছে। ওতে পয়সা আসে।

মিসেস ওয়ারেন। গরীব মেয়ের কাছে করার যোগ্য কাজ বৈকি? যদি তার চেহারা ভালো থাকে, প্রলোভনের ফাঁদে যদি সে পা না দেয়, আর বুঝেসুঝে সাবধানে চলে। অন্য যা কাজ মেয়েরা করতে পারে সে সবের থেকে ভালো। মেয়েদের জন্য অন্যরকম সুযোগ না থাকাটা নিতান্ত অন্যায়। কিন্তু ন্যায় হোক অন্যায় হোক, নেই যখন তখন ওরই মধ্যে থেকে যা হোক করে নিতে হবে। অবশ্য ভদ্রমেয়ের উপযুক্ত কাজ নিশ্চয়ই নয়। তুমি ওকাজ করতে গেলে বুঝতে হবে তুমি নিতান্ত বোকা। কিন্তু আমার পক্ষে ওই কাজ না করে আর কিছু করতে গেলে বোকামিই হত।

ভিভি। (ক্রমশই আরো বিচলিত হয়ে) মা, শোনো: ধরো আজ যদি আমরা দুজনে ভীষণ গরীব হতাম, তোমরা তখন যেমন গরীব ছিলে—তা হলে তুমি ঠিক করে বলতে পারো যে আমাকে ওয়াটারলু বারে কাজ করতে, কুলির ঘর করতে, এমনকি ফ্যাক্টরীতেও ঢুকতে বলতে না?

মিসেস ওয়ারেন। (প্রতিবাদের সুরে) কক্ষণো বলতাম না। কী রকম মা মনে করো তুমি আমাকে? ওইরকম উপোস করে আর বাঁদীগিরি করে মানুষের আত্মসম্মান থাকে? আত্মসম্মান ছাড়া মেয়েমানুষের দাম কী? জীবনের দাম কী? আজকে আমি স্বাধীন ইচ্ছায় চলতে পারছি, আমার মেয়েকে সবচেয়ে ভালো শিক্ষা দিতে পারছি, অথচ আমারই মতন সুযোগ-সুবিধে নিয়ে আজও কতজন ফুটপাথে, নর্দমায় গড়াচ্ছে, কেন? আমি আত্মসম্মান, আত্মসংযমের মূল্য বুঝতাম বলে। উইনচেস্টারে আজ লিজির এত খাতির কেন? ঐজন্যেই। পাদ্রীর কথা শুনে যদি চলতাম তা হলে আজ কী গতি হত আমাদের? এক শিলিং ছ' পেন্সের জন্যে সারাদিন ধরে ঘরমোছা, তারপর একদিন অনাথাশ্রমে আশ্রয় নেওয়া—এই তো! সংসার সম্বন্ধে যারা কিছু জানে না তাদের কথা শুনে ভুলো না মা। মেয়েমানুষ ভালোভাবে নিজের ব্যবস্থা করতে পারে একটি উপায়ে—তার উপকার করবার সংস্থান যার আছে এমন পুরুষের মন যুগিয়ে। যদি পুরুষ আর মেয়ে একই অবস্থার লোক হয়, তবে বিয়ে করুক; যদি মেয়েটা অনেক নিচু অবস্থার হয়, তাহলে তো আর সে বিয়ের আশা করতে পারে না—করবেই বা কেন? বিয়ে করে তো আর সুখ হবে না। মেয়ে যার আছে, লন্ডনের সমাজের এমন যেকোনো মহিলাকে জিগ্যেস করে দেখ, তারাও ওই কথাই বলবে, খালি তফাৎ হবে এই যে আমি যা সোজা করে বলছি তা তারা বলবে ঘুরিয়ে।

ভিভি। (মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে) মা, তুমি সত্যি অদ্ভুত, অদ্ভুত—সমস্ত ইংলন্ডের চেয়ে তোমার একার জোর বেশি। কিন্তু সত্যিই কি তোমার মনে কোথাও এতটুকু সন্দেহ—এতটুকু লজ্জা নেই?

মিসেস ওয়ারেন। লজ্জা না করলে ভদ্রসমাজে চলবে কেন ভিভি, মেয়েদের কাছ থেকে সবাই লজ্জা জিনিসটাই তো চায়। অনেক জিনিসই

মেয়েরা অনুভব করে না, তবু ভান করতে হয়। এও তাই। আমি সোজা কথাটা বলে ফেলতুম বলে লিজি আমার ওপর চটতো। বলতো, সংসারের রকমসকম দেখেই সব মেয়েই যখন সব শিখতে বুঝতে পারে তখন তাকে এসব বলে লাভ কী? কিন্তু কী নিখুঁত ভদ্রমহিলাটির মতো নিজে চলতো লিজ, সত্যি! ওর সত্যি ভদ্র হবার ক্ষমতা ছিল। আমি বরাবরই একটু ছোটলোক গোছের ছিলাম। তোমার ছবি যখন পাঠাতে, দেখে খুশি হতাম যে, যাক তুমি ঠিক লিজের মতোই হয়ে উঠছ, তোমার মধ্যে ঠিক ওর ভদ্র, অথচ শক্ত ভাবটা আছে। কিন্তু মুখে এক মনে আর—এ আমি কিছুতেই পেরে উঠি না। ভণ্ডামি করে কী লাভ? সংসার যখন মেয়েদের জন্য এই ব্যবস্থাই চালু করেছে তখন অন্য ব্যবস্থার ভড়ং করার কী দরকার? না, আমি কখনো এতটুকু লজ্জা বোধ করিনি, বরং উল্টে গর্ব করে বলতে পারি যে আমরা চমৎকার হিসেব করে চালিয়েছি, মেয়েগুলোকে আরামে ছাড়া রাখিনি, কখনো কারুর কাছে গালাগালি শুনিনি। কয়েকজন কী উন্নতি যে করেছিল বলবার নয়। একজনের বিয়েও হয়েছিল এক অ্যাম্‌ব্যাসাডরের সঙ্গে। অবিশ্যি এমনভাবে এখন কোথাও বলতেই সাহস করি না, লোকে কী মনে করবে! (হাই তুললেন) মা গো মা, এখন দেখছি ঘুমই পেয়ে যাচ্ছে। (আলসভঙ্গীতে হাত পা ছড়ালেন, বিস্ফোরণের পরে মনে এখন অখণ্ড শান্তি; ঘুমোতে গেলেই হয় গোছের ভাব)।

ভিভি। এখন দেখছি ঘুম হবে না আমারই। (টেবিলের কাছে গিয়ে মোমবাতিটা জ্বালল। তারপর বড় বাতিটা নিবিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল অনেকখানি) দরজা বন্ধ করার আগে খানিকটা খোলা হাওয়া আসুক। (দরজাটা খুলতেই চোখে পড়ল জ্যোৎস্নাপ্লাবিত দৃশ্য) কী সুন্দর রাত, দেখেছ মা! (জানলার পর্দাটা সরিয়ে দিল। মাঠের ওপর দিয়ে শরতের চাঁদ উঠছে)।

মিসেস ওয়ারেন। (একবার একটু চোখ বুলিয়ে নিয়েই) হ্যাঁ মা, কিন্তু দেখো ঠাণ্ডা না লেগে যায়।

ভিভি। (অবজ্ঞাভরে) কী যে বলো!

মিসেস ওয়ারেন। (ঝগড়ার সুরে) **তা তো বটেই, আমি যা বলবো সবই তোমার কাছে বাজে।**

ভিভি। (তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে) **না, মা। আজ তুমি আমাকে একদম হারিয়ে দিয়েছ, যদিও আমি উল্টোটাই হবে ভেবেছিলাম। এখন থেকে আমাদের ভাব।**

মিসেস ওয়ারেন। (একটু করুণভাবে মাথা নেড়ে) **উল্টোটাই হয়েছে। কিন্তু আমার হার মানাই বোধ হয় উচিত। নিজের কাছে বরাবর হার মানতেই আমায় হত, আর এখন থেকে তোমার কাছেও তাই হবে মনে হচ্ছে।**

ভিভি। যাকগে, ওকথা আর ভেব না। গুড নাইট, মা মণি! (মাকে আদর করল)।

মিসেস ওয়ারেন। (সস্নেহে) **তোমায় ভালোভাবেই মানুষ করেছি। কেমন, করিনি মা?**

ভিভি। তা করেছ।

মিসেস ওয়ারেন। বুড়ো মা'টাকে একটু ভালোবাসবে তো?

ভিভি। বাসবো মা। (চুমু খেয়ে) **গুড নাইট।**

মিসেস ওয়ারেন। আশীর্বাদ করছি মা তোমায়, মায়ের আশীর্বাদ। (মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আপনা হতেই ভগবানের আশীর্বাদের জন্যে উপর দিকে তাকালেন)।

তৃতীয় অঙ্ক

পরের দিন সকাল। পাদ্রীসাহেবের বাগান। রৌদ্রোজ্জ্বল মেঘমুক্ত আকাশ। বাগানের পাঁচিলের মাঝখানে কাঠের ফটক, বেশি চওড়া নয়, একটা গাড়ি কেবল কোনোরকমে ঢুকতে পারে। ফটকের পাশে পাকানো স্প্রিং থেকে ঝুলছে একটা ঘণ্টা, বাইরের টানবার দড়ির সঙ্গে সেটার যোগ। ফটকের ওপারে ধূলিধূসর বড় রাস্তাটা দেখতে পাওয়া যায়। সড়কের ওপারে এক টুকরো ঘাসজমি, তারপর পাইনের বন। বাড়ির আর গাড়ি আসবার পথের মধ্যস্থলে লনে দাঁড়িয়ে একটা সম্প্রতি-ছাঁটা ইউ গাছ, তার ছায়ায় একটা বেঞ্চি পাতা। বিপরীত দিকে বাগানটা ঝোপের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ঘাসের উপর একটা সূর্য-ঘড়ি, তার পাশে একটা লোহার চেয়ার।

ফ্র্যাঙ্ক সেই চেয়ারে বসে, ঘড়িটার উপর কাগজগুলো চাপিয়ে একমনে "স্ট্যান্ডার্ড" পড়ছে। বাড়ির ভিতর থেকে তার বাপ বেরিয়ে এলেন, চোখ লাল, যেন শীত শীত করছে এমন একটা ভাব সর্বদেহে। ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই ভদ্রলোকের মুখে একটা অস্বস্তির রেখা ফুটে উঠল।

ফ্র্যাঙ্ক। (হাতঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে) **সাড়ে এগারোটা। পাদ্রী সাহেবের ব্রেকফাস্ট খেতে নামার উপযুক্ত সময়ই বটে!**

রেভারেন্ড। ঠাট্টা কোরো না ফ্র্যাঙ্ক, ঠাট্টা কোরো না। আমি একটু—ইয়ে (কেঁপে উঠে)—

ফ্র্যাঙ্ক। একটু খারাপ মেজাজে?

রেভারেন্ড। না, সকাল থেকে শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে। তোমার মা কোথায়?

ফ্র্যাঙ্ক। ভয় পাবেন না, মা এখানে নেই। ১১টা ১৩র গাড়িতে বেসিকে নিয়ে শহরে গেছেন। আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে বলে গেছেন। এখন কি সব শোনবার মতো অবস্থা আছে, না ব্রেকফাস্টের পরেই বলবো?

রেভারেন্ড। ব্রেকফাস্ট আমি খেয়েছি। বাড়িতে অতিথিরা রয়েছেন, এদিকে তোমার মা গেলেন বেসিকে নিয়ে শহরে, এর অর্থ আমি বুঝতে পারছি না। অতিথিরা কী ভাববেন?

ফ্র্যাংক। সে সব তিনি খুব সম্ভব ভেবে-চিন্তেই গেছেন। যাই হোক, ক্রফ্‌টস্‌ যদি এখানে থাকে আর আপনি যদি ভোর চারটে পর্যন্ত ওর সঙ্গে বসে বসে নিজের দুরন্ত যৌবনের কাহিনীগুলো বলে যেতে থাকেন তাহলে বুদ্ধিমতী গৃহিণী হিসেবে মা'র এক পিপে হুইস্কি আর কয়েক শ' সোডার অর্ডার দিয়ে আসাই উচিত।

রেভারেন্ড। সার জর্জ যে খুব বেশি মদ খান তাতো কই লক্ষ্য করিনি।

ফ্র্যাংক। লক্ষ্য করবার মতন অবস্থা আপনার ছিল না।

রেভারেন্ড। তুমি বলতে চাও যে—

ফ্র্যাংক। (শান্তভাবে) আমি কোনো পাদ্রীকে কখনো এমন অবস্থায় দেখিনি। যে সব অতীত কাহিনী আপনি বলেছিলেন সেগুলো এমন সাংঘাতিক যে, আমার মা'র সঙ্গে ভালো আলাপ না হয়ে গেলে প্রেড হয়তো আপনার সঙ্গে এক বাড়িতে আর বাস করতেই রাজী হত না।

রেভারেন্ড। বাজে কথা। সার জর্জ ক্রফ্‌টস্‌ আমার অতিথি। ও'র সঙ্গে আমার কথাবার্তা তো বলতেই হবে, উনি অন্য বিষয়ে কথা বলবেন না, অতএব আর কী করা যায়। মিঃ প্রেড কোথায়?

ফ্র্যাংক। মা আর বেসিকে গাড়িতে স্টেশনে পেঁাছে দিতে গেছেন।

রেভারেন্ড। ক্রফ্‌টস্‌ ঘুম থেকে উঠেছেন নাকি?

ফ্র্যাংক। ওঃ অনেকক্ষণ। চেহারা একটুকু টসৌনি পর্যন্ত। দেখে মনে হয় আপনার চেয়ে এ বিষয়ে অভ্যাসটা বজায় রেখেছেন। সম্প্রতি কোনো দিকে একটু ধূমপানের উদ্দেশ্যে গেছেন, বোধ হচ্ছে।

ফ্র্যাংক আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ করল, রেভারেন্ড স্যামুয়েল বিরসমুখে ফটকের দিকে গেলেন; তারপর দ্বিধাভরে আবার ফিরে এলেন।

রেভারেন্ড। ইয়ে—ফ্র্যাংক!

ফ্র্যাংক। কী?

রেভারেন্ড। তোমার কি মনে হয় কাল বিকেলের ওই ব্যাপারের পর ওয়ারেনরা আশা করবে যে আমরা ওদের নেমন্তন্ন করব?

ফ্র্যাংক। নেমন্তন্ন তো হয়েই গিয়েছে।

রেভারেন্ড। (স্তম্ভিত) কী!!!

ফ্র্যাংক। ক্রফ্‌টস্‌ সকালে খেতে খেতে খবর দিলে যে আপনি নাকি ওকে মিসেস ওয়ারেন আর ভিভিকে এখানে আনতে বলেছেন। একথাও বলেছেন যে এ বাড়ি যেন তাঁরা নিজের বাড়ি বলেই মনে করেন। তারপরেই তো মা'র হঠাৎ মনে হল ১১টা ১৩র গাড়িতে একবার শহরে যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

রেভারেন্ড। (সজোরে মাথা নেড়ে) আমি কক্ষনো নেমন্তন্ন করিনি। আমি এসব কথা ভাবিইনি।

ফ্র্যাংক। (করুণার সঙ্গে) কাল আপনি কী ভেবেছিলেন, কী বলেছিলেন সে কি আর আপনি নিজে জানেন?

প্রেড। (ফটক দিয়ে ঢুকে এসে) গুড মর্নিং!

রেভারেন্ড। গুড মর্নিং। ব্রেকফাস্টে আসতে পারিনি বলে কিছু মনে করবেন না। আমার একটু, একটু—

ফ্র্যাংক। গলা খারাপ হয়েছে, পাদ্রীদের বেশি বক্তৃতা দিতে হয়। সুখের বিষয় এটা স্থায়ী রোগ নয়।

প্রেড। (প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে) আপনার বাড়িটি চমৎকার জায়গায়, সত্যি চমৎকার!

রেভারেন্ড। সত্যিই। মিঃ প্রেড, আপনি যদি চান তো বলুন ফ্র্যাংক আপনাকে সঙ্গে করে খানিকটা বেড়িয়ে নিয়ে আসবে। আমাকে একটু মাপ করতে হবে, আমার স্ত্রী ফেরার আগে আমার আজকের গির্জার বক্তৃতাটা লিখে ফেলতে চাই। কিছু মনে করবেন না, কেমন?

প্রেড। মোটেই না। আমার সঙ্গে অত ভদ্রতা করার কিছু দরকার নেই।

রেভারেন্ড। ধন্যবাদ। আমি একটু—ইয়ে—ইয়ে—(আম্‌তা আম্‌তা করতে করতে দাওয়ায় উঠে বাড়ির ভিতর অদৃশ্য হলেন)।

প্রেড। প্রত্যেক সপ্তাহে একটি করে ধর্মবক্তৃতা লেখা বেশ অদ্ভুত কাজ, না?

ফ্র্যাংক। যদি লিখতে হয় তবে অদ্ভুত বইকি। উনি তো লেখেন না, উনি কেনেন। এখন গেলেন কিঞ্চিৎ সোডাওয়াটারের খোঁজে।

প্রেড। দেখ বাপু, বাপের প্রতি আরেকটু সম্ভ্রম তোমার থাকা উচিত। ইচ্ছে করলে তুমি তো খুব ভদ্র হতে পার, দেখেছি।

ফ্র্যাঙ্ক। দেখ প্র্যাডি, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে বাবার সঙ্গে আমার এক বাড়িতে বাস করতে হয়। বাপছেলে, কি ভাইভাই, কি স্বামীস্ত্রী—সম্বন্ধ যাই হোক—দুজন লোক যখন একসঙ্গে বাস করে তখন তারা আর ঐ বিকেল-বেলা বেড়াতে আসার মিষ্টি ভদ্রতার ভণ্ডামিটুকু রেখে চলতে পারে না। বাবার সাংসারিক গুণ অনেক আছে কিন্তু সেইসঙ্গে উনি ভেড়ার মতই অস্থিরমতি, আর গাধার মত চালবাজ—

প্রেড। না, না, দোহাই তোমার। হাজার হোক উনি তোমার বাবা এটুকু অন্তত মনে রেখো ফ্র্যাঙ্ক!

ফ্র্যাঙ্ক। হ্যাঁ, সেজন্য আমি তাঁকে যথেষ্ট বাহাদুরি দিই (উঠে পড়ে এবং খবরের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়) কিন্তু ক্রফ্‌টস্‌কে ওয়ারেনদের এখানে আনতে বলাটা কি রকম বল দেখি? তার মানে কী পরিমাণ মদ টেনেছিলেন সেটা বোঝো। জানো প্র্যাডি, মা এক মিনিটের জন্য মিসেস ওয়ারেনকে বরদাস্ত করতে পারবেন না। ওর মা শহরে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত ভিভিরও এখানে আসা চলবে না।

প্রেড। কিন্তু তোমার মা তো মিসেস ওয়ারেনের সম্বন্ধে কিছু জানেন না, জানেন নাকি? (খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে পড়তে বসল)।

ফ্র্যাঙ্ক। বলা শক্ত, যেভাবে শহরের দিকে রওনা দিলেন তাতে মনে হয়, জানেন! এমনি যে মা কিছু আপত্তি করতেন তা নয়। অনেক বিপদে-পড়া মেয়েকে মা শেষ পর্যন্ত সাহায্য করেছেন; কিন্তু তারা সকলেই আসলে ভালো মেয়ে, হঠাৎ কোনো রকমে ভ্রষ্ট হয়েছে। সেইখানেই আসল তফাৎ। মিসেস ওয়ারেনের অনেক গুণ আছে, কিন্তু এত দজ্জাল যে মা একেবারে তাকে সহ্য করতে পারবেন না। কাজেই—ওহো, এই যে— (এই চমকে ওঠার কারণ এই যে রেভারেন্ডকে সন্ত্রস্তভাবে বাড়ির ভিতর থেকে ছুটে আসতে দেখা গেল)।

রেভারেন্ড। ফ্র্যাঙ্ক! মিসেস ওয়ারেন আর তাঁর মেয়ে ক্রফ্‌টসের সঙ্গে এদিকে আসছেন। এখন তোমার মা'র সম্বন্ধে বলব কি?

ফ্র্যাঙ্ক। টুপিটা মাথায় চড়িয়ে বেরিয়ে যান, বলুন যে ও'রা আসাতে আপনি পরম প্রীত হয়েছেন; ফ্র্যাঙ্ক বাগানে আছে; মা'র সম্বন্ধে বলবেন যে এক অসুস্থ আত্মীয়ের সেবা করতে মা আর বেসির হঠাৎ চলে যেতে হয়েছে, সেজন্য তারা নিতান্ত দুঃখিত, তারপর মিসেস ওয়ারেনকে বলবেন, আশা করি রাত্রে ঘুম ভালো হয়েছে—আর, আর, আর যা খুশি বলবেন, অবশ্য সত্যি কথাটা ছাড়া; বাকিটা ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিন, আর কী করবেন?

রেভারেন্ড। কিন্তু তারপর ওদের বিদায় করব কী করে?

ফ্র্যাঙ্ক। এখন আর সেকথা ভাববার সময় নেই। এই নিন (লাফিয়ে উঠে বাড়ির ভিতরে চলে গেল)।

রেভারেন্ড। কী যে করি একে নিয়ে, মিঃ প্রেড—

ফ্র্যাঙ্ক। (ফেল্টের একটা পাদ্রীমার্কা টুপি নিয়ে এসে বাপের মাথায় চাপিয়ে দিল) যান এবার। প্রেড আর আমি এখানে অপেক্ষা করছি, যাতে মনে হয় আমরা কিছু জানতাম না। (পাদ্রী একটু বিহ্বল হয়ে গেলেন কিন্তু আজ্ঞা পালন করতে ত্রুটি করলেন না, দ্রুতপদে ফটক খুলে বেরিয়ে গেলেন)। নাঃ, বুড়িকে শহরে ফেরত পাঠাতেই হবে যেমন করে হোক। আচ্ছা সত্যি বলো তো, প্র্যাডি—ওদের দুজনকে—ভিভি আর ঐ বুড়িকে একসঙ্গে দেখলে তোমার সহ্য হয়?

প্রেড। কেন, সহ্য হবে না কেন?

ফ্র্যাঙ্ক। (বিকৃত মুখে) আমার হয় না। গা শিউরে ওঠে না কেমন যেন? ওই বদমাইস শয়তান বুড়ি করতে না পারে এমন কাজ নেই, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। ওর পাশে ভিভি, ওঃ, অসহ্য—

প্রেড। এই, চুপচুপ! ও'রা আসছেন।

পাদ্রীসাহেব আর ক্রফ্‌টস্‌ সামনে, পিছনে প্রসন্নচিত্তে মাতা ও কন্যার প্রবেশ।

ফ্র্যাঙ্ক। আচ্ছা দ্যাখো, ভিভি সত্যিসত্যি বুড়ির কোমর জড়িয়ে ধরেছে কী রকম করে! ডান হাতে—তার মানে ওই প্রথমে জড়িয়েছে। শেষকালে ভিভিটাও ভাবে গদগদ হল? কী বিশ্রী, সত্যি! গা শিউরে উঠছে না?

(পাদ্রী ফটকটা খুললেন; মিসেস ওয়ারেন ও ভিভি তাঁর পাশ দিয়ে এগিয়ে এসে বাড়িটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বাগানের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। ফ্র্যাঙ্ক উৎসাহের ভান করে, হাসিমুখে মিসেস ওয়ারেনের দিকে এগিয়ে এল, তারপর উচ্ছ্বসিতভাবে) **মিসেস ওয়ারেন, আপনাকে দেখে সত্যি খুশি হলাম। এই প্রশান্ত ধর্মমন্দিরের পরিবেশে আপনাকে যা মানাচ্ছে—চমৎকার!**

মিসেস ওয়ারেন। বলে কি! শুনলে জর্জ? এই চুপচাপ পুরনো বাগানে আমাকে নাকি চমৎকার মানাচ্ছে!

রেভারেন্ড। (এখনো ক্রফ্‌টসের প্রবেশের অপেক্ষায় ফটক ধরে দাঁড়িয়ে। ধীরেসুস্থে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করতে করতে বিরসমুখে ক্রফ্‌টসের প্রবেশ)। **আপনি সর্বত্রই শোভন, মিসেস ওয়ারেন।**

ফ্র্যাঙ্ক। সাবাস বাবা সাবাস! এবার **আসুন লাঞ্চ পর্যন্ত খুব হৈহৈ করে নেওয়া যাক। প্রথমে চলুন গির্জা দেখা যাক। ওটি সকলকেই একবার করে দেখতে হয়। দস্তুরমতো ত্রয়োদশ শতাব্দীর গির্জা। এটার ওপর বাবার টান খুব বেশি কারণ চাঁদা তুলে ছ' বছর আগে এটাকে তিনি সম্পূর্ণ মেরামত করিয়েছেন। এর মাহাত্ম্য প্রেড আপনাদের বোঝাতে পারবে।**

প্রেড। (উঠে দাঁড়িয়ে) **মেরামতের পর যদি দেখাবার কিছু থাকে।**

রেভারেন্ড। (আতিথেয়তায় বিগলিত হয়ে) **আপনারা দেখলে আমি খুব খুশি হব, অবশ্য সার জর্জ আর মিসেস ওয়ারেনের যদি উৎসাহ থাকে।**

মিসেস ওয়ারেন। চলুন সেরে ফেলা যাক।

ক্রফ্‌টস্‌। (ফটকের দিকে পা বাড়িয়ে) **আমার কিছু আপত্তি নেই।**

রেভারেন্ড। ওদিক দিয়ে নয়। মাঠের মধ্যে দিয়েই চলুন, যদি আপত্তি না থাকে। এদিকে। (ঝোপের বেড়ার ফাঁক দিয়ে একটা সরু পথ। সেদিক দিয়ে সকলকে নিয়ে রওনা হলেন)।

ক্রফ্‌টস্‌। ও, বেশ। (পাদ্রীর সঙ্গে গেল)।

প্রেড ও মিসেস ওয়ারেন তার পরেই রওনা হলেন। ভিভি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ওদের গতিপথের দিকে তাকিয়ে রইল।

ফ্র্যাঙ্ক। তুমি আসছ না?

ভিভি। না। আমি তোমাকে একটা বিষয়ে সাবধান করে দিতে চাই ফ্র্যাঙ্ক। ঐ ধর্মমন্দিরের পরিবেশের কথা বলে তুমি একটু আগে মাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করছিলে। ভবিষ্যতে আর ওটি চলবে না। তোমার মাকে তুমি যেমন সম্মান করে চল ঠিক তেমনি ওঁকেও সম্মান করে চলবে।

ফ্র্যাঙ্ক। উনি তাতে কিছু খুশি হবেন না ভিভি। তোমার মা আমার মা একরকম লোক নন; কাজেই দুজনের সঙ্গে একরকম ব্যবহার চলবে না। কিন্তু কী হয়েছে তোমার বলো দেখি? কাল রাত্রেই তোমার মা আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ সম্বন্ধে দিব্যি একমত ছিলাম, আর আজ সকালে দেখি তুমি মাতৃদেবীকে জড়িয়ে ধরে একেবারে গদগদ হবার ঢঙ করছ!

ভিভি। (রেগে) কী বললে, ঢঙ!

ফ্র্যাঙ্ক। অন্তত আমার তো তাই মনে হল। এই প্রথম তোমাকে একটা বাজে কাজ করতে দেখলাম।

ভিভি। (সামলে নিয়ে) হ্যাঁ, ফ্র্যাঙ্ক। ব্যাপারটা একটু বদলে গেছে বটে, কিন্তু ফল তাতে খারাপ হয়নি। কাল আমি ছিলাম একটা নির্বোধ নীতি-বাগীশ।

ফ্র্যাঙ্ক। আর আজ?

ভিভি। (একটু শিউরে; তারপরে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে) আমার মাকে তুমি যা চেনো তার চাইতে আজ তাঁকে আমি চিনি বেশি।

ফ্র্যাঙ্ক। ভগবান না করুন!

ভিভি। তার মানে?

ফ্র্যাঙ্ক। দেখ ভিভি, সম্পূর্ণ চরিত্রহীন লোকেদের মধ্যে একটা দলগত বাঁধন আছে, সে সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো না, তোমার চরিত্রের জোর খুব বেশি। তোমার মা'র সঙ্গে আমার সঙ্গে ঐখানেই যোগ: কাজেই আমি তাঁকে যত ভালো চিনি, বুঝি, তত তুমি কখনো পারবে না।

ভিভি। তুমি ভুল করছ, তুমি ও'র সম্বন্ধে কিছুই জানো না। কী অবস্থার সঙ্গে মা'কে সারাজীবন লড়াই করতে হয়েছে তা যদি জানতে—

ফ্র্যাঙ্ক। (বাক্যের বাকি অংশটুকু পূরণ করে দিয়ে) তা হলে বুঝতাম কেন তিনি এরকম, কেমন? কী তফাৎ হত তাতে? অবস্থাটবস্থা যাই হোক,

তোমার মা'র সঙ্গে তোমার কখনো বনবে না, এটুকু জেনে রেখো ভিভি।

ভিভি। (ক্রুদ্ধস্বরে) কেন শুনি?

ফ্র্যাঙ্ক। পুরনো পাপী বলে, ভিভ্! তুমি আমার সামনে কখনো ফের তোমার মাকে জড়িয়ে ধরো তো আমি এই অসহ্য ন্যাকামির প্রতিবাদে নিজেকে তৎক্ষণাৎ গুলি করব।

ভিভি। তার মানে, আমাকে হয় তোমার সম্পর্ক ছাড়তে হবে, নয় মা'র?

ফ্র্যাঙ্ক। (শিষ্টভাবে) তাতে মহিলাকে বড়োই অসুবিধায় পড়তে হবে ভিভ্। উঁহু, তাই বলে যে তোমার এই বালকপ্রেমিকটি তোমাকে ছাড়তে পারবে, তা নয়। তবে তুমি যাতে কোনো ভুল না করো তার জন্যেও তার দুর্ভাবনা কম নয়। না, ভিভ্, ও হবে না, তোমার মাকে নিয়ে চলবে না। ভালোমানুষ হলে কী হবে, উনি বড় বাজেমার্কা লোক, বড় বাজেমার্কা।

ভিভি। (আরো ক্রুদ্ধস্বরে) ফ্র্যাঙ্ক—! (ফ্র্যাঙ্ক অবিচলিত। ভিভি রাগে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ইউ গাছটার তলায় বেঞ্চিতে বসে পড়ে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করতে লাগল, তারপরে) বাজেমার্কা বলে কি পৃথিবীশুদ্ধ সবাই ও'কে ত্যাগ করবে? ও'র কি বাঁচবার অধিকারও নেই।

ফ্র্যাঙ্ক। সে ভয় নেই, ভিভ্! ও'কে কখনো একা পড়তে হবে না। (বেঞ্চিতে ভিভির পাশে বসে পড়ল)।

ভিভি। কিন্তু আমাকে ও'র সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে বোধ হয়।

ফ্র্যাঙ্ক। (ছোটদের মতো, ভিভিকে ভুলিয়ে, মধুরকণ্ঠে প্রেমনিবেদন করে) ও'র সঙ্গে বাস চলবে না। মা আর মেয়েতে এই যে ছোট্ট ঘরোয়া দল, এ টিকবে না। শুধু ভেঙে যাবে আমাদের ছোট্ট দল।

ভিভি। (মুগ্ধ হয়ে) কোন ছোট্ট দল?

ফ্র্যাঙ্ক। গভীর বনে পথহারা দুই শিশু—তুমি আর আমি। (ক্লান্ত শিশুর মতো ভিভির গা ঘেঁষে বসল) চলো যাই নিজেদের ঝরাপাতায় ঢাকি।

ভিভি। (তালে তালে, দোল দিতে দিতে) মগ্ন ঘুমে, পাশাপাশি, পাতার বিছানায়।

ফ্র্যাঙ্ক। সেই ছোট্ট পাকা মেয়ে আর তার ছোট্ট বোকা ছেলে।

ভিভি। সেই ছোট্ট মিষ্টি ছেলে আর তার ছোট্ট বাজে মেয়ে।

ফ্র্যাংক। শান্তি সুগভীর, ছেলেটা মুক্ত তার মূর্খ বাপের নাগাল থেকে, মেয়েটা মুক্ত তার—

ভিভি। (ফ্র্যাঙ্কের মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে চেপে) চুপ! মেয়েটি যে চায় তার মায়ের কথা ভুলে যেতে। (কিছুক্ষণ তারা নীরবে পরস্পরকে দোল দিতে লাগল। হঠাৎ ঘোর কাটিয়ে ভিভি ধড়মড়িয়ে উঠে বসল) ইস্! কী একজোড়া মূর্খ জুটেছি আমরা! ওঠো, উঠে বোসো। দেখেছো, কী দশা চুলের! (চুল ঠিক করে দিল) আচ্ছা, যখন কেউ দেখছে না, তখন সব বড়োরাই কী এমনি ছেলেমানুষি করে নাকি! যখন ছোট ছিলাম আমি তো এমন করিনি।

ফ্র্যাংক। আমিও না। তুমিই তো আমার প্রথম খেলার সাথী। (ভিভির হাতটা নিয়ে চুম্বনের চেষ্টা করে, কিন্তু তার আগে চারদিকটা দেখে নেয়। একান্ত অপ্রত্যাশিত, ঝোপের ওধারে দেখতে পেল ক্রফ্‌টসের মূর্তি উদিত হচ্ছে)। ওঃ, কি যন্ত্রণা!

ভিভি। কী হল, সোনা?

ফ্র্যাংক। (ফিসফিস করে) আস্তে! সেই ক্রফ্‌টস্ পশুটা আসছে। (মুখ নির্লিপ্ত করে সরে বসল)।

ক্রফ্‌টস্। আপনার সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে পারি, মিস ভিভি?

ভিভি। নিশ্চয়ই।

ক্রফ্‌টস্। (ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে) কিছু মনে কোরো না গার্ডনার, ওরা গীর্জেয় তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

ফ্র্যাংক। আপনাকে অনুগ্রহ করতে সবই করতে পারি ক্রফ্‌টস্—শুধু গীর্জেয় যাওয়া ছাড়া। ভিভি, আমাকে যদি দরকার হয় গেটের ঘণ্টাটা বাজিও। (সহজ ও অবিচলিতভাবে বাড়ির ভিতরে চলে গেল)।

ক্রফ্‌টস্। (ধূর্ত দৃষ্টিতে ফ্র্যাংককে দেখতে দেখতে, ভিভির প্রতি বেশ ঘনিষ্ঠভাবে) বেশ খোশমেজাজী ছোকরা, না মিস ভিভি? খালি টাকাপয়সা নেই, এটাই দুঃখের বিষয়।

ভিভি। তাই নাকি?

ক্রফ্‌টস্‌। করবেই বা কী বলুন? নিজের কোনো পেশা নেই, বাপের দেওয়া কোনো সম্পত্তি নেই। আর, ওর মুরোদই বা কি!

ভিভি। হ্যাঁ, ওর যে কতকগুলো অসুবিধে আছে, তা আমি জানি, স্যার জর্জ।

ক্রফ্‌টস্‌। (ঠিক অর্থটি সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ায় একটু জব্দ হয়ে) না না, তা নয়। কিন্তু সংসারে যদ্দিন আছি সংসারটাকে সংসার বলে মেনে নিতেই হবে, উপায় কী, আর টাকাকেও মানতে হবে। (ভিভি নীরব) দিনটা চমৎকার, না?

ভিভি। (আলাপ জমাবার এই প্রচেষ্টায় ঘৃণা প্রকাশ করে) চমৎকার!

ক্রফ্‌টস্‌। (জোর করে খোশমেজাজ দেখিয়ে, যেন ভিভির সাহস দেখে খুশি) দেখুন, সে কথা বলবার জন্য আমি আসিনি। (তার পাশে বসে) শুনুন, মিস ভিভি। আমি জানি যুবতী মেয়ের সঙ্গী হবার মতো বয়স আমার নেই।

ভিভি। তাই নাকি স্যার জর্জ!

ক্রফ্‌টস্‌। হ্যাঁ, সত্যি বলতে কি, হবার আকাঙ্ক্ষাও আমার নেই। কিন্তু আমি যখন কোনো কথা বলি ভেবেচিন্তেই বলি; মনে যদি আমার কোনো ভাব জাগে তা আন্তরিকভাবেই জাগে; যে জিনিসকে আমি মনে করি দামী তার জন্য আমি উপযুক্ত মূল্য দিই। আমি লোকটা এই রকম।

ভিভি। আপনার পক্ষে এটা বিশেষ প্রশংসার কথা, নিশ্চয়ই।

ক্রফ্‌টস্‌। না, আমি নিজের প্রশংসা নিজে করতে চাই না। ঈশ্বর জানেন, আমার দোষত্রুটি অনেক আছে; আর কেউ বোধ হয় নিজের দোষ সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশি সচেতন নয়। আমি কিছু নিখুঁতও নই, সেটাও আমি জানি; বয়স হবার ঐ একটা সুবিধে: এবং কাজেই আমি যে তরুণ যুবক নই তাও আমি জানি। কিন্তু আমার সংসারে চলবার নিয়মটি খুব শাদাশিধে, এবং আমার মনে হয়, ভালো। পুরুষের সঙ্গে পুরুষের সম্মানের সম্পর্ক; পুরুষ আর মেয়েতে বিশ্বাসের সম্পর্ক; আর ধর্ম-অধর্ম সম্বন্ধে কোনো বুলিটুলি নয়, স্রেফ একটা সরল বিশ্বাস যে, যা হচ্ছে মোটের উপর তা ভালোর জন্যেই হচ্ছে।

ভিভি। (তীব্র শ্লেষের সঙ্গে) "আমরা নয়, আমাদের সত্তার অতীত কোনো শক্তি আমাদের শুভবুদ্ধির পথে চালিত করছে," কেমন?

ক্রফ্‌টস্‌। (উৎসাহিত হয়ে) নিশ্চয়ই, আমরা নয়, আমাদের অতীত কোনো শক্তি। আপনি ঠিক বুঝেছেন আমার কথা! যাক, এবার কাজের কথাটা হোক। আপনার ধারণা হয়ে থাকতে পারে যে আমি টাকা-পয়সা উড়িয়ে বেড়িয়েছি, কিন্তু তা নয় : যখন প্রথম সম্পত্তি পেয়েছিলাম তখনকার চেয়ে এখন আমার অনেক বেশি টাকা। আমার সংসারের জ্ঞান যা আছে তার ফলে আমি খুব ভালো ব্যবসায় টাকা খাটাতে পেরেছি, সে ব্যবসা অনেকের চোখেই পড়েনি। আর যাই হোক না কেন, টাকার দিক থেকে আমি দস্তুরমতো নির্ভরযোগ্য।

ভিভি। আপনি যে আমাকে এসব বলছেন তার জন্যে আমি অতিশয় কৃতজ্ঞ।

ক্রফ্‌টস্‌। আর কেন, মিস ভিভি? আমি কী বলতে চাচ্ছি আপনি বুঝতে পারছেন না এমন ভান করবার আর দরকার আছে? বিয়ে থা করে একজন লেডি ক্রফ্‌টস্‌-কে নিয়ে এবার আমি সংসারী হতে চাই। কথাটা বড্ড সোজাসুজি বলা হল, না?

ভিভি। মোটেই না, এত সোজাসুজি কথা বলাতে আমার বিশেষ সুবিধে হচ্ছে। আপনার প্রস্তাবটার মূল্য আমি যথেষ্ট বুঝছি; টাকা, মানসম্মান, লেডি ক্রফ্‌টস্‌ ইত্যাদি। কিন্তু কিছু যদি মনে না করেন তো এই বেলা বলে রাখি যে ওসব আমার দ্বারা হবে না। বুঝেছেন? (ক্রফ্‌টস্‌-এর সান্নিধ্য এড়াবার জন্য আস্তে আস্তে সূর্যঘড়িটার দিকে এগিয়ে গেল)।

ক্রফ্‌টস্‌। (এতটুকু নিরাশ না হয়ে, খানিকটা জায়গা পেয়ে আরো আরাম করে ছড়িয়ে বসল, যেন প্রথম দিকে কয়েকবার 'না' শোনাটাই কোর্ট-শিপের চিরন্তন রীতি) তাড়াতাড়ির কিছু নেই। ওই ছোকরা গার্ডনার যদি আপনাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করে সেই মনে করেই আমার ইচ্ছাটা আপনাকে জানিয়ে রাখলাম আর কি। প্রস্তাবটা শুধু পেশ করাই রইল।

ভিভি। (তীব্রভাবে) না-ই আমার শেষ কথা, বুঝেছেন। কথা আমি কখনই ফেরাব না।

উত্তরে ক্রফ্‌টস্‌ একগাল হাসলো কেবল, তারপর হাঁটুর উপর কনুই রেখে লাঠি দিয়ে ঘাসের উপর কোনো এক হতভাগ্য পোকাকে খোঁচা মারলো; তারপর ধূর্তদৃষ্টিতে আবার তাকালো ভিভির দিকে। ভিভি অসহিষ্ণুভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল।

ক্রফ্‌টস্‌। আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। পঁচিশ বছর—একশো বছরের চারভাগের একভাগ। আমি চিরকাল বাঁচব না। আমি যাবার পর আপনি যাতে যথেষ্ট সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকেন সে ব্যবস্থা আমি করে যাব।

ভিভি। ও লোভ দেখালেও আমি বিগলিত হব না, সার জর্জ। আমার উত্তরটাকে চরম বলেই ধরে নিলে সুবিধে হয় না কি? ও উত্তর কিছুতেই বদলাবে না।

ক্রফ্‌টস্‌। (একটা ডেইজী ফুলের উপর শেষবারের মতো ছড়িটা চালিয়ে, উঠে ভিভির কাছে আসতে আসতে) বেশ, তাতে কিছু এসে যায় না। আমি আপনাকে এমন কতকগুলো কথা বলতে পারি যাতে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি আপনার মতটা বদলে যায়, কিন্তু তা বলব না, কারণ সত্যি-কারের অনুরাগ দিয়েই আপনাকে আমি জয় করতে চাই। আপনার মা'র আমি অতি সহৃদয় বন্ধু ছিলাম চিরকাল; এ খবরটা সত্যি কি না আপনার মা'কেই জিজ্ঞাসা করবেন। আমার সাহায্য, উপদেশ না পেলে আপনাকে পড়াবার মতন টাকা তিনি কখনো রোজগার করতে পারতেন না। যে টাকা আমি তাঁকে ধার দিয়েছিলাম সেটার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আর কেউই এরকমভাবে ও'র পাশে এসে দাঁড়াত না। সব মিলে আমি কম-সে-কম চল্লিশহাজার পাউন্ড ঢেলেছি।

ভিভি। (একদৃষ্টিতে তাকিয়ে) আপনি কি বলতে চান যে আপনি আমার মা'র ব্যবসার অংশীদার ছিলেন?

ক্রফ্‌টস্‌। হ্যাঁ। এখন ব্যাপারটা পরিবারের ভেতরে থাকলেই সমস্ত গণ্ডগোল জিজ্ঞাসাবাদের হাত থেকে কিরকম নিস্তার পাওয়া যায় বুঝতেই পারছেন? মা'কেই জিগগেস করবেন একেবারে অজানা লোককে এসব বলতে কেমন কঠিন লাগবে?

ভিভি। কঠিন হবে কেন তা তো বুঝতে পারছি না, কারণ যতদূর

জানি, ব্যবসা তো গোটানো হয়ে গেছে, টাকাটা অন্যত্র খাটাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক্রফ্‌টস্‌। (হতভম্ব হয়ে) ব্যবসা গোটানো হয়ে গেছে! দুর্দিনেও যে ব্যবসা শতকরা পঁয়ত্রিশভাগ লাভ দিয়ে এসেছে সেই ব্যবসা? কোনো সম্ভাবনা নেই। আপনাকে কে বলেছে এ সব?

ভিভি। (মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল) আপনি কি বলতে চান যে এখনো—? (বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে সূর্যঘড়িটার ওপর হাত দিয়ে নিজেকে সামলে নিল। তারপর তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে লোহার চেয়ারটাতে বসে পড়ল) কোন ব্যবসার কথা বলছেন আপনি?

ক্রফ্‌টস্‌। দেখুন, আমার সমাজে—জমিদার সমাজে—এটা হয়তো ঠিক খুব উঁচুদরের ব্যবসা লোকে বলবে না—আমার প্রস্তাব যদি গ্রহণ করেন তাহলে আর আমার সমাজ বলব না, আমাদের সমাজ বলব—কোনো রহস্য যে এর পেছনে আছে তা নয়; সেসব কিছু ভাববেন না। আপনার মা যখন এর ভেতরে রয়েছেন তখন তো বুঝতেই পারছেন এ একেবারে সহজ, পরিষ্কার ব্যাপার। আমি তো ওঁকে অনেকদিন থেকে চিনি, অনুচিত কোনো কাজে হাত দেবার পাত্রী তিনি নন, তার আগে নিজের হাত তিনি নিজেই কেটে ফেলবেন। যদি চান তো সব খুলেই আপনাকে বলি। বিদেশে যখন বেড়াতে গেছেন নিশ্চয়ই দেখেছেন, ভালো হোটেল পাওয়া কত শক্ত।

ভিভি। (ঘৃণায়, অস্বস্তিতে মুখ ফিরিয়ে) হ্যাঁ, বলে যান।

ক্রফ্‌টস্‌। আর বলবার কিছু নেই। আপনার মা'র এসব কারবার পরিচালনা করবার আশ্চর্য ক্ষমতা। আমাদের ব্রুসেল্‌সে দুটো হোটেল আছে, অস্টেন্ড-এ একটা, ভিয়েনাতে একটা, বুদাপেস্টে দুটো। আরো লোক আছে এ ব্যবসায়, কিন্তু বেশির ভাগ টাকা আমাদেরই। আপনার মা'কে ছাড়া ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাজ চলে না। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে ওঁকে প্রায়ই ঘুরে বেড়াতে হয়। কিন্তু মুশকিল কি জানেন, সমাজে এ সব জিনিস উল্লেখ করা যায় না। হোটেলের নাম একবার করলেই লোকে বলবে, আপনি তাড়িখানার মালিক! আপনার মা'র সম্বন্ধে কেউ

এ কথা বলুক তা নিশ্চয়ই আপনি চান না। সেই জন্যে আমরা কথাটাকে এত গোপন করে রাখি। যাই হোক, আপনিও কথাটা গোপন রাখবেন তো? এতদিন যখন গোপন থেকেছে তখন এখনও গোপন থাকাই ভালো।

ভিভি। ও, এই ব্যবসায় যোগ দেবার জন্যেই তাহলে আপনি আমাকে আহ্বান জানাচ্ছেন?

ক্রফ্‌টস্‌। না না, সে কি! আমার স্ত্রীকে ব্যবসাট্যাবসা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। এতদিন যেভাবে আপনি এ ব্যবসায় ছিলেন সেইভাবেই থাকবেন, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

ভিভি। আমি এতদিন এ ব্যবসায় ছিলাম, তার মানে?

ক্রফ্‌টস্‌। কিছু না, কেবল এর টাকাতেই এতদিন আপনার চলেছে, এই আর কি। আপনার লেখাপড়ার খরচ এর থেকেই এসেছে, আপনার গায়ে যে পোশাক রয়েছে সেটাও এসেছে এর পয়সাতেই। ব্যবসা শুনে নাক উঁচু করবেন না মিস ভিভি, ব্যবসা ছাড়া আপনার নিউনহাম, গার্টন, এসব থাকতো কোথায়?

ভিভি। (আসন ত্যাগ করে, রাগে অধীর হয়ে) সাবধান, সার জর্জ, আপনাদের ব্যবসাটা কি তা আমার জানা আছে।

ক্রফ্‌টস্‌। (চমকে, একটা কুৎসিত গালাগালি কোনোক্রমে চেপে গিয়ে) কে বললে আপনাকে?

ভিভি। আপনার অংশীদার—আমার মা।

ক্রফ্‌টস্‌। (রাগে অন্ধ হয়ে) ঐ বুড়ি—

ভিভি। ঠিক তাই।

কথাটা কোনো প্রকারে ক্রফ্‌টস্‌ হজম করে নিজের মনে কিছুক্ষণ অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করতে লাগল। কিন্তু সে জানে এখন তার দরদ না দেখালে চলবে না, উদার ব্যবহারের আশ্রয় নিতে হবে।

ক্রফ্‌টস্‌। আপনার প্রতি ওঁর আরো একটু মমতা থাকা উচিত ছিল। আমি হলে তো কখনো আপনাকে বলতে পারতাম না।

ভিভি। হ্যাঁ, আপনি হলে বলতেন আমাকে বিয়ের পরে। দরকার মতো আমাকে জব্দ করতে ওটা ব্রহ্মাস্ত্র হোতো আপনার।

ক্রফ্‌টস্‌। (আন্তরিকতার সঙ্গে) বিশ্বাস করুন, সেরকম উদ্দেশ্য আমার কখনো ছিল না। ভদ্রলোক হিসেবে শপথ করে বলছি, কখনো না।

ভিভি তার দিকে তাকিয়ে কথাটার সত্যাসত্য নির্ণয় করতে চেষ্টা করল। ক্রফ্‌টসের এই প্রতিবাদে তার হাসি পেল, ফলে তার অধীরভাব কেটে গেল, ধীরে সুস্থে সে উত্তর দিল অসীম ঘৃণায়।

ভিভি। তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি বোধহয় বুঝতে পারছেন যে, আজ এখান থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সমস্ত পরিচয় শেষ।

ক্রফ্‌টস্‌। কেন, আপনার মাকে সাহায্য করেছি, সেই জন্যে?

ভিভি। আমার মা গরীব মেয়ে ছিলেন, তাঁর সামনে অন্য কোনো পথ ছিল না। আপনি ছিলেন অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক, অথচ পঁয়ত্রিশ পার্সেন্টের লোভে আপনি সেই একই কাজ করলেন। আপনি নেহাত একটা বদমাইস ছাড়া আর কিছু নন। আপনার সম্বন্ধে এই আমার অভিমত।

ক্রফ্‌টস্‌। (অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, কিন্তু একটুও অসন্তুষ্ট হল না। বরঞ্চ ভদ্রতার বালাই চুকে গিয়ে যে খোলাখুলি কথা-বার্তার সুযোগ এসেছে তাতে খুশি হয়ে) হাঃ, হা, হা, হা। বলে যান, মিস ভিভি, বলে যান। ওতে আমার তো লাগেই না, আপনি বরং একটু মজা পান। টাকা এই ব্যবসায় খাটাবো না কেন শুনি। সবাই টাকা খাটাচ্ছে, আমিও টাকা খাটাচ্ছি। মনে করবেন না আমিই কেবল এই কাজ করে হাত নোংরা করছি। আমার মামা ডিউক অফ বেলগ্রেভিয়ার কিছু টাকা-পয়সা একটু সন্দেহজনক জায়গা থেকে আসে, তাই বলে কি আর বলবেন উনি আপনার সঙ্গে মেশবার উপযুক্ত নন? আর্চবিশপ অফ ক্যান্টার-বারিকেও বাদ দিয়ে চলতে হবে, যেহেতু তাঁর গির্জে সংক্রান্ত সম্পত্তির মধ্যে জনকতক পাপীতাপী ভাড়াটেও আছে? নিউনহামের ক্রফ্‌টস্‌ স্কলারশিপটা মনে আছে তো? কার দেওয়া জানা আছে? আমার ভাই—পার্লামেন্টের মেম্বার—তাঁর। ও যে ফ্যাক্টরি থেকে বাইশ পার্সেন্ট পায় তাতে ছ'শো মেয়ে আছে, তাদের একজনও খেয়েপরে থাকার মতো মাইনে পায় না। কী করে চালায়? মাকে জিগগেস করবেন। সকলে বুদ্ধিমানের মতো যা পাচ্ছে পকেটে পুরছে, আর আমি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্টের রাস্তা ছেড়ে

দিয়ে চুপচাপ বসে থাকবো? মাপ করবেন, অত বোকা আমি নই। নীতির দিক দিয়ে অত বাছতে গেলে এদেশে থাকাই চলে না। আর নইলে ভদ্র-সমাজের সংস্রবই ত্যাগ করতে হবে।

ভিভি। (বিবেকের দংশনে পীড়িত) আরো বলুন, বলুন যে নিজের টাকাটা কোত্থেকে আসছে সেটাও একবার খোঁজ নিয়ে দেখিনি। আমি মনে করি আমার অপরাধ আপনাদের চেয়ে কিছু কম নয়।

ক্রফ্‌টস্‌। (অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়ে) নিশ্চয়ই নয়। ভালোই তো! এতে ক্ষতি কী হচ্ছে বলুন দেখি? (ঠাট্টা করে আবার জমিয়ে নেবার চেষ্টা করে) কী? এখন তাহলে আর আমাকে ঠিক সেরকম বদমাস মনে হচ্ছে না, কী বলেন?

ভিভি। আমি আপনার সঙ্গে লাভের অংশ গ্রহণ করেছি, এবং জানিয়েছি আপনার সম্বন্ধে আমার মতামত কী।

ক্রফ্‌টস্‌। (আন্তরিক বন্ধুত্বের সঙ্গে) তা জানিয়েছেন বৈকি। কিন্তু দেখবেন আসলে আমি ততটা খারাপ নই। হ্যাঁ, বিদ্যেবুদ্ধির ব্যাপারে খুব সূক্ষ্ম হবার চেষ্টা করি না বটে, তবে মানুষের সহজ অনুভূতিগুলো আমার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। পৃথিবীতে যা কিছু ইতর, যা কিছু নীচ—ক্রফ্‌টস্‌ গোষ্ঠী চিরকাল তা ঘেন্নার সঙ্গে দেখে এসেছে, এব্যাপারে আপনার সমর্থন আছে নিশ্চয়ই। আমাকে বিশ্বাস করুন, মিস ভিভি, এই জগৎটাকে নিন্দুকেরা যতই খারাপ বানাক না কেন, আসলে মোটেই ততটা নয়। সমাজের বিরুদ্ধে যতক্ষণ না আপনি প্রকাশ্যে লাগছেন, সমাজ আপনাকে একটিও বেয়াড়া প্রশ্ন করবে না। বরঞ্চ যে হতচ্ছাড়া করবে তাকে পিটিয়ে শায়েস্তা করে দেবে। সবাই যেটা সন্দেহ করে সমাজে সেই ব্যাপারটাই গোপন থাকে সব চেয়ে বেশি। আপনাকে এমন সমাজে আমি আলাপ করিয়ে দিতে পারি, যেখানে কোনো মহিলা বা ভদ্রলোক কখনো এতখানি আত্মবিস্মৃত হবে না যে আমার বা আপনার মায়ের ব্যবসা সম্বন্ধে ভুলেও কোনো কথাবার্তা কইবে। সমাজে এমন নিরাপদ স্থান আর কেউ আপনাকে দিতে পারবে না, মিস ভিভি।

ভিভি। (পরম কৌতূহলে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে) আমার

মনে হয় আপনি ভাবছেন, আপনি আমাকে খুব জমিয়ে ফেলছেন, না?

ক্রফ্‌টস্‌। দেখুন, অন্তত এটুকু তো আশা করতে পারি যে আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা আগের চেয়ে ভালো হচ্ছে।

ভিভি। (শান্তভাবে) আপনি যে কোনোরকম ধারণার যোগ্য এমন আমার এখনও মনে হচ্ছে না। যখন মনে হয় যে, সমাজ আপনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, আইন আপনাকে রক্ষা করছে—যখন মনে হয়, প্রতি দশটি মেয়ের মধ্যে নয়টির কী অসহায় অবস্থা হয় আপনার এবং আমার মায়ের হাতে পড়ে! আমার মা—এক অকথ্য মেয়েমানুষ, আর আপনি—তার জুলুমবাজ মহাজন—

ক্রফট্‌স্‌। (রাগে জ্বলে উঠে) গোল্লায় যাও—

ভিভি। আপনাকে বলতে হবে না, সেইখানেই তো আছি।

বেরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ফটকের ছিটকিনিতে হাত দিল। ক্রফ্‌টস্‌ তাড়াতাড়ি তাকে অনুসরণ করে এসে ফটকটা চেপে ধরল।

ক্রফ্‌টস্‌। (রাগে হাঁপাতে-হাঁপাতে) তুমি ভেবেছ তোমার এই ব্যবহার আমি সহ্য করে নেব, শয়তান মেয়ে কোথাকার?

ভিভি। (অবিচলিত) দেখুন, বাড়াবাড়ি করবেন না। ঘণ্টা শুনে কেউ না কেউ এসে পড়বেই। (এক পা না হটে হাতের পিঠ দিয়ে ঘণ্টায় ঘা দিল। কর্কশ কাঁসা বেজে উঠল, ক্রফ্‌টস্‌ নিজের অজ্ঞাতসারে চম্‌কে পিছিয়ে গেল। প্রায় ঠিক সেই মুহূর্তেই ফ্র্যাঙ্কের আবির্ভাব, হাতে তার বন্দুক)।

ফ্র্যাঙ্ক। (খোশমেজাজে সবিনয়ে) বন্দুকটা তুমিই নেবে ভিভ্‌, না আমিই চালাবো।

ভিভি। ফ্র্যাঙ্ক, তুমি শুনেছো সব?

ফ্র্যাঙ্ক। (বাগানে নেমে এসে) শুধু ঘণ্টা ভিভ্‌, আর কিছু নয়। কান পেতে ছিলাম তোমায় যাতে অপেক্ষা করতে না হয়। আপনার চরিত্র-মাহাত্ম্যটা আমি তা হলে ঠিকই ধরেছিলাম, ক্রফ্‌টস্‌।

ক্রফ্‌টস্‌। জানো, ইচ্ছে করলেই, বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে তোমার মাথায় দুখান করতে পারি!

ফ্র্যাঙ্ক। (শিকারীর মতো সাবধানে এগুতে এগুতে) দোহাই আপনার,

অমন কাজটি করবেন না। বন্দুক ব্যাপারে আমি যা অসাবধান! একেবারে মারাত্মক দুর্ঘটনা তো নির্ঘাত, তারপর সাবধান না হওয়ার জন্যে করোনারের কোর্ট থেকে বকুনি!

ভিভি। বন্দুকটা রেখে দাও ফ্র্যাঙ্ক, ওটার দরকার নেই।

ফ্র্যাঙ্ক। তুমি ঠিকই বলেছ ভিভ্। জাঁতিকলে ধরাটাই ওকে ঠিক। (ক্রফ্‌টস্‌ অপমানটা বুঝতে পেরে মারমুখো হয়ে ওঠে)। ক্রফ্‌টস্‌, শোনো, পোনেরোটা বুলেট এই ম্যাগাজিনে আছে; এমনিতেই অব্যর্থ আমার টিপ, তার ওপর এই স্বল্প পরিসরে তোমার বপু হেন এক চাঁদমারি!

ক্রফ্‌টস্‌। আহা, ঘাবড়াচ্ছ কেন? আমি তোমাকে ছোঁবও না।

ফ্র্যাঙ্ক। বর্তমান পরিস্থিতিতে মহানুভবের মতো কথা বৈকি! ধন্যবাদ!

ক্রফ্‌টস্‌। তবে যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। তোমাদের কান দেবার মতো কথা হতে পারে, তোমাদের এতই যখন ভাব। আজ্ঞা করুন, মিস্টার ফ্র্যাঙ্ক, আপনাকে আলাপ করিয়ে দিই আপনার বৈমাত্রেয় বোনের সঙ্গে, শ্রদ্ধেয় রেভারেন্ড গার্ডনারের প্রথমা কন্যা। আর, মিস ভিভি, এই আপনার বৈমাত্রেয় ভাই। নমস্কার। (ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল)।

ফ্র্যাঙ্ক। (মূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর বন্দুকটা কাঁধে তুলে) এটা যে দুর্ঘটনা, তুমি করোনার-কোর্টে সাক্ষী দেবে, ভিভ্। (ক্রফ্‌টসের চলন্ত মূর্তির দিকে তাগ করে। ভিভি ক্ষিপ্রগতিতে গিয়ে বন্দুকের নলটা নিজের বুকে চেপে ধরে)।

ভিভি। এবার চালাও গুলি। চালাও।

ফ্র্যাঙ্ক। (বন্দুকের নিজের দিকটা তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে) থামো, ছেড়ে দাও ভিভ্, সাবধান! (ভিভি ছেড়ে দেয়। বন্দুকটা ঘাসের উপর পড়ে যায়)। ওঃ, কী ভয়টাই না পাইয়ে দিয়েছিলে তোমার এই ছোট্ট বন্ধুটিকে! ধরো, বুলেটটা যদি ছুটেই যেতো! উঃ! (অভিভূত হয়ে বাগানের বেঞ্চে বসে পড়ল)।

ভিভি। যেতো যেতোই; তুমি কি ভেবেছো এই তীব্র যন্ত্রণা আমার দেহ বিদীর্ণ করে গেলেও আমার পক্ষে সেটা কম আরামের হোতো?

ফ্র্যাঙ্ক। (ভোলাবার চেষ্টা করে) **লক্ষ্মী আমার! আর ওরকম্ করে না। মনে রেখ ভিভ্, বন্দুকের ভয়ে ঐ লোকটা যদি আজ জীবনে প্রথম সত্যি-কথা বলেও থাকে, তা হলেও, একান্তভাবে আমরা সেই গভীর বনের পথহারা দুই শিশু।** (হাত বাড়িয়ে সে ভিভিকে আমন্ত্রণ জানায়) **এসো, চলো যাই নিজেদের আবার ঝরাপাতায় ঢাকি।**

ভিভি। (অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে) **আঃ, না, ওসব আর নয়। ওসব কথায় আমার গা শিউরে উঠছে।**

ফ্র্যাঙ্ক। **কেন, কী হোলো, ভিভ্?**

ভিভি। **গুডবাই।** (ফটকের দিকে এগুলো)।

ফ্র্যাঙ্ক। (লাফিয়ে উঠে) **আরে! থামো! ভিভ্, ভিভ্!** (ভিভি ফটকের সামনে ঘুরে দাঁড়াল) **কোথায় যাচ্ছো তুমি? কোথায় তোমাকে পাওয়া যাবে?**

ভিভি। **অনরিয়া ফ্রেজারের আপিসে, ৬৭ নম্বর চান্সেরি লেন, বাকি যেকটা দিন বেঁচে আছি।** (ক্রফ্টস্ যেপথে গেছে তার উলটো পথে তাড়াতাড়ি চলে গেল)।

ফ্র্যাঙ্ক। **কিন্তু, আরে—একটু দাঁড়াও—আচ্ছা তো!** (ভিভির পিছনে ছুটলো)।

চতুর্থ অংক

শনিবারের বিকেল। অনরিয়া ফ্রেজারের চান্সেরি লেনস্থ অফিস। নিউ স্টোন বিল্ডিংস-এর উপরতলায় প্লেটগ্লাসের জানলা, রঙীন দেয়াল, ইলেকট্রিক আলো ও একটি পেটেন্ট স্টোভ, সবই রয়েছে। জানলা দিয়ে লিংকন্‌স ইন-এর চিমনি ও তার পশ্চাতে পশ্চিমের আকাশ দৃশ্যমান। ঘরের মাঝখানে একটি ডবল রাইটিং টেবিল, সিগারের বাক্স, ছাইদান ও একটা পোর্টেব্‌ল টেবিল-ল্যাম্প। ল্যাম্পটা বই আর কাগজপত্রে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। টেবিলটা অতি অপরিচ্ছন্ন অবস্থায়। ডাইনে বাঁয়ে দুটি চেয়ার বসানো। দেয়ালের গায়ে ক্লার্কের পরিষ্কার ডেস্কটি তালাচাবি দেওয়া। তার পাশেই ভিতরের ঘরগুলিতে যাবার দরজা। বিপরীত দেয়ালে বাইরের বারান্দায় যাবার দরজা। দরজার উপরিভাগ ঘষা কাঁচের, তাতে বাইরের দিকে লেখা : ফ্রেজার অ্যান্ড ওয়ারেন। এই দরজা ও জানলার মধ্যে যে জায়গাটুকু সেটা পর্দা দিয়ে ঢাকা।

হাল্কা রঙের ফ্যাশানদুরস্ত পোশাক পরে হাতে লাঠি, দস্তানা, শাদা টুপি নিয়ে ফ্র্যাংক অফিস ঘরে পায়চারি করছে। দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দ হল।

ফ্র্যাংক। চলে এসো। চাবি লাগানো নেই।

হ্যাট মাথায়, জ্যাকেট গায়ে ভিভি ঢুকল। ফ্র্যাংককে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ভিভি। (কঠিন স্বরে) **তুমি এখানে কী করছ?**

ফ্র্যাংক। তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। কয়েক ঘণ্টা হয়ে গেছে এখানে এসেছি। তুমি কি এইরকমই আপিস করো নাকি? (টেবিলের উপর টুপি আর লাঠি রেখে ক্লার্কের টুলে বসে পড়ল। একটু বিশেষরকম চাঞ্চল্য প্রকাশ করে, দুষ্টুমিভরা চোখে তাকাল ভিভির দিকে)।

ভিভি। আমি চা খাবার জন্য ঠিক কুড়ি মিনিট আগে বাইরে গিয়েছিলাম। (নিজের টুপি আর জ্যাকেট খুলে পর্দাটার পেছনে টাঙিয়ে রাখল) **তুমি ঢুকলে কেমন করে?**

ফ্র্যাঙ্ক। তোমার ক্লার্ক তখনো ছিল। আমি আসার পর গেল প্রিমরোজ হিল-এ ক্রিকেট খেলতে। মেয়ে ক্লার্ক রাখো না কেন, অন্তত নিজের জাতের তো একটা উপকার করা হয়।

ভিভি। কী জন্য এখানে এসেছ?

ফ্র্যাঙ্ক। (লাফিয়ে উঠে কাছে এসে) ভিভ্, চলো তোমার ক্লার্কের মতো কোথাও চলে যাই, শনিবারের ছুটিটুকু উপভোগ করে আসা যাক। প্রথমে রিচমন্ড, তারপরে কোনো মিউজিক-হল, কোথাও খাওয়াদাওয়া, কী বলো?

ভিভি। আমার অত পয়সা নেই। ঘুমোতে যাবার আগে আরও ছ' ঘণ্টা কাজ করব।

ফ্র্যাঙ্ক। পয়সা নেই, না? তাকিয়ে দেখ। (পকেট থেকে একমুঠো গিনি বার করে বাজাল) সোনা, ভিভ্, সোনা!

ভিভি। কোথায় পেলে?

ফ্র্যাঙ্ক। জুয়ো খেলে ভিভ্, জুয়ো খেলে। পোকার।

ভিভি। চুরিরও অধম। না আমি যাবো না। (কাঁচের দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসে পড়ে টেবিলের কাগজপত্র দেখতে শুরু করল)।

ফ্র্যাঙ্ক। (করুণ মুখে) কিন্তু ভিভ্, তোমার সঙ্গে কথা বলা যে নিতান্ত দরকার।

ভিভি। বেশ। অনরিয়ার চেয়ারটায় বসে পড়ে এখানেই যা বলবার বল। চায়ের পর দশমিনিট গল্পসল্প করতে আমার ভালো লাগে। (ফ্র্যাঙ্ক গজগজ করতে লাগলো) গজগজ করে কিছু লাভ নেই; আমি অটল। (ফ্র্যাঙ্ক বিপরীত চেয়ারটায় ক্ষুণ্ণভাবে বসে পড়ল) সিগারের বাক্সটা দাও তো!

ফ্র্যাঙ্ক। (বাক্সটা ঠেলে এগিয়ে দিয়ে) কী বিশ্রী মেয়েলী অভ্যেস! ভদ্রলোকেরা আর আজকাল সিগার খায় না জানো?

ভিভি। হ্যাঁ, আপিসে সিগারের গন্ধ আজকাল পুরুষরা অপছন্দ করে। আমরা সেজন্য সিগারেট ধরেছি। দেখ। (বাক্সটা খুলে একটা সিগারেট নিয়ে ধরাল। ফ্র্যাঙ্কের দিকে বাড়িয়ে ধরতে ফ্র্যাঙ্ক মুখ বেঁকিয়ে মাথা নেড়ে

জানালো, না। ভিভি একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আরাম করে ঠেসান দিয়ে বসল) এবার কি বলবে বলে ফেল।

ফ্র্যাঙ্ক। তুমি কি করেছ না করেছ জানতে চাচ্ছিলাম—কী ঠিক করেছ—এইসব আর কী!

ভিভি। এখানে আসবার কুড়ি মিনিটের মধ্যেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। অনরিয়োর এ বছর অতিরিক্ত কাজের চাপ; ও যখন আমাকে পার্টনার হবার জন্য ডেকে পাঠাবে ভাবছে, এমনি সময়ে আমি এখানে এসে হাজির, বললাম আমার একটি পয়সা নেই, আমার কাজ চাই। তারপরেই লেগে গেলাম কাজে, ওকে পাঠিয়ে দিলাম পনেরো দিনের ছুটিতে, ব্যস। তারপর? আমি চলে আসার পর হাস্‌লমিয়ারে কী হলো?

ফ্র্যাঙ্ক। কিছুই না। আমি ওদের বললাম তুমি বিশেষ কাজে শহরে গেছ।

ভিভি। তারপর?

ফ্র্যাঙ্ক। তারপর সবাই হয়তো এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে মুখ দিয়ে কথা বেরোয়নি, কিংবা হয়তো ক্রফ্‌টস্‌ তোমার মাকে আগে থেকেই বলে রেখেছিল। যাই হোক, তোমার মা কিছু বললেন না, ক্রফ্‌টস্‌ও কিছু বলল না, প্র্যাডি চুপ করে তাকিয়ে রইল। চা খাবার পর সবাই চলে গেল। তারপর থেকে ওদের সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি।

ভিভি। (ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলীর গতি নিরীক্ষণ করতে করতে নিশ্চিন্ত-ভাবে মাথা নেড়ে) ঠিক আছে।

ফ্র্যাঙ্ক। (অপ্রসন্নভাবে চারদিকে চেয়ে) তুমি কি চিরকাল এই হতচ্ছাড়া জায়গায় থাকবে ঠিক করেছ নাকি?

ভিভি। (ধোঁয়ার কুণ্ডলীটাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসল) হ্যাঁ। এই দুদিনে আমার নিজের মনের জোর ফিরে পেয়েছি। জীবনে আর একদিনও ছুটি নেব না।

ফ্র্যাঙ্ক। (কাতর মুখে) তা বটে! দিব্যি সুখেই আছ মনে হচ্ছে। আর, লোহার মতো শক্ত।

ভিভি। (গম্ভীর মুখে) ভাগ্যিস আছি তাই বাঁচোয়া।

ফ্র্যাঙ্ক। (উঠে দাঁড়িয়ে) দেখ ভিভ্‌, এর একটা জবাবদিহি চাই। সেদিন বড় ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে তুমি চলে এলে। (টেবিলের উপর ভিভির খুব কাছে গিয়ে বসলো)।

ভিভি। (সিগারেটটা সরিয়ে রেখে) বেশ, তাই যদি হয়ে থাকে তবে সেটাকে পরিষ্কার করে ফেলো।

ফ্র্যাঙ্ক। ক্রফ্‌টস্‌ কি বলেছিল মনে আছে?

ভিভি। হ্যাঁ।

ফ্র্যাঙ্ক। তাতে আমাদের পরস্পরের প্রতি মনোভাবটা সম্পূর্ণ বদলে যাবার কথা। আমরা এক কথায় ভাইবোনের পর্যায়ে পেঁছে গেলাম, কেমন?

ভিভি। হ্যাঁ।

ফ্র্যাঙ্ক। তোমার কখনো কোনো ভাই ছিল?

ভিভি। না।

ফ্র্যাঙ্ক। তাহলে ভাইবোনের মধ্যে সম্পর্কটা কি তা তুমি জান না। আমার অনেক বোন আছে, তাই ভ্রাতৃস্নেহ ব্যাপারটা কি আমি জানি; আমি জোর গলায় বলতে পারি তোমার প্রতি আমার মনোভাব মোটেই সেরকম নয়। আমার বোনেরা যাবে এক রাস্তায়, আমি যাব আরেক রাস্তায়, জীবনে কখনো দেখা না হলেও বিশেষ কিছু যাবে আসবে না। এই গেল ভাই-বোনের ব্যাপার। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার এক সপ্তাহ দেখা না হলেই যে শান্তি পাই না। এটা ভাইবোনের ব্যাপার নয়। ক্রফ্‌টস্‌ তার খবরটা দেবার এক ঘণ্টা আগেও আমার যা মনোভাব ছিল এখনো ঠিক তাই। এক কথায়, মিষ্টি ভিভ্‌, এ প্রেমের তরুণ স্বপ্ন।

ভিভি। (ব্যঙ্গের সুরে) হ্যাঁ, সেই মনোভাব, যা তোমার বাবাকে আমার মায়ের পায়ে এনে ফেলেছিল! ঠিক তাই নয় কি, ফ্র্যাঙ্ক?

ফ্র্যাঙ্ক। (এত খারাপ লাগে যে টেবিল থেকে পিছলে পড়ে) আমি অত্যন্ত আপত্তি করছি, ভিভ্‌, তোমার একথায়; স্যামুয়েল পাদরীর পক্ষে যেসব মনোভাব পোষণ করা সম্ভব, তার সঙ্গে তুমি তুলনা করছ আমার মনোভাবের! আর. আমি আরো বেশি আপত্তি করছি তোমার সঙ্গে তোমার

মায়ের তুলনা করাতে। (টেবিলের উপর আবার বসে) তাছাড়া এ কাহিনীকে আমি মোটেই আমল দিইনা। বাবাকে এ নিয়ে জোর জেরা করেছি, উত্তর যা পেয়েছি তাকে অস্বীকার বলা চলে।

ভিভি। কী বললেন তিনি?

ফ্র্যাংক। বললেন নিশ্চয়ই কোথাও কিছু একটা ভুল হয়েছে।

ভিভি। তুমি তাঁর কথা বিশ্বাস করছ?

ফ্র্যাংক। তা ক্রফ্‌টস্‌-এর কথার চেয়ে বেশি বিশ্বাস করছি বই কি।

ভিভি। তফাৎটা কী হচ্ছে তাতে—তোমার মনে না বিবেকে? কারণ তফাৎ তো সত্যিই কিছু হয় না তাতে।

ফ্র্যাংক। (মাথা নেড়ে) আমার কাছে তো কিছু নয়।

ভিভি। আমার কাছেও না।

ফ্র্যাংক। (অবাক হয়ে তাকিয়ে) কী আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম ওই পশুটার মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই, তোমার ভাষায় বলতে গেলে, তোমার মনে আর বিবেকে সব কিছু বদলে গেছে।

ভিভি। না, তা নয়। আমি ওর কথায় বিশ্বাস করিনি। করতে পারলেই ভালো হত?

ফ্র্যাংক। কী?

ভিভি। আমার মনে হয় ভাইবোনের সম্পর্কটাই আমাদের পক্ষে ভালো।

ফ্র্যাংক। সত্যি বলছ?

ভিভি। হ্যাঁ। অন্য সম্পর্ক যদি বা সম্ভব হোতো, এই সম্পর্কটাই শুধু আমার ভালো লাগে। সত্যি বলছি।

ফ্র্যাংক। (ভ্রূ দুটো তুলল, যেন একটা নতুন অর্থ হঠাৎ ওর দৃষ্টিগোচর হয়েছে। উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে) ভিভ্‌, এই কথাটা তুমি আগে বলনি কেন? আমি এতদিন ধরে তোমায় কি জ্বালাতনই না করেছি, আমি অত্যন্ত লজ্জিত এর জন্যে। আমি খুব বুঝেছি তোমার কথা।

ভিভি। (অবাক হয়ে) কি বুঝেছ?

ফ্র্যাংক। সাধারণ অর্থে যাকে বোকা বলে তা আমি ঠিক নই, ভিভ্‌, যদিও শাস্ত্রীয় অর্থে হয়তো কথাটা ঠিক। কারণ বিজ্ঞ লোকেরা নিজেদের প্রচুর

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বোকামি বলে যা কিছু বর্ণনা করেছেন সেগুলো সবই আমি করেছি। দেখছি আমি ভিভাম্‌সের সেই ছোট্ট বন্ধুটি আর নেই। ভয় নেই, দ্বিতীয়বার আর আমি তোমায় ভিভাম্‌স্‌ বলে ডাকব না, অন্তত যতদিন না তোমার এই নূতন ছোট্ট বন্ধুটির ওপর অরুচি ধরে যায়।

ভিভি। আমার নতুন ছোট্ট বন্ধু!

ফ্র্যাঙ্ক। (অটল বিশ্বাসের সঙ্গে) নিশ্চয়, হতেই হবে নতুন ছোট্ট বন্ধু। এরকমই হয়। এ ছাড়া আর উপায় নেই।

ভিভি। ভাগ্যিস অন্য কোনো উপায় তোমার জানা নেই।

দরজায় টোকা পড়ল।

ফ্র্যাঙ্ক। তোমার এই অতিথিটিকে, সে যেই হোক, আমি অভিশাপ দিচ্ছি।

ভিভি। ও প্রেড। ইটালি যাচ্ছে, যাওয়ার আগে আমাকে বিদায় জানাতে এসেছে। আজ বিকেলে আসতে বলেছিলাম। যাও, দরজাটা খুলে দাও গিয়ে।

ফ্র্যাঙ্ক। আচ্ছা, ও ইটালি যাবার পর আবার কথাবার্তা শুরু করা যাবে'খন। ও যাওয়ার পরেও আমি থাকব। (উঠে দরজাটা খুলে) কি খবর প্র্যাডি? তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুশি হলাম। এস।

প্রেডের পরনে ভ্রমণের উপযুক্ত পোশাক। যাত্রারম্ভের উত্তেজনায় সে ভরপুর।

প্রেড। কি খবর মিস ওয়ারেন? (ভিভি বেশ সহৃদয়ভাবে হাত বাড়িয়ে দিল, যদিও প্রেডের উৎসাহের মধ্যে একটা দুর্বল উচ্ছ্বাসের আভাস তার ভালো লাগল না)। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে হলবর্ন ভায়াডাক্ট থেকে রওয়ানা হচ্ছি। আপনাকে যদি ইটালি নিয়ে যেতে রাজী করতে পারতাম মিস ওয়ারেন!

ভিভি। কেন?

প্রেড। সৌন্দর্যে আর স্বপ্নে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারতেন, এই জন্য।

ভিভি শিউরে উঠে চেয়ারটা ভালো করে নিজের টেবিলের দিকে ঘুরিয়ে নিল যেন টেবিলের উপর স্তুপীকৃত, অপেক্ষমাণ কাজগুলি তার ভরসা ও সান্ত্বনা। প্রেড ওর বিপরীত দিকে বসল। ফ্র্যাঙ্ক ঠিক ভিভির পিছনে একটি চেয়ার এনে অলসভাবে বসে কাঁধের উপর মুখ ফিরিয়ে কথা বলতে লাগল।

ফ্র্যাংক। ও আশা ছেড়ে দাও, প্র্যাডি। ভিভ্‌ একটা বেনিয়া। ও আমার স্বপ্ন আর সৌন্দর্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার।

ভিভি। দেখুন মিস্টার প্রেড, শেষবারের মতো বলে রাখি, আমার চোখে জীবনে কোনো স্বপ্ন বা সৌন্দর্য নেই। জীবন যা, তাই—আমি তাকে তেমনি-ভাবেই গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

প্রেড। (উৎসাহের সঙ্গে) আপনি যদি আমার সঙ্গে ভেরোনা কি ভেনিসে একবার আসেন তাহলে কখনো একথা আপনার মনে হবে না। এমন সুন্দর জগতে যে বেঁচে আছি এই আনন্দে আপনি কেঁদে ফেলবেন।

ফ্র্যাংক। ভাষণটি চমৎকার হয়েছে, প্র্যাডি। চালিয়ে যাও।

প্রেড। আমি সত্যিই কেঁদেছি—আবার কাঁদব, আশা করি পঞ্চাশ বছর বয়েসেও। মিস ওয়ারেন, আপনার বয়েসে ভেরোনার মতো দূরদেশে যাবারও দরকার নেই। অস্টেন্ড দেখেই আপনার মন পাখা মেলে দেবে। ব্রুসেলসের আমুদে, চঞ্চল, আনন্দেভরা আবহাওয়ায় আপনি মুগ্ধ হবেন।

ভিভি। (ঘৃণাসূচক একটা শব্দ করে লাফিয়ে ওঠে) উঃ!

প্রেড। (উঠে) কি হল?

ফ্র্যাংক। (উঠে) কি হল, ভিভ্‌!

ভিভি। (প্রেডকে ভর্ৎসনার সুরে) আমার কাছে বলবার জন্য ব্রুসেলস্‌ ছাড়া সৌন্দর্য আর স্বপ্নের অন্য কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পেলেন না, মিস্টার প্রেড?

প্রেড। (কোনো অর্থ খুঁজে না পেয়ে) ব্রুসেলস্‌ অবিশ্যি ভেরোনার চেয়ে অন্য রকম। আমি কখনোই একথা বলতে চাইনি যে—

ভিভি। (তিক্তভাবে) সৌন্দর্য আর স্বপ্নের পরিণাম শেষ পর্যন্ত এই দু'জায়গাতেই একই হয় বোধ হয়।

প্রেড। (এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হয়েছে, অথচ উদ্বিগ্নচিত্তে) দেখুন, মিস ওয়ারেন আমি—(ফ্র্যাংকের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে) কিছু হয়েছে নাকি?

ফ্র্যাংক। তোমার আগ্রহ ওর কাছে বাচালতা মনে হচ্ছে, প্র্যাডি। ওর জীবনে এসেছে এক মহান আহ্বান।

ভিভি। (তীব্রভাবে) চুপ কর, ফ্র্যাঙ্ক। ছ্যাবলামি কোরো না।

ফ্র্যাঙ্ক। (বসে পড়ে) এটা কি ভদ্র ব্যবহার হল, প্রেড?

প্রেড। (উদ্বিগ্ন, সহানুভূতির স্বরে) ওকে কি আমি নিয়ে যাব, মিস ওয়ারেন? আমার মনে হয় আপনার কাজে নিশ্চয়ই ব্যাঘাত করেছি।

ভিভি। বসুন, কাজ করতে এখনো মন বসছে না। (প্রেড বসল) আপনারা দুজনেই হয়তো ভাবছেন আমি ঠিক সুস্থ মেজাজে নেই। মোটেও তা নয়। কিন্তু কিছু যদি মনে না করেন, দুটি প্রসঙ্গ আমি একেবারে বাদ দিতে চাই। একটি হচ্ছে (ফ্র্যাঙ্কের প্রতি) প্রেমের তরুণ স্বপ্ন—রূপ বা আকার তার যাই হোক না কেন: আরেকটি হচ্ছে (প্রেডের প্রতি) জীবনের স্বপ্ন আর সৌন্দর্য, বিশেষ করে অস্টেন্ড আর ব্রুসেলসের আমোদ উল্লাস। এ দুটো ব্যাপারে আপনাদের যে মোহ আছে তা থাক, আমার নেহাতই নেই। আমাদের এই তিনজনকে যদি বন্ধু হিসেবে থাকতে হয়, তাহলে আমাকে যথার্থ একটি ব্যবসায়ী-মহিলা বলে মেনে নিতে হবে, (ফ্র্যাঙ্কের প্রতি) চির অনূঢ়া, (প্রেডের প্রতি) আর চির-বেরসিক।

ফ্র্যাঙ্ক। আমিও চিরকাল এমনি থাকব, ভিভি, যতদিন না তুমি মত বদলাও। আপাতত প্রসঙ্গটা বদলাওতো প্র্যাডি। তোমার বাক্‌চাতুর্য প্রকাশিত হোক অন্য কোনো বিষয়ে।

প্রেড। (কুণ্ঠিতভাবে) দুঃখের বিষয়, পৃথিবীতে আর এমন কিছু নেই যার সম্বন্ধে আমি কথা কইতে পারি। আর্টের ধর্ম প্রচার ভিন্ন অন্য ধর্ম আমার নেই। মিস ওয়ারেন কি মন্ত্রে দীক্ষিত তা আমি জানি, সে মন্ত্র হচ্ছে জীবনে উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়া; কিন্তু তা আলোচনা করতে হলে তোমার মনে আঘাত না দিলে তো চলে না, ফ্র্যাঙ্ক, কারণ জীবনে এগিয়ে না যেতেই তুমি বদ্ধপরিকর।

ফ্র্যাঙ্ক। আরে, আমার মনে আঘাত দেয়া না-দেয়া নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না, প্র্যাডি। যত খুশি উন্নতিমূলক উপদেশ দিয়ে যাও, এতে উপকার তো আমারই। আর, ভিভ্‌, দেখ না আরেকবার চেষ্টা করে আমাকে মানুষের মতো মানুষ করে তুলতে পার কি না। এস, এখন থেকে আমাদের সকলের উদ্দেশ্য হোক: উদ্যম, মিতব্যয়িতা, দূরদৃষ্টি, আত্ম-

সম্মান আর চরিত্র। যার চরিত্র নেই তাকে তো তুমি ঘেন্না কর, না ভিভ্‌?

ভিভি। (সকাতরে) ফ্র্যাঙ্ক, থামো দয়া করে, ঐ বিকট বুলিগুলো আর শুনিও না। মিস্টার প্রেড, জগতে এই ধর্ম দুটি ছাড়া আর যদি কিছু না থাকে, তাহলে আমাদের মরে যাওয়াই ভালো, কারণ দোষের দিক থেকে এদের কোনো প্রভেদ নেই।

ফ্র্যাঙ্ক। (ভিভিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে বিচার করে) তোমার মধ্যে কেমন যেন আজ একটু কাব্যিয়ানা প্রকাশ পাচ্ছে, ভিভ্‌, এ রোগ তো তোমার ছিল না।

প্রেড। (প্রতিবাদ করে) ছিঃ ফ্র্যাঙ্ক, দরদ বলে যদি তোমার মধ্যে কোনো পদার্থ থাকে!

ভিভি। (নিজের প্রতি নির্মম) না, ঠিকই. এ-ই আমার ওষুধ। ভাবালুতার হাত থেকে আমায় বাঁচায়।

ফ্র্যাঙ্ক। (ঠাট্টা করে) ওদিকে তোমার যে দারুণ ঝোঁক এতেই সেটা তুমি চেপে রাখতে পার! কি বল, ভিভ্‌?

ভিভি। (প্রায় পাগলের মতো) ঠিক বলেছ, বল, আরো বল, কোনো মায়া কোরো না। জীবনে শুধু একটিবার আমি ভাবে গদগদ হয়েছিলাম— চাঁদের আলোয়, আর এখন—

ফ্র্যাঙ্ক। (তাড়াতাড়ি) আরে, ভিভ্‌, সাবধান। এখুনি সব বেফাঁস করে ফেলবে যে!

ভিভি। আহা, তোমার ভাবখানা যেন মিস্টার প্রেড আমার মায়ের কথা কিছু জানেন না। (প্রেডের দিকে তাকিয়ে) সেদিন সকালে সব কথাই আমাকে খুলে বললে পারতেন মিস্টার প্রেড। রুচি ব্যাপারে আপনি নিতান্তই সেকেলে, যাই বলুন।

প্রেড। সংস্কার ব্যাপারে আপনিই বরং বড্ড সেকেলে, মিস ওয়ারেন। একজন আর্টিস্ট হিসেবে একথা আমি আপনাকে বলবই যে মানুষের সঙ্গে মানুষের একান্ত নিবিড় যে সম্পর্ক, আইন সেখানে নাগাল পায় না, আইনের সেখানে দখল নেই। একথা বিশ্বাস করি বলেই আপনার মা বিবাহিত নন জেনেও তাঁকে আমি কোনো দিন এতটুকু কম শ্রদ্ধা করিনি। বরঞ্চ বেশিই করি।

ফ্র্যাংক। (একটু অতিরিক্ত হর্ষ প্রকাশ করে) সাবাস! সাবাস!

ভিভি। (একদৃষ্টে প্রেডের দিকে তাকিয়ে) আপনি এ-ই শুধু জানেন?

প্রেড। নিশ্চয়ই, তাই বৈকি।

ভিভি। তাহলে, আপনারা দুজনেই কিছু জানেন না। আসলে যা সত্যি, তার তুলনায় আপনাদের অনুমান নিতান্তই নির্দোষ বলতে হবে।

প্রেড। (আসন ত্যাগ করে, সচকিত ও রুষ্ট জোর করে ভদ্রতা বজায় রেখে) এ হতে পারে না। (আরো জোর দিয়ে) এ হতেই পারে না, মিস ওয়ারেন।

ফ্র্যাংক শিষ দিয়ে ওঠে।

ভিভি। এতে কিন্তু আমার পক্ষে বলাটা সহজ হচ্ছে না, মিস্টার প্রেড।

প্রেড। (এপর দুজনের দৃঢ় বিশ্বাসের সামনে নিজের ভদ্রতা জ্ঞান কেমন যেন শিথিল হয়ে আসছে) এর চেয়ে খারাপ যদি কিছু থাকে—মানে, আরো কিছু যদি বলবার থাকে—আপনার কি তা বলা উচিত হবে, মিস ওয়ারেন?

ভিভি। যদি সাহস থাকত বাকিটা জীবন কাটিয়ে দিতাম সকলকে একথা বলে—আঘাত দিয়ে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এমনভাবে সবাইকে বুঝিয়ে ছাড়তাম যে নিজেদের বুক দিয়ে তারা বুঝত আমার গ্লানির কতখানি দাহ। মেয়েদের যে এসব বলতে নেই, দুনিয়ার এই যে দুর্নীতি, একে আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। কিন্তু, কৈ, তবুও বলতে পারছি কৈ! আমার মা যে কি—যে দুটো জঘন্য কথায় তা বলা যায়, সে দুটো কথা অহর্নিশি আমার কানে বাজছে, আমার জিভে জ্বলছে, কিন্তু বলতে পারছি না · এতই দারুণ তাদের কলংক আমার কাছে। (ভিভি দুহাতে মুখ ঢাকল। অবাক হয়ে পুরুষ দুজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল, তারপর তাকাল ভিভির দিকে। মরিয়া হয়ে ভিভি আবার মাথা তুলল, এক টুকরো কাগজ আর কলম তুলে নিল টেবিল থেকে)। দাঁড়ান, আপনাদের একটা প্রসপেক্টাসের খসড়া করে দি।

ফ্র্যাংক। আহা, পাগল হয়ে গেছে মেয়েটা! শুনছ, ভিভ? পাগল। নাও, নিজেকে সামলে নাও এই বেলা।

ভিভি। দেখতেই পাবে। (লিখতে শুরু করল) 'আদায়ীকৃত মূলধন: ৪০,০০০ পাউণ্ড, তার কম নয়, জমা প্রধান অংশীদার সার জর্জ ক্রফ্‌টসের নামে। ব্যবসাক্ষেত্র: ব্রুসেলস্‌, অস্টেন্ড, ভিয়েনা ও বুদাপেস্ট। ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিসেস ওয়ারেন'; এখন এঁর পরিচয় আমাদের ভুললে চলবে না সেই জঘন্য দুটি কথা। (লিখে কাগজটা সে তাদের দিকে ঠেলে দেয়)। এই নিন। আচ্ছা থাক, পড়বেন না, দোহাই আপনাদের, পড়বেন না। (কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে সে টুকরো টুকরো করে, তারপর টেবিলে মুখ লুকোয় মাথাটা দুহাতে চেপে)।

ফ্র্যাঙ্ক এতক্ষণ ভিভির পিছনে দাঁড়িয়ে চোখ বড় করে সব দেখছিল। পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে কথা দুটো লিখে সে প্রেডকে দিল। প্রেড পড়ে বিস্মিত হয়ে তাড়াতাড়ি পকেটে লুকিয়ে রাখল।

ফ্র্যাঙ্ক। (সস্নেহে, মৃদুস্বরে) ভিভ্‌, লক্ষ্মীটি, তাতে হয়েছে কি! তুমি যা লিখলে আমি পড়েছি, প্র্যাডিও পড়েছে। সবই আমরা বুঝেছি। এতে আমাদের কিছু আসে যায় না। আমরা যেমন ছিলাম তেমনি রইলাম, তোমার চিরানুগত।

প্রেড। এটা খাঁটি কথা, মিস ওয়ারেন। আমি জোর গলায় বলছি আপনার মতন এমন আশ্চর্য নির্ভীক মেয়ে আমি কখনো দেখিনি।

এই প্রশংসার উচ্ছ্বাসে ভিভির মন ভিজে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই অধীর ভাবে একটা গাঝাড়া দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল, যেন প্রশংসা সে গায়ে মাখতে নারাজ। ভিভি উঠে দাঁড়াল, কিন্তু টেবিলে একটু ভর না দিয়ে পারলে না।

ফ্র্যাঙ্ক। আবার দাঁড়ালে কেন, ভিভ্‌? বোসো না। একটু সুস্থ হয়ে নাও।

ভিভি। ধন্যবাদ। দুটো ব্যাপারে আমার উপর তোমরা নির্ভর করতে পার: কখনো কাঁদব না, বেহুঁস হয়ে পড়ব না। (ভিতরের ঘরের দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে যায়, প্রেডের কাছে যখন এসে পড়েছে থেমে বলে) এখনকার চেয়ে ঢের বেশি মনের জোর আমার দরকার হবে যখন মাকে আমি বলব আমাদের ভিন্ন পথ দেখবার সময় এসেছে। এবার আমায় পাশের ঘরে একটু যেতেই হবে, একটু ফিটফাট হয়ে আসি। কিছু মনে করবেন না যেন।

গ্রেড। আমরা কি চলে যাব?

ভিভি। না, চলে যাবেন কেন? আমি এই এলাম বলে। এক মিনিট। (গ্রেড দরজাটা খুলে ধরে, ভিভি পাশের ঘরে চলে যায়)।

গ্রেড। কি আশ্চর্য ব্যাপার! ক্রফ্‌টস্‌ সম্বন্ধে আমাকে নিতান্ত হতাশ হতে হচ্ছে, সত্যি!

ফ্র্যাঙ্ক। আমি কিন্তু একটুও হইনি। আমার মতে ও আসলে যা, তা-ই শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করল, কোনো ভুল নেই। কিন্তু এখন আমার কি হবে বলতো, প্র্যাডি। আমি তো এখন ওকে বিয়ে করতে পারব না।

গ্রেড। (কঠিনস্বরে) ফ্র্যাঙ্ক! (দুজনে পরস্পরের দিকে তাকাল, ফ্র্যাঙ্ক অবিচলিত, গ্রেড অত্যন্ত রুষ্ট)। শোনো গার্ডনার, এখন যদি ওকে ত্যাগ কর এর চেয়ে গর্হিত ব্যবহার আর হতে পারে না।

ফ্র্যাঙ্ক। সাবাস প্র্যাডি! নারীজাতির প্রতি তুমি চির-উদার। কিন্তু, এক্ষেত্রে তোমার একটু ভুল হচ্ছে; ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন এখানে উঠছে না, প্রশ্ন হচ্ছে টাকার। এখন তো আর আমি ঐ বুড়ির টাকা ছুঁতে পারব না!

গ্রেড। ও, টাকার খাতিরেই তুমি বুঝি ওকে বিয়ে করতে চাইছিলে?

ফ্র্যাঙ্ক। তাছাড়া আর কি! আমার তো একটা পয়সা নেই, না আছে একটা পয়সা কামাবার মুরোদ। ভিভ্‌কে যদি এখন বিয়ে করি, ওকেই তো আমার খরচ চালাতে হবে। আর, আমার পিছনে খরচ যত দামতো সত্যিই তত নয়!

গ্রেড। কিন্তু, একথা তো ঠিক যে তোমার মতন চালাক চতুর ছেলে নিজের মাথা খাটিয়ে অনায়াসে কিছু আয় করতে পারে।

ফ্র্যাঙ্ক। তা পারে, তবে সে নেহাতই নগণ্য। (টাকাগুলি আবার পকেট থেকে বার করে) এই হচ্ছে গতকাল দেড় ঘণ্টা চেষ্টার ফল। অবিশ্যি, খেলেছি খুব রোখের মাথায়, হেরে যেতেও পারতাম। না, তা হয় না, প্র্যাডি। ধরা যাক বেসি আর জর্জিনা দুজনেরই লাখপতির সঙ্গে বিয়ে হল, আর বাবা যদি তাদের এক পয়সা না দিয়েও মারা যান, তাহলেও বছরে চারশ' পাউন্ডের বেশি আমি কিছুতেই পেতে পারি না। আর, সত্তর বছরের আগে বাবা যে মারা যাবেন এমন সম্ভাবনা তো দেখি না, এতখানি

অভিনবত্ব ও'র নেই। তার মানে আগামী বিশ বছর আমাকে কম খরচায় চালাতে হবে। এত কম খরচায় ভিভির চলবে না, অন্তত আমি তো প্রাণে ধরে তা ওর হাতে তুলে দিতে পারব না। অতএব, সময় থাকতে মানে মানে আমি সরে পড়ছি, পথ ছেড়ে দিচ্ছি ইংলন্ডের তরুণ কুবেরতনয়দের জন্য। ব্যস, এই পর্যন্ত। এখন এসব নিয়ে ওকে আর বিরক্ত করব না, যাবার পর ছোট একটি চিঠি পাঠিয়ে দেব। ও বুঝতে পারবে সব।

প্রেড। (ফ্র্যাঙ্কের হাত চেপে ধরে) খাসা লোক হে তুমি, ফ্র্যাঙ্ক! প্রাণ খুলে মাপ চাইছি তোমার কাছে। কিন্তু, এখন থেকে তোমাদের দেখা সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ করা কি ঠিক হবে?

ফ্র্যাঙ্ক। দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ—ভিভির সঙ্গে! মাথা খারাপ নাকি! যতবার খুশি আসব ভিভির কাছে ভায়ের মতন করে। তোমরা এই রোম্যান্টিকেরা একটা সামান্য ঘটনা থেকে কেন যে অসামান্য পরিণাম আশা কর বুঝতে পারি না। (দরজায় কে যেন টোকা দিল)। এ আবার কে এল! দরজাটা তুমি-ই খুলে দেবে, প্র্যাডি? যদি মক্কেল হয় তো আমার চেয়ে তোমার যাওয়াই মানাবে ভালো!

প্রেড। নিশ্চয়ই। (উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। ফ্র্যাঙ্ক ভিভির চেয়ারে বসে একটা চিঠি লিখতে আরম্ভ করে)। আরে, কিটি যে! এস, এস।

মিসেস ওয়ারেন ঘরে ঢুকলেন ভিভির খোঁজে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। সম্ভ্রান্ত, পরিণত বয়সোপযোগী সাজসজ্জা—বেশ বোঝা যাচ্ছে এ বিশেষ চেষ্টার ফল। বিচিত্র রঙিন টুপির বদলে সংযত রুচির শোভন টুপি, ঝলমলে ব্লাউজ ঢাকা পড়েছে দামী কালো রেশমের ওড়নায়।

মিসেস ওয়ারেন। (ফ্র্যাঙ্ককে) এ কী! তুমি যে এখানে!

ফ্র্যাঙ্ক। (লেখা বন্ধ করল, কিন্তু উঠে দাঁড়াল না, চেয়ারে ঘুরে বসল) এই যে আসুন, কি ভালোই না লাগছে আপনাকে দেখে। আপনি এলেন ঠিক যেন বসন্তের দমকা হাওয়ার মতো।

মিসেস ওয়ারেন। দেখ বাপু, ওসব বাজে কথা রাখ। (গলা খাটো করে) ভিভি কোথায়?

ফ্র্যাঙ্ক শুধু অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতে অন্দর ঘরের দরজাটা দেখিয়ে দিল, মুখে কিছু বলল না।

মিসেস ওয়ারেন। (হঠাৎ বসে পড়েন, তারপর কাঁদোকাঁদো গলায়) **প্র্যাডি, ও কি আমার সঙ্গে দেখা করবে না, তোমার কি তাই মনে হয়?**

প্রেড। কেন মিছিমিছি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ, কিটি! দেখা ও করবে না কেন?

মিসেস ওয়ারেন। ওসব তুমি বুঝবে না, প্র্যাডি, তুমি বড্ড হাবাগোবা। ফ্র্যাঙ্ক, তোমাকে ভিভি বলেছে কিছু?

ফ্র্যাঙ্ক। (চিঠিখানা ভাঁজ করে) **দেখা ওকে করতেই হবে,** (খুব অর্থপূর্ণভাবে) **যতক্ষণ না ও ফিরে আসে ততক্ষণ যদি অপেক্ষা করতে পারেন।**

মিসেস ওয়ারেন। (ভয় পেয়ে) **অপেক্ষা করতে পারব না কেন?**

ফ্র্যাঙ্ক কিছুক্ষণ হেঁয়ালিপূর্ণ দৃষ্টিতে মিসেস ওয়ারেনের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর তার লেখা চিঠিখানা সযত্নে দোয়াতের উপর এমনভাবে রাখে যাতে কলম ডোবাতে গেলেই চিঠিখানা ভিভির চোখ না এড়ায়; তারপর সে দাঁড়িয়ে উঠে মিসেস ওয়ারেনের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দেয়।

ফ্র্যাঙ্ক। শুনুন, মিসেস ওয়ারেন: মনে করুন আপনি একটি চড়ুই পাখি, এই এতটুকু মিষ্টি চড়ুই পাখি, নেচে নেচে চলেছেন রাজপথে, এমন সময় হঠাৎ—দেখতে পেলেন বিরাট একটা স্টিমরোলার আপনার দিকেই এগিয়ে আসছে। তখন আপনি কি করবেন? অপেক্ষা করবেন ওর জন্যে?

মিসেস ওয়ারেন। দেখ, ঐসব চড়ুই পাখির গল্প আমার ভালো লাগছে না। বল দেখি হাসেলমিয়ার থেকে ভিভি ওরকম পালিয়ে এল কেন।

ফ্র্যাঙ্ক। সেকথা ভিভির কাছেই শুনবেন, জেদ করে তার জন্যে বসেই যখন আছেন।

মিসেস ওয়ারেন। আমাকে কি চলে যেতে বলছ?

ফ্র্যাঙ্ক। না, তাই কি কখনো বলি! তবে না থাকলেই করতেন ভালো।

মিসেস ওয়ারেন। তার মানে? ওর সঙ্গে দেখাশোনা আর নয়?

ফ্র্যাঙ্ক। ঠিক বলেছেন।

মিসেস ওয়ারেন। (আবার কাঁদতে আরম্ভ করেন) প্র্যাডি, ওকে অত নিষ্ঠুর হতে বারণ কর। (হঠাৎ কান্না থামিয়ে চোখ মুছে বসেন) আমি কাঁদছি দেখলে ভিভি যা চটে যাবে!

ফ্র্যাঙ্ক। (ওর স্বাভাবিক হালকা স্বভাবে একটা সহৃদয় অনুকম্পার সুর এই প্রথম শোনা গেল) প্র্যাডি তো সত্যিকারের একজন উদার প্রকৃতির মানুষ। ওকেই জিগগেস করা যাক, কেমন? তুমিই বলো প্র্যাডি, মিসেস ওয়ারেন যাবেন না থাকবেন?

প্রেড। (মিসেস ওয়ারেনকে) অকারণে তোমাকে এতটুকু আঘাত দিতে আমার কি যে খারাপ লাগে, কিটি, কিন্তু এক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে হয়তো তোমার পক্ষে আর অপেক্ষা না-করাই ভালো। কথাটা কি জান— (অন্দর ঘরের দরজায় ভিভির আসার শব্দ হল)।

ফ্র্যাঙ্ক। চুপ! আর উপায় নেই। ভিভি আসছে।

মিসেস ওয়ারেন। বোলো না যে আমি কাঁদছিলাম। (ভিভি ঘরে ঢুকল। মিসেস ওয়ারেনকে দেখে গম্ভীর হয়ে একবার দাঁড়াল। মিসেস ওয়ারেন তাকে সানন্দে আহ্বান জানালেন--কিন্তু আতিশয্যহেতু কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ শোনাল)। এই যে ভিভি। এতক্ষণে এলে মা!

ভিভি। তুমি এসে ভালোই করেছ, তোমার সঙ্গে কথা ছিল। ফ্র্যাঙ্ক, তুমি যাবে বলছিলে না?

ফ্র্যাঙ্ক। হ্যাঁ, যাব। আমার সঙ্গে আপনিও চলুন না, মিসেস ওয়ারেন। রিচমন্ড থেকে খানিকটা ঘুরে আসা যাবে'খন, তারপর সন্ধ্যেবেলা থিয়েটার, কি বলেন আপনি? রিচমন্ডে কোনো ভয় নেই। সেখানে স্টিমরোলার চলে নাকো!

ভিভি। বোকো না তো, ফ্র্যাঙ্ক। মা এখন যাবে না।

মিসেস ওয়ারেন। (ভয় পেয়ে) আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, কি করি। চলেই যাই, কি বলো! তোমার কাজের আমরা ব্যাঘাত করছি।

ভিভি। (শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে) ফ্র্যাঙ্ককে দয়া করে নিয়ে যান, মিস্টার প্রেড। তুমি বোস, মা। (মিসেস ওয়ারেন অসহায়ভাবে আদেশ পালন করলেন)।

প্রেড। চল হে, ফ্র্যাঙ্ক। গুডবাই, মিস ভিভি।

ভিভি। (করমর্দন করে) **গুডবাই। খুব আনন্দে বিদেশ বেড়িয়ে আসুন।**

প্রেড। তাই যেন হয়, মিস ভিভি। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।

ফ্র্যাংক। (মিসেস ওয়ারেনকে) **গুডবাই। আমার পরামর্শ শুনলে বড় ভালো করতেন।** (মিসেস ওয়ারেনের সঙ্গে করমর্দন করে। তারপর হালকা সুরে ভিভিকে) **বাই-বাই ভিভ্।**

ভিভি। গুডবাই। (ফ্র্যাংক ওর হাত না ছুঁয়েই প্রফুল্ল মনে বেরিয়ে গেল)।

প্রেড। (দুঃখের সঙ্গে) **গুডবাই, কিটি।**

মিসেস ওয়ারেন। (কাঁদোকাঁদো) **উ—বাই!**

প্রেড চলে যায়। ভিভি ধীরস্থির এবং অতিরিক্ত গম্ভীরভাবে অনোরিয়ার চেয়ারটায় বসে অপেক্ষা করে মা কি বলেন শোনবার জন্যে। মিসেস ওয়ারেন পাছে ভিভি কি বলে সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি কথা আরম্ভ করেন।

মিসেস ওয়ারেন। আচ্ছা, ভিভি, তুমি সেদিন অমন করে পালিয়ে এলে কেন? আমাকে কিছু বললে না, জানালে না, অমন কি কেউ করে? আর, বেচারা জর্জকেই বা কি বলেছ তুমি? আমি চেয়েছিলাম ও আমার সঙ্গে আসে, ও এড়িয়ে গেল, কিছুতেই এল না। স্পষ্ট বুঝলাম ও তোমাকে ভয় পাচ্ছে। ভেবে দেখ, আমাকেও ও বললে কিনা না-আসতে। যেন (শিউরে উঠে) **আমিও তোমাকে ভয় পাব, ভিভি।** (ভিভির গাম্ভীর্যের মাত্রা বেড়ে গেল) **আমি অবিশ্যি তাকে বলেছি যে আমাদের সব কবে মিটে চুকে গেছে, মায়েতে মেয়েতে এখন আমরা খুব ভালো আছি।** (হঠাৎ ভেঙে পড়েন) **আচ্ছা, ভিভি, এর মানে কি শুনি?** (সাধারণত ব্যবসা বাণিজ্যে যেরকম খাম প্রচলিত, সেই রকম একটি বড় খাম টেনে বার করলেন। তারপর খাম থেকে কিছু কাগজপত্র বার করবার জন্যে কেবলই হাতড়াতে লাগলেন, কিন্তু সফল হলেন না, তাঁর হাত কাঁপতে লাগল)। **ব্যাংক থেকে আজ এসেছে এটা সকালে।**

ভিভি। ওটা আমার প্রতি মাসের হাত খরচ। যথারীতি সেদিন আমাকে পাঠিয়েছে। আমিও সোজা ফেরৎ পাঠিয়েছি। বলেছি টাকাটা তোমার নামে জমা করে রসিদটা তোমাকে পাঠিয়ে দিতে। ভবিষ্যতে নিজের খরচা আমি নিজেই চালাতে পারব।

মিসেস ওয়ারেন। (অর্থটা মেনে নিতে সাহস হচ্ছে না) কেন, এতে চলছিল না বুঝি? বলোনি কেন এতদিন? (চোখে মুখে একটা চতুর হাসি খেলে গেল)। ওটা আমি ডবল করে দেব, অনেকদিন থেকেই ভাবছি একথা। শুধু বলো কত তোমার চাই।

ভিভি। তুমি খুব ভালো করেই জান এসব বলার কোনো মানে হয় না। এখন থেকে নিজের খুশিমতো নিজের পথ আমি নিজেই দেখে নেব, মিশব আমার চেনা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে। আর, তুমিও তোমার পথ নিজেই দেখে নেবে, মা। (উঠে দাঁড়াল) গুডবাই।

মিসেস ওয়ারেন। (উঠে দাঁড়ালেন, হতভম্ব) গুডবাই!

ভিভি। হ্যাঁ, গুডবাই। মিছিমিছি একটা কাণ্ড বাধিয়ে তো লাভ নেই, এ তুমি নিশ্চয়ই বোঝ। সার জর্জ ক্রফ্‌টস্‌ সবই বলেছেন আমাকে।

মিসেস ওয়ারেন। (রেগে) ওই আহাম্মক বুড়ো—(গালাগালটা কোনো রকমে চেপে গেলেন, কিন্তু কি অল্পের জন্য যে এড়িয়ে গেছেন বুঝতে পেরে তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল)।

ভিভি। ঠিক তাই।

মিসেস ওয়ারেন। জিভটা ওর উপড়ে ফেলা উচিত। কিন্তু ভিভি, আমি যে ভেবেছিলাম এসব কবে চুকে গেছে, বলেছিলে না তোমার কোনো আপত্তি নেই।

ভিভি। (অটল) মাপ করো, যথেষ্ট আপত্তি আছে।

মিসেস ওয়ারেন। কিন্তু আমি যে তোমাকে সব বুঝিয়ে বললাম—

ভিভি। ব্যাপারটা কি করে ঘটেছিল, বলেছ, এখনো যে ব্যাপারটা চলছে, তা বলো নি। (বসে পড়ল)।

মিসেস ওয়ারেন চুপ করে থাকতে বাধ্য হলেন। অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইলেন ভিভির দিকে। ভিভি অপেক্ষা করতে লাগল। মনে গোপন আশা দ্বন্দ্বের বুঝি অবসান হয়েছে। কিন্তু তা হবার নয়। মিসেস ওয়ারেনের চোখে মুখে আবার সেই চতুরতার হাসি খেলে গেল। টেবিলের উপর তিনি ঝুঁকে পড়লেন, অধীর আগ্রহে তিনি কথা কইতে লাগলেন চাতুরীমাখা, চাপচাপা।

মিসেস ওয়ারেন। ভিভি: জানো আমার কত টাকা?

ভিভি। সে অনেক, সন্দেহ নেই।

মিসেস ওয়ারেন। কিন্তু কি যে মানে এত টাকার, তুমি জান না, ভিভি, তোমার বয়েস এত কম। এর মানে কি জান? এর মানে নিত্যি নতুন পোশাক: এর মানে থিয়েটার আর নাচ রোজ রোজ রাত্রে; এর মানে ইয়োরোপের যত সেরা ছেলে সবাই তোমার পায়ের তলায়; এর মানে চমৎকার বাড়ি, অগুনতি চাকর; এর মানে সব চেয়ে ভালো খাওয়াদাওয়া; এর মানে যা তোমার চাই, যা তোমার পছন্দ, যা তোমার খুশি। আর, এখানে? এখানে তোমার রকমটা কি শুনি? নিছক দাসীবৃত্তি, নিশুত-ভোর হাড় কালি করে খালি খাটো—বছরে এক জোড়া পোশাক আর কোনো রকমে বেঁচে থাকা—এরই জন্যে তো! এতে কি পোষায়! ভেবে দেখ ভালো করে। (সান্ত্বনার সুরে) তুমি বিরক্ত হচ্ছ, আমি জানি। আমি বুঝি তোমার মনের কথা, এতে তুমি কত যে ভালো তাও বুঝতে পারি; কিন্তু আমার কথা শোনো, আমার কথা শুনলে কেউ কিছু বলবে না তোমাকে। কম বয়েসের মেয়েদের আমি চিনি, আর এও জানি একটু যদি খতিয়ে দেখ, বুঝবে আমার কথাটা কত ভালো।

ভিভি। ও, এই কৌশলেই তাহলে কাজ হাসিল করো, তাই না? অগুনতি মেয়েকে এই কথাই নিশ্চয় বলেছ, মা, তা না হলে এমন গুছিয়ে বলতে পারো!

মিসেস ওয়ারেন। (উত্তেজিত) আচ্ছা, কি অন্যায় করতে তোমায় বলেছি, বলো! (ভিভি অবজ্ঞায় মুখ ফেরাল। মরীয়া হয়ে মিসেস ওয়ারেন বলে চললেন) ভিভি, আমার কথা শোনো, তুমি বুঝতে পারছ না, ইচ্ছে করে লোকে তোমাকে ভুল বুঝিয়েছে, তুমি জানই না আসলে এই দুনিয়া কি।

ভিভি। (অবাক হয়ে) ইচ্ছে করে ভুল বুঝিয়েছে! তার মানে?

মিসেস ওয়ারেন। তার মানে, সমস্ত সুযোগ তুমি মিছিমিছি উড়িয়ে দিচ্ছ। তুমি মনে করো মুখে যারা যা বলে সেটাই তাদের আসল মূর্তি! অন্যায় কি, অনুচিত কি, ইস্কুল কলেজে যা শিখেছ তাই যেন সত্যিকারের মাপকাঠি! কিন্তু মোটেই তা নয়: এই সমাজে ভয়ে মাথা

নুইয়ে জোড় হাত করে কোনো রকমে যারা বর্তে আছে তাদের দাবিয়ে রাখার এসব যত ফন্দী! এসব বোঝবার আক্কেল তোমার কবে হবে? অন্য মেয়েদের মতো চল্লিশ পেরিয়ে সর্বস্ব খুইয়ে যেদিন বসবে, সেদিন? না, আজ—যখন তোমার নিজের মা ঠিক সময়ে ঠিক সুযোগটি তোমায় ধরে দিচ্ছে? আমার কথা শোনো, আমি যা বলছি তাই ঠিক, দিব্যি গেলে বলছি এতে কোনো ভুল নেই। (আরো আগ্রহভরে) ভিভি, বড়লোক যাঁরা, চালাক লোক যাঁরা, মনিব লোক যাঁরা, তাঁরা জানেন এসব কথা। তাঁদের চলন, তাঁদের চিন্তা ঠিক আমারই মতন। তাঁদের অনেককে আমি জানি ভালো করে। তাঁদের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে পারি, বন্ধুত্ব করিয়ে দিতে পারি। আমি খারাপ কিছু বলছি না, এখানেই তুমি ভুল করছ, আমার সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণায় তোমার মাথা ভর্তি। যাদের কাছ থেকে তুমি শিক্ষা পেয়ে এসেছ, জীবন সম্বন্ধে তারা জানে কি? আমার মতন ক'টা লোকের তারা খবর রাখে? গবেটগুলো আমায় চোখে দেখেছে কখনো, কথা কয়েছে কখনো, না কাউকে বলতে শুনেছে কোনোদিন? ধর আমি যদি তাদের পয়সা না দিতাম, তোমাকে কখনো তারা পুঁছতো ভেবেছ? বড় ঘরের মেয়ের মতো তুমি নিখুঁতভাবে মানুষ হও—এই কি চিরকাল আমি চাইনি? আর, ঠিক তেমনি করেই কি মানুষ করিনি তোমাকে? এখন আমার টাকা, আমার সাহায্য, আর লিজির বন্ধুবান্ধব ছাড়া, সব কিছু তুমি বজায় রাখবে কি করে শুনি? তুমি কি বুঝতে পারছ না, আমাকে ত্যাগ করে নিজের গলায় তুমি ছুরি তো বসাচ্ছোই, আমার বুকও ভেঙে দিচ্ছ?

ভিভি। তোমার কথায় ক্রফ্‌টস্‌-জীবনবেদের বেশ একটা আভাস পাচ্ছি, মা। গার্ডনারদের ওখানে তো সেদিন সবই শুনেছি ওঁর মুখে।

মিসেস ওয়ারেন। তুমি বুঝি ভাব ঐ অপদার্থ বুড়ো মাতালটাকে আমি তোমার কাঁধে চাপাতে চাইছি? কখখনো না, ভিভি। আমি তোমাকে এই শপথ করে বলছি।

ভিভি। চাপাতে চাইলেই কি পারতে! (মেয়ের প্রতি মায়ের যে আন্তরিক স্নেহ, সেই প্রেরণা থেকেই তিনি যে এতক্ষণ কথা বলছিলেন,

এটা যে ভিভি বুঝল না, মিসেস ওয়ারেন তাতে গভীর আঘাত পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ভিভির সেদিকে লক্ষ্য নেই, বোঝবার কোনো চেষ্টাও নেই, সে অবিচলিত বলে চলেছে) মা, তুমি জানই না আমি কি জাতের মেয়ে। ক্রফ্‌টস্‌কে আমি অপছন্দ করি, তার সমগোত্রী অন্য যেসব অমানুষ, তাদের চেয়ে কিন্তু বেশি নয়। সত্যি বলতে কি, একদিক থেকে ক্রফ্‌টস্‌ কিছুটা প্রশংসারই যোগ্য। অন্য জাতভাইদের থেকে উনি খানিকটা আলাদা, নিজের খুশিমতো জীবনকে ভোগ করবার, বহু টাকা করবার ও'র বেশ একটা মনের জোর আছে। জাতভাইদের মতো পাখি মেরে, শিকার করে, হোটেলে খেয়ে, পোশাক বানিয়ে, কুড়েমি করে উনিও তো অনায়াসে সময় কাটাতে পারতেন। কিন্তু, ওরা সবাই তাই করে বলে তাতো উনি করেন না। আর লিজি মাসি? লিজি মাসির অবস্থায় পড়লে আমিও যে ঠিক ও'র মতনই করতাম এও তোমাকে বলছি। কুসংস্কারকে, নীতিবাদকে তোমার চেয়ে আমি যে খুব বেশি মানি তা ভেব না। তোমার চাইতে বরং কমই হবে, তবে সস্তা ভাবালুতায় নিঃসন্দেহে আমি তোমার চাইতে কম যাই। সমাজে শৌখিন নীতিবাদ যে নিছক একটা ভণ্ডামি এ আমি ভালো করেই জানি; আর এও জানি তোমার কাছ থেকে নিয়ে বাকি জীবনটা ফ্যাশানেবেল্‌ মহিলার মতো টাকা উড়িয়ে, একটা মেয়ে যতদূর অপদার্থ আর বাজে হতে পারে সেই রকম একটা কিছু হয়ে, নিন্দের কথা একটিও না-শুনে, অনায়াসে বেঁচে থাকতে পারতাম। কিন্তু অপদার্থ হবার আমার সাধ নেই। পার্কে পার্কে আমার দরজীর, আমার ফিটন-মিস্ত্রীর জীবন্ত বিজ্ঞাপন সাজা, কিম্বা শো-কেশ ভরতি হীরের জৌলুষে তাক লাগিয়ে অপেরাতে বসে হাই তোলা—এসব আমার ধাতে সইবে না।

মিসেস ওয়ারেন। (দিশাহারা) কিন্তু—

ভিভি। থামো, এখনো আমার কথা শেষ হয়নি। একটা কথার উত্তর দাও : তোমার তো আর ব্যবসা না-করলেও চলে, তবুও এখন তুমি চালাচ্ছ কেন? তুমিই তো বললে লিজি মাসি কবে এসব ছেড়েছুড়ে দিয়েছে। তুমি ছাড়ছ না কেন?

মিসেস. ওয়ারেন। ওঃ, লিজির কথা আলাদা, উ'চু সমাজে মিশতে ও ভালোবাসে, ওর রকমসকম দিব্যি ভদ্রঘরের মতন। ও যে-গির্জে'শহরে থাকে, সেখানে একবার আমাকে ভাবোতো! গাছের কাকগুলো পর্যন্ত আমার আসল রূপটি ধরতে পারবে, আমি যদিও-বা কোনো রকমে ওদের নীরস জীবন মানিয়ে নিতে পারি। আমার চাই কাজ; কাজ ছাড়া, হৈচৈ ছাড়া আমি যে মনমরা পাগল হয়ে যাব। এছাড়া কিই বা আমি করব বলো? যা করছি তাই আমার ভালো, এই আমার পোষায়, আর কিছু আমাকে দিয়ে হবে না। ধর আমি না-হয় ছাড়লাম, আর কেউ তো করবে, তাহলে আমার করতে দোষ কি! আর, তাছাড়া, এতে টাকা আসে অনেক, আর অনেক টাকা আমার ভালো লাগে। না, আমি অনেক ভেবে দেখেছি এ আমি কিছুতেই ছাড়তে পারব না—কারুর জন্যেও না। কিন্তু, এসব তোমার জানবারই বা কি দরকার? আমি তোমাকে জানতেও দেব না। ক্রফ্‌টস্‌টাকে দূরে সরিয়ে রাখব। বেশি বিরক্তও করব না তোমাকে: এমনিতেই তো এখান থেকে সেখান রোজই আমায় দৌড়তে হয়। তারপর যেদিন মরব, চুকেই তো যাবে সব, রেহাই তো পাবে সেদিনই।

ভিভি। তা হয় না, মা, আমি মায়েরই মেয়ে। আমি তোমার মতো: আমারও চাই কাজ, চাই আমার ব্যয়ের চাইতে বেশি আয়। তবে কি জান, আমার কাজ আর তোমার কাজ এক নয়, আমার পথ আর তোমার পথ এক নয়। ছাড়াছাড়ি আমাদের হতেই হবে। তাতে আমাদের যাবে আসবে না কিছু, বিশ বছরে দিন কয়েকের জন্য দেখা না-হয়ে, কোনোদিন হবে না, এই যা।

মিসেস ওয়ারেন। (কান্নায় রুদ্ধকণ্ঠে) ভিভি, তোমার কাছে কাছে থাকতে পাব, এই না আমি চেয়েছিলাম!

ভিভি। ওসব বলে কোনো লাভ নেই, মা; তুমি কি ভেবেছ সস্তা কয়েক ফোঁটা চোখের জল আর মুখের কয়েকটা কথায় অমনি আমি বদলে যাব? না, তোমাকেই কেউ বদলাতে পারবে, বলো।

মিসেস ওয়ারেন। (ভয়ানক রেগে গিয়ে) ও! মায়ের চোখের জল তোমার কাছে সস্তা হয়ে গেল?

ভিভি। নয়ই বা কেন, পয়সা লেগেছে নাকি এর জন্যে! আর, তার বদলে তুমি দাবি করছ কিনা আমার সমস্ত জীবনের শান্তি আর সান্ত্বনা! ধরো, আমায় না হয় তুমি পেলে, কিন্তু কি করবে তুমি আমাকে নিয়ে? কি এমন আছে তোমার আর আমার, যা নিয়ে দুজনেরই খুব সুখে দিন কাটবে?

মিসেস ওয়ারেন। (দিশেহারা হয়ে নিজের স্বাভাবিক ভাষায় ফিরে গেলেন) আমাদের সম্পর্ক মায়ের আর ঝিয়ের। আমার মেয়েকে আমি চাই। তোমার ওপর আমার জোর আছে। বুড়ো হলে আমার কন্না করবে কে? কত-না মেয়ে আমায় মা বলে ডেকেছে, কত চোখের জল ফেলেছে ছাড়ার সময়, তোমার পানে চেয়ে আমি কাউকে ধরে রাখিনি। একলা থেকেছি এতদিন তোমারই জন্যে। এখন তুমি বেঁকে বসতে পার না, সে অধিকার তোমার নেই, মায়ের ওপর মেয়ের যা কর্তব্য এখন তুমি অগ্রাহ্য করতে পার না।

ভিভি। (মায়ের কথায় বস্তীর ভাষার প্রতিধ্বনি শুনে বিরক্ত ও বিরূপ হয়ে ওঠে) মায়ের প্রতি মেয়ের যা কর্তব্য! আমি জানতাম এ-প্রসঙ্গটি এখুনি এসে পড়বে। শেষবারের মতো এই তোমাকে বলে রাখছি মা, তুমি চাও মেয়ে, ফ্র্যাঙ্ক চায় বৌ, আমি চাই না মা, চাই না স্বামী। ফ্র্যাঙ্ককে ঘা দিতে কসুর করিনি, সেই সঙ্গে নিজেকেও, তাকে তার পথ দেখতে বলেছি। তুমি কি ভেবেছ তোমাকে আমি মায়া করব?

মিসেস ওয়ারেন। (ভয়ানক রেগে গিয়ে) তুমি কি চরিত্রের মেয়ে আমার জানা আছে, কারুর জন্যে দয়ামায়া এক ফোঁটা নেই, নিজের বেলাতেও না। খুব জানি এদের। ঘ্যানঘেনে, নির্দয়, স্বার্থপর মেয়েদের দেখামাত্র চিনতে পারি। বেশ, নিজের মনোমতই চলো, চাই না তোমাকে আমি। তবে শোনো, তুমি যদি আবার ছোটটি থাকতে, কি করতাম তোমাকে জান?

ভিভি। গলা টিপে মারতে বোধ হয়।

মিসেস ওয়ারেন। না, নিজের কাছে রেখে ঠিক যেমনটি চাই তেমনি করে মানুষ করতাম তোমাকে। তাহলে এমন অহংকারী, এমন জেদী তুমি কখনো হতে পারতে না। উঃ, কি রকম চোরামি করে কলেজের পড়াটা তুমি

আমার কাছ থেকে বাগিয়ে নিলে; হ্যাঁ, চোরামি করে. চোরামি ছাড়া এ আর কি? নিজের কাছে রেখে তোমাকে মানুষ করতাম, নিজের বাড়িতে।

ভিভি। (শান্তভাবে) হ্যাঁ, তোমার ঐ সব বাড়ির একটাতে!

মিসেস ওয়ারেন। (চিৎকার করে) কী বললে! ওগো শোনো, মায়ের পাকা চুলে মেয়ে আমাব থুথু ছিটোচ্ছে কি রকম! ওঃ! আসবে, সেদিন আসবে, যেদিন তোমার মেয়েও তোমায় এমনি পায়ের তলায় ফেলে ছেঁচবে, আজ তুমি আমায় যেমন করছ। এ হবেই তোমার, নিশ্চয়ই হবে! মায়ের অভিশাপ মাথায় নিয়ে কোন মেয়েটার ভালো হয়েছে শুনি।

ভিভি। দেখ মা, বাড়াবাড়ি কোরো না। এতে আমার মন গলবে না। থামো এখন। হাতের মুঠোয় পেয়ে আমিই বোধ হয় একমাত্র মেয়ে যার তুমি সর্বনাশ করনি। এখন সব মাটি কোরো না যেন।

মিসেস ওয়ারেন। তা বটে, হায় ভগবান, তাই বটে; আর তুমিই হচ্ছ একটি মেয়ে যে আমার বিরুদ্ধে এমনি করে দাঁড়াল। ওঃ, কি অন্যায় দেখ একবার! কি অন্যায়! কি অন্যায়! চিরটা কাল ভালো মেয়েদের মতনই হতে চেয়েছি। কাজ খুজেছি যাতে কেউ অসৎ বলবে না, শেষে দাসীবৃত্তি করে করে এমন অবস্থা হয়েছে যে অমন সৎকাজের নাম শুনলে অভিসম্পাত দিতে ইচ্ছে হয়েছে। ভালো মেয়েদের মতন মা হয়েছি, মেয়েকে ভালোভাবে মানুষ করেছি, আর তাই বলেই না আজ সে আমায় দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছে, যেন কুষ্ঠ হয়েছে আমার। ওঃ, আবার যদি জীবনটাকে নতুন করে চালাতে পারতাম! ইস্কুলের সেই মিথ্যাবাদী পাদরীটাকে দেখে নিতাম একবার। এই এখন থেকে, ভগবান জানেন, অন্যায়কেই আমি মেনে নিলাম, জীবনে অন্যায় ছাড়া আর কিছু আমি করব না। আর এই অন্যায় থেকেই আমি উন্নতি করব, দেখে নিও।

ভিভি। এই তো চাই, নিজের পথ নিজে বেছে চলাই তো ভালো। আমি যদি তুমি হতাম, তাহলে তুমি যা করছ, তাই হয়তো করতাম, কিন্তু তাই বলে এক রকম জীবন কাটিয়ে অন্যরকম জীবনে বিশ্বাস করতাম না। আসলে তুমি দারুণ সেকেলে। এই জন্যই তোমার কাছ থেকে এখন আমি বিদায় নিচ্ছি। ঠিকই করছি, না?

মিসেস ওয়ারেন। (অবাক হয়ে) **ঠিকই করছ? আমার সমস্ত টাকা** এমন **করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঠিকই করছ?**

ভিভি। না, তোমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ঠিক করছি, নয় কি? তা না হলে মহা মূর্খের মতো কাজ করা হত! হত না?

মিসেস ওয়ারেন। (অপ্রসন্নভাবে) **তা হবে! কিন্তু যা ঠিক সবাই মিলে শুধু তাই যদি করত, এই দুনিয়া চলত কি করে ভগবানই জানেন! যাকগে, এখন আমি চলি, যেখানে কেউ আমাকে চায় না, সেখানে আর না-থাকাই ভালো।** (দরজার দিকে ফিরলেন)।

ভিভি। (অনুকম্পাভরে) **যাবার আগে একবার হ্যান্ডশেক করবে না?**

মিসেস ওয়ারেন। (হিংস্রভাবে মুহূর্তখানেক তাকিয়ে রইলেন, মনে হল ভিভিকে এবার মারই লাগাবেন বুঝি) **না, ধন্যবাদ, গুডবাই।**

ভিভি। (কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে) **গুডবাই।** (পিছনে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে মিসেস ওয়ারেন বেরিয়ে গেলেন। ভিভির মুখে গাম্ভীর্যের কঠিন রেখা দূর হয়ে গিয়ে প্রফুল্লতা দেখা দিল; নিষ্কৃতি পাবার পরম তৃপ্তিতে সে আধো-হাসি, আধো-কান্নার একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। লঘু মনে লিখবার টেবিলে সে গিয়ে বসল; বিজলী-বাতিটা জায়গা জুড়ে ছিল, সেটাকে ঠেলে সরিয়ে দিল দূরে; তারপর এক রাশ কাগজপত্র টেনে নিয়ে কালিতে কলম ডোবাতে যাবে, এমন সময় চোখে পড়ল ফ্র্যাঙ্কের লেখা চিঠি। নির্লিপ্তমুখে চিঠিটা খুলে তাড়াতাড়ি সে চোখ বুলিয়ে নিল, মুখে হাসি ফুটে উঠল একটু—ফ্র্যাঙ্ক কি একটা মজার কথা লিখেছে যেন)। **আর, তোমাকেও গুডবাই, ফ্র্যাংক।** (চিঠিটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিল, টুকরোগুলি ফেলে দিল বাতিল কাগজের বাস্কেটে, দ্বিধা করল না একটুও। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তার কাজে, ডুবে গেল হিসাবের সমুদ্রে)।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত